

**BUDDHER ABHIYAN**  
**BY**  
**PRAJNANANDA STHAVIR**

প্রথম প্রকাশ—আধিনী পূর্ণিমা, ১৩১৪

দ্বিতীয় প্রকাশ—বুদ্ধ পূর্ণিমা, ১৩২৭

প্রকাশক—ডঃ অকোয়ল চৌধুরী

ধর্মপাথর বোর্ড গ্রন্থ প্রকাশনী

৫০-টি/১মি, পট্টারী রোড। কলিকাতা-১৫

মুদ্রক—শ্রীমদীপ্রনাথ সবকার

সেঞ্চুরী প্রেস। ২১, পট্টয়াটোলা লেন। কলিকাতা-৯

মূল্য : চল্লিশ টাকা

# বিষয়সূচী

## প্রথম পরিচ্ছেদ

বারাণসীতে

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

( ভিক্ষু-সঙ্ঘ )

বশ ও তাঁহার বন্ধুবর্গ	...	৬
রাজ কুমারদের প্রবেশ্য	...	৮
কান্তপত্নী	...	৯
শারীপুত্র ও মৌদগল্যায়ন	...	১১
মহাকাশ্যপ	...	১৪
কাত্যায়ন	...	২০
উপালি ও ছরজন শাক্যকুমার	...	২০
অদির	...	২৭
রাষ্ট্রপাল	...	২৯
শৈল ব্রাহ্মণ	...	৩৯
কুধি ভারবাহ.	...	৪৫
অঙ্গুলিমালা	...	৪৭

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

( ভিক্ষু-সঙ্ঘ )

মহাপ্রজ্ঞাপতি গোতমী	....	৫৪
পট্টাচার্য	...	৫৭
কিনা গোতমী	...	৬২
কুণ্ডলকেশী	..	৬৫
উৎপলবর্ণা	..	৭০
রূপনন্দা	..	৭২
রোহিণী	...	৭৫

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

( উপাসক-সঙ্ঘ )

বিহিলার	.	৭৮
অনাথপিণ্ড	..	৮৯
উপালি	...	৮৭

সেনাপতি সিংহ	...	১৪
মেওক জেঙ্গী	..	১০১
গৃহপতি-পুত্র সিংহাল	...	১০০
বৈয়াক্ত ব্রাহ্মণ	..	১১১
শোভনীয় গৃহপতি	...	১১৬
ব্রাহ্মণ যুবক অখলায়ন	...	১২২
ব্রাহ্মণ যুবক অযুট	.	১২৪
সোণদণ্ড ব্রাহ্মণ	...	১৪৬
জ্যোৎ ব্রাহ্মণ	..	১৬০

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

( উপাসিকা-সম্ব )

স্বজাভা	...	১৫৬
বিশাধা	...	১৫৮
গ্রামাবতী ও কুলোত্তরা	...	১৬২
উত্তরা	...	১৭৪
সুভদ্রা	...	১৮৫
ভক্তবার-গ্রহিতা	...	১৮৭

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

( বক্ষ দমন )

জালবক	...	১৯১
স্বচিলোম	...	১৯৬

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

দেবদত্তের বিদ্রোহ	...	১৯৮
-------------------	-----	-----

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

মহাপরিচালনা	...	২১১
-------------	-----	-----

## নবম পরিচ্ছেদ

বৌদ্ধধর্মের ভৌগোলিক বিবরণ	...	২৪৭
শব্দসূচী	...	২৫২

## উৎসর্গ

আঁমাব চতুর্দশাদিক এক বৎসব বয়ঃক্রম কালে পবন  
ধার্মিক পিতাব দেহত্যাগেব পব, যাঁহারা আমাকে  
অপত্যস্নেহে লালিত, পালিত ও বর্ষিত  
করিষা পবিত্র ভিক্ষু-জীবন-সাভেব  
উপযুক্ত করিয়াছিলেন,  
সেই স্নেহাধাব  
পিতামহ, পিতামহী  
এবং পিতৃব্যাদিব অভুলনীয়  
স্নেহ-ধন্যাদি উপকাৰেব কিঞ্চিৎ প্রতিদান  
স্বৰূপ এই গ্রন্থখানি তাঁহাদেব কবকমলে অর্পণ  
কৰিলাম ।

অশ্বিনী পূর্ণিমা,

২৪৭৯ বঙ্গাব্দ

ঐজ্ঞানন্দ



## প্রকাশকের নিবেদন

সম্রাজ ভিক্ষু-মহাসভার প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, চট্টগ্রামস্থ বৌদ্ধ সেবা-সমন্বয় প্রাক্তন অধ্যক্ষ এবং বহু গ্রন্থপ্রণেতা সঙ্ঘসভাপতি / প্রজ্ঞানন্দ মহাস্থবির মহোদয়ের “বুদ্ধের অভিধান” গ্রন্থখানি পুনরায় প্রকাশিত হইল। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রথমে প্রকাশিত হয়। বহুকাল পূর্বেই ইহার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়। গ্রন্থখানি, ছাপাশ্য, ছিল। প্রয়াত জ্ঞানানন্দ মহাস্থবির (কলিকাতা) তাহার নিজস্ব কপিটি আমাকে দিয়াছিলেন। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া ইহার গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়াছি এবং পুনরায় ইহাকে প্রকাশিত করা যায় কিনা এই বিষয়ে চিন্তাভাবনা করিতে থাকি। আজ আমাদের “ধর্মাদায় বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী” হইতে ইহার পুনঃপ্রকাশ করিতে পারায় আমাদের আনন্দের সীমা নাই। সম্রাজ পাঠকগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া, তথাগত বুদ্ধের জীবনচরিত কিছু পরিচয় পাইবেন এবং গ্রন্থকারের প্রাণ্ডল ভাষা ও হৃদয় বর্ণনভঙ্গীর প্রশংসা করিবেন—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

গ্রন্থখানি মূলতঃ মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের ‘বুদ্ধচর্য’ (হিন্দীতে বিরচিত) গ্রন্থের চারাবলম্বনে লিখিত ও অনুদিত বলিয়া প্রামাণ্য ও তথ্যসমৃদ্ধ হইয়াছে। বাঙলা ভাষায় ভগবান বুদ্ধের জীবনচরিত সম্বন্ধে এইরূপ প্রামাণ্য-গ্রন্থ খুব অল্পই দৃষ্ট হয়। এইজন্য গ্রন্থকার বাঙলা ভাষাভাষী পাঠক সমাজের - ১৫৭১২ হইয়াছেন।

আমরা ধ্যানসম্মত নিতুলভাবে এই গ্রন্থ প্রকাশিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তথাপি যদি কোন ভুলত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয় পাঠকগণ নিজস্বগণ ক্ষমা করিবেন—ইহাই নিবেদন। ভবতু নমসদলং।

বিশ্বদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র ভবন

টি।সি, পট্টারী বোড

১৯৩৫/৩৬—১০০০১৫

বুদ্ধ পূর্ণিমা, ১৩২৫

বিনীত

স্বকোমল চৌধুরী

সাধারণ সম্পাদক

ধর্মাদায় বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী

## ভূমিকা

ভগবান বুদ্ধের জন্মভূমি ভারতবর্ষ বৌদ্ধযুগে শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, চরিত্র সাহিত্য প্রভৃতি সর্ব বিষয়ে উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিল। এই ভাবভূমি হইতেই চীন, তিব্বত, জাপান, শ্রাম, সিংহল, বর্ম্মা এমন কি স্বল্প আমেরিকা প্রভৃতি জগতের বিভিন্ন স্থানে জ্ঞান ও সভ্যতার আলোক বিচ্ছুরিত হইয়াছিল। তাই আজিও বৌদ্ধ জগত ভারতবর্ষের নামে প্রভাবনতশিরঃ।

কালেব আবর্তনে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থানে ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধ ধর্ম একেবারে লুপ্ত হইয়াছে বলিলে অতুক্তি হয় না। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের দুর্বলতার স্বযোগে অসাধারণ ক্ষমতাবলে হিন্দুগণ বৌদ্ধদিগকে হুঙ্কিত করিয়া ফেলিয়াছেন। বঙ্গদেশে মাত্র তিনলক্ষ বৌদ্ধ বিদ্যমান। তন্মধ্যে চট্টগ্রামবাসী বড়দা বৌদ্ধগণই শিল্পার দীক্ষার উল্লেখযোগ্য।

জগতের সর্বত্র হিংসা, ঘেব, পররাজ্য-লিপ্সা ও ধ্বংসনীরার অবতারণা পরিদৃষ্ট হইতেছে। বুদ্ধের অমূল্য বাণীর বহল প্রচাবই ইহার প্রতিবিধান করিতে পারে। পন্থম স্বর্ষেব বিষয় যে, সদাশয় হুটিশ গভর্ণমেণ্টের কল্যাণে বৌদ্ধ কীর্তি লম্বের ধ্বংসাবশেষ সংরক্ষিত হইয়াছে এবং ভারতবর্ষেব বিশেষতঃ বঙ্গদেশের অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি বৌদ্ধ সাহিত্যের গবেষণার আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। অসংখ্য পালি গ্রন্থ অনন্ত জ্ঞানের আকর। সারা ভারতে প্রচার কল্পে অসাধারণ পণ্ডিত ভিক্ষু রাহুল সাংকৃত্যায়ন, ভিক্ষু আনন্দ কোশল্যায়ন ও ভিক্ষু কাশ্যপ ভারতবর্ষের ভাবী জাতীয় ভাষা হিন্দীতে পালি গ্রন্থ অলবান করিতেছেন। লবুহাগম চক্রবর্তী স্বর্গীয় আন্ততৌব মুখোপাধ্যায় মহোদয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি ভাষার প্রবর্তন করিয়া ভাষতের অশেষ কলাপ সাধন ও বাঙ্গালী বৌদ্ধের মুখোজ্জল কবিয়া গিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় লতাশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ, মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, “ধর্মশদ” অলবানক শ্রীযুত চারুচন্দ্র বসু, “জাতক” এল অলবানক শ্রীযুত টেশানচন্দ্র ঘোষ মহোদয়গণ বৌদ্ধ সাহিত্যের গবেষণার অমর কীর্তি অর্জন করিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীযুত বেণী নাথব বড়ুয়া এম, এ, , ডি, লিট, , ডাক্তার নলিনাক্ষ দত্ত এম, এ, , ডি, লিট, ; পি, এইচ, ডি ; ও ডাক্তার বিমলাচরণ লাহা এম, এ, , পি, এইচ, ডি, মহোদয়গণ বৌদ্ধ সাহিত্যে যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতের

এই নব আগমন ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্মের পুনরুত্থান তথা ভারতবর্ষের অত্যাঙ্কন অবিস্মৃত হ'চনা করিতেছে ।

বড়ুয়া বা বৌদ্ধ বলিয়া পরিচিত ব্যক্তি মাঝই প্রকৃত বৌদ্ধ নহে । পরন্তু হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি জাতিতে প্রকৃত বৌদ্ধ পদ বাচ্য অনেক ব্যক্তি আছেন । চট্টগ্রামের বৌদ্ধগণ মিথ্যাটুটি ও অকবিশ্বাসে আচ্ছন্ন ছিলেন । পণ্ডিত স্বর্গীয় নবরাজ বড়ুয়া মহোদয়ের নাম বড়ুয়া মাজেরই চির স্মরণীয় । তিনি বড়ুয়া সমাজেব অন্ধকাব যুগে বহু বাধা বিপত্তির মধ্যেও দৃঢ়তার সহিত অনেক কুপ্রথাৱ উচ্ছেদ সাধন কবিতা গিয়াছেন । তিনি আদর্শ স্থানীয় বৌদ্ধ জীবন বাপন করিতেন । তাঁহাব মত ধার্মিক ব্যক্তি কদাচিৎ দৃষ্ট হয় । তিনি কিছুদিন বুদ্ধিষ্ট টেক্টে সোলাইটতে পালি ভাষার অম্ববাদ করিয়াছেন এবং সরল পথে "প্রকৃত স্ত্রী কে ?" 'প্রসন্ন জিতোপাখ্যান' ও "বুদ্ধ-পবিত্র" রচনা ও প্রকাশ কবিতা গিয়াছেন । তাঁহাব "পালি ব্যাকরণ" বাঙালীব পালি শিক্ষার পথ স্মরণ কবিতা দিয়াছে । তাঁহার বন্ধু পণ্ডিত স্বর্গীয় ধর্মরাজ বড়ুয়া মহোদয় "হস্তসার" সংকলন কবিতা সমাজেব যথেষ্ট উপকার কবিতা গিয়াছেন ।

ভাষার পরিপুষ্টি জাতির উন্নতির জোতক । বড়ই আনন্দের বিষয় যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার শ্রীযুত শ্রীযাত্রাঙ্গদ মুখোপাধ্যায় মহোদয় বাঙালী ভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ কবিতা বাঙালী মাজকেই গৌরবান্বিত কবিতাছেন ও বঙ্গদেশকে সভ্যজগতে স্থান গ্রহণে অধিকারী কবিতাছেন । আশা করি, পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ও পালি প্রভৃতি ভারতীয় ভাষার প্রাচীন গ্রন্থাবলী বাঙলায় অম্ববাদ কবিতা বাঙলা ভাষাব শ্রীবুদ্ধি সাধনে তৎপর হইবেন । স্বর্ধের বিষয় যে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতির সভাপতি অগ্রমহাপণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্মবংশ মহাস্থবির, পণ্ডিত স্বর্গীয় নবরাজ বড়ুয়া মহোদয়েব কনিষ্ঠ ভ্রাতা "বৌদ্ধ মিশন" প্রতিষ্ঠাতা কর্মবীব পণ্ডিত শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির মহোদয়গণের তত্বাবধানে পালি গ্রন্থের অম্ববাদ কার্য আরম্ভ হইয়াছে । "বেদ-সম্বরণ" প্রণেতা শ্রীযুত গজেন্দ্র লাল চৌধুরী মহোদয়ের অম্ববাদ এবং "বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠ" প্রণেতা শ্রীযুত শ্রীধর বড়ুয়া মহোদয়ের গবেষণা ও প্রচেষ্টা প্রশংসার্হ ।

ভিক্ষুগণ সমাজেব যেকদও । প্রাচীন ভারতে ভিক্ষুগণ বুদ্ধের বাণী দেশ দেশান্তরে নিয়া জগত আনোকিত কবিতাছিলেন এবং তাঁহাদেব প্রেরণায় প্রবুল ভারত সাহিত্যে, দর্শনে, শিল্পে, বিজ্ঞানে, জ্ঞানে, বৈরাগ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার কবিতাছিল । আধুনিক কালে বড়ুয়া সমাজ বাহা কিছু

অগ্রসর হইয়াছে তাহার মূল ভিক্ষুগণের প্রচেষ্টা। কলিকাতা ধর্মাসুর বিহার, বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমিতি ও “জগজ্যোতির” হোতা কর্তব্যীর স্বর্গীয় কৃপাশরণ মহাশ্ববিব মহোদয় বড়ুয়া বৌদ্ধকে জগতের সহিত পরিচিত করিয়াছেন। পূর্ণাচাব ধর্মধার আচার্য্য স্বর্গীয় চন্দ্রমোহন মহাশ্ববিব মহোদয় ভিক্ষুসমাজের আমূল সংস্কার সাধন করিয়া শ্ববিববাদ প্রবর্তন করিয়াছেন। বড়ুয়া সমাজের অশেষ কল্যাণমিষ্ট স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী মহোদয় প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতির সভাপতি অগ্রমহাপণ্ডিত মহোদয়ের অসাধারণ আত্মোৎসর্গের ফলে বড়ুয়া সমাজে উচ্চ শিক্ষার বিস্তার সাধিত হইয়াছে। “জগজ্যোতির” সম্পাদক স্বর্গীয় ণালদ্বার মহাশ্ববিব ও “বৌদ্ধ বন্ধুর” সম্পাদক স্বর্গীয় পূর্ণানন্দ শ্রবণ মহোদয়গণ সমাজের কল্যাণ সাধনে প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন। কর্তব্যবীৰ শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাশ্ববিব মহোদয় সমাজের সংস্কার সাধনে ব্রতী আছেন। তিনি অনেক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন ও বর্তমানে “জিপিটক” বদান্বরে প্রচাররূপ মহান কার্য্য আৰম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাব আরও কার্য্য সম্পন্ন হউক, ইহাই আন্তরিক কামনা। ভিক্ষুগণ ধ্যান মার্গে বিচরণ করিবেন এবং জগতের অপর বাবতীর কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন বলিয়া বাঁহাবা ভিক্ষুগণকে স্থানচ্যুত বধিতে চাহেন তাঁহাদের কার্য্য কতদূর সীমীত তাহা বিবেচ্য।

বহুদিন হইতে বাঙ্গলা ভাষায় বুদ্ধের বিজ্ঞত জীবন চরিত্রের অভাব অহুভব করিতেছিলাম। অন্তঃপ্রাতিম শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ শ্ববিব মহোদয় ধর্মপ্রাণ পণ্ডিত স্বর্গীয় নবরাজ বাবুর স্বযোগ্য পুত্র। পণ্ডিত মহোদয় প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্বে “বুদ্ধ-পরিচয়” প্রণয়ন করিয়াছিলেন। আজ আমি অত্যন্ত হইয়া তাঁহার পুত্রের ‘বুদ্ধের অভিযান’র ভূমিকা লিখার উপলক্ষে দুই একটি কথা লিখিতে সন্মান ও গৌরব বোধ করিতেছি। ভূমিকা পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধি করে, কিন্তু আমার বোধ্যাতা কৈ ? গ্রন্থকার ধার্মিকের পুত্র এবং নিজে ধর্মজীবন বাপন করেন।

‘বুদ্ধের অভিযান’—বুদ্ধের জীবন কাহিনী জিপিটকেব বিভিন্ন অংশের অল্পবাদ বিশেষ। ইহার পূর্ণাভাব বহু মূল্যবান তথ্য সমন্বিত এবং পবিত্রিষ্টে সাধারণের অবশ্য জ্ঞাতব্য প্রাচীন ভারতব নগর ও জনপদের বর্তমান ভৌগোলিক নির্দেশ আছে। ভরসা আছে, অল্প বিস্তর ক্রটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও এই গ্রন্থ পাঠক-পাঠিকার সমাদর লাভ করিবে।

হিন্দু ধর্ম, মুসলমান ধর্ম, খৃষ্টান ধর্ম ইত্যাদি বলিলে ধর্ম অর্থে বাহা বুঝায় বুদ্ধ

ভঙ্গুণ কোন 'ধর্ম' প্রচার করেন নাই। বৌদ্ধ ধর্মে পরনির্ভরতা ও অন্ধ বিশ্বাস নাই। সাধারণতঃ 'ঈশ্বর' ও 'আত্মা' যে অর্থে ব্যবহৃত হয় বুদ্ধ তাহাতে বিশ্বাসী ছিলেন না। বুদ্ধের অপর নাম নৈরাশ্রবাদী। আত্মা-বাদের উপরই ঈশ্বর-বাদ নিহিত। বাস্তবত্বে ও প্রজ্ঞাতত্বে বেই পার্থক্য অপর ধর্মে ও বৌদ্ধ ধর্মে সেই পার্থক্য। বুদ্ধের ধর্ম দর্শন শাস্ত্র বিশেষ। ইহার অপর নাম বিভাজ্যবাদ। আদর্শ মানবত্বলাভ করিতে হইলে সর্বপ্রথম সম্যক দৃষ্টির প্রয়োজন। শাস্ত্রবাণী বা পূর্ববর্তীদের বাণী নির্বিচারে গ্রহণ করা যায় না। প্রত্যেক বিষয় বা বস্তু সর্বতোভাবে বিশ্লেষণ কবিত্যা গ্রহণ করা উচিত। ইহাই বিভাজ্যবাদ।

বুদ্ধের সমসাময়িক কালে ভারতবর্ষে স্বাধীন চিন্তা বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। স্ববজ্রাগরণের সময়েই বুদ্ধের প্রাজুর্ভাব হইয়াছিল। তখন দলে দলে তীর্থঙ্কর বা পরিত্রাস্ত্রকগণ বিভিন্ন স্থলে বিচরণ করিয়া যুক্তি তর্কবলে নিজেদের দল পুষ্ট কবিতেন। তাঁহারা নিষ্ঠার সহিত সকল কাম করিতেন। পবাক্ষিত হওয়া মাত্র ক্ষেতাব মতাবলম্বী হইতেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে শিক্ষার, দীক্ষার, জ্ঞানে, বৈরাগ্যে নাতিশয় উন্নত ছিলেন, তাই অত্যন্ত সময়ে বা অত্যন্ত উপদেশে বুদ্ধের বাণী গ্রহণে সমর্থ হইয়াছিলেন ও অরহত্বলাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণগণ চিৎদিন শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তাঁহারা ই ভাবতের মস্তিষ্ক। অধ্যয়ন অধ্যাপনায় তাঁহারা জীবন অতিবাহিত করিতেন। তাঁহারা রাজার মন্ত্রীও করিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধ কর্মবাদী। তিনি জন্ম দ্বারা লোক ব্রাহ্মণ শূত্র ইত্যাদি হয় বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। তিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণের বেই সংজ্ঞা দিয়াছেন তন্মতে শ্রমণ ও প্রকৃত ব্রাহ্মণে প্রভেদ বিস্তর নহে। বৌদ্ধ গ্রন্থে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শব্দ দুই পাশাপাশি দৃষ্ট হয়। বুদ্ধের শিষ্যদের মধ্যে ব্রাহ্মণগণই প্রধান ছিলেন। ব্রাহ্মণগণ বুদ্ধের সঙ্গে যে ভাবে তর্ক করিয়াছেন, বেরূপ জটিল প্রশ্ন করিয়াছেন তাহাতেও ব্রাহ্মণের পাণ্ডিত্য প্রতীয়মান হয়।

বুদ্ধের সময়ে ভারতে স্ত্রীলোকের অনেক বিষয়ে স্বাধীনতা ছিল। তৎকালে অযরোধ-প্রথা ছিল না। জীশিক্ষা সমাজে বহুল প্রচলিত ছিল। এমন কি বাণেশ্বরীও শিক্ষিতা ছিলেন। আত্মশালীক কবিত্বশক্তি, পাণ্ডিত্য ও বিবেচনা-শক্তি প্রশংসনীয়।

বুদ্ধের সময়ে ভারতে বহু মত-বাদ প্রচলিত ছিল। তীর্থঙ্করের বা পরিত্রাস্ত্রকের এক একটি দল এক এক মতাবলম্বী ছিলেন। সমাজে তাঁহাদের



## পূর্ববাতায়

ভগবান গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের সময় ভায়তবর্ষে ধর্ম ও সমাজের অবস্থা বড়ই বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল। ধর্মের প্রকৃতরূপ ভূমিরা মানব বাহ্যিক আভ্যন্তরে সর্বদা নিমগ্ন থাকিত। সদাচার, লোকহিত, আধ্যাত্মিক শাস্তি ও যুক্তিচিন্তা লুপ্ত হইয়াছিল এবং মিথ্যাদৃষ্টি ও শুদ্ধতর্ক চরম সীমার উপস্থিত হইয়াছিল। যজ্ঞ, হোম, বলি, তন্ত্র, মন্ত্র, বাণ্ড এবং অভিচারের শ্রোত প্রবলভাবে বহিতেছিল। অশ্বমেধ, গোমেধ, নরমেধ এবং বাজপেয়াদি যজ্ঞের অত্যধিক প্রচলন ছিল। কানী, কোশল, কুরু, পঞ্চাল এবং মগধাদি রাজ্যের সর্বত্র রাজা, মহারাজা, ধনী ও দরিদ্রাদি সর্বজনের লোকদিগকে মহা সমারোহে যজ্ঞ সম্পাদন করিতে দেখা বাইত। যজ্ঞ বেদী সর্বদা নিরীহ পশুরক্তে সিক্ত থাকিত, যজ্ঞ উদ্দিষ্ট পশুদের আর্তনাদে দর্শনিক প্রকম্পিত এবং যজ্ঞ ধূমে পগন মণ্ডল আচ্ছাদিত থাকিত। সোম ও সুরাপানে উন্নত হইয়া পুরোহিতেরা যজ্ঞ-মণ্ডপে যজ্ঞমানদের সঙ্গে নির্জঙ্ঘ ব্যঙ্গ-কৌতুকে রত থাকিত। পূর্বে ইচ্ছা, ক্রোধ ও জরা এই তিনটি মাত্র রোগ ছিল। এই জীবহিংসার মহাপাপে মানবদেহে ২৬ প্রকার রোগের সঞ্চার হইয়াছিল।\* যজ্ঞে নিবস্তুর পশুবধ হওয়ার মানব দ্বন্দ্ব উত্তরোত্তর কঠোর ও নিঃশব্দ হইয়া বাইতেছিল। লোকে আভ্যন্তর পূর্ণ আচারকেই ধর্মের মুখ্য অঙ্গ মনে বরিয়া পরিভূক্ত থাকিত। ব্রাহ্মণেরা উহার একমাত্র তত্ত্বাবধায়ক ও উপদেষ্টা ছিলেন। এই উপন্যকে তাঁহারা রাজা ও ধনীলোক হইতে প্রচুর পরিশ্রমে হস্তী, অশ্ব, রথ, হাস দাসী, ধন-দ্রব্য এবং বহুমূল্য রত্নাদি লাভ বরিয়া ভোগ পরায়ণ হইয়াছিলেন।

অপর এক শ্রেণীর লোক দেহ পীড়ক নানা প্রকার কঠোর তপশ্চর্যায় রত থাকিতেন। এই তপস্বীদের মধ্যে কেহ উর্ধ্ববাহু হইয়া হস্ত শুদ্ধ করিতেন, কেহ পঞ্চাঙ্গিতে তপ্ত হইতেন, কেহ কটক পথার শয়ন করিয়া শরীরে বৃথা ক্লেশ উৎপাদন করিতেন, বেহ বা জলে শয়ন করিতেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, আস্রা জরা-মৃত্যু রহিত এবং শরীর তাহার কারাগার স্বরূপ; তন্মুক্ত তাঁহার বধাসাধ্য দেহপীড়ন বরিয়া আত্মিক শক্তি বিকাশে উভোগী হইতেন।

\* ব্রাহ্মণ ধর্মিক হস্ত—স্তম্ভনিপাত ।

তাঁহারা আত্মা অক্ষর অমর মনে করিয়া মানব-সমাজে শুভ এবং অসম্পূর্ণ জ্ঞান প্রচার করিতেন ।

তৎকালে এতদ্ব্যতীত আৰণ্য কয়েকটি দার্শনিক সম্প্রদায় আত্মা, ব্রহ্ম, ঈশ্বর, প্রকৃতি, মায়া, হিরণ্যগর্ভ, বিরাটাদি বিষয় নহিয়া বৃথা তর্কে কালবাণন করিতেন । অপর এক সম্প্রদায় প্রত্যক্ষবাদী ছিল । তাঁহারা বলিত—পরলোক বা পুনর্জন্ম নাই, মৃত্যুর পর স্তম্ভাভূত কর্ণের ফল ভোগ করিতে হয় না ; যতদিন বাঁচিবে সুখে জীবন ধারণ করিবে, অর্থ না থাকিলে ঋণ করিয়াও যুত পান বিবিবে ; দেহ একবার ভয়ভূত হইয়া গেলে উহা আর পুনরায় কিরিয়া আসে না । ‘রূপ-রসাদি বিষয় হইতে সমুৎপন্ন সুখ প্রায়শঃ দুঃখ দ্বারা সংমিশ্রিত, অতএব উহা ত্যাগ্য ।’—এইরূপ কথা বাহারা বলে, তাঁহারা নিতান্ত মূর্খ । উৎকৃষ্ট বেত ততুল দ্বারা-ভূষ দ্বারা আবৃত দেখিয়া কোন হিতাশী ব্যক্তি উহা ত্যাগ করিয়া থাকেন ? অতএব ধর্ম ও পরলোক মিথ্যা ধারণা । ইহাদের এইরূপ শুভ ও ভীত তর্কে মানব সমাজ ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল ।

সেই সময় আতিভেদ প্রথা অত্যন্ত অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল । উচ্চ বর্ণের লোকেরা নিম্ন বর্ণের লোকদিগকে বড় হীন দৃষ্টিতে অবলোকন করিতেন । নীচ বর্ণের লোকদের কোন প্রকারের সামাজিক, ধর্ম বিবরক ও রাজনৈতিক অধিকার ছিল না—সমাজে তাঁহাদের জীবনের কোন মূল্যই ছিল না । তাঁহারা দীন হীনের দ্বারা জীবন অতিবাহিত করিতে বাধ্য হইত । তাঁহাদের অবস্থা পশুদের অপেক্ষা উন্নত ছিল না । এই হতভাগ্যেরা মানব সমাজের নরকপ্রকার অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিত । উচ্চবর্ণের কেহ যদি নীচবর্ণের কাহাকেও দাসত্বে নিয়োজিত করিতেন, তবে সেই অভাগা নিজকে পরম সৌভাগ্যবান বলিয়া মনে করিত ।

এই প্রকার অত্যাচার অত্যাচার এবং অনর্থকর মিথ্যাডঙ্করে বখন ভারতভূমি প্রাবিষ্ট তখন মানব-সমাজ ব্যাকুল হইয়া পড়িল এবং প্রচলিত ধর্মের প্রতি তাঁহার অসন্তোষ ও অবিশ্বাস ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । এই অবস্থায় তাঁহারা এইরূপ একজন সর্বজ্ঞ মহামানবের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, যিনি স্বীয় চরিত্র ও উপদেশ প্রভাবে অজানাতার বিরুদ্ধিত করিয়া লোকের ধর্মদলীয় পিপাসা নিবৃত্তির জন্য এইরূপ একটি পবিত্র, প্রশস্ত ও নির্দোষ আদর্শ উপস্থিত করিতে পারেন, বাঁহাব অচসরণ করিয়া তাঁহারা স্বীয় জীবনের চরম উৎকর্ষতা লাভন করিতে সমর্থ হন । সেই সময় লোকে এইরূপ জগৎদেব প্রতীক্ষায়



প্রচলিত ধর্মের বিলোপ সাধনে উৎকর্ষিত, ঠিক সেই সময় শাক্য-রাজকুমার সিদ্ধার্থ বোধিগ্রন্থ মূলে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করিয়া সমস্ত সম্বোধ পরে জলদ গভীর অগ্নে ঘোষণা করিলেন—

অপারুতা ভেসং ভগবতস্ দ্বারং,

য়ে সোত্তবন্তো পমুৎসন্ত সঙ্কম ।

এই সময়ে বিগত বৈশাখী পূর্ণিমা উপলক্ষে আনন্দ-বাজার পত্রিকায় বাহা লিখিত হইয়াছে তাহা উদ্ধৃত কবিবাব লোভ সন্ধান করিতে পারিলাম না । উক্ত পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে—“ভগবান বুদ্ধ মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক যুগান্তর । “ বেদ ও বর্ণাশ্রম শাসিত সমাজ—ঐশ্বর্য ও বীর্যে সমুন্নত ভারতের উক্ত অস্ত্রিয় সম্রাটগণের আভ্যন্তরীণ লক্ষ শতবলির ক্ষয়িষ্ঠ যজ্ঞায়িত ধূমে আচ্ছন্ন ভাবতভূমি—জী-শূন্যের আত্যন্তিক ভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজে বহু নিপীড়িত নরনারীর আত্মক্লেশে মুখরিত ভারতভূমি—দ্বিবিজয়ী রাজচক্রবর্তী সম্রাটগণের পরশীড়ন ও নিষ্ঠুর বিলাসে পবিত্র ভাবতভূমিতে কল্যাণের বুদ্ধের আবির্ভাব, এক অভূতপূর্ব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিল । প্রচলিত বিশ্বাস, আচরণের ধর্ম, গতাচ্যগতিক লোক ব্যবহার এসকলকেই উপেক্ষা করিয়া ধর্মের নামে ভগবান বুদ্ধ সকলকেই আহ্বান করিলেন এবং বলিলেন,—আমি মানব-সন্তান, সাধনাবলে জন্ম ও জগতের রহস্য অবগত হইয়াছি, দুঃখ কি জানিয়াছি, দুঃখের কারণ জানিয়াছি, সেই কারণ দূর করিবার উপায়ও জানিয়াছি । সত্যকে লাভ করিয়া আমি যেমন বুদ্ধ লাভ করিয়াছি, তোমরা সকলে এবং প্রত্যেকে তদ্রূপ মুক্তি-পদ প্রাপ্ত হইতে পার । কোন রহস্য, কোন অলৌকিক গুপ্ত-তত্ত্ব না বলিয়া তিনি দুঃখ-জরা-মৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতির অষ্টপথ নির্দেশ করিলেন এবং ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল নির্বিশেষে সকল নরনারীকেই মুক্তির পথে আহ্বান করিলেন ।”

ভগবান গৌতম বুদ্ধের জীবন কাহিনী তিনটি নিদান বা কাল-পরিচ্ছেদে বিভক্ত হইয়াছে ।

১ । ‘দূরে নিদানং’—দূরবর্তী পরিচ্ছেদ ।

২ । ‘অবিদূরে নিদানং’—নাতিদূরবর্তী পরিচ্ছেদ ।

৩ । ‘সম্মিকে নিদানং’—সমীপবর্তী পরিচ্ছেদ ।

স্বয়ং তাপসের প্রণিধান বা সমুদ্র লাভের দূত সঙ্কল্প হইতে বোধিসত্ত্বের ভোষিত স্বর্গে সম্ভাবিত দেবপুত্ররূপে অবস্থান পর্যন্ত যে কাল, তাহা দূরবর্তী

পরিচ্ছেদ বলিয়া আখ্যাত । সিদ্ধার্থের গভীবজ্ঞাপ্তি হইতে বুদ্ধ লাভ পৰ্য্যন্ত যে কাল তাহা নাতিদূৰবর্তী পরিচ্ছেদ, সিদ্ধার্থের বুদ্ধ লাভ হইতে দ্বাদশ পরিমার্জন পর্য্যন্ত বিস্তৃত কালই সমীপবর্তী পরিচ্ছেদ নামে বর্ণিত হয় । দূৰবর্তী পরিচ্ছেদ কয়েকটি কল্পে বিভক্ত হইয়াছে এবং কথিত আছে যে, ইহার প্রত্যেক কল্পে এক বা একাধিক সম্যক সমূহের আবির্ভাব হইয়াছিল । ইহার শেষ কল্পেব নাম ভহু কল্প এবং এই ভহু কল্পেব শেষভাগে গৌতম বুদ্ধেব আবির্ভাব । গৌতম বুদ্ধেব পূর্বে দূৰবর্তী পরিচ্ছেদে দ্বীপকব প্রবৃত্ত সৰ্বগুরু ২৪ জন বুদ্ধেব আবির্ভাব হইয়াছিল এবং সেই পূৰ্ববর্তী বৃত্তগণের আবির্ভাব সময়ে স্নেহ ভাপস বোধিসত্ত্বরূপে বিভিন্ন দেবতা, মন্ত্র ও তিৰ্য্যগ জাতিতে বহুবার জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন । নাতিদূৰবর্তী পরিচ্ছেদেব বিস্তৃতি কাল মাত্র ৩৫ বৎসর । শাক্য-কুমার সিদ্ধার্থেব জন্ম হইতে বুদ্ধ লাভ পর্য্যন্ত এই পরিচ্ছেদেব সীমা । নিকটবর্তী পরিচ্ছেদেব বিস্তৃতি কাল ৫৫ বৎসর । সিদ্ধার্থের বুদ্ধ লাভ হইতে গৌতম বুদ্ধেব পরিমার্জন পর্য্যন্ত ।

বুদ্ধের ধর্ম প্রচার সংক্রান্ত বিবরণ পাঠের পূর্বে তাঁহার সমসাময়িক কালের ভারতের ইতিহাস, ভূগোল, সমাজ এবং রাজনীতি সম্বন্ধে পাঠকের সাধারণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন । আমি বাহন সাহিত্যানুসন্ধানী হিন্দী রচনা অবলম্বনে এই স্থানে ঐ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা বলিলাম, যোগ্য হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না ।

ভগবান গৌতম বুদ্ধ ভারতেব কোন্ কোন্ স্থানে গিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা প্রত্যেক স্থানের 'একমে সত্ত্বং, একং সমং ভগবা ... বিহংতি' এই বাক্য পাঠ করিয়া অবগত হইতে পারি । সমস্ত ত্রিপিটক তত্ত্ব তত্ত্ব করিয়া পাঠ করিলে জানা যায়, তিনি পশ্চিমে বহুমাত্র ভ্রমণ পর্য্যন্ত প্রবর্তন করেন নাই । আমরা একবার তাঁহাকে মথুরা ও বৈদম্ব্যর মধ্যবর্তী রাজ্য দিয়া<sup>১</sup> পূর্ব দিক দিগন্তে দেখি । তিনি মথুরা পর্য্যন্ত গাইতে পারেন ; কিন্তু তাঁহার মথুরার উপনিষ্ট স্থান উপদেশ পাওয়া যায় না । আমরা ইহাও মনে করি যে, বৈদম্ব্য প্রদেশ এইকাল অপ্রসিদ্ধ রাজ্যসমূহের পার্শ্বেই অবস্থিত ছিল । উক্ত ৩৫ খ্রিঃ পশ্চিমে বৈদম্ব্য, সৌর্য ( সোরাহী—ভেনা এটা ), সঙ্কান্ত (সংস্কৃত-সংস্কৃত) ...

<sup>১</sup> হং হং- অদ্বৈত নিকায় ।

এবং কাণ্যকুব্জে ( কপৌজ ) গমনাগমন করা যাইত। কুরুদেশের কন্যাসদস্য<sup>২</sup> এবং খুল্লকুষ্ঠিত নগবে<sup>৩</sup> বুদ্ধ গমন করিয়াছিলেন বটে কিন্তু এই নগরদ্বয় বমুনা এবং গঙ্গাব মধ্যবর্তী প্রদেশ ( বর্তমান মিরারিট, মজঃশ্বরনগর ও সাহারণপুর জেলা ) বলিয়া গণ্য। বমুনাও তীরে গমন করিলে নিশ্চয়ই ইন্দ্রপ্রস্থ সম্মুখে পড়িত। ভগবান বুদ্ধ পূর্বদিকে কল্লদলার<sup>৪</sup> ( বর্তমান কাঁকজোল, গাঁওতাল পরগণা ) গমন কবিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই দিকে তাঁহার গমনের ইহাই শেষ সীমা। কল্লদলাব দেশান্তর রেখাব একস্থানে কোশি নদী গঙ্গার সহিত সন্মিলিত হইয়াছে। কোশিব পশ্চিম এবং গঙ্গাব উত্তরাংশে অঙ্গুস্তরাপ প্রদেশ অবস্থিত ছিল। তাহাব দৃষ্টিতে বর্তমান কালের দ্বারা তখনও তাহা অঙ্গরাভ্যের অন্তর্গত ছিল। অঙ্গুস্তরাপ প্রদেশেব আপন নগবে যে বুদ্ধ গিয়াছিলেন এবং ঐ প্রদেশ বে মগধ-রাজ বিম্বিসারের শাসনাধীনে ছিল তাহাও আমবা জানিতে পারি।<sup>৫</sup> বুদ্ধ অঙ্গুস্তরাপের পূর্বসীমা পর্যন্ত গমন কবিলেও কোশি নদীও পূর্বাংশে গিয়াছিলেন বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। দক্ষিণ দিকে দশার্ণ-এ ( পশ্চিম বুদ্ধেলখণ্ড ) তাঁহার গমনের বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। চেদিতেও বড় বেশী গেলেও বিক্রা এবং গঙ্গাব মধ্যবর্তী প্রদেশ পর্যন্ত বাইতে পাবেন। ভগ্নদেশে ( দক্ষিণ মির্জাপুর—জেলা বেণারস ) বে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহা স্পষ্টরূপে অবগত হওয়া যায়, কিন্তু এখানেও বিক্রাটী ও তাহাব দক্ষিণাংশে গমনেব কোন বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। বিহার প্রদেশে তাঁহার বিচরণ কুম্বিব সীমা শাহাবাদ ও গরা জিলা পর্যন্ত, বড় বেশী হইলে হাজারীবাগ এবং গাঁওতাল পরগণা জেলা পর্যন্ত হইতে পারে। বুদ্ধেব বিচরণ কুম্বি পালি সাহিত্যে মধ্যদেশ নামে অভিহিত।

মধ্যদেশের শাসকমণ্ডলী—প্রভাব-প্রতিপত্তি ও বিভাগে কোশল রাজ্য তৎকালে ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল। অঙ্গুলিমান হুজ<sup>৬</sup> পাঠে অবগত হওয়া যায়, বৈশালীর লিচ্ছবী ও মগধরাজ বিম্বিসার উহাব প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। কোশল রাজ্যের পূর্বাংশে অবস্থিত শাক্য ( মেতলুপ, সামগাম, কপিল

<sup>২</sup> সতিপিট্টান হুত্তস্ত-মজ্জিম নিকায়। <sup>৩</sup> রট্টপাল হুত্তস্ত-মজ্জিম নিকায়। কল্লদলা হুত্ত-অঙ্গুস্তর নিকায়।

<sup>৪</sup> সেল হুত্তস্ত-মজ্জিম নিকায়। <sup>৫</sup> মজ্জিমনিকায়।

বস্ত্র), কোলির (সেবদহ) এবং মল্ল, (কুশীনাবা, পাবা, অহুগিরা) রাজ্যে প্রজাতন্ত্র প্রচলিত ছিল। মল্ল প্রজাতন্ত্র কোশল রাজ্যের প্রভাবাধীন ছিল। এই কথার প্রমাণ স্বরূপ আমরা কুশীনারা নিবাসী বহুল মল্লকে<sup>১</sup> কোশল রাজ্যেব প্রধান সেনাপতি পদ প্রদান উল্লেখ করিতে পারি। শাক্যদেব উপর কোশল-রাজ প্রসেনদিব কিরূপ প্রভাব ছিল তাহা কোশল-রাজ শাক্যকুমারী প্রার্থী হইলে মহানাম আদি শাক্য-প্রধানদের মন্ত্রণা ব্যাপারে অবগত হওয়া যায়। দক্ষিণে কোশল রাজ্যের সীমা কাশীদেশ হইয়া গঙ্গা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কাশীর রাষ্ট্রীয়তার সম্ভাব্য বিধানের নিমিত্ত কোশল-রাজ প্রসেনদির কনিষ্ঠ জাতা নামদাজ 'কাশীরাজ' \* উপাধি গ্রহণ কবিয়া বারানসীতে অবস্থান কবিতেন। তদ্রূপ সম্ভবতঃ কোন মগধ-কুমারও চম্পাবাসী'ব সম্ভাব্য বিধানার্থ 'অঙ্গবাজ'<sup>২</sup> উপাধি গ্রহণ করিয়া চম্পায় বাস কবিতেন। পশ্চিমে কোশল রাজ্য-সীমা কতদূর বিস্তৃত ছিল, তাহা পালি সাহিত্য হইতে নিশ্চিতরূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না। উত্তর পঞ্চালের (পাঞ্জাব) কোনও নগরে বুদ্ধের উপস্থিতির বিবরণ পাওয়া না। লঙ্কো কমিশনারী'ব উক্ত বক্তব্য এবং রুহেলবঙ্গে নিশ্চয়ই নিবিড় অরণ্য ছিল, তথাপি সেখানে যে একেবারে লোকের বসতি ছিল না তাহা মনে করিবার কোন হেতু নাই। কাবণ বংলারাজ্য পাণ্ডের লইয়া সার্থবাহ সংগ্রামী জীবকের তক্ষশীলা হইতে রাজপুত্রে প্রত্যাখর্জনের সময় নাকেতে (অযোধ্যা)<sup>৩</sup> উপস্থিত হওয়ার বৃত্তান্ত হইতে অবগত হওয়া যায় যে, এই অরণ্যানীর মধ্য দিয়া উত্তর ভারতের এক বাণিজ্য পথ চলিয়া গিয়াছিল এবং এই পথেব মধ্যে কোন অপ্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র থাকার আবশ্যকতা ছিল। উত্তর পঞ্চালে কোন রাজশক্তির পরিচয় না পাওয়ার বোধ হইতেছে, তাহা কোশলেব অধীন ছিল এবং এই হেতু গঙ্গা কোশলেব পশ্চিম সীমা হইবে। কোশল রাজ্য স্বীয় প্রভাবাধীন প্রজাতন্ত্র রাজ্যসহ গঙ্গা, যমুনা (বর্তমান গওক) এবং হিমালয় দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল বলিয়া অস্বীকৃত হইতেছে। কোশল-রাজের মল্লিকা, বাসব-সম্মিলা, সোমা ও সল্লা<sup>৪</sup> (শেবোক্ত দুই জন মহোদর) নামে চারিজন স্ত্রী ছিলেন। তন্মধ্যে মল্লিকা পাটরাণী। প্রসেনদি শাক্যদের সঙ্গে বনিষ্ঠতা বৃদ্ধি

১ ধম্পদট্টকথা। ৮ সমস্তপাসাদিকা, ২ বোটিমুম্বস্ত—মজ্জিম নিকায়, ১০ মহাবঙ্গ। ১১ কল্পলক স্তম্ভ—মজ্জিম নিকায়।

মানসেই বাসবক্ষজিয়াকে বিবাহ করিয়াছিলেন ।<sup>১২</sup> তাঁহার গর্ভে সেনাপতি বিড়লবের জন্ম হয় । বিড়লব দ্বারা শিষ্টার সিংহাসন চ্যুতি এবং কিরুপে শাক্যজাতিব বিনাশ সাধন করিয়া প্রত্যাযুক্তদের সময় অচিরবতী ( বর্তমান রাষ্ট্র ) নদীর আকস্মিক জল-প্রবাহে সৈন্ত মুক্ত-কবলে পতিত হন, তাহা ধর্মপদার্থকথা পাঠে অবগত হওয়া যায় । প্রসেনদির বক্তৃতা “ নামে মল্লিকা দেবীও গর্ভজাত ”<sup>১৩</sup> একমাত্র তনয়া ছিলেন । অজাতশত্রু তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন ।<sup>১৪</sup> বিড়লবের মৃত্যুর পূর্বে কোশলরাজ্য অজাতশত্রুর অধিকৃত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই ।

কোশল-রাজ প্রসেনদি এবং বৎসরাজ উদয়নব ভ্রাতৃ মগধ-রাজ বিম্বিসারও যুদ্ধের নমসাময়িক ছিলেন । অশ্বত্ত্বাপ ( ভাগলপুর ও যুদ্ধের স্তেনান্তর্গত গদার উত্তরাংশ ) বিম্বিসারের অধীন ছিল । ইহাব পূর্ব দক্ষিণাংশে কোন প্রভাবশালী রাজ্য ছিল না । অজাতশত্রুর শাসনকালে মগধের ভিনটি প্রতিদ্বন্দী শক্তি ছিল । কোশল রাজ্য প্রসেন পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, বিদ্বত ও চিব প্রতিষ্ঠিত হইয়াও তাহা ক্রমশঃ অবনতির দিকে বাইতেছিল । নিম্নবী প্রজাতন্ত্রের শক্তিশালীতার কথা এতদ্বারা প্রকটরূপে জানা যায় যে, তাহার

১২ ধর্মপদার্থকথা , ১৩ শিষ্যজাতিক স্তম্ভ—মল্লিকম্ব নিকার, ১৪ মল্লিকা স্তম্ভ সংবৃত্তনিকায় ।

১৫ কোশল সংযুক্ত, ইহার অর্থকথা ও জাতকর্ষ বর্ণনার বিবরণ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, রাজা বিম্বিসার কোশলবাস মহাপ্রসেনদির বা মহা প্রসেনজিতের কন্যা কোশল্য দেবীকে বিবাহ করিয়া কাশীগ্রাম বৌদ্ধ ধর্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । রাজা বিম্বিসারের সিংহাসনচ্যুতি ও হত্যাকাণ্ডাদি গর্হিত কার্যে অসন্তুষ্ট হইয়া অজাতশত্রুর সাহায্য নস্পর্কিত কোশলবাস প্রসেনদি বা প্রসেনজিত কাশীগ্রাম স্বাধিকারে আনয়ন করেন । এই ব্যাপার নইয়া অজাতশত্রু ও প্রসেনজিতের মধ্যে যুদ্ধ বাধে । অজাতশত্রু প্রথম তিন যুদ্ধে জয়ী হন । চতুর্থ যুদ্ধে তিনি প্রসেনজিতের হস্তে পরাজিত ও বন্দী হইয়া কোশলে আনীত হন । কোশলরাজের গর্হিত সন্ধিসম্মত আবহু হইয়া অজাতশত্রুর সহিত ষাঁয় বন্ধা বন্ধিয়া বা বন্ধার বিবাহ দিয়া অজাতশত্রুকে কাশীগ্রাম বৌদ্ধ প্রদান করেন ।—বৌদ্ধ-গ্রন্থ-কোষ ।

সৈন্য গঙ্গানদী পার হইয়া মগধের অভ্যন্তরে পাটলিপুত্রে ( পাটনার ) শিবির স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল ১০। অজাতশত্রু ও লিচ্ছবীদের সীমান্তপ্রদেশ দিয়া হিমালয় হইতে বণিকদের গমনাগমনের একটি সুপ্রসিদ্ধ পথ ছিল ১১। বণিকদের নিকট শুদ্ধ আদায় নইরা উত্তর শক্তিতে বিরোধ ছিল ১২। সীমান্তপ্রদেশ অজুতবাপ এবং বিদেহের সন্ধিবলে অবস্থিত ছিল বলিয়া অচ্যুত হইতেছে। এতদ্বারা ইহাও অস্বাভাবিক করা যায় যে, প্রাচীন বিদেহের একাংশ লিচ্ছবী প্রজাতন্ত্রের অন্তর্গত ছিল। মগধের অন্যতম প্রতিদ্বন্দী অবন্তীরাষ্ট্র প্রজাতন্ত্র। ইনি একবার বিধিসায়েব নিধন সংবাদ শুনিয়া অজাতশত্রুর স্বর্গচূর্ণ এবং তাঁহাকে সমুচিত শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য বরং মগধের রাজধানী রাজগৃহ আক্রমণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন ১৩। তাঁহার ভয়ে মগধের প্রধান মন্ত্রী বর্ষকাব সেনাপতি উপনল সহ রাজগৃহ স্বরক্ষিত করিতেছিলেন ১৪। প্রজাতন্ত্রের রাজ্যসীমা মগধ হইতে সোজা কোন পার্শ্বে কোথায় মিলিত হইয়াছিল এতদ্বারা তাহা সন্দেহরূপে অবগত হওয়া যায় না। বোধ হয়, পালার্বী ও রংগী জেলাব দ্বারভাঙ্গা অরণ্যে মিলিত হইয়াছিল। প্রজাতন্ত্রে নিঃস্বার্থভাবে অজাতশত্রুকে শিক্ষা দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহা যেন হয় না। বিশেষভাবে বোধ হইতেছে, গঙ্গা উপত্যকা ভূমির অল্প এই সংঘর্ষ উপস্থিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। প্রজাতন্ত্রের জামাতা বৎসবাজ উদয়নের ( উদয় ) সঙ্গে প্রজাতন্ত্রের ঘনিষ্ঠতা থাকা বাস্তবিক। প্রজাতন্ত্রের দৌহিত্র, উদয়নের পুত্র বোধিরাজকুমার মগধের ভ্রাতৃস্বর্মার গিরিতে ( চুনার পর্বতে ) লুণ্ঠারিত ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। এমন অবস্থায় প্রজাতন্ত্র এই দিক দিয়া মগধ আক্রমণ করিতে পারেন। সেই সময় অবন্তী এবং মগধের শক্তি সমস্ত উত্তর ভারতে বিস্তারের জন্য উদ্যোগ হইয়া উঠিয়াছিল। বৃদ্ধি এবং কোশল রাজ্য শান্তিপূর্ণভাবে বিজয় করিয়া অজাতশত্রুর শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং পাটলিপুত্র সর্বপ্রথম ভারতীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী হইবার সৌভাগ্য অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

---

১৬ উদয়নটীকা।

১৭ সম্ভবতঃ অরনগর ( দ্বারভাঙ্গা ) হইতে ধনকুটা বাইবার পথ।

১৮ স্বমলবিলাসিনী।

১৯ গোপকমোগ্গঙ্গান স্বস্ত্য মজ্জিমনিকায়।

২০ গোপকমোগ্গঙ্গান স্বস্ত্য—মজ্জিম নিকায়।

কোশল ও মগধের দ্বারা শক্তিশালী রাজ্যের পার্শ্বে অবস্থিত এই স্থিরায়িত্ত পুরাক্রমশালী প্রজাতন্ত্র শাসিত লিচ্ছবী রাজ্য সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ছিল। তাহাব ভয়ে মগধবাজ পাটলিপ্ত্রীয়ে স্ফূট কর্ত্ত প্রস্তুত করিয়াছিলেন ২১। কোশল রাজ্যেবও ইহাব ভয় কম ছিল না ২২। ইহার রাজধানী বৈশালীর সঙ্গে গ্রীসেব রাজধানী এথেন্সেব তুলনা করা বাইতে পাবে। মগধের রাজধানী বাজপুহ পর্যন্ত ইহার নাগরিকতার অহুকরণ করিত ২৩। মগধের সঙ্গে যেসিডোনিয়াব তুলনা করা বাইতে পাবে। ফিলিপ ও গ্রীস প্রজাতন্ত্রের অভিন্ন ভায়েতে লিচ্ছবী ও অজাতশত্রুব মধ্যে অভিন্ন হইয়াছিল। যদিও বা সেই সময়েব ঐতিহাসিক উপাদান অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় না, তথাপি এতদ্বারা এই গৌরবশালী প্রজাতন্ত্রের ইতিহাসেব একটি রূপ উপস্থিত করা বাইতে পারে। পবিত্রাশের বিষয়, এখনও এই দিকে ঐতিহাসিকেব দৃষ্টি আকর্ষিত হয় নাই।

মগধের পশ্চিমে এবং অবশ্যীব উত্তরে বৎসরাজ্য অবস্থিত ছিল। ভর্গ ও চেদি প্রদেশের কিয়দংশও ইহার অধীনে ছিল। বৎসরাজ্যের পশ্চিমে দক্ষিণ পঞ্চাল রাজ্য অবস্থিত ছিল। বোধ হয়, তাহাও বৎসরাজ্যের অধীনতা হইতে মুক্ত ছিল না। পঞ্চাল রাজ্য বৎসরাজ্যেব অধীন বলিয়া স্বীকার করিলে ইহার পশ্চিমে আবও দুইটি ক্ষুদ্র প্রতিবেশী রাজ্য দৃষ্টিগোচর হয়। একজন হইতেছেন, সুরসেনেব রাজা মাধুব অবশ্যীপুত্র ২৪। যিনি উদয়নের রাণী বাসবদত্তা (বসুদত্তা) বা বোধিবাজকুমারের হাতার ভগ্নীপুত্র এবং প্রমোত্তের দৌহিত্র ছিলেন। সম্ভবতঃ এই রাজা মাধুরও প্রমোত্তেব প্রভাবাধীন ছিলেন। উক্তবে খুল্লুট্টিতের রাজা কোরব্য ২৫ অবস্থিত ছিলেন। ইনি বৃদ্ধের সময় অতি বাক্কো—অশীতি বৎসর বয়সে উপনীত হইয়াছিলেন ২৬। এই কোরব্য কোন বুদ্ধবংশীয় রাজা হইয়া থাকিবেন। সেই সময় এই বংশের প্রধান ব্যক্তি

২১ মহাপবিনির্বাণ স্তম্ভ—দীঘনিকায়।

২২ অজুলিমাণ স্তম্ভ—মজ্জিম নিকায়।

২৩ জীবকবধু—মহাবঙ্গ।

২৪ মাধুরিয় স্তম্ভ—মজ্জিম নিকায়। ২৫ রট্টপাল স্তম্ভ—মজ্জিম

নিকায়। ২৬ রট্টপাল স্তম্ভ—মজ্জিম নিকায়।

ছিলেন বঙ্গবাজ উদয়ন । ইহাতে বুঝা বাইতেছে, কোঁরব্য বঙ্গবাজেব প্রবর্তিত হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নহে । স্বরসেন রাজ্যও অন্ততঃ প্রদ্যোতের প্রভাবাধীন হইবার পূর্বে বঙ্গরাজ্য কর্তৃক অনাক্রান্ত থাকি সম্ভবপর নহে । অবগত হওয়া যায়, কোশল রাজ্যের দ্বার বঙ্গরাজ্যও অতি বিশাল ছিল এবং বঙ্গরাজ্য উদয়নও কোশলবাজ প্রসেনদির দ্বার অস্ত্রপুৰ্ব্বাক্ত ছিলেন । তাহা ছাড়া তাঁহার সঙ্গে সর্বদা প্রদ্যোতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল । মগধ যেমন কোশল রাজ্য গ্রাস করিয়াছিল, তেমন এক পুৰুষ পরে বঙ্গ রাজ্যও অবস্খীণ কবলিত হইয়াছিল । কালক্রমে বিজিত প্রতিদ্বন্দ্বী মগধ ও অবস্খী উভয়ে মহাশক্তির কেন্দ্রভূত হইয়া গিয়াছিল ।

ভগবান বুদ্ধ অজগাল-জগ্ৰোধ-বুদ্ধ-মূল হইতে জন্ম-জরা-ব্যাধি ও মৃত্যু প্রাপ্তিভিত্ত জীবনগুলিকে মুক্তিপদ প্রদর্শন করিবার মানসে কল্পণার্জবদয়ে অভিধান করিয়াছিলেন । এই অভিধানে অস্ত্রের ঝন্ঝনি কিম্বা কামানের প্রেলয়ঙ্গর গর্জন ছিল না । এই অভিধান ছিল,—বহুজনহিতার বহুজন-স্থখার । কবির ভাবায় বলিতে গেলে বলিতে হয়,—

শান্তির দুতের রূপে তোমার সেই ধর্ম অভিধান,  
অহিংসার দ্বিগে গেছে শ্রেষ্ঠতর জয়ের সন্ধান ।  
তরবারি বলে নহে, নহে জ্বলু কামান গর্জনে,  
বিভীষিকা রূপে নহে, নহে ধ্বংস প্রলয় জ্বলনে,  
সেবা-প্রেম-ঐক্য দ্বিগে, স্বপ্নে ধর্ম দ্বিগে তুমি,  
একান্ত আপন করি নিয়েছিলে ভারতেব তুমি ।

ভগবান বুদ্ধেব অভিধান দুই প্রকাণ্ডের ছিল । তাহা অরিত অভিধান ও অশ্রিত অভিধান নামে অভিহিত । স্বদ্বিগে বোধনীর অর্থৎ প্রবুদ্ধ হইবার উপযুক্ত জীবকে দেবিয়া তাহার বোধের নিমিত্ত—তাহাকে মোহ-নিজা হইতে জাগ্রত করিবার নিমিত্ত জ্ঞান গমন, অরিত অভিধান নামে কথিত হয় । ইহা মহাকাশপ স্ববির আদির প্রত্নদগমন ব্যাশারে অবগত হওয়া যায় । ভগবান বুদ্ধ মহাকাশপ স্ববিরের প্রত্নদগমনের নিমিত্ত এক মুহূর্ত্তে ৩ গব্যুতি ( ৩ বোজন) পথ গমন করিয়াছিলেন । আলবক বক্ষ ও অঙ্গুলিমালোর জন্য ৩০ বোজন, পল্লমাতির জন্য ৪৫ বোজন, মহাকল্পিনের নিমিত্ত ১২০ বোজন, ধনিয়ের জন্য ১০৭ বোজন এবং শারীপুত্রের শিষ্য অরণ্যবাসী তিষ্য শ্রীমণ্ডেবের জন্য ১২০



বোজন ও গব্যুতি পথ অতিক্রম কবিরাছিলেন। ধর্ম, জ্ঞান, নীতি ও লোক ব্যবহাব শিক্ষা দিবান জন্ম অহিংসা, সাম্য, মৈত্রী ও করুণার মস্ত্রে প্রাবিত কবিরা ধীর পদবিক্ষেপে ক্রমশঃ গ্রাম হইতে নগরে, নগর হইতে অবশ্যে সমস্ত মধ্যদেশ ভ্রমণ করা অব্যবিত অভিযান নামে কথিত হয়। বাঁহা বা তৎকালীন ধর্ম ও সমাজের গভী অতিক্রম করিয়া তাঁহার প্রচারিত ধর্ম সর্বপ্রথম বরণ করিয়া মুক্তির অধিকারী এবং নবধর্মের পতাকা বাহী হইয়াছিলেন তদ্ব্যব্যে কতিপয় গণভঙ্গা নবনারী ও বন্ধেব সংশ্লিষ্ট জীবন কাহিনী এই গ্রন্থেব ছয়টি পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। সপ্তম পরিচ্ছেদে দেব-দত্তের বিদ্রোহ ও তাহার পরিণাম, অষ্টম পরিচ্ছেদে বুকের অন্তিম জীবনের সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী এবং পরিশিষ্টে বৌদ্ধ যুগের ভৌগোলিক বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

এই গ্রন্থে মধ্যে মধ্যে ভগবান বুকের অলৌকিক শক্তি বর্ণনা আছে। তিনি তাঁহাকে দেবাত্মদেব, যাদ্যাতিয়ার এবং ব্রহ্মাতিব্রহ্মা বলিয়া বিশ্বাস করেন, তিনি তাঁহার অলৌকিক বোগবশ সম্বন্ধে সন্দিহান হইবেন না। কিন্তু তিনি তাহা বিশ্বাস না কবেন তাঁহাব প্রতি নিবেদন,—তিনি বেন ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে ভগবান বুকের অগভীর যুক্তি, অতুলনীর জ্ঞান, অলৌকিক ধর্ম এবং অশুভময় উপদেশাবলী পাঠ করিয়া কৃতার্ণ হন।

চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতির স্রবোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রলাল বড়ুয়া এম, এ , বি, এল মহোদয় এই পুস্তকেব সুচিন্তিত ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

এই গ্রন্থ লক্ষনে আমি বাঁহাদের পুস্তক হইতে নাহায্য গ্রহণ করিয়াছি তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কবিতেছি। আমি “মহাপণ্ডিত” “ড্রিপিটকাচার্য্য” দাছল সাদৃত্য্যগনজীর নিবট বিশেষ ভাবে ঋণী। এই পুস্তকের পাদটীকার ও পরিশিষ্টে লিখিত অধিকাংশ ভৌগোলিক বৃত্তান্ত তাঁহাব হিন্দী পুস্তক ‘বুদ্ধচর্যা’ হইতে গ্রহণ কবিরাছি। পানিবায ‘দাটাবসে’র অনুবাদক শ্রীযুক্ত হারিকা মোহন মুছন্দী মহাশয় পাণ্ডুলিপিটি সংশোধন কবিয়া দিয়াছেন। ‘ভজ্ঞন্ত তাঁহার নিকটও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। পরিশেষে ব্রহ্মদেশ প্রবাসী চট্টল বৌদ্ধ উপাসকদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কবিতেছি, বেননা তাঁহাদের অর্থসাহায্য না হইলে এই পুস্তক প্রকাশের কোন সম্ভাবনা ছিল না। আশীর্বাদ

করি, তাঁহাদের জীবন শাস্তিময় হউক । নিতু'ল বাঙ্গালা গুণ্ডক ছাপান বর্তমানে  
অসম্ভব বিধায় কিছু কিছু ক্রটি রহিয়া গেল ।

পাঠকদের হৃদয় বিশাল হউক এবং তাঁহাদের বুকের প্রতি ভক্তি তথা বৌদ্ধ  
সাহিত্য, বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অনুরাগ দৈনন্দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত  
হউক ।

দৃষ্টং কিমপি লোকেহ্মিন্ ন সীদৌষং ন নিভ'ণম্,

আব্রহ্মযতো দোবান্ বিব্রহ্মণং ওপান্ বুধাঃ ।

আশ্বিনী পূর্ণিমা, ২৪৭০ বুদ্ধাব্দ

১১ই অক্টোবর,

১৯২৫ খ্রষ্টাব্দ ।

প্রোড্রোনক মহাবির

শাকপুরা, বোয়ালখালী,

চট্টগ্রাম





## ঐজ্ঞানন্দ সুবির

জন্ম :- ১৯শে আশ্বিন, ১২৫৭ বঙ্গাব্দ

মৃত্যু :- ১ই মাঘ ১৩২৩ বঙ্গাব্দ,

“বিভবণ করি প্রতি যবে যবে  
স্মরণে তোমায় প্রভু”

‘স্নেহ বালা’



# বুন্দের অভিযান

প্রথম পরিচ্ছেদ

## বারাণসীতে

সবলং নিহত্য যাত্রং যোথিঃ প্রাপ্তো হিতার লোকস্ত ।

বারাণসীমুপগতো বর্ষচক্রপ্রবর্তনার ॥

সিদ্ধার্থ কুমার বুদ্ধত্ব প্রাপ্তিব সপ্ত সপ্তাহ পবে অঙ্গশালগ্রামপ্রোধ-বুদ্ধমূলে উপবেশন করিয়া চিন্তা কবিলেন,—“আমি অনন্ত দুর্গাবধি দশবিধ পাবমী পূর্ণ কবিয়া এখন বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছি। বড় কঠোর সাধনায় এই সংসারের কার্য-কারণ-তত্ত্ব অবগত হইয়াছি। এই তত্ত্ব অত্যন্ত দুর্কোধ্য এবং সূক্ষ্ম। সাংসারিক জীবনসমুদয় বাগ, বেধ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যে অভিভূত। তাহার কার্য-কাণ্ড-তত্ত্ব চিন্তা কবিবার অবসব পায় না; সংসারের কণিক আমোদ-প্রমোদে মগ্ন রহিয়াছে। যদি এই প্রকার লোকের নিকট, দ্বাদশ নিদানের (প্রতীত্য সমুৎপাদ) ব্যাখ্যা করি, তাহারা তাহা কদরব্বয় করিতে সমর্থ হইবে না। সংসারে প্রবৃত্ত অধিকারী লোকের বড় অভাব পরিদৃষ্ট হইতেছে। বাসনার দ্বয় নাশিত হইলে মানব যোন্সের অধিকারী বা মুমুক্শু হয় এবং সেইরূপ লোকই এই কার্য-কারণ-তত্ত্ব-জ্ঞান অবগত হইয়া নির্কাম লাভে সমর্থ হয়, রাগ, বেধ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যে অভিভূত লোক অধিকারী নহে। তাহার আয়ার নবা-বিবৃত তত্ত্ব-জ্ঞান বুঝিতে সমর্থ হইবে না এবং সেইরূপ লোককে উপদেশ দেওয়াও বৃথা। এখন আমি কি কবিব? তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ দিবার পাত্র কোথায় পাইব? সংসারের লোক ত মোহে উন্মত্ত; তাহাদের চক্ষের উপর মোহের আবরণ পড়িয়াছে। তাহারা হিতজনক বাক্য বুঝিতে অক্ষম। সুদূর বেগুন শুদ্ধ অস্থি চর্ম্ম কবিয়া অস্থির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত মুখ হইতে নিঃসৃত শোণিতের বাদ অস্থি বাদ মনে করিয়া তৃপ্তি বোধ করে, বর্ত্তমানে লোকেব অবস্থাও তদ্রূপ হইয়াছে। তাহারা বাস্তবিক করুণার পাত্র। তাহাদিগকে তাহাদের প্রবৃত্ত

অবস্থা বুঝাইতে গেলেও তাহা জনিতে প্রস্তুত নহে বলিয়া মনে হইতেছে। আমি কঠোর সাধনা প্রভাবে যেই সত্য লাভ করিয়াছি, তাহা কি আমার পরিনির্বাণের সন্দেহ সন্দেহই জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে? পণ্ডিতেরা কর্শকাণ্ডেব জালে আবদ্ধ রহিয়াছে, সাধাবশ লোকেরা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। উভয় পক্ষে অধিকারী লোক দেখা যাইতেছে না।”—এইরূপ চিন্তা করিতে কবিতে হঠাৎ তাঁহার মনে রক্তক শবির কথা স্মরণ হইল। তখনই তাঁহার হৃদয় আনন্দরসে আশ্রুত হইল। তিনি ভাবিলেন,—“রক্তক শবিরুদ্ধ সংঘর্ষী পুরুষ। তাঁহার হৃদয় দীর্ঘদিন যোগ সাধনার নির্মল হইয়াছে, রাগ, ঘেব, মোহের বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছে। তাঁহার জ্ঞান বিস্তৃত এবং নির্মল। তিনি অবশ্যই এই বিমুক্তিপ্রদ জ্ঞানলাভের উত্তম অধিকারী”—এইরূপ চিন্তা করিয়া দিব্যনেত্রে দেখিতে পাইলেন, রক্তক পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। তদ্বর্ণনে বুদ্ধ মনে মনে বলিলেন—“হায় রক্তক। আগনি ইহ-সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। জীবিত থাকিলে আমার নবারিদ্ধত তত্বোপদেশ শ্রবণে কতই প্রসন্ন হইতেন।”

অতঃপর চিন্তা করিলেন—“উত্তম অধিকারীর অভাবে মধ্যম অধিকারীকে হইলেও আমার উপদেশ দেওয়া প্রয়োজন, তাহা হইলে আমার শিক্ষা আমার অন্তর্ধানের পরও জগতের কল্যাণ সাধনে সমর্থ হইবে।” অনেক চিন্তার পর আডার কালামকে মধ্যম অধিকারী ভাবিয়া তাঁহাকে উপদেশ দিবার মানসে রাজগৃহ গমনের সংকল্প করিলেন। এমন সময়ে দিব্যনেত্রে দেখিতে পাইলেন,—“তিনিও ইহধাম হইতে প্রস্থান করিয়াছেন।” তখন বুদ্ধ হতাশ হইলেন। নৈরাশ্রে তাঁহার মন নিমগ্ন হইল। ভাবিলেন—“আমি একাকী-ই কি বিমুক্তি স্তম্ভ ভোগ করিব? এরূপ করিলে আমি ও সাধাবশ মাহুদের মধ্যে প্রভেদ কোথায়? জীবমণ্ডলী অনন্ত-স্থম্ভ ভোগ করিবে, আর আমি চিরানন্দময় বিমুক্তিস্তম্ভ ভোগ করিব, ইহা ত বড় স্বার্থপরের কথা। ভাবী মানবেরা যখন শুনিবে, আমি অশ্রুতপূর্ব জ্ঞানলাভ করিয়া জগতের হিতের জন্ত বিতরণ করিয়া যাই নাই, তখন তাহারা আমাকে কি মনে কবিবে? এখন প্রকৃত অধিকারী কোথায় পাইব? বাহারা ছিলেন তাঁহারা ত চলিয়া গিয়াছেন। অনধিকারীকে উপদেশ দেওয়া ত ঠিক নহে। অতর্কিত ভূমিতে উত্তম বীজ যেমন ফলদায়ক হয় না তেমন অনধিকারীকে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দেওয়াও বুঝা; এইরূপ করিলে বিপরীত ফল প্রাপ্য কবিতে পারে। কি করিব? কোথায় যাইব? রক্ত শবির

রোগের সংবাদ দিতেছেন, কুষ্ঠবোগী খীর কুষ্ঠকে আরোপের লক্ষণ বলিয়া মনে করিতেছে। হার। মানবেনা পাশে একেবারে কলুণিত হইয়া বহিয়াছে। কি করিব? কিরূপে মানবেন চক্ষু হইতে মোহের আবরণ অপহৃত করিয়া সত্য-ধর্ম প্রদর্শন করাইব?”

যাঁহারা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া বারানসীতে বাইয়া অবস্থান করিতেছেন হঠাৎ তাঁহার সেই গন্ধ ভঙ্গবর্গীয় শিল্পদের কথা শ্রবণ পাশে উদ্ভিত হইল। তাঁহাদের কথা মনে হওয়াতে পুনঃ তাঁহার আশার সঞ্চার হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন—“উত্তম ও মধ্যম অধিকারী পাওয়া না গেলেও অধম অধিকারী পাওয়া গেল। বাই, তাহাদের নিকট আমার নৃতন ধর্মের ব্যাখ্যা করি। তাহাদের হৃদয় অবশ্যই সাধারণের হৃদয় অপেক্ষা নির্মল। তাহাদের সংস্কার উত্তম। তাহারা স্রষ্টক ও আভাব কালান হইতে নিরুচ্চ হইলেও আমার উপদেশ গ্রহণে সমর্থ হইবে। তাহারা ব্যতীত আমার এই দার্শনিক-অতবাদ অপরে সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে না।”—এই চিন্তা করিয়া খীর পাণ্ড-চীবর লইয়া বাবাণসীর দিকে প্রস্থান করিলেন।

ভগবান বুদ্ধ কিম্বদন্তুর গমনের পর মহাবোধি ও গয়ায় মধ্যযাত্রী পাশে আজীবক \* সস্ত্রদারের উপক নামক এক ব্যক্তির শাক্য-পাইলেন। উপক বুদ্ধের জ্যোতির্ময় মূর্তি দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল। তাঁহার অপূর্ব রূপমাদুর্বা তাঁহার অত্যন্তকরণে প্রভাৱ সঞ্চার করিল। অতঃপর নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“ভগবন, আপনায় বদনমণ্ডল প্রশান্ত—আনন্দপূর্ণ দেখা যাইতেছে। তাহারো আমি বুঝিতেছি, আপনি ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাপুরুষ। অল্পগ্রহ কবিয়া আমাকে বলুন, আপনি কাহার নিকট এই অলৌকিক দিব্যজ্ঞান লাভ কবিয়াছেন?” বুদ্ধ শ্রিতহাস্তে বলিলেন—“হে উপক, আমি জগত্তেব কার্য-কারণ-তত্ত্ব স্বয়ং অবগত হইয়াছি। আমি সমস্ত বিষয়ে নির্লিপ্ত, আমি সমস্ত পরিত্যাগ কবিয়াছি, জন্মের কারণ তৃষ্ণা আমার ধ্বংস হইয়াছে, আমি জীবমুক্ত। আমি নিজেই সমস্ত জ্ঞাত হইয়াছি। আমার উপদেষ্টা কোন গুরু নাই।”

তচ্ছবনে আজীবক বলিল—“তাঁহা সম্ভব হইতে পারে। ভগবন, বলুন, আপনি কোথায় বাইতেছেন?” বুদ্ধ বলিলেন—

\* এই সস্ত্রদার বৈষ্ণব সস্ত্রদারের পূর্বরূপ।



বারাণসীঃ গমিষ্যামি গন্ধা বৈ কাশিকাং পুরীং ।

ধর্মচক্রং প্রবর্তিয়ে লোকেষু প্রতিবর্তিতম্ ।

“আমি বারাণসীতে ধর্মচক্র প্রবর্তন করিবার মানসে বাইতেছি। এই ধর্মচক্র জগতে কেহ পরিবর্তন করিতে পারিবে না ।”

আজীবক বুদ্ধের তেজোগর্ভ বাক্য শুনিয়া “এইরূপ হইতে পারে”—বলিয়া মন্তক সঞ্চালন পূর্বক অত্মদিকে চলিয়া গেল। ভগবান বুদ্ধ বধাসময় গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। সেই সময় বর্ষার আধিন জলরাশিতে গদানদী পনিপূর্ণ হইয়াছিল। তিনি বোগবলে আকাশমার্গে গঙ্গার পরপারে উপস্থিত হইলেন।

সোঃ দৃঢ়প্রতিজ্ঞো বারাণসীমুপগতো যুগদাবব ।

চক্রং হৃদস্তরমসৌ প্রবর্তয়িতাহুভুতঃ শ্রীমান্ ॥

তথা হইতে বারাণসী নগরে বাইরা ডিম্ফানে ভোজন সমাধা পূর্বক বঙ্গা নদী পার হইরা ঋষিগুপ্তন অরণ্যের যুগদাব (সারনাথ) নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। কোণ্ডিণ্য, বসু, ভদ্রি, অস্ফল্জি ও মহানাম আদি পঞ্চবর্গীয় শিষ্য—যাঁহারা সিদ্ধার্থ উদ্বেলার অনশন ব্রত ত্যাগ করিলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন, তাঁহারা তখন সেখানে বাস করিতেছিলেন। তাঁহাদের খারণা হইয়াছিল, সিদ্ধার্থ কোন দিনই বুদ্ধ নাভ করিতে পারিবেন না। এখন তাঁহাকে যুগদাবে—আপনাদের আশ্রমের দিকে আসিতে দেখিয়া তাঁহারা বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং পরিহাস করিয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন—“সিদ্ধার্থ ত দেখিতেছি ডিম্ফানে উদয় পূর্ণ করিয়া বেণ স্থলকার হইয়াছেন। তিনি এখানে কেন আসিতেছেন।” যখন বুদ্ধ তাঁহাদের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহারা বুদ্ধের স্কোতির্দয় মূর্তি দেখিয়া আর উদাসীন থাকিতে পারিলেন না; সকলে অর্ঘ্যপাণ্ডা দ্বারা সৎকার করিয়া আসন প্রদান করিলেন। তিনি উপবেশন করিলে তাঁহারা বলিলেন—“ভো সৌভম, আপনি কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন?” বুদ্ধ বলিলেন—“ভিক্ষুগণ, আমি সর্বজ্ঞতা-জ্ঞান লাভ কবিচাই তৎসম্বন্ধে তোমাদিগকে উপদেশ প্রদান করিবার জন্ত এখানে আসিয়াছি।”

বুদ্ধের বাক্য শুনিয়া তাঁহারা হাসিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন। তদ্বশনে ভগবান বুদ্ধ পুনরায় বলিলেন—“ভিক্ষুগণ, তোমরা বিশ্বাস কর, আমি বুদ্ধ লাভ কবিচাই তোমাদিগকে উপদেশ প্রদান করিবার জন্ত এখানে আসিয়াছি। আমি নগ্নাবস্থে কাঁচা-কাঁচ-তরু অবগত হইয়া জীবমুক্ত তথা বিগত-শোক হইয়াছি।”

ভগবান বুকের এইরূপ দৃঢ়তাব্যবহক বাক্য শুনিয়া কৌণ্ডিন্য—যিনি সকলের চেয়ে বয়োবৃদ্ধ তিনি উপদেশ শুনিতে উৎকণ্ঠিত হইলেন এবং সঙ্গীদিগকে বলিলেন—“বন্ধুগণ, উপদেশ না শুনিয়া তোমরা কিরূপে মনে কবিতো পাব, সিদ্ধার্থ বুদ্ধের লাভ করেন নাই? যখন তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন, তখন আমাদের কৰ্তব্য তাঁহার উপদেশ শুনিয়া গ্রহণযোগ্য হইলে গ্রহণ করা।”

সেইদিন আষাঢ়ী পূর্ণিমা। সূর্য পশ্চিম গগনে অস্তগমন করিতেছে, পূর্বগগনে চন্দ্র চিহ্ন কিরণজাল বিস্তার করিয়া সমুদিত হইতেছে, এমন সময় ভগবান বুদ্ধ পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদিগের নিকট ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র ব্যাখ্যা করিয়া জগতে নতন ধর্মের বীজ বপন কবিলেন।

উপদেশ শ্রবণে তাঁহারা প্রসন্ন ও সংশয় বিহীন হইয়া ভগবানকে বলিলেন—“ভগ্বে, আমাদের প্রজ্ঞা ও উপসম্পদা প্রদান করুন।”

ভগবান বলিলেন—“ভিক্ষুগণ, এস, ধর্ম স্তম্বরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সম্যক-প্রকায়ে দুঃখের চিব অবমানের নিমিত্ত ত্রস্তার্থ্য পালন কর।” তৎক্ষণাৎই তাঁহারা উপসম্পদা লাভ কবিলেন। জগতে সর্বপ্রথম এই পঞ্চবর্গীয়বাই ভগবান বুদ্ধের পবিত্র ভিক্ষু-ধর্মে দীক্ষিত হইলেন।

কৌণ্ডিন্যঃ প্রথমঃ কৃত্বা পঞ্চকাস্ত্রৈব ভিক্ষবঃ।

বট্টিনাং দেবকোটিনাং বর্মচক্ষুর্বিশোধিতম্ ॥

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### ভিক্ষু-সঙ্ঘ

#### বশ ও তাঁহার বন্ধুবর্গ

ভগবান বুদ্ধ পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ সমভিব্যাহারে বাবাণসীর ঋষিপতন শ্রুগদাবে (সাবনাথে) প্রথম বর্ষা বাপন করিলেন।

সেই সময় বারাণসী শ্রেষ্ঠীয় বশ নামে একটি স্বকুমার পুত্র ছিল। শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুৰ উপযোগী তাঁহাব তিনটি স্ত্রম্যা প্রাসাদ ছিল। বর্ষা ঋতুৰ চাবি মাস তিনি নৃত্যগীত-কলাবিহারদ নৰ্ত্তকীবৃন্দ পরিবৃত্ত হইয়া বাস করিতেন। এই চাবি মাস তিনি অস্ত্র পুঙ্খবেব সুখাবলোকন কিংবা প্রাসাদ হইতে অবতরণ কৰিতেন না। একদিন রাত্রে নিদ্রাভঙ্গের পর, দেখিতে পাইলেন—“সারারাত্রি তৈল-প্রদীপ জলিতেছে। নৰ্ত্তকীবা স্তম্ভস্তিৰ ক্রোড়ে নিমগ্ন। কাহারও বগলে বীণা, কাহাবও গলাব বৃন্দল, কাহারও আলুখান্ বেণ, কাহাবও মুখ দিয়া নালা নিঃসৃত হইজেছে, কেহ বা প্রলাপ বকিতেছে।” তদ্বৰ্ণনে তাঁহার নিকট এই স্ত্রপুত্রী সম প্রমোদ-ভবন স্তানা-বৎ প্রতীযমান হইয়া স্থণার সঞ্চার হইল। বৈরাগ্যে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইলে তিনি বলিয়া উঠিলেন :—

“অহো, বড় সন্তাপ! অহো, বড় পীড়া।।”

রাত্রি মধ্যম গ্রহব। বশকুমার শয্যা ত্যাগ করতঃ স্বর্ণপাত্ৰকা পায়ে দিয়া বৃন্দলবিক্ষেপে নগরস্থার দিয়া নির্গত হওতঃ ঋষিপতন শ্রুগদাবেব দিকে চলিতে লাগিলেন। সেই সময় ভগবান বুদ্ধ প্রত্যুবে গাত্ৰোত্থান কবিতা উন্মুক্ত স্থানে পাদচারণ কবিতাছিলেন। তিনি দূর হহতে বশকুলপুত্রকে আসিতে দেখিয়া আসনে গিয়া উপবেশন করিলেন। বশ বুদ্ধের সমীপবৰ্ত্তী হইয়া বিবাদম্বে বলিয়া উঠিলেন—“অহো, বড় উপদ্রব। অহো, বড় পীড়া।।”

ভগবান তাঁহাকে বলিলেন :—“বশ, এখানে উপদ্রব নাই, এখানে পীড়া-দায়ক নহে। বশ, আসিয়া উপবেশন কর, আমি তোমাকে উপদেশ প্রদান করিব।”

তখন বশরূপপুত্র “এই স্থান উপদ্রব শূন্য, এই স্থান পীড়াহায়ক নহে”—এই বাক্য শ্রবণে আহ্বাদিত হইয়া স্বর্ণপাছুকা উন্মোচন পূর্বক ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বন্দনা করিয়া উপবেশন করিলেন। তখন ভগবান তাঁহাকে দান, শীল, স্বর্গ, কামভোগের অপকারিতা এবং ত্যাগের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলেন। উপদেশ শ্রবণে, বশন বশের চিন্তা যুগ্ম হইয়াছে দেখিতে পাইলেন, তখন পুনরায় তাঁহাকে দ্বন্দ্ব, সমুদ্র (দুঃখের কারণ), নিরোধ (দুঃখের বিনাশ) এবং মার্গ (দুঃখ বিনাশের উপায়) সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলেন। কালিয়া রহিত পরিতৃপ্ত স্তম্ভবস্ত্রে যেমন উত্তমরূপে স্বং লাগে তেমন সেই আসনে উপবিষ্টাবস্থাতেই বশকুমারের “যাহা কিছু সমুদ্র ধর্ম তাহা নিরোধ ধর্ম”—বলিয়া বিরজ বিমল ধর্মচক্র উৎপন্ন হইল।

বশ ভগবান বুদ্ধকে বলিলেন—“ভক্ত, আমাকে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান করুন।” ভগবান বলিলেন—“ভিক্ষু, এস, ধর্ম উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত। সম্যক প্রকারে দুঃখ বিনাশের অল্প ব্রহ্মচর্য্য পালন কর।” এই বাক্য বলা মাজাই বশ কুমার উপসম্পদা (ভিক্ষু) প্রাপ্ত হইলেন।

বাবাণসীতে বিমল, সুবাহু, পূর্ণজিত এবং গবাস্পতি নামে অস্ফাট চারিজন শ্রেষ্ঠপুত্র বশকুমারের গৃহী সময়ের মিত্র ছিল। তাহারা অনিল—“বশকুমার গৃহত্যাগ করিয়া কেশশূন্য মুণ্ড পূর্বক কাব্য বস্ত্র ধারণ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছে।” তখন তাহাদের মনে হইল—“এই ধার্মিক সম্প্রদায় সাধারণ হইবে না, এই সম্প্রদায়ে প্রব্রজ্যাও সাধারণ হইবে না। বাহাতে বশকুমারের মত বিলাসী বনীর নন্দন গৃহ পরিত্যাগ করতঃ কেশশূন্য মুণ্ড পূর্বক কাব্য বস্ত্র ধারণ করিয়া প্রব্রজিত হইয়া গিয়াছে।”

একদিন তাহারা কেশের নিকট উপস্থিত হইলে বশ তাহাদিগকে বুদ্ধের নিকট লইয়া গেলেন। বুদ্ধ তাহাদিগকে সংসারের নশ্বরতা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া তাহাদের হৃদয়ে বৈরাগ্যের বীজ বপন করিয়া দিলেন। তখন তাহারা প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রার্থনা করিল। ভগবান বলিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ, এস, ধর্ম সু-আখ্যাত, সম্যক প্রকারে দুঃখ বিনাশের নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন কর।”—এই বাক্য শ্রবণে তাহারা উপসম্পদা প্রাপ্ত হইল।

যশেব গ্রামবাসী অল্প পঞ্চাশজন যশেব ভূতপূর্ব মিত্র শুনিল—“যশকুমার  
... . প্রেরজিত হইয়াছে।” তচ্ছবশে তাহাদেরও মনে হইল—  
“যেখানে যশকুমারের কায় বিলাসী ধনী নন্দন বিলাস সামগ্রী পরিত্যাগ  
করিয়া প্রেরজিত হয়, সেই প্রেরজ্যা সাধারণ নহে।” তাহারাও একদিন যশেব  
নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে বুদ্ধের নিকট লইয়া গেলেন। ভগবান  
তাহাদিগকেও পূরোক্ত নিয়মে কামভোগেব অপকাবিতাদি দ্বন্দ্ব উপদেশ  
প্রদান করিলেন। তচ্ছবশে তাহারাও ভগবানের নিকট প্রেরজ্যা ও উপসম্পদা  
প্রার্থনা করিল। ভগবান তাহাদিগকেও পূরোক্ত নিয়মে উপসম্পদা প্রদান  
করিলেন।

### রাজকুমারদের প্রেরজ্যা

ভগবান বুদ্ধ বাণেশীর যুগদাবে বর্ষাবাস সমাপন পূর্বক ভিক্ষুদিগকে নবধর্মের  
বাণী প্রচারের জন্য চতুর্দিকে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং উদ্যবলাব (বুদ্ধগয়া)  
দিকে প্রস্থান করিলেন। পথে কাপাস্ত্র নামে একটি অরণ্যানী ছিল। সেই  
অরণ্যে ত্রিংশৎ জন ভ্রুবর্গীয় রাজকুমার সপত্নী প্রমোদবিহাং আসিয়াছিল।  
তাহাদের মধ্যে ঊনত্রিংশৎ জনেব বিবাহ হইয়াছিল। একজন অবিবাহিত  
ছিল। অবিবাহিত কুমারের দ্বন্দ্ব একজন গণিকা আনয়ন করা হইয়াছিল।  
তাহাবা সেই অরণ্যে স্ব স্ব পত্নী লইয়া প্রমোদ প্রমোদে রত ছিল। একদিন  
সকলে মগ্ধপান করিয়া বাজে সংজাহীন হইয়া পড়িলে গণিকা তাহাদের  
মূল্যবান আভরণাদি লইয়া প্রস্থান করিল। প্রাতঃকালে তাহারা সংজ্ঞা লাভ  
করিলে দেখিতে পাইল, গণিকা তাহাদের বখাসকর লইয়া পলায়ন করিয়াছে।  
তদর্শনে তাহারা ব্যাকুল হইয়া পড়িল।

তাহাবা অরণ্যে এদিক ওদিক গণিকার সন্ধান করিতে কবিত্তে হঠাৎ  
এক বৃক্ষমূলে ভগবান বুদ্ধকে দেখিতে পাইল। তাহাবা তাহার নিকট বাইরা  
জিজ্ঞাসা করিল—“ভগবন্, এই পথ দিয়া কোন স্ত্রীলোককে বাইতে দেখিয়া-  
ছেন কি?” ভগবান বলিলেন,—“কুমার, তোমরা কেন ঐ স্ত্রীলোককে  
অসুস্থান করিতেছ?” তখন তাহাবা আত্মপূর্ণিক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন

কৰিল। তচ্ছবণে বুদ্ধ বলিলেন—“কুমাৰগণ, তোমরা ত জীলোকের অঙ্গসন্ধানে কাল হৰণ কৰিতেছ, তোমরা কোনদিন আত্মানুসন্ধান কৰিয়াছ কি? জীৱ কথা জিজ্ঞাসা না কৰিয়া আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কৰা তোমাদের দ্বায় সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলেদের উচিত নহে কি?” তাহাবা কিছুক্ষণ চিন্তার পব বলিল—“ভগবন, আমরা আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা কৰাই শ্ৰেয়স্বৰ মনে কৰিতেছি।” বুদ্ধ বলিলেন—“কুমাৰগণ, তাহা হইলে তোমরা বস, আমি তোমাদিগকে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান কৰিব।”

ভগবান বুদ্ধের কথা শুনিয়া তাহারা তাঁহাকে বন্দনা কৰিয়া একশাৰ্ঘ্য উপবেশন কৰিল। বুদ্ধ তাহাদিগকে দান-শীল-বৰ্গ-কামভোগেব অপকামিতা-তাগের মাহাত্ম্য এবং চতুৰ্বাৰ্য্যসত্যের উপদেশ প্রদান কৰিলেন। তচ্ছবণে কুমাৰগণের জ্ঞানচক্ষু উদ্বীলিত হইল। অতঃপব তাহাবা প্রৱজ্যাব শান্তি-ক্ৰোড়ে আশ্রয় গ্রহণ কৰিল।

### কাশ্যপাশ্রয়

উৰুবিশ্ববনের পাৰ্শ্বে নৈয়গুনা নদীতীৰে কাশ্যপ গোজীৱ তিনজন মহাবিশ্বান ব্রাহ্মণ বাস কৰিতেন। তাঁহাদের নাম—উৰুবিশ্ব-কাশ্যপ, নদী-কাশ্যপ এবং গয়া-কাশ্যপ। এই তিনজন মহোদয় মাতা বেদপাৱজ্ঞ এবং দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। উৰুবিশ্ব-কাশ্যপ পঞ্চশত শিষ্যকে বেদশিক্ষা দিতেন এবং অগ্নিপূজা কৰিতেন। নদী-কাশ্যপ নৈয়গুনা নদীতীৰে স্বীয় তিনশত শিষ্যকে শিক্ষা প্রদান কৰিতেন এবং অগ্নি উপাসনা কৰিতেন। তাঁহাদের তৃতীয় মহোদয় গয়া-কাশ্যপ গয়াৰ অবস্থান কৰিতেন। তাঁহার নিকট দুইশত শিষ্য বেদাধ্যায়ন কৰিত। এই তিনজন ব্রাহ্মণ অগ্নি উপাসক এবং কৰ্মনিষ্ঠ ছিলেন।

ভগবান বুদ্ধ কাশ্যপ বন হইতে উৰুলোৱা উৰুবিশ্ব-কাশ্যপেব আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তখন উৰুবিশ্ব-কাশ্যপ স্বীয় শিষ্যমণ্ডলীকে শিক্ষাদানে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার অগ্নিকুণ্ডৰ আকাশব্যাপী ধূমে দশদিক আচ্ছাদিত ছিল। বুদ্ধ তাঁহাকে বলিলেন—“কাশ্যপ, তোমাব কোন অশ্ববিধা না হইলে তোমার আশ্রমে একরাত্রি বাস কৰিতে ইচ্ছা কৰি।” উৰুবিশ্ব-কাশ্যপ সম্মতি

প্রদান করিলেন। ভগবান বুদ্ধ আশ্রমের পার্শ্বে একটি বৃক্ষদলে উপবেশন করিলেন। কিছুক্ষণ পবে বুদ্ধের সঙ্গে উল্লবিক-কাষ্ঠপের মৈত্রীভাব সঞ্চারিত হইল। আস্তে আস্তে তাঁহার মৈত্রী প্রশ্ন ও ভক্তিতে পরিণত হইল। একদিন ভগবান বুদ্ধ সময় বুঝিয়া তাঁহাকে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব উপদেশ দিয়া বলিতে লাগিলেনঃ—

ন নশ্বচরিত্তা ন স্রুতা, ন পদ্মা,

অনানকা ধুতীলা নারিকা বা।

ব্রজোব ভল্লং উল্লবিকবল্লধানং,

গোথন্তি নুত্ৰ অবিতিহকচ্ছং ॥

“হে উল্লবিক-কাষ্ঠপ, বাহার আকাজ্ঞা বিনষ্ট হয় নাই, সে নগ্ন থাকিলে বা ভটাধারণ করিলে অথবা শরীরে গন্ধ লেপন করিলে পবিত্র হইতে পারে না। অনশন দ্রব, অগ্নিপূজা, ভূমিশয়ন, ভয়লেপন কিংবা পাচের গোড়ালিতে ভায় দিয়া উপবেশন সবই বৃথা।”

বুদ্ধের এই উপদেশ শুনিয়া তাঁহার জ্ঞানের সঞ্চার হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন—“সত্যই ত আমি কষ্মকাণ্ডের বৃথা আড়ম্বরে নিরত থাকিয়া আধ্যাত্মিক বিষয়ে উৎকর্ষতা লাগনে পরাভূত হইয়াছি। এখন প্রকৃত কার্য করিতে হইবে।”—এই ভাবিয়া পঞ্চগত শিষ্য সহ প্রব্রজ্যা গ্রহণে উদ্রত হইয়া খীর অরণি (অগ্নিবহন কাষ্ঠ) আদি অগ্নিপূজার নামগ্রন্থ নৈরুৎসব নদীতে ডানাইয়া দিলেন। বুদ্ধ পঞ্চগত শিষ্য সহ তাঁহাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করিলেন। যখন এই সংবাদ নদী-কাষ্ঠপ ও গহ-কাষ্ঠপ শ্রবণ করিলেন তখন তাহারাইও পঞ্চগত শিষ্য সহ আসিয়া বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। বুদ্ধ তাঁহা-’ দিগকে সঙ্গে করিয়া গহপার্শ্ব (ব্রহ্মবানি) পর্বতে আসিয়া ‘আদিত্য পরিদায়ক’ দেখনা করিলেন। তৎকালে তাঁহাদের চিত্ত আশ্রয় হইতে বিমুক্ত হইল।

## শারীপুত্র ও মৌদগল্যায়ন

সেই সময় রাজগৃহে সজয় নামক পরিব্রাজক সাক্ষী হইয়া শরীর-পরিব্রাজক-পরিব্রাজক সহ বাস করিতেন। তাঁহার ছই জন প্রধান শিষ্য ছিলেন। তাঁহাদের নাম শারীপুত্র ও মৌদগল্যায়ন। শারীপুত্র উপাধি প্রাপ্ত মহাসমুদ্রাশ্রমী ব্রহ্মত নামক ব্রাহ্মণের পুত্র ছিলেন। তাঁহার যাতার নাম রূপশারী। একদা লোকে তাঁহাকে শারীপুত্র বলিত। মৌদগল্যায়ন কোলিত<sup>১</sup> গ্রাম নিবাসী ব্রহ্মত নামক ব্রাহ্মণের পুত্র ছিলেন। তাঁহার যাতার নাম মৌদগলী। একদা জনসমাজে তিনি মৌদগল্যায়ন নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার উভয়ে পরম বন্ধুতা-মিত্রে আবদ্ধ ছিলেন। উভয়ে একদিন রাজগৃহের ‘স্বপ্রতিষ্ঠিত-তীর্থ’ নামক উৎসব-ক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। তথায় তাঁহাদের বৈরাগ্যের লক্ষ্য হওয়ায় তাঁহারা সজয়ের নিকট বাইরা সম্মান গ্রহণ করিয়াছিলেন।

একদিন পঞ্চবর্ষীয়ের অন্ততম অশ্বজি ভিক্ষু রাজগৃহে ভিক্ষা করিতেছিলেন। দৈবযোগে সেইদিন শারীপুত্র অশ্বজিকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার প্রশান্ত মুক্তি দেখিয়া শারীপুত্রের হৃদয় আনন্দে বিকল হইয়া উঠিল। তিনি চিন্তা করিলেন—“অগতে অরহত বা অরহত মার্গ আরুণ বাঁহারা আছেন, উনি তাঁহাদের অন্ততম হইবেন। তাঁহার নিকট বাইরা ভিক্ষা করা করিয়া দেখি, তিনি কে, তাঁহার গুরু-ই বা কে এবং তিনি কোন্ মতাবলম্বী।” — এইরূপ ভাবিয়া পুনর্বার চিন্তা করিলেন—“এখন প্রেরণ করিয়া উপযুক্ত সময় নহে। উনি গৃহ হইতে গৃহান্তরে ভিক্ষার্চনার রত আছেন, আমি তাঁহার অহসরণ করিব।”

যখন অশ্বজি ভিক্ষা সমাপন করিয়া রাজগৃহ হইতে বাহির হইলেন তখন শারীপুত্র তাঁহার নিকট গমন করতঃ কুশল প্রশ্নান্তর ভিক্ষা করা করিলেন—“মহাশয়, আপনার ইন্দ্రిয়নিচয় শান্ত এবং আপনার শরীর-বর্ণ উজ্জ্বল দেখা যাইতেছে। আপনি কোন্ মতাবলম্বী এবং আপনার গুরু-ই বা কে?”

“বন্ধু, শাক্যবুল হইতে প্রেরিত প্রথম গৌতম আমার গুরু। তাঁহার প্রেরিত ধর্মই আমি পালন করিয়া থাকি।”

“বন্ধু, আপনার গুরু কোন্ মতাবলম্বী? তিনি কোন্ সিদ্ধান্তই বা প্রচার করেন?”

১. বর্তমান নাম শারীচক্ক, জিলা পাটনা।

২. বর্তমান নাম কুলভাগারি, জিলা পাটনা।



“বন্ধু, আমি নূতন প্রেমজিত। আমি আপনাকে বিতৃতরূপে বলিতে পারিব না, তবে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলিতে পারি।”

“বন্ধু, অল্প-ই হউক বা বেশী-ই হউক আমার সাবমর্থ্যই প্রয়োজন। সারমর্থ্য আমাকে বলুন, বিতৃত ব্যাখ্যায় আমার দরকার নাই।”

তখন অশ্বজি শারীপুত্রকে এই উপদেশ প্রদান করিলেন—“হেতু হইতে উৎপন্ন বতবির ধর্ম (দুঃখ আদি) আছে তাহাব হেতু (সমুদয়) তথাগত বলিয়াছেন। তাহার উপশমও বলিয়াছেন এবং তাহাব নিবোধেব উপারও বলিয়াছেন। ইহাই মহাপ্রমণ বুদ্ধের মত।”

তখন শারীপুত্র পবিত্রাজক এই ধর্ম-উপদেশ শুনিয়া “বাহা কিছু সমুদয় ধর্ম সেই সবই নিরোধ ধর্ম”—বলিয়া অবগত হইলেন এবং তাহাব বিরজ বিমল ধর্ম-চক্ষু উৎপন্ন হইল।

অতঃপর শারীপুত্র মৌদগল্যায়ন পরিব্রাজকের নিকট গমন করিতে লাগিলেন। মৌদগল্যায়ন দূব হইতেই শারীপুত্র পরিব্রাজককে আসিতে দেখিলেন। তিনি সমীপে উপস্থিত হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন—“বন্ধু তোমার ইন্দ্రిয়নিচয় প্রসন্ন এবং শবীববর্ণ উজ্জল দেখা বাইতেছে। তুমি কি অমৃতের সন্ধান পাইয়াছ?”

“হাঁ, বন্ধু, আমি অমৃত পাইয়াছি।”

“বন্ধু তুমি বিকল্পে অমৃত পাইলে?”

“বন্ধু, আমি এই রাজগৃহে অশ্বজি ভিক্ষুকে অতি প্রশান্তভাবে ভিক্ষা করিতে দেখিয়া চিন্তা করিলাম ‘জগতে বত অরহত আছেন ইনি তাহাদের অন্ততম’—এই চিন্তা কবিতা জিজ্ঞাসা করিলাম ‘আপনার গুরু কে ... ..?’ অশ্বজি বলিলেন—‘হেতুজ বত ধর্ম আছে, তাহার কারণ তথাগত বলিয়াছেন এবং তাহার নিরোধ-সম্বন্ধেও মহাপ্রমণ বলিয়াছেন।’

তচ্ছবণে মৌদগল্যায়ন পরিব্রাজকেরও বিরজ বিমল ধর্ম-চক্ষু উৎপন্ন হইল।

মৌদগল্যায়ন পরিব্রাজক শারীপুত্র পরিব্রাজককে বলিলেন—“বন্ধু, চল, ভগবানের নিকট গমন করি, তিনি-ই আমাদের গুরু। আর এখানে যেই সার্ক দুই শত পরিব্রাজক আমাদের উপর নির্ভর করিয়া আছে—আমাদের মুখ্যগোকন কবিতা অবস্থান করিতেছে, তাহাদিগকেও বল—‘তোমাদের বাহা ইচ্ছা হয় তাহাই কর’।” তখন উভয়ে ঐ পরিব্রাজকদের নিকট বাইয়া বলিলেন—“বন্ধুগণ, আমরা ভগবান বুদ্ধের নিকট বাইতেছি, তিনিই আমাদের গুরু।”

“আমরা আপনাদের উপর নির্ভর করিয়া এই স্থানে বাস করিতেছি। যদি আপনারা মহাশয়দের নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করেন, তবে আমরাও তাঁহাদের নিকট গমন করিব।”

তখন শারীপুত্র ও মৌদগল্যায়ন উভয়ে সঙ্গত পরিব্রাজকের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—

“আচার্য্য, আমরা ভগবান বুদ্ধের নিকট গমন করিতেছি, তিনিই আমাদের গুরু।”

“তোমরা বাইও না, আমরা তিনজনে মিলিয়া এই পরিব্রাজক-গণের নেতৃত্ব করিব।”

দুই দিনবার বলিয়াও যখন সঙ্গত পরিব্রাজকের একই রকম উত্তর পাইলেন তখন উভয়ে সার্ব্ব দুই শত পরিব্রাজক সমভিব্যাহারে বেণুবন বিহাবের দিকে প্রস্থান করিলেন। তদ্বশনে সঙ্গত পরিব্রাজকের যুগ দিয়া শোণিত নির্মিত হইল। ভগবান দ্বয় হইতে তাঁহাদিগকে আগিতে বেধিয়া ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

“ভিক্ষুগণ, এই দুই বদ্ধ—কোনিজ (মৌদগল্যায়ন) ও উপতিস্র (শারীপুত্র) আগিতেছে। উহারা আমার প্রধান শিষ্য হইবে।”

শারীপুত্র ও মৌদগল্যায়ন ভগবানের নিকট গমন করতঃ তাঁহার চরণে মস্তক নত করিয়া বলিলেন—

“ভগ্নে, আমরা ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রার্থনা করিতেছি।”

ভগবান বলিলেন—“এস, ভিক্ষু, ধর্ম স্ব-আধ্যাত্ম, লম্বাক প্রকারে দুঃখ বিনাশের জন্য ব্রহ্মচর্য্য পালন কর।”

তচ্ছবশে উভয়ে উপসম্পদা প্রাপ্ত হইলেন।

## মহাকাব্য

পিল্লি নামক মানবক (ব্রাহ্মণ যুবক) মগধ-দেশের মহাতীর্থ নামক গ্রামে কপিল ব্রাহ্মণের প্রধান জ্যোতিষ গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভদ্রা-কপিলানি মগধদেশের<sup>১</sup> সাগল<sup>২</sup> নগরে কৌশিক গোত্র ব্রাহ্মণের প্রধান জ্যোতিষ গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বখাসময় পিল্লি মানবক বিংশতি বর্ষে এবং ভদ্রা কপিলানি ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। একদিন মাতা-পিতা পিল্লি মানবককে বলিল—“বৎস, তুমি বরুপ্রাপ্ত হইয়াছ, বংশ বক্ষা ক'বা তোমার কর্তব্য।” পিল্লি বলিলেন—“আমাকে ওরূপ কথা বলিবেন না। যতদিন আপনারা জীবিত থাকেন ততদিন আমি আপনাদের সেবা করিব। আপনাদের দেহভ্যাগের পর আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।” বারবার তাহাবা তাঁহাকে বিবক্ত কবার একদিন তিনি চিন্তা করিলেন “কৌশলে মাতাব জ্ঞান সঞ্চাব করিব।”—এইরূপ ভাবিয়া রক্ত বর্ণ স্বর্ণমোহর দিয়া স্বর্ণকাব দ্বাৰা একটি লাণ্যায়নী স্ত্রী-মূর্ত্তি প্রস্তুত করিলেন এবং একথানা রক্তবর্ণের শাড়ী পরাইয়া নানা বকমের ফুল ও অলঙ্কার দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া মাতাকে বলিলেন—“মা, এইরূপ স্ত্রী রত্ন পাইলে সৎসারী হইব।” ব্রাহ্মণী পণ্ডিতা ছিল। তদুচ্চারণে সে ভাবিল—“আমার পুত্র পুণ্যবান। সে পূর্ব-জন্মে একাকী পুণ্যকর্ম্মেব অন্তর্ধান করে নাই। অবশ্য তাহার সঙ্গে স্বর্ণ-প্রতিমার হার মেয়েও জন্মগ্রহণ করিয়াছে।”—এই চিন্তা করিয়া আটজন ব্রাহ্মণকে পাথেরাদি প্রদান করিয়া স্বর্ণপ্রতিমাটি রথে স্থাপন করিয়া বলিল—“আমাদের জাতি, গোত্র ও সম্পত্তিতে সম অবস্থাপন্ন যবে এই স্বর্ণপ্রতিমা সমূহ মেয়ের অঙ্গসজ্জা করিয়া আনুন।”

ব্রাহ্মণেরা “ইহা আমাদেরই কাজ”—এই চিন্তা করিয়া বাহির হইয়া গড়িল। তাহাবা মগধদেশ হুন্দরী রমণীর আকর ভাবিয়া সেই প্রদেশের সাগল নগরে উপস্থিত হইল এবং স্বর্ণপ্রতিমাটি একটি স্নানের ঘাটে রাখিয়া একস্থানে বসিয়া গড়িল। ভদ্রাকপিলানির খাতী তাঁহাকে স্নান ও অলঙ্কৃত কবাইয়া প্রাসাদে রাখিয়া স্বর্ণ স্নান করিবার জন্ত সেই ঘাটে উপস্থিত হইল। সে সেখানে স্বর্ণপ্রতিমাটিকে দেখিয়া ভাবিল—“ভদ্রা কেমন দুর্ব্বিনীতা; এইমাত্র তাহাকে স্নান কবাইয়া এবং স্নানকারে অলঙ্কৃত কবত: ঘরে রাখিয়া আমি এখানে

১. বাবী ও চনাব নদীর মধ্যস্থলে অবস্থিত প্রদেশেব নাম মগধদেশ।

২. শিয়ালকোট (পঞ্জাব)।

আসিলাম, সে দেখিতেছি আমার আগমনের পূর্বেই এখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।”—এই মনে করিয়া স্বর্গপ্রতিমার গণ্ডে হস্তার্পণ করিল। তখনই সে বৃষিল, এ ত ভদ্রা নহে, ইহা ত স্বর্গপ্রতিমা। অতঃপর সে বলিল—“আমি ভাবিয়াছিলাম এ আমার প্রভু-কন্যা, কিন্তু ইহা বাস্তবিক আমার প্রভু-কন্যার পরিচায়িকার যোগ্যও নহে।” তচ্ছ বশে ব্রাহ্মণেরা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“তোমার প্রভু-কন্যা কি একরূপ স্তম্ভরী?”

“হা আমার প্রভু-কন্যা এই স্বর্গপ্রতিমার চেয়ে লক্ষগুণে অধিক স্তম্ভরী, সে যেখানে থাকে দ্বাদশ হস্তের মধ্যে প্রদীপের প্রয়োজন হয় না, শবীষ প্রভার অন্ধকার বিদূরিত হয়।”

তাহারা ভদ্রার পিতা কোনিয় গোত্র ব্রাহ্মণের বাড়ীতে বাইরা তাহাদের আগমন বার্তা জ্ঞাপন করিল। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিল—“আপনারা কোথা হইতে আসিয়াছেন?”

“আমরা মগধ দেশের মহাতীর্থ প্রাসের কপিল ব্রাহ্মণের ঘর হইতে আপনার কন্যার জন্ত আসিয়াছি।”

“তিনি আমাদের জাতি, গোত্র ও সম্পত্তিতে সন্মত অবস্থাপন্ন। তাঁহাকে আমার মেয়ে সম্প্রদান করা অসম্ভব হইবে না।”—এই বলিয়া তাহাদের প্রদত্ত বস্ত্রানুষ্ঠান গ্রহণ করিল।

তাহারা কপিল ব্রাহ্মণকে পত্রদ্বারা জানাইল—“মেয়ে পাওয়া গিয়াছে, এখন আপনারা কর্তব্য সম্পাদন করুন।”

এই সংবাদ তাহারা পিন্নলি মানবকে জ্ঞাপন করিল। পিন্নলি ভাবিলেন—‘আমি মনে করিয়াছিলাম স্বর্গপ্রতিমার দ্বায় রমণী পাওয়া বাইবে না, এখন তাহারা বলিতেছেন, ঐরূপ মেয়ে পাওয়া গিয়াছে’—এই ভাবিয়া এক স্থানে বসিয়া পত্র লিখিতে লাগিলেন—

“ভদ্রে, তুমি তোমার সন্মত গোত্র বৈভব সম্পন্ন কুলের অল্প কাহারও সঙ্গে বিবাহ বন্ধন আবদ্ধ হও, আমার সঙ্গে বিবাহ বন্ধন আবদ্ধ হইলে স্তম্ভরী হইতে পারিবে না; কেননা আমি প্রভূজিত হইব। তোমাকে পূর্বেই সাবধান করিয়া দিতেছি, যেন তুমি পরে অসুখতপ্ত না হও।”

তদ্রূপ বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া পিন্নলির নিকট পত্র লিখিতে লাগিলেন—  
“আর্য্যপুত্র, আপনি সন্মত গোত্র বৈভবশালী অল্প কুমারীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধন আবদ্ধ হউন, আমি প্রভূজিত হইব, আমার সঙ্গে বিবাহ বন্ধন আবদ্ধ হইয়া স্তম্ভরী

হইতে পারিবেন না, বাঁহাতে আপনি পরে অমৃতপ্ত না হন তজ্জন্ত পূর্ব্বেই আপনাকে সাবধান কবিতা দিলাম।” উভয় পক্ষের পত্রবাহক রাস্তায় একত্র হইল।

“ইহা কাহার পত্র?”

“গিন্নি মানবক ভদ্রার জন্ত পাঠাইতেছেন।”

“উহা কাহার পত্র?”

“ভদ্রা ইহা গিন্নি মানবকেব জন্ত পাঠাইতেছেন।”

উভয়ে উভয়ের পত্রদ্বয় খুলিয়া পাঁড়িয়া বলিল, ইহা ছেনেমেয়েদেব পাগলামি অতঃপর তাহার। সেই পত্রদ্বয় ছিঁড়িয়া ফেলিয়া জন্ত দুইখানা প্রেমপত্র লিখিয়া লইয়া গেল। কুমার-কুমারীদ্বয়েব পত্র পাইয়া তাহাদেব আত্মীয়েরা পরম প্রসন্নতা লাভ করিল। এইরূপে অনিচ্ছা সত্ত্বেও উভয়ের বিবাহ হইয়া গেল।”

বিবাহের দিন উভয়ে দুইটি হুলেব মালা গাঁথিয়া মালাদ্বয় পর্য্যঙ্কেব মধ্যভাগে স্থাপন কবিলেন। বিবাহেব মাসলিক অমুষ্ঠান সমাধা হইলে উভয়ে শয়ন কবিত্তে গমন কবিলেন। গিন্নি তান পার্শ্বে এবং ভদ্রা বাম পার্শ্বে শয়নারূঢ় হইলেন। একের অঙ্গে অস্ত্রের অঙ্গ স্পর্শ হইবাব আশঙ্কায় উভয়ে বিনিম্ব বজনী অতিবাহিত কবিলেন। দিবসে তাঁহাদেব মূখে হাসির লেশমাত্রও দেখা গেল না। এই প্রকারে সাংসাবিক কাম-স্বখে নিপ্ত না হইয়া উভয়ে অবস্থান কবিত্তে লাগিলেন। গিন্নি মানবকের মাতা-পিতা বখাসময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তিনিই সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকাবী হইলেন।

গিন্নি একদিন স্নানান্তে অশ্রু আরোহণ করিয়া ভ্রমি ভালমতে কর্ষণ হইতেছে কি-না দেখিবার জন্ত হল কর্ষণের জমির সীমার উপস্থিত হইলেন। হলের দ্বারা বিদীর্ণ জমি হইতে কাকাদি পক্ষীরা কেঁচো প্রভৃতি জীবকে বাহিব কবিতা থাইতেছিল। তদ্বর্শনে তিনি কৃষকদিগকে জিজ্ঞাসা কবিলেন—

“পক্ষীরা কি থাইতেছে?”

“আর্য্য, কেঁচো (মহীলতা) থাইতেছে।”

“কাহার পাণ হইবে?”

“আপনারই হইবে।”

তচ্ছবণে তিনি চিন্তা কবিলেন—

“যদি এই পাণ-ফল আমায় ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে এই সপ্ত অশ্রুতি ক্রোর ধন, দ্বাদশ যোজন জমি, আমায় কোন্ প্রয়োজনে আসিবে? এই সব ভদ্রাকে সমর্পণ কবিতা আমি প্রব্রজিত হইব।”

ভজ্রাকপিলানিও সেইদিন তিলের কুস্তি ঘোঁষে দিলে কুস্তি হইতে কীট বাহির হইয়া পড়িল। পক্ষীরা সেইগুলিকে বাইতেছে দেখিয়া তিনি দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

“পক্ষীরা কি বাইতেছে?”

“মা, কীট বাইতেছে।”

“কাহার পাশ হইবে?”

“আপনারই হইবে।”

তিনি চিন্তা করিলেন—“চারি হাত কাপড় এবং এক সের চাউলের ভাত হইলে আমি চলিতে পারিব। যদি এই সব পাশ আমারই হয় তবে হাজাব জন্মেও দুঃখ হইতে উদ্ধার পাইব না। আর্থপুত্র আসিলে তাঁহাকে সমস্ত সমর্পণ করিয়া আমি প্রব্রজিত হইব।”

পিন্ধলি যথাসময়ে বাতীতে আসিয়া স্নান সমাপন পূর্বক মহার্ঘ পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। তখন তাঁহার অস্ত্র চক্ষুপতী রাজার ষাণ্ডেব দ্বায় উত্তম ষাণ্ড-ভোজ্য সজ্জিত হইল। উভয়ের আহাব সমাধা হইলে পবিত্রনেরা চলিয়া গেল। তখন উভয়ে নির্জলে উপবেশন করিলেন। পিন্ধলি ভজ্রাকে বলিলেন—

“ভদ্রে, তুমি আমার গৃহে আসিবার সময় ভোমার পিতৃকুল হইতে কত ধন লইয়া আসিয়াছিলে?”

“আর্থ, পঞ্চাশ হাজার শকট পরিপূর্ণ ধন লইয়া আসিয়াছিলাম।”

“তাঁহা এবং আমার বাহা আছে সমস্তই ভোমাকে অর্পণ করিলাম।”

“আর্থ, তুমি কোথায় বাইবে?”

“আমি প্রব্রজিত হইব।”

‘আমি ভোমার আগমন প্রতীক্ষায় ছিলাম, আমিও প্রব্রজিত হইব।’

ত্রিভুগৎ তাঁহাদের নিকট প্রজলিত পর্ণশালাব দ্বায় প্রতীকমান হইতে লাগিল। তাঁহারা অবিলম্বে বাজায় হইতে বস্ত্র ও বৃত্তিকা নির্মিত ভিক্ষা-পাত্র আনাইয়া পরস্পরের কেশ ছেদন করতঃ “সংসারে বিনি অন্নহত, তাঁহার উদ্দেশ্যেই আমাদের প্রব্রজ্যা”—এই চিন্তা করিয়া প্রব্রজিত হইলেন। অতঃপর ধলিতে ভিক্ষা-পাত্র স্থাপন পূর্বক স্বল্পে স্নানোদ্যোগ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। কর্মচারীরা কেহই এই ব্যাপার জানিতে পারিল না।

তাঁহারা ব্রাহ্মণ গ্রাম হইতে বাহির হইয়া দান-পঞ্জীর মধ্য দিয়া বাইতে লাগিলেন। গ্রামবাসীরা তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিয়া পায়ে পড়িয়া ঘোঁদন করিয়া বলিতে লাগিল—

“আর্য্য, আমাদিগকে বেন অনাথ করিতেছেন।”

“আমরা দ্বিভব প্রজলিত গর্গশালাবৎ মনে করিয়া প্রব্রজিত হইয়াছি ; তোমাদিগকে দাসত্ব হইতে এক এক জনকে মুক্ত করিতে শতবর্ষও পারিব না। তোমরা স্বীয় মৃতক ধোত কবিয়া দাসত্ব হইতে মুক্ত হও।”—এই বলিয়া তাহাদিগকে রোহিণীমান অবস্থায় ত্যাগ কবিয়া প্রস্থান কবিলেন। কিয়দ্দূর গমনেব পর দুইটি রাস্তাব সংযোগস্থলে আসিয়া পৌঁছিলেন। তখন পিঙ্গলি ভদ্রাকে বলিলেন—“ভদ্রে, আমরা আসক্তি বর্জন করিবার মানসে সংসার ত্যাগ করিয়া আসিরাছি। উভয়ে একত্রে থাকিলে আসক্তি বর্জন করা দুরূহ হইবে। লোকেও আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া পাপপ্রসূ হইবে। কাজেই এখানে আমাদের পৃথক হওয়া প্রয়োজন। দেখ, রাস্তা বিধা বিভক্ত হইয়া একটা ডানদিকে এবং অপরটা বাম দিকে গিয়াছে। এক রাস্তা দিয়া তুমি গমন কর, অপর রাস্তা দিয়া আমি গমন করি।”

“হা, আর্য্যপুত্র, প্রব্রজিতেব স্ত্রীলোক বিয় ব্রহ্মণ। লোকে আমার নিন্দা করিবে। আপনি এক রাস্তায় গমন করুন, আমি অন্য রাস্তায় গমন করি। আপনি পুরুষ, এই হেতু ডান পার্শ্বের রাস্তা অবলম্বনই আপনার পক্ষে প্রেরকর; আমি স্ত্রীলোক, বামপার্শ্বের রাস্তাই আমি অবলম্বন করি।”—এই বলিয়া চরণে প্রণত হইয়া পুনরায় বামপার্শ্বকর্তে বলিলেন—“প্রাণনাথ, আপনি কি বলিতেছেন, আমিহ আপনায়ই দাসী, আপনার আদেশ পালন করাই আমার ধর্ম্ম। আপনার মনোবাগনা পূর্ণ হউক।”—এই বলিয়া পদ-ধূলি গ্রহণ পূর্বক বামদিকের রাস্তা ধরিয়া প্রস্থান করিলেন। পিঙ্গলি ডানদিকের রাস্তা ধরিয়া চলিতে লাগিলেন।

ভগবান বুদ্ধ বেণুবন বিহারের গন্ধকুটিতে থাকিরা দিব্যানেজে দেখিলেন—“পিঙ্গলি মানবক ও ভদ্রাকপিলানি অপার সম্পত্তিরাশি পবিত্রত্যাগ কবিয়া প্রব্রজিত হইয়াছে।” তদ্বর্ণনে তিনি ভাবিলেন—“আমরাও তাহাব উপকার করা উচিত”—এই ভাবিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া ভিক্ষু-সম্ভের অজ্ঞাতসারে রাজগৃহ এবং নালন্দার মধ্যস্থলে অবস্থিত “বহু-পুত্রক” নামক গ্রামে গমন করিয়া উপস্থিত হইয়া বসনা কবতঃ বলিলেন—“ভগবন্, আপনি-ই আমার গুরু, আমি আপনার শিষ্য।” ভগবান তাঁহাকে তিনটি উপদেশ দ্বারা উপসম্পাদা প্রদান কবিলেন। পিঙ্গলি মানবক এই হইতেই জনসমাজে

গোত্রের নামানুসারে কান্তপ নামে পরিচিত হইলেন। বুদ্ধের শরীর ষাতিংশৎ মহাপুরুষ লক্ষণে এবং পিঙ্গলির দেহ সপ্ত মহাপুরুষ লক্ষণে প্রতিমণ্ডিত ছিল। তিনি কাঞ্চনভরীর পশ্চাৎ আবদ্ধ কাষ্ঠতরীবৎ ভগবানের পশ্চাদ্ভঙ্গময়ণ করিতে লাগিলেন। ভগবান কিয়দ্দূর বাহিয়া এক বৃক্ষমূলে বলিবার সঙ্কেত করিলেন। তিনি ‘ভগবান বসিতে চাহিতেছেন’ এইরূপ মনে করিয়া স্বীয় সজ্জাটি চারিভাঙ্গ করিয়া বিস্তৃত করিয়া দিলেন। ভগবান বসিয়া হস্তদ্বারা চীবর পরিমর্দন করিয়া বলিলেন—“কান্তপ, তোমার এই চীবর ঝড় কোমল।”

“ভগবান আমার চীবরের প্রশংসা করিতেছেন”—এই ভাবিয়া কান্তপ বলিলেন—“ভগ্নে, আমার এই সজ্জাটি ধারণ করুন।”

“কান্তপ, তুমি কি ধারণ করিবে?”

“ভগ্নে, আপনার অন্তর্ধাম পাইলে ধারণ করিব।”

“কান্তপ, তুমি আমার ব্যবহৃত এই জীর্ণ চীবর ধারণ করিতে পারিবে কি? বুদ্ধের চীবর সামান্য গুণশালী ব্যক্তি ধারণ করিতে সমর্থ নহে। প্রতিপত্তি (অধিচিহ্ন শিক্ষা) পূরণে সমর্থ ব্যক্তিই ধারণ করিতে পারে। যে আজীবন পাণ্ডুল-ধারণ-ব্রত পালন করে এই চীবর তাহারই যোগ্য।”

ভগবান বুদ্ধ তাঁহার সঙ্গে চীবর বিনিময় করিলেন। বুদ্ধের চীবর কান্তপ এবং কান্তপের চীবর বুদ্ধ ধারণ করিলেন। ‘আমি বুদ্ধের চীবর পাইয়াছি, এখন আমার আর কি করিবার আছে?’ কান্তপ এরূপ অভিমান না করিয়া ভগবানের নিকট অরোদশ দৃতান-ব্রত গ্রহণ করিয়া অষ্টম দিনে প্রতিসংঘিৎ সহিত অরহৎ ফল প্রাপ্ত হইলেন।



## কাত্যায়ন

ইনি উজ্জয়িনী\* নগরে গুরোহিত ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার নাম ছিল কাকন মানবক। কানকরম ত্রিবেণ গারুড়ী হইয়া তিনি গিতার বৃত্তের পর রাজ-গুরোহিত-পদ প্রাপ্ত হইলেন। কাকন সেই হইতে গোত্রের নামান্তরী কাত্যায়ন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। একদিন রাজা চণ্ডপ্রভোত মহেন্দ্রশিখকে বলিলেন—“মহিশ, তুমিওহি জগতে বৃহৎ আবির্ভাব হইয়াছে। যে কেহ বাইরা তাঁহাকে আমার রাজ্যে লইয়া আস।”

“দেব, আচার্য কাত্যায়ন ব্রাহ্মণ ব্যতীত এই কাজে কাহারেও সামর্থ্যবান দেখিতেছি না; তাঁহাকে প্রেরণ করুন।”

রাজা তাঁহাকে অস্ত্রান কড়াইয়া বলিলেন—“তাত, মন্দম বৃহৎ নিকট গমন কর।”

“মহারাজ, যদি ঐশ্বর্য হইতে অসমতি প্রাপ্ত করেন তবে বাইব।”

“তাত, তুমি দেবপ পদ তাঁহাকে লইয়া আস।”

কাত্যায়ন চিন্তা করিলেন—“বৃহৎ নিকট অধিক লোকসহ বড় সমারোহে সহিত বাগ্যটিক নহ।”—এই ভাবিয়া রাজ্য সাত জন সচী সমভিব্যাহারে ভগবানকে নিকট উপস্থিত হইলেন। ভগবান তাঁহান্নিকে ধর্ম-উপদেশ প্রদান করিলে তাঁহার্য নকল প্রতিদ্বন্দ্বি সহ অরহৎ ফল লাভ করিলেন। ভগবান ‘এ ভিক’—এই বাক্য বলিয়া হস্ত প্রদারিত করিলেন। তখন তাঁহানের বেশভূষা লুপ্ত হইয়া গেল; নকলে ধর্মের পাত-চাঁদর ধারী মতবর্ধার হস্তের ভার হইয়া গেলেন।

তাঁহার কার্য সমাপ্ত হইয়া গেলে তিনি নীচব না থাকিয়া ভগবানকে উজ্জয়িনী গমনের জন্ত নিবেদন করিলেন। বৃহৎ তাঁহার কথা শুনিয়া ভাবিলেন—“বৃহৎ এক কামর অসামান্যদানে গমন করেন না।” এতদ্ব প্রকারে কাত্যায়নকে বলিলেন—“ভিক, তুমি গমন কর, তুমি গেলেও রাজ্য প্রসন্ন হইবেন।” কাত্যায়ন তজ্জ বস্ত্র চিত্র করিলেন—“বৃহৎ হই কথা হইতে পার না”—এই ভাবিয়া ভগবানকে বন্দনা করিয়া উজ্জয়িনী বাত করিলেন। তিনি যেই পথ দিয়া বাইতছেন সেই পথের ধারে ‘ভেন্ডগালি’ নামক একটি বহুজনাট্য গ্রাম ছিল। তথায় দলীল সহ তিনি ভিন্দিয় নিমিত্ত প্রবেশ করিলেন। সেই গ্রামে হই জন

\* মালব দেশের অন্তর্গত অবস্থি : ইহার অপর নাম বিলা।

শ্রেষ্ঠীর দুইটি পরমা স্বন্দরী কন্ঠা ছিল। তন্মধ্যে একজন দরিদ্র শ্রেষ্ঠীর ঘরে জন্ম নিয়েছিল। সে মাতাপিতার মৃত্যুর পর খাজীর সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করিত। কিন্তু সে বড় রূপবতী এবং তাহার ভ্রমর-রূক্ষ-কেশরাশি বড়দীর্ঘ ছিল। ধনী শ্রেষ্ঠী কন্ঠার কেশগুলি অতি দ্রুত ছিল। সে ঐ দরিদ্র শ্রেষ্ঠী কন্ঠার নিকট পূর্বে ণত বা সহস্র টাকা নইয়া হইলেও তোমার কেশগুলি আমার নিকট বিক্রয় কর—গুলিয়া বারবার অল্পমোহ করিলেও বিক্রয় করে নাই।

সেই দিন কাত্যায়ন শ্রবির সঙ্গিগণ সহ গারা গ্রামে ভিক্ষা করিয়াও কিছু পান নাই দেখিয়া সেই দরিদ্রা শ্রেষ্ঠী কন্ঠা চিন্তা করিল—“এই বর্ণ বর্ণ ব্রহ্ম-বন্ধু ভিক্ষু সায়া গ্রামে ঘুরিয়াও কিছুই পান নাই, আমিও বড় দরিদ্রা। আমার দীর্ঘ ভ্রমর-রূক্ষ-কেশগুলি ব্যতীত তাঁহাদিগকে দান দিবার কোন সম্বল নাই। অমুক শ্রেষ্ঠী-কন্ঠা পূর্বে এই কেশগুলি ক্রয় করিতে চাহিয়াছিল কিন্তু তখন আমি দিই নাই, অত ইহা বিক্রয় করিয়া ভিক্ষুদিগকে ভিক্ষা দিব”—এইরূপ চিন্তা করিয়া খাজীরাবা ভিক্ষুদিগকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া আনিয়া ঘরে উপবেশন করাইল।

তৎপর খাজীরায়া ভ্রমর-রূক্ষ স্বদীর্ঘ-কেশরাশি ছেদন করাইয়া বলিল—“হা এই কেশগুলি অমুক শ্রেষ্ঠী-কন্ঠার নিকট নইয়া যাও, সে মূল্য স্বরূপ বাহা দেয় তাহা লইয়া আসিও। তদ্বারা আর্ধ্য-ভিক্ষুদিগকে ভিক্ষা প্রদান করিব।”

খাজী একহস্তে অশ্রু মুছিয়া অন্য হস্তে বুক চাপিয়া ধরিয়া কেশগুলি ভিক্ষুরা না দেখে মত আবৃত করিয়া ধনী শ্রেষ্ঠী-কন্ঠাব নিকট উপস্থিত হইল। প্রবাস আছে ‘ভাল জিনিষও অবাচিত ভাবে আসিলে আয়র পায় না।’ এখানেও তাহার ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হইল না। এতদ্বারা ধনী শ্রেষ্ঠী-কন্ঠা ভাবিল—“আমি পূর্বে অনেক টাকা দিবার লোভ দেখাইয়াও এই কেশগুলি পাই নাই। আজ এই কস্তিত কেশগুলি মূল্যস্বরূপ বাহা পায় তাহাতেই দিবে”—এই ভাবিয়া খাজীকে বলিল—“পূর্বে আমি তোমার প্রত্ন কন্ঠাকে অনেক টাকা দিবার লোভ দেখাইয়াও কেশগুলি পাই নাই। যে কোন স্থানে লইয়া গেলে জীবিত মাতৃমের কেশ আট টাকার অধিক দিবে না।” এই বলিয়া রাজ আটটি টাকা প্রদান করিল। খাজী টাকাগুলি আনিয়া শ্রেষ্ঠী-কন্ঠাকে প্রদান করিল। শ্রেষ্ঠী-কন্ঠা এক এক টাকার দ্বারা এক এক জন ভিক্ষুর অল্প আর্ধ্য প্রস্তুত করিয়া ভিক্ষুদিগকে ভিক্ষায় প্রদান করিল। কাত্যায়ন দিব্যজ্ঞানে তাহার অবস্থা অবগত হইয়া ‘শ্রেষ্ঠী-কন্ঠা কোথায়’ জিজ্ঞাসা করিলেন।

“আর্ধ্য, ঘরে আছে।”

“তাঁহাকে আহ্বান কব।”

শ্রেষ্ঠী-কত্থা স্ববিবেক সন্ধান বন্ধার্থে একবাক্যেই আসিয়া তাঁহাকে বন্দনা কবিল। পবিত্র ক্ষেত্রে প্রদত্ত ভিক্ষায় ইহজগেই স্বল্প প্রদান কবে। এইজন্য স্ববিবেকে বন্দনা করিবার সময়েই তাঁহার বেশ পূর্ববৎ দীর্ঘ হইয়া গেল। ভিক্ষুরা ভিক্ষার লইয়া শ্রেষ্ঠী কত্থা দেখিতে দেখিতে আকাশমার্গে কাঞ্চন পর্বতে প্রস্থান করিলেন। ... উত্তান বন্ধকবা স্ববিবেকে দেখিধা রাজ্যার নিকট হাইয়া বলিল—

“দেব, পুরোহিত আৰ্য্য কাত্যায়ন প্রব্রজিত হইয়া আসিয়া উত্তানে উপস্থিত হইয়াছেন।”

রাজা তচ্ছবণে আনন্দে বিহ্বল হইয়া উত্তানে গমন করিলেন। ভোজন সমাপ্ত হইলে তাঁহাকে পঞ্চাঙ্গ নত করিয়া নমস্কাব কবিলেন। তৎপর জিজ্ঞাসা কবিলেন—

“ভক্ত, ভগবান কোথায়?”

“মহারাজ, তিনি স্বয়ং না আসিয়া আমাকে প্রেবণ কবিয়াছেন।”

“ভক্ত, আজ ভিক্ষা কোথায় পাইলেন?”

স্ববির রাজাকে শ্রেষ্ঠী-কত্থাব সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা কবিলেন। রাজা স্ববিবেক বাস-স্থানের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া পরদিনের জন্য আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন। তৎপর রাজবাড়ীতে প্রত্যাবর্তন এবিধা শ্রেষ্ঠী-কত্থাকে আনিয়া পাটরাণী-পদে স্থাপন করিলেন। এই জ্বীলোকটি ইহজগেই প্রভূত সন্মানের অধিকারী হইল। এই হইতে রাজা স্ববিরের যথেষ্ট সংকার-সন্ধান করিতে লাগিলেন। সেই শ্রেষ্ঠী-কত্থা বধাসময় অন্তর্বর্তী হইয়া দশ মাসের পব একটা পুত্র সন্তান প্রসব করিল। তাঁহার নাম যাতায়হের নামানুসাবে গোপালকুমার রাখিলেন। তদবধি শ্রেষ্ঠী-কত্থা গোপাল-মাতা নামে অভিহিতা হইল। সে স্ববিরের প্রতি অত্যধিক প্রসন্ন হইয়া রাজ্যের অহমতি গ্রহণ পূর্বক কাঞ্চনবন প্রমোদ উত্তানে তাঁহার জন্য বিহাব প্রস্তুত করাইল। স্ববির উজ্জয়িনীবাসীদিগকে প্রসন্ন করিয়া বধাসময় ভগবান বুদ্ধের নিকট প্রস্থান করিলেন।

## উপাধি ও ছদ্মনাম শাক্যকুমার

ভাবান বুধ রাহুল কুমারকে প্রেমজ্ঞান দানের পর কপিলবস্ত্র হইতে প্রস্থান করিয়া মহেশ্বরের “অম্বপিত্র” নামক আশ্রম-কাননে বাস করিতেছিলেন।

সেই সময় দুর্জন শাক্য-কুমারেরা বুধের অম্বগমন করিয়া প্রেমজ্ঞিত হইতে লাগিল। কপিলবস্ত্রতে মহানাম ও অম্বপিত্র নামে দুই মহোদয় ভ্রাতা ছিলেন। অম্বপিত্র বড় স্ত্রীশ্রেষ্ঠে লালিত-পালিত হইতেছিলেন। তাঁহার জন্ম তিন স্বপ্ন উপযোগী তিনটি নন্দনাদিষ্টায় প্রসাদ ছিল। তিনি বর্ষা ঋতুর চান্দ্র মাস প্রসাদ হইতে অবতরণ করিতেন না। তৃতীয় পুরুষ শূদ্র হইয়া একাকী নর্তকীবৃত্তি পরিবৃত্ত হইয়া নৃত্যগীত দর্শনে মগ্ন থাকিতেন।

মহানাম শাক্য একদিন চিন্তা করিলেন—“এখন দুর্জন শাক্য-কুমারেরা ভগবানের অম্বগমন করিয়া প্রেমজ্ঞিত হইতেছে। আমার বংশ হইতে কেহই তাঁহার অম্বগমন করিয়া প্রেমজ্ঞিত হয় নাই। আমার কিবা অম্বকক্ষের প্রেমজ্ঞিত হওয়া উচিত নহে কি?” এই চিন্তা করিয়া একদিন অম্বকক্ষ শাক্যকে বলিলেন—“ভাই অম্বকক্ষ, এই সময় আমাদের বংশ হইতে কেহও প্রেমজ্ঞিত হয় নাই। এখন আমার বিধা তোমার প্রেমজ্ঞানবিস্তার করা কর্তব্য।”

“আমি হুতুমার, একজ্ঞ প্রেমজ্ঞিত হইতে পারিব না, আপনি প্রেমজ্ঞিত হউন।”

“ভাই অম্বকক্ষ, তাহা হইলে আস, আমি তোমাকে গৃহস্থদের অবস্থা করণীর সহজে উপদেশ প্রদান করি। প্রথমে শেষ কর্ষণ করিতে হয়, তৎপরে বীজ বপন করিতে হয়, বপনের পর জল দিতে হয়, আবার সেই জল বাহির করিয়া দিয়া জমি শুষ্ক করিতে হয়, খান ভানিতে হয়, খান ভানিয়া গোলায় জমা করিতে হয়। এইরূপ প্রতিবৎসর করিতে হয়। কখনও কার্য হইতে অবসর পাওয়া যায় না, কাজের শেষ নাই।”

“কখন কাজের শেষ হইবে? কখন আমি নির্বিকারে পঞ্চকাম-সুখ ভোগ করিব?”

“ভাই অম্বকক্ষ, কাজ শেষ হইবে না—কাজের শেষ নাই। কাজ শেষ না হইতেই আমাদের নিজা পিতামহাদি ব্রহ্মাযুধে পতিত হইয়াছেন।”

“তাহা হইলে আপনি বর-সংসার করুন। আমি প্রেমজ্ঞিত হইব।”

অম্বকক্ষ-শাক্য তাঁহার মাতার নিকট যাইয়া বলিলেন—“মা, আমি সংসার ত্যাগ করিয়া প্রেমজ্ঞিত হইতে চাহি। আমাকে অম্বগতি প্রদান করুন।”

‘বৎস অশ্বক্ক, তোমরা দুই ভাই আমার নয়ন পুতলি সদৃশ। হৃদয় পরও আমি তোমাঙ্গিণ হইতে স্বেচ্ছায় পৃথক হইতে চাহি না, জীবিতাবস্থায় কিরূপে তোমাকে প্রত্যাখ্যা গ্রহণের নিমিত্ত অসম্মতি প্রদান করিব ?’

এইরূপে অশ্বক্ক-শাক্য দুই ভিন বার যাতার কাছে অসম্মতি ভিক্ষা করিলেন।

সেই সময় ভদ্বিয় নামক শাক্য রাজস্ব করিতেন। তিনি অশ্বক্কের পরম বন্ধু ছিলেন।

অশ্বক্ক-শাক্যের যাতা চিন্তা করিলেন—‘এই ভদ্বিয়-শাক্য অশ্বক্কের পরম বন্ধু। তিনি এখন রাজস্ব করিতেছেন। কাজেই বাজৈশ্বৰ্য্য ত্যাগ করিয়া কখনও প্রত্যাখ্যাত হইতে সম্মত হইবেন না।’—এইরূপ চিন্তা করিয়া অশ্বক্ককে বলিলেন—

‘বৎস অশ্বক্ক, যদি শাক্যরাজ ভদ্বিয় প্রত্যাখ্যাত হন, তবে তুমিও প্রত্যাখ্যাত হইতে পার।’

তজ্জবণে অশ্বক্ক-শাক্য ভদ্বিয়ের নিকট যাইয়া বলিলেন—‘বন্ধু, আমার প্রত্যাখ্যা তোমার অধীন।’

‘বন্ধু, যদি তোমার প্রত্যাখ্যা আমার অধীন হয় তবে আমি তোমাকে অধীনতা হইতে মুক্তি প্রদান করিলাম, তুমি নিরাপদে প্রত্যাখ্যাত হও।’

‘আস, বন্ধু, উভয়ে প্রত্যাখ্যাত হই।’

‘বন্ধু, আমি প্রত্যাখ্যাত হইতে পারিব না। তোমার অন্ত অন্ত বাহা কিছু করিতে হয় তৎক্ষণ আমি প্রস্তুত আছি। তুমি প্রত্যাখ্যাত হও।’

‘বন্ধু, আমাকে মাতা বলিয়াছেন—‘ভদ্বিয়-শাক্য প্রত্যাখ্যাত হইলে তুমি প্রত্যাখ্যাত হইতে পারিবে।’ বন্ধু, তুমি আমাকে প্রথমেই বলিয়াছ ‘যদি তোমার প্রত্যাখ্যা আমার অধীন হয় তবে তোমাকে সেই অধীনতা হইতে মুক্তি দিলাম, তুমি স্বখে প্রত্যাখ্যাত হও’। আস, বন্ধু, উভয়ে প্রত্যাখ্যাত হই।’

সেই সময়ের লোক বড় সত্যবাদী বড় সত্যসন্ধ ছিলেন। তখন শাক্যরাজ ভদ্বিয় অশ্বক্ককে বলিলেন—

‘বন্ধু, সাত বৎসব অপেক্ষা কর, তৎপন্ন উভয়ে প্রত্যাখ্যাত হইব।’

‘বন্ধু, সাত বৎসব বড় বেশী। আমি অতদিন অপেক্ষা করিতে পারিলাম না।’

‘পাঁচ বৎসব, . . . চাষি বৎসর .. . ., অর্দ্ধমাস . পরে উভয়ে প্রত্যাখ্যাত হইব।’

“বন্ধু, অর্ধমাসও বড় বেশী, আমি অতদিন অপেক্ষা করিতে পারিব না।”

“বন্ধু, সপ্তাহকাল অপেক্ষা কর; এই সময়ের মধ্যে আমি জাভা বা পুত্রকে রাজ্যতাব অর্পণ করিব।”

“বন্ধু, সপ্তাহকাল অপেক্ষা করিতে পারি।”

সপ্তাহের পর শাক্যরাজ ভদ্রিয়, অশ্বক্ক, আনন্দ, ভূঞ, কিষিল ও দেবদত্ত উপানি নামক নাপিত-পুত্রকে সঙ্গে করিয়া পূর্বে যেমন চতুর্দশিনী সৈন্তসহ উজ্জান ভ্রমণে বাহিব হইতেন তেমন বাহির হইয়া পড়িলেন। তাহারা কিরুদ্ধ, বগ্যনাস্তর সৈন্যদিগকে প্রত্যাঘর্ষন করিতে আদেশ দিলেন এবং অত্র একটি স্থানে উপস্থিত হইয়া আভরণাদি দেহ হইতে উন্মোচন পূর্বক চামর দ্বারা গাঁঠরী বন্ধন করিয়া উপালিকে বলিলেন—

“ওহে উপানি, তুমি প্রত্যাঘর্ষন কর। এই সব পরিচ্ছদ ও আভরণাদি তোমার জীবিকা নির্বাহেব পক্ষে যথেষ্ট।”

উপানি তাহা লইয়া কিরুদ্ধ গমন করিবার পর তাহার মনে হইল—  
“শাক্যজাতি বড় ক্রোধপরায়ণ। ইহাব তাবা কুমাবেয়া হত হইয়াছে—  
তাহারা এইরূপ ভাবিয়া আমাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে। মহান্নবে লালিত পালিত রাজকুমারেরা যদি প্রেরজ্যাবলখন কবিত্তে পারেন, আমার জার সাধারণ লোক কেন পারিবে না? আমিও তাঁহাদের সঙ্গে প্রেরজিত হইব।”

অতঃপর সে গাঁঠবাটি খুলিয়া আভরণাদি কুক্ষ ভুলাইয়া “বাহার প্রয়োজন আছে সে লইয়া যাউক”—এইরূপ বলিয়া শাক্যকুমারদের নিকট উপস্থিত হইল। কুমাবেয়া তাহাকে দূর হইতে আগিতে দেখিয়া বলিলেন—

“ওহে উপানি, তুমি কেন ফিবিয়া আসিলে?”

“আর্য্যপুত্র, আভরণাদি লইয়া প্রস্থান করিবার সময় আমার মনে হইল—‘শাক্যেরা বড় ক্রোধী।’ এই জন্যই আমি গাঁঠবাটি খুলিয়া আভরণাদি কুক্ষে ভুলাইয়া প্রত্যাপমন করিয়াছি।”

“উপানি, তাহা হইলে তুমি ভানই করিয়াছ।”

তখন তাহারা উপানি সমভিব্যাহারে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া বলনা ও কুশল প্রদানে বলিলেন—

“ভদ্রে, আমার শাক্য জাতি বড় অভিমানী। এই উপানি নাপিত আনাদের ভৃত্য। এইহেতু ইহাকেই প্রথমে প্রেরজ্যা প্রদান করুন। এরূপ হইলে আমরা তাহাকে অভিবাদন, প্রত্যাখান (সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত দণ্ডায়মান হওয়া) ও

করছোড করিতে পারিব। তাহাতে আমাদের শাক্য জনিত জাত ভিত্তিমান চূর্ণ হইয়া বাইবে।”

তচ্ছবণে ভগবান নাগিত উপানিকে প্রথমে প্রেরজিত করিয়া পরে শাক্য-সুয়ারদিগকে প্রব্রজ্যা প্রদান করিলেন। ভদ্রিয় সেই বৎসরের মধ্যেই ত্রিবিজ্ঞা সাংস্কার করিলেন। অহরুহ দিব্যচক্ষু, আনন্দ প্রোতাপত্তিকন এবং দেবদত্ত লৌকিক যোগ-শক্তি লাভ করিলেন।

ভদ্রিয় অরণ্য বা বৃক্ষমূল কিম্বা শূন্তাগার বেষ্টানেই অবস্থান করেন না কেন সৰ্বদা ‘অহো সুখ। অহো সুখ!!’—বলিয়া আনন্দগীতি গাহিতে লাগিলেন। তদ্বর্ণনে কয়েকজন ভিক্ষু ভগবানকে নিবেদন করিল—

“ভন্তে, আবুমান ভদ্রিয় অরণ্য, বৃক্ষমূল কিম্বা শূন্তাগার বেষ্টানেই থাকেন না কেন সৰ্বদা ‘অহো সুখ। অহো সুখ!!’ বলিতে থাকেন। বোধ হয় তিনি অনভিব্যক্ত হইয়াই ব্রহ্মচর্যা পালন করিতেছেন। আমাদের মনে হয় তিনি পুরোঁব রাজহু স্বখেব কথা শ্রবণ করিয়া এইরূপ বলিতেছেন।”

ভগবান একজন ভিক্ষুকে বলিলেন —“ওহে ভিক্ষু, আমি ভদ্রিয়কে আহ্বান করিতেছি বলিয়া বল।”

সেই ভিক্ষু বাইয়া ভদ্রিয়কে বলিলে ভদ্রিয় আলিয়া ভগবানকে বন্দনা কবতঃ উপবেশন করিলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করিলেন—

“ভদ্রিয়, সত্যই কি তুমি অরণ্য, বৃক্ষমূল কিম্বা শূন্তাগার বেষ্টানেই থাক না কেন সৰ্বদা ‘অহো সুখ। অহো সুখ!!’ বলিতে থাক?”

“হা, ভন্তে।”

“ভদ্রিয়, কি কারণে তুমি ওরূপ বলিয়া থাক?”

“ভন্তে, আমি বখন রাজা ছিলাম তখন অস্ত্র-পুংগবের ভিতরে বাহিরে, নগরের ভিতরে বাহিরে, দেশেব ভিতরে বাহিরে সর্বজাই সৰ্বদা প্রহরী বেষ্টিত থাকিতাম। এইরূপে প্রহরী বেষ্টিত থাকিয়াও সৰ্বদা ভীত, উদ্ভিগ, সশঙ্কিত এবং ত্রাসিত হইয়া থাকিতাম। কিন্তু এখন অরণ্যে, বৃক্ষমূলে কিম্বা শূন্তাগারে একাকী থাকিয়াও নির্ভয়, নিঃশঙ্ক, অহুদ্ভিগ হইয়া নির্নিবাদের বাস করিতেছি। এই জন্মই আমি আনন্দে বিভোর হইয়া সৰ্বদা ‘অহো সুখ। অহো সুখ!!’—বলিয়া আনন্দগীতি গাহিয়া থাকি।

## হুদির

বৈশালী \* নগরেব নাতিদূরে কলন্দক নামক একটি গ্রাম ছিল। সেখানে হুদির নামে একজন শ্রেষ্ঠী-পুত্র বাস করিতেন। তিনি একদিন সহচরবৃন্দ সমভিব্যাহারে কোন কার্যোপলক্ষে বৈশালী গিয়াছিলেন। সেই সময় ভগবান বুদ্ধ বৃহৎ পবিত্রদের মধ্যে ধর্ম-উপদেশ দিতেছিলেন। হুদির ভগবানকে উপদেশ প্রদান করিতে দেখিয়া চিন্তা করিলেন—‘আমিও ধর্ম শ্রবণ করিব।’—এই চিন্তা করিয়া ধর্ম শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ধর্ম শ্রবণান্তর তিনি ভাবিতে লাগিলেন—‘ভগবান বৈরাগ্য উপদেশ দিতেছেন তাহাতে বুঝিতেছি, সর্ব-প্রকারে পরিত্যক্ত এই ব্রহ্মচর্য্য গৃহহ্যশ্রমে বাস করিয়া পালন স্বকর নহে। গৃহত্যাগান্তর কেশব্রত মুণ্ডণ করিয়া কাব্যব্রত পরিধান পূর্বক প্রব্রজিত হইলেই মঙ্গল হইবে।’

সভা ভঙ্গ হইয়া গেলে হুদির ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন—‘ভগবন্, আপনার উপদেশ শুনিয়া আমার ধারণা হইয়াছে গৃহহ্যশ্রমে থাকিয়া পরিত্যক্ত ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করা সম্ভব নহে। দয়া করিয়া আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।’

“হুদির প্রব্রজিত হইবার জন্য তুমি তোমার মাতা পিতার অমৃতি পাইয়াছ কি?”

“ভগ্নে, আমি প্রব্রজিত হইবার অহুমতি পাই নাই।”

“হুদির, মাতা পিতার বিনাহুমতিতে আমি প্রব্রজ্যা প্রদান কবিতো পারি না।”

“তাহা হইলে আমি অহুমতি নইয়া আসিব।”

হুদির বৈশালীতে তাঁহার কর্তব্য কার্য সমাধা করতঃ কলন্দক গ্রামে বীর গৃহে বাইরা মাতাপিতাকে বলিলেন—

“হে মাতঃ-পিতা, আমি ভগবানের উপদিষ্ট ধর্ম শ্রবণ করিয়া বুঝিতেছি, গৃহে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করা সম্ভব নহে। তাই আমি প্রব্রজিত হইতে ইচ্ছা করিয়াছি। অতএব আমাকে অহুমতি প্রদান করুন।”

তজ্জবণে তাঁহার মাতা-পিতা তাঁহাকে বলিল—“বৎস হুদির, তুমি স্বখে লালিত পালিত আমাদের একমাত্র পুত্র। তুমি ‘হুঃখ’ কি তাহা কোনদিন অহুমত্ব কর নাই। আমরা বৃত্তার পরঃ তোমা হইতে বেঙ্কায় বিচ্ছিন্ন হইতে

---

\* বর্তমান নাম বগাড মজঃকরপুর জেলা



চাহি না, জীবিতাবস্থায় তোমাকে কিরূপে প্ররক্ষা গ্রহণে অসম্মতি প্রদান করিব।”

হৃদিম তই তিনবার অসম্মতি দিচ্কা করিয়াও বিকল-মনোরথ হইলেন। অনন্তর তিনি অনশন ব্রত অবলম্বন পূর্বক এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া ভূতলে উইয়া পড়িলেন—“এখানেই অনশনে আমার মৃত্যু অথবা প্ররক্ষা গ্রহণে অসম্মতি লাভ, তাইটির মধ্যে একটি হইবে।”

হৃদিম সাতদিন পর্য্যন্ত অনশনে থাকিবার পর তাঁহার মাতা-পিতা তাঁহাকে বলিল—“বৎস হৃদিম, তুমি পানাহার করিয়া পঞ্চকাম স্বপ্ন উপভোগ কর। আমরা তোমাকে প্রাণান্তেও প্ররক্ষা গ্রহণে অসম্মতি দিব না।”

তাহারা তই তিনবার ঐরূপ বলা সত্ত্বেও হৃদিম নীরব রহিলেন।

অতঃপর হৃদিমের বন্ধুবর্গ আসিয়া তাঁহাকে বলিল—

“বৎস, তুমি মাতাপিতার একমাত্র বৎসবর। মৃত্যু হইলেও তাঁহারা তোমাকে প্ররক্ষা গ্রহণে অসম্মতি দিবে না। বন্ধু, উঠিয়া বস, পান-ভোজন করিয়া কামতোগে লিপ্ত হইয়া পুণ্যকার্য সম্পাদন কর। তুমি বৈষ্ণব কর না কেন তোমাকে তোমার মাতা-পিতা প্ররক্ষা গ্রহণের অসম্মতি দিবে না।”

বন্ধুরা বারম্বার এইরূপ বলিলেও তিনি নীরব রহিলেন। তখন তাহারা তাঁহার মাতা পিতার নিকট বাইয়া বলিল—

“হৃদিম ভূতলে তইয়া থাকিয়া বলিতেছে—‘এখানেই আমার মৃত্যু অথবা প্ররক্ষার অসম্মতি লাভ হইবে।’ যদি আপনারা তাহাকে প্ররক্ষার অসম্মতি না দেন তবে সে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। মরিলেও আপনারা আর তাহাকে দেখিতে পাইবেন না; প্ররক্ষিত হইলে একদিন না একদিন দেখিতে পাইবেন। প্ররক্ষা তাহার ভাল না লাগিলে পুনরায় গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবে। অতএব তাহাকে আপনারা অসম্মতি প্রদান করুন।”

“বৎসবর, তাহা হইলে আমরা তাহাকে অসম্মতি প্রদান করিলাম।”

পুনরায় তাহারা হৃদিমের নিকট বাইয়া বলিল—

“বৎস হৃদিম, উঠিয়া বস, মাতা-পিতা তোমাকে প্ররক্ষার ব্রত অসম্মতি প্রদান করিয়াছেন।”

তখন হৃদিমের স্বপ্ন মানসে পরিপূর্ণ হইল। তিনি ভূমিশয়া ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কতকদিন পানাহারে বস্ত্র-গন্ধ করিয়া ভগবানের নিকট বাইয়া বলিলেন—

“ভক্ত, আমি মাতা-পিতার অহমতি পাইয়াছি, আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান প্রদান করুন।”

ভগবান বখানময়ে তাঁহাকে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি আরণ্যক, শিওপাভিক, শাংকুনিক এবং সপদানচারিক যুতাপ-ব্রত গ্রহণ করিয়া বৃজি দেশের একটি গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন।

### রাষ্ট্রপাল

ভগবান বুদ্ধ এক সময় ধর্ম প্রচার করিতে করিতে তিসুসংঘ সহ কুরুদেশের ‘খুল্লকোড়িত’ নামক গ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সেই গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ গৃহপতিরা বখন শুনিল—“শাক্যপুত্র ভ্রমণ গৌতম তাহাদেব গ্রামে উপস্থিত হইয়াছেন। তাদৃশ মহামানবের দর্শন লাভ সুখকর।” তখন তাহারা ভগবান বুদ্ধের নিকট বাইরা কেহ তাঁহাকে অভিবাदन করিয়া উপবেশন করিল, কেহ নীরবে বসিয়া রহিল। ভগবান তাহাদিগকে সমরোচিত উপদেশ প্রদান করিয়া আশ্বাসিত করিলেন।

সেই সময় সেই গ্রামের শ্রেষ্ঠ কুলীন-পুত্র রাষ্ট্রপাল সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ভগবান বুদ্ধের উপদেশ শুনিয়া চিন্তা করিলেন—“ভগবান বুদ্ধ ধর্মোপদেশ প্রদান করিতেছেন তদ্বারা আমি বৃথিতেছি, গৃহহ্যায়মে থাকিয়া বিমুক্তভাবে ধর্ম রক্ষা করা সহজসাধ্য নহে। অতএব আমি গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।”—এইরূপ তাহার ব্রাহ্মণ গৃহপতিরা সভা ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলে তিনি বুদ্ধের নিকট বাইরা বন্দনা করতঃ বলিলেন—

“ভক্ত, আপনার উপদেশ শ্রবণ আমার ধারণা হইয়াছে গৃহে থাকিয়া পবিত্র ব্রহ্মচর্য-ব্রত পালন করা অসম্ভব। তাই আমি আপনার নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা বাচুঞা করিতে আসিয়াছি। ভগবন, আমাকে অল্পগ্রহ পূর্বক প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান করুন।”

“রাষ্ট্রপাল, গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণের নিমিত্ত তোমার মাতাপিতার অহমতি পাইয়াছি কি?”

“ভক্ত, পাই নাই।”

“রাষ্ট্রপাল, মাতা-পিতার বিনামতিতে আমি কাহাকেও প্রব্রজ্যা প্রদান করিতে পারি না।”

“ভয়ে, বাঁহাতে মাতাপিতা আমাকে অন্নমতি প্রদান করেন; আমি তাহাই করিব।”

অনন্তর রাষ্ট্রপাল ভগবানকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করিয়া গৃহে প্রস্থান পূর্বক মাতা-পিতাকে বলিলেন—

“হে মাতা-পিতা, ভগবানের উপদেশ শ্রবণে আমাব ধারণা হইয়াছে যে, গৃহে থাকিয়া পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করা সম্ভব নহে। অতএব আমি গৃহভ্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ কবিত্তে চাই, অন্নগ্রহ করিয়া আমাকে অন্নমতি প্রদান করুন।”

তচ্ছবণে তাঁহার মাতা-পিতা তাঁহাকে বলিল—

“বৎস রাষ্ট্রপাল, তুমি আমাদের স্বর্থে লালিত পালিত একমাত্র বংশধর। তুমি ‘ভৃগু’ কাহাকে বলে জান না, পান-ভোজন করিয়া কাম-স্বর্থে উপভোগ করতঃ পুণ্যকার্য্যে বত হও। আমবা তোমাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণের অন্নমতি দিতে পারিব না। এমন কি আমাদের বৃত্তাও যেচ্ছায় তোমা হইতে আমাদেরকে পৃথক কবিত্তে পারিব না, আমবা জীবিতাবস্থায় তোমাকে কিরূপে প্রব্রজ্যার জন্য অন্নমতি দিব?”

বারংবার তিনবার নিবেদন করিয়াও বধন তিনি মাতা-পিতাব অন্নমতি পাইলেন না, তখন তিনি ভূমি-শয্যা গ্রহণ করিয়া বলিলেন “এখানেই অনশনে মৃত্যু বরণ করিব অথবা প্রব্রজ্যার অন্নমতি লাভ করিব।”

তদুদ্যমে তাঁহার মাতা-পিতা বলিল—“বৎস, তুমি আমাদের একমাত্র বংশধর ... ..।”

তচ্ছবণে রাষ্ট্রপাল নীরব রহিলেন।

তখন তাহারা রাষ্ট্রপালের বন্ধুদের নিকট বাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল। বন্ধুরা আশিয়া রাষ্ট্রপালকে সমস্ত পরিত্যাগ করিতে বারংবার অনুরোধ করিল, কিন্তু রাষ্ট্রপাল তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। অতঃপর তাহারা ব্যর্থ মনোবধ হইয়া রাষ্ট্রপালের মাতা-পিতাকে বলিল—  
—“রাষ্ট্রপাল ‘এখানেই অনশনে মৃত্যু অথবা প্রব্রজ্যা লাভে অন্নমতি’—এইরূপ সমস্ত করতঃ প্রারোপবেশন করিয়া ভুলে গিয়া রহিয়াছে। আপনারা তাহাকে অন্নমতি না দিলে সে অনশনে মৃত্যুস্বর্থে পতিত হইবে। যদি আপনারা অন্নমতি প্রদান করেন তবে প্রব্রজ্যা গ্রহণ কবিলেও তাহাকে আপনারা সময়ে

দেখিতে পাইবেন। আর যদি সে প্রজ্ঞার বসিত না হয় পুনরায় গৃহেই প্রত্যাবর্তন করিবে। অতএব তাহাকে আগনার অহমতি প্রদান করুন।”

“বৎস, আমরা তাহাকে প্রজ্ঞার অহমতি প্রদান করিলাম, কিন্তু সে প্রব্রজিত হইলেও যেন আমাদের মধ্যে মধ্যে দেখা দিয়া যায়।”

বন্ধুরা বাইরা রাষ্ট্রপালকে এই সংবাদ প্রদান করিল।

তত্ক্ষণে তিনি ভূমি-শয্যা ত্যাগ করিয়া পানাহারে শক্তি সঞ্চয় করতঃ যুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

“ভক্ত, আমি মাতাপিতার আদেশ পাইয়াছি, অতএব আমাকে প্রজ্ঞা প্রদান করুন।”

ভগবান তাহাকে প্রজ্ঞা ও উপসম্পদা প্রদান করিলেন। রাষ্ট্রপালের উপসম্পদা লাভের পর ভগবান বৃদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারেব নিমিত্ত প্রাবর্তীতে প্রস্থান করিয়া দেতবনে বাস করিতে লাগিলেন। আশুমান রাষ্ট্রপাল আশ্বলংঘম অবলম্বন পূর্ব্বক সেই অস্ত্র কুলপুত্র গৃহত্যাগ করিয়া প্রজ্ঞা অবলম্বন করেন সেই ব্রহ্মচর্য্যের চরম ফল ইহজন্মেই প্রত্যক্ষ করিলেন।

একদিন তিনি ভগবানের নিকট বাইরা বলিলেন—“ভক্ত, আপনি আমাকে অহমতি দিলে আমি আমার মাতা-পিতাকে দর্শনার্থ বাইতে পারি।”

তত্ক্ষণে ভগবান বৃদ্ধ রাষ্ট্রপালের মানসিক অবস্থা দেখিয়া মুগ্ধিত হইয়াছিলেন, তিনি সংসারে প্রবেশের অবোধ্য হইয়া পড়িয়াছেন। তাই ভগবান তাহাকে বলিলেন—

“রাষ্ট্রপাল, তুমি বাইতে পার।”

তখন রাষ্ট্রপাল ভগবানকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করিয়া স্বীয় বিছানা-পত্র যথাস্থানে স্থাপন করিলেন এবং পাল-চীবর লইয়া তাহার অগ্রাঙ্গে—খুল্লু কুট্টিতে প্রস্থান করিলেন। সেখানে যথাসময় উপস্থিত হইয়া রাজা কোরব্যোর যুগচীর নামক প্রমোদ-উত্তানে বাস করিতে লাগিলেন।

পরদিন তিনি পাল-চীবর লইয়া খুল্লু কুট্টিত গ্রামে ভিক্ষার প্রবেশ করিলেন। ক্রমশঃ গৃহ হইতে গৃহান্তরে ভিক্ষা করিতে করিতে স্বীয় পিতৃভবনে উপস্থিত হইলেন। সেই সময় তাহার পিতা গৃহের মধ্য দরজায় বসিয়া কেশ সংস্কার করিতেছিল। সে দূর হইতে রাষ্ট্রপালকে আগিতে দেখিয়া বলিল—“এই যুগের লমণেরাই আমরা একমাত্র প্রাণাধিক গুলকে প্রব্রজিত করিয়া লইয়া গিয়াছে।” রাষ্ট্রপাল স্বীয় পিতৃগৃহে ভিক্ষালাভ কিম্বা প্রত্যাখ্যান কিছুই

“অতঃপূর্ব্ব হাত বিচিহ্ন এই পুণ্ডিন স্বর্গীয় বুদ্ধ অতিত নন্দন হই  
কিছু সে পদাঙ্গুস্ট্রী তাহারে বুল করিতে পারে না।

“ব্যস ভদ্র, প্রদর্শিত অতিশয় বড় কিছু জ্ঞান বুদ্ধ বহু হইল না। ব্যস  
কোন কদা, মনঃ নিবাস (পদ) পাইল, প্রজ্ঞান অতিশয়ি।”

কট্টপাল এই বলিয়া কচ কৌরব্যের মিত্রের উমান প্রথন অধিগমন;  
সেখানে উপস্থিত হইয়া এক বৃক্ষের ন্যূন উপাসন করিলেন।

সেইদিন কচা মিত্র নন্দন মন্দাতরিতে বলিলেন—

“হে মিত্র, মিত্রের উমান পরিচয় কর, অচিৎ আমি উপহাস্য করিতে  
বইব।”

নন্দাতর কচাতর উমান পরিচয় করিতে বহে। সেদিন—কট্টপাল  
এক বৃক্ষ বৃক্ষের ন্যূন বলিয়া, অচিৎ। তদ্ব্যপেক্ষ সে বিচিহ্ন দিয়া কচাতর  
বলিল—

“সে, উমান পরিচয় হইয়াছে। অগ্নি নন্দন, বীহত প্রাণ, বীহত অতন  
কিন—এই প্রায়শ উচ কলীন পুত্র কট্টপাল—এক বৃক্ষ-বৃক্ষ উপাসন করিয়া  
আছেন।”

“হে মিত্র, তাহা হইল অচিৎ আমি উমান প্রাণ না করিয়া কট্টপালের  
মত লেখা করিতে পাইব।”

কচা তখন ব্যস ভোজ্য বহু প্রস্তুত ছিল তৎ নন্দাই কেন্দ্র লিখিত অঙ্গ  
লি বহু নন্দাতরিত পাইত বন্দাতরিত উমান কট্টপালকে সর্জন করিব  
অনু মন করিলেন। উমান উপস্থিত হইয়া কট্টপালকে লিখিত মন করতঃ  
বৃক্ষ প্রদর্শিত বীহত বলিলেন—

“কট্টপাল, অগ্নি এই মলিচার উপাসন করন।”

“না, বহুতর, অগ্নি বহু, অগ্নি বীহত অঙ্গ উপস্থিত আছি।”

কচা কৌরব্য লিখিত উপাসন করিয়া কট্টপালকে বলিলেন—

“কট্টপাল, জ্ঞানত চিহ্নি লিখিত মন্দাতরিত পুত্র কচা, বহু বিনতি হইল  
কহে কহে বৃক্ষের করিয়া কচাতর বুদ্ধ করতঃ কচাতর বহু মত পুত্র  
প্রদর্শিত হইল; সেই চিহ্নি এই—কচ, ব্যস, মন্দাতরিত।

“কট্টপাল, !” কচ পরিচয়ি কচাতর বহু? কোন কোন ব্যক্তি  
কচ, কচ বহু হইল সিংহ কর—অগ্নি এমন কচ, কচ বহু হইল পরিচয়ি;  
অঙ্গ পুত্র মন্দাতরিত করিয়া লিখিত মন্দাতরিত ভেদ করিতে বন্দ্য

হীন। কাজেই এখন আমার কেশশত্রু যুগ্ন করতঃ কাবার বস্ত্র ধারণ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা কর্তব্য। সে জরাগ্রস্ত হইয়া প্রব্রজিত হয়। ইহাকেই জরা পরিহানি বলা হয়।’ রাষ্ট্রপাল, আপনি কিন্তু এখনও তরুণ বয়স্ক, আপনার কেশরাজি ভয়ঙ্কর, আপনি নববৌবনে ভবপুর। এই অবস্থায় আপনাকে জরাগ্রস্ত বলা যায় না। অতএব আপনি কি দেখিয়া বা শুনিয়া গৃহত্যাগান্তর প্রব্রজিত হইয়াছেন?

“রাষ্ট্রপাল, (২) ব্যাধি পরিহানি কাহাকে বলে? কেহ কেহ ছুরাবোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া চিন্তা করে—‘আমি ছুরাবোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমি এখন অপ্রাপ্ত সম্পত্তি উপার্জন করিতে কিবা সক্ষিত সম্পত্তি পরিভোগ করিতে পারিব না। —’ ইহাকে ব্যাধি পরিহানি বলা হয়। কিন্তু আপনি ব্যাধিশূন্য এবং শীত-উষ্ণ সহিষ্ণু পরিপাকশক্তিসম্পন্ন নবীন যুবক। কাজেই আপনাকে ব্যাধিগ্রস্ত বলা যায় না।

“রাষ্ট্রপাল, (৩) ভোগ পরিহানি কাহাকে বলে? কোন কোন ধনাঢ্য, মহাধনশালী লোক হরিত্র হইয়া পড়িলে চিন্তা করে—‘আমি পূর্বে ধনাঢ্য ছিলাম, এখন কিন্তু হরিত্র হইয়া পড়িয়াছি। আমি এখন নূতন ধন উপার্জন করিতে কিবা সক্ষিত ধনও —’ আপনি শু এই ধুলুহুট্ট গ্রামে মহাধনশালী কুলীন শ্রেষ্ঠীর পুত্র। আপনার কোন সম্পত্তি পরিহানি হয় নাই।

“রাষ্ট্রপাল, (৪) জাতি পরিহানি কাহাকে বলে? কোন কোন ব্যক্তিব বহু আত্মীয় স্বজন থাকে। যদি তাহার সেই আত্মীয় স্বজন বিনাশপ্রাপ্ত হয়’ তখন সে চিন্তা করে—‘পূর্বে আমার অনেক আত্মীয় স্বজন ছিল এখন কিন্তু তাহার মরিয়া গিয়াছে। কাজেই আমি এখন আর অপ্রাপ্ত সম্পত্তি নকর কিবা সক্ষিত সম্পত্তি পরিভোগ করিতে পারিব না। . . .’ কিন্তু আপনার শু এই ধুলুহুট্ট গ্রামে অনেক আত্মীয় স্বজন বিজ্ঞান আছে। কাজেই আপনাকে জাতি শূন্য বলা যায় না। আপনি কি দেখিয়া বা শুনিয়া গৃহত্যাগ পূর্বক প্রব্রজিত হইয়াছেন?

“এই চারিটাই পরিহানিকর বা বিনাশকর পদার্থ। বাহার বিনাশ হইলে কেহ কেহ গৃহত্যাগান্তর কেশশত্রু যুগ্ন পূর্বক কাবার বস্ত্র ধারণ করিয়া প্রব্রজিত হয়। তন্মধ্যে আপনার কোন একটিরও পরিহানি হয় নাই। অতএব আপনি কি দেখিয়া বা শুনিয়া অথবা কি বুদ্ধি প্রব্রজিত হইয়াছেন?”

“মহারাজ, সেই ভগবান জানিরা শুনিয়া চারিটি ধর্ম উদ্দেশ বলিয়াছেন। আমি তাহা দেখিরা শুনিরা গৃহত্যাগান্তর প্রেরিত হইয়াছি। সেই চারিটি এই—

“(১) এই ভগৎ অশ্রব; ইহা তাঁহার প্রথম ধর্ম উদ্দেশ। ইহা দেখিরা আমি প্রেরিত হইয়াছি। (২) ভগৎ জাগ রহিত—আশাস রহিত। (৩) ভগতে আপন বলিতে কেহ নাই, সমস্ত ত্যাগ করিয়া বাইতে হইবে। (৪) ভগৎ অশ্রবের হৃদয় দাস। ভগবান এই চারিটি ধর্ম উদ্দেশ করিয়াছেন। এই সব দেখিরা শুনিরা আমি প্রেরিত হইয়াছি।”

“রাষ্ট্রপাল, ‘ভগৎ অশ্রব’ ইহার অর্থ আমি জানিতে চাই।”

“মহারাজ, আপনি বিংশতি কিংবা পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়সে সংগ্রামে হস্তী, অশ্ব, রথ পরিচালনার এবং ভীম চালনার কৃতবিদ্য এবং বলিষ্ঠ উরু ও বাহু লক্ষ্য ছিলেন কি?”

“রাষ্ট্রপাল, সে কথা আর কি বলিব, আমি এক সময় এমন শক্তিশালী ছিলাম যে ভগতে আমার সমকক্ষ কেহ আছে বলিয়া বিদ্যাসও করিতাম না।”

“মহারাজ, আপনি এখনও সংগ্রামে পূর্বের তায় কাত করিতে পারেন কি?”

“রাষ্ট্রপাল, এখন আমি ভরাভীর্ণ অশীতি বৎসর বয়স বৃদ্ধ হইয়াছি। এক সময় আমার এমন অবস্থা হয় যে, একস্থানে পদ রাখিতে ইচ্ছা করিলে অস্ত্র হানে পতিত হয়। অর্থাৎ আমার অদ আমার বশে নাই।”

“মহারাজ, ভগবান ইহা দেখিরা ‘ভগৎ অশ্রব’ বলিয়াছেন। তাহাই আমি দেখিরা শুনিরা প্রেরিত হইয়াছি।”

“রাষ্ট্রপাল, বড় আশ্চর্য! বড় অদ্ভুত!! বাহা ভগবান সত্যই বলিয়াছেন—‘ভগৎ অশ্রব’।”

“রাষ্ট্রপাল, আমার হাত-বাড়ীতে হস্তী সমূহ, অশ্ব সমূহ, রথ ও পদাতিক সৈন্য সমূহ আছে। তাহার আমার বিপদ হইতে রক্ষার্থ সর্বদা প্রস্তুত। আপনি বলিয়াছেন ‘ভগৎ জাগ রহিত, ভগৎ আশাস রহিত’। রাষ্ট্রপাল, ইহার অর্থ ভ আমি বুঝিতে পারিতেছি না।”

“মহারাজ, আপনার দেহে বর্তমান কোন প্রকার রোগ আছে কি?”

“রাষ্ট্রপাল, আমার দেহে বায়ুরোগ আছে। একদিন আমার জাতি বন্ধুরা আমাকে পরিহৃত করিয়া বলিয়াছিল—‘রাজা এখনই মারা যাইবেন,’ ‘রাজা কোন্‌ব্য এখনই মারা যাইবেন’।”

“মহারাজ, আপনার আত্মীয় স্বজনরা আপনার রোগ বটন করিয়া আপনার রোগ-বন্ত্রণা লাঘব করিয়াছে কি? না, আপনিই একাকী বোগ-বন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন?”

“রাষ্ট্রপাল, আমার আত্মীয় স্বজনরা আমার রোগ বটন করিয়া নিতে পারে নাই, আমি-ই সেই রোগ-বন্ত্রণা ভোগ করিতেছি।”

‘মহারাজ, এই জন্মই ভগবান বলিয়াছেন। ... ..। তাহা দেখিয়া ... ..।’

“রাষ্ট্রপাল, বড় আশ্চর্য্য। বড় অদ্ভুত।। ... ।”

“রাষ্ট্রপাল, আমার রাজবাড়ীর মধ্যে অনেক হিরণ্য সুবর্ণ সঞ্চিত আছে। আপনি যে বলিয়াছেন—‘জগৎ আপনার নহে, সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া বাইতে হইবে’।—ইহার অর্থ আমি বুঝিতে পারিলাম না।”

“মহারাজ, আপনি এখন বেরুণ এই ভোগ-সম্পত্তি দ্বারা পঞ্চ কাম-গুণ ভোগ করিতেছেন, মৃত্যুর পরও তজ্জন ভোগ করিতে পারিবেন কি? না, অপরে এই সম্পত্তি পরিত্যাগ করিবে?”

“রাষ্ট্রপাল, আমি এখন এই সম্পত্তি রাখি বাবা বেরুণ পঞ্চ কাম-গুণ উপ-ভোগ করিতেছি, আমি পরলোকে তজ্জন ভোগ কবিত্তে পারিব না, অপরে তাহা ভোগ করিবে, আমি কর্ণারুণারী গতি প্রাপ্ত হইব।”

“মহারাজ, এনন্মই ভগবান বলিয়াছেন ... ..।”

“রাষ্ট্রপাল, বড় আশ্চর্য্য। বড় অদ্ভুত।। ... .. আপনি যে বলিয়াছেন—‘জগৎ অস্পূর্ণ ভূকায় দাস’।—আমি ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না।”

“মহারাজ, আপনি সমুদ্ভিশালী বুদ্ধদেশে আধিপত্য করিতেছেন কি?”

“হাঁ, রাষ্ট্রপাল, আমি সমুদ্ভিশালী বুদ্ধদেশে আধিপত্য করিতেছি।”

“মহারাজ, যদি আপনার কোন বিষয় কর্ণচারী আসিয়া আপনাকে বলে—‘মহারাজ, আমি পূর্বদেশে একটি বড় সমুদ্ভিশালী বহুজনাকর্ষণ দেশ দেখিয়াছি। সেখানে অন্নমাত্র হস্তী, অশ্ব, পদাভিক সৈন্য আছে, অনেক গজ দন্ত, মুগ-চর্ম পাওয়া যায়, অনেক কৃত্রিম অকৃত্রিম হিরণ্য সুবর্ণ উৎপন্ন হয়, তথায় বহু রূপবতী স্ত্রীলোক পাওয়া যায়। এতগুলি সৈন্য দ্বারা ঐ দেশ অনায়াসে জয় করিতে পারা যাইবে। মহাবাহু, সেই দেশ আপনি দ্বীয় অধিকার ভুক্ত করুন।’ তচ্ছবণে আপনি কিরূপ করিবেন?”

“সেটি জয় করিয়া আমি আধিপত্য করিব।”



“মহারাজ, যদি অপর বিশ্বস্ত কণ্ঠচাবী পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিক হইতে আসিয়া ঐরূপ বলে তাহা হইলে আপনি কিরূপ করিবেন?”

“রাষ্ট্রপাল, সেই সেই দেশও আমি জয় করিয়া আধিপত্য বিস্তার করিব।”

“মহারাজ, এই ভৃত্যই ভগবান বলিয়াছেন—‘জগৎ অস্পৃগ তৃষ্ণাব দাস’।”

“রাষ্ট্রপাল, বড় আশ্চর্য্য। বড় অদ্ভুত।। . . . . .।”

অতঃপর রাষ্ট্রপাল পুনরায় বলিতে লাগিলেন—

“আমি জগতে অনেক ধনবানকে দেখিতেছি, তাহারা ধন পাইয়াও মোহ বশতঃ দান দেয় না, লোভ বশতঃ ধন সঞ্চয় করিতে থাকে এবং আরও অধিক পাইতে বাসনা করে।

“রাজা বলপূর্ব্বক রাজ্য জয় করিয়া সমাগরা মহী শাসন করেন। সমুদ্রের এই পারে তৃপ্ত না হইয়া পব পার পাইবারও কামনা করেন।

“রাজা এবং অস্ত্র মানবেয়াও তৃষ্ণার বশীভূত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়—তৃষ্ণার পূর্ণতা প্রাপ্ত না হইয়া দেহভ্যাগ করে। জগতে কামনার পরিতৃপ্তি নাই।

“জ্ঞাতিবর্গ কেশ বিকীর্ণ করিয়া ক্রন্দন করে এবং বলে—‘হায়, মরিয়া গেল’। অতঃপর মৃতদেহ বস্ত্রাবৃত্ত করিয়া শ্মশানে নিয়া দাহ করিয়া ফেলে।

“বৃত্ত ব্যক্তি সমস্ত সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া একটি রাজ্য বস্ত্র লবণ করিয়া চিতার আরোহণ করে। তখন তাহাকে শূল দ্বারা বিদ্ধ করে। এই জগতে বৃত্ত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজন কেহই লহায় হয় না।

“উত্তরাধিকারী তাহার ধন পরিভোগ করে, সে কিন্তু তাহার কণ্ঠাচুযায়ী গতি লাভ করে। দাবা-পুত্র, ধন এবং রাজ্য বৃত্ত ব্যক্তির অনুরগমন কবে না।

“ধন দাবা দীর্ঘায়ু লাভ করা যায় না, সম্পত্তি দ্বারা জরা বিনষ্ট হয় না। পণ্ডিতেরা এই জীবন স্বল্প, অশান্ত এবং কাণ্ডসূর্য বলিয়া মনে করেন।

“ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মুর্থ সকলেই কামনার স্পর্শে স্পৃষ্ট হয়। মুর্থ কামনার স্পর্শে মূর্থতা বশতঃ বিচলিত হইয়া পড়ে, কিন্তু জানী ব্যক্তি কামনার স্পর্শে বিচলিত হন না।

“একজন ধন হইতে প্রজ্ঞাই শ্রেষ্ঠ, বেহেতু ভদ্রারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায়। মোহের বশবর্তী হইলে জগৎ জগৎ পাপকর্মে প্রবৃত্ত হইতে হয়।

“প্রাণীরা এই ভব সমুদ্রে পড়িয়া জন্ম ও মৃত্যু লাভ করে। মুক্ত হইতে না পাবিলে এই মোহ বশতঃ বারম্বার জন্মধারণ করিয়া পাপ কার্য্য করিতে হয়।

“সিধকাটা চোব বেমন স্বীয় কার্য দ্বারা মারা বার তরুণ পাণী ব্যক্তি স্বীয় দুর্ভাগ্য দ্বারা পরলোকে অনেক যন্ত্রণা ভোগ করে।

“হে বাজন, বিভিন্ন আপাতমুখর ও মনোবদ্য কামভোগ নানাবশে চিত্ত মথিত করে। এইজন্য এবং কার ভোগের অপূর্ণতা দেখিবা আমি প্রব্রজিত হইয়াছি।

“বৃক্ষেব কলেব ত্রার তরুণ ও বৃদ্ধ লোক দেহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া বাইতেছে। ইহাও দেখিবা আমি প্রব্রজিত হইয়াছি। কেননা, প্রাণ্য ধর্ম অগতে শ্রেষ্ঠ।”

### শৈল ভ্রাজন

এক সময় ভগবান বৃদ্ধ ধর্ম প্রচার করিতে করিতে অদুস্তরাপ দেশের আপন নামক নিগমে উপস্থিত হইরাছিলেন।

যখন কেণির নামক অটোদারী সন্ন্যাসী শ্রবণ করিলেন—

“শ্যাক্যুল হইতে প্রব্রজিত শ্রমণ গৌতম সার্ক বানরাজ শিব্রমণ্ডনী সহ অদুস্তরাপ দেশের ‘আপন’ নিগমে আসিয়া উপস্থিত হইরাছেন। তাঁহার এইরূপ কল্যাণজনক কীর্তি-মনি উৎপন্ন হইরাছে। . . . তাঁহার বর্ণন-লাভ মঙ্গল দায়ক।”

তখন কেণির জটিল ভগবানের বাসস্থানে বাইরা তাঁহার সঙ্গে কুশল প্রসন্নতর একপাথে উপবেশন করিলেন। ভগবান তাঁহাকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিলে তিনি মুগ্ধ হইরা ভগবানকে বলিলেন—

“ভগবন, আপনি ভিক্ষুসংঘ সহ আগামী কল্যের জন্ত আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।”

ভগবান বলিলেন—

“কেণির, আমার সঙ্গী ভিক্ষুর সংখ্যা বড় বেশী, বিশেষতঃ ভূমিও-ত ব্রাহ্মণদের প্রতি প্রসন্ন।”

“গৌতম, আপনার সঙ্গে ভিক্ষু অধিক হইলেও এবং আমি ব্রাহ্মণদের প্রতি প্রসন্ন হইলেও আপনি আগামী কল্যের জন্ত ভিক্ষুসংঘ সহ আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।”

কেণ্ডি জটিল ঐক্য তিনবার প্রার্থনা করার ভগবান বৃহৎ মৌনাবলম্বনে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

কেণ্ডি জটিল ভগবানের স্বীকৃতি অবগত হইয়া স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন পূর্বক বাণপ্রস্থাবলম্বী ভট্টাচার্যী শিষ্যদ্বয়কে বলিলেন—

“আমি কল্যেয় জটিল শিষ্য ভগবান বৃহৎকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছি। অতএব তোমরা আমার কাছিক সাহায্য কর।”

তাহারা সম্মত হইয়া কেহ উনান প্রস্তুত করিতে লাগিল, কেহ গাছ চিবিতে লাগিল, কেহ খালা ঘটি ধৌত করিতে প্রবৃত্ত হইল, কেহ কনসী কল পূর্ণ করিতে লাগিল, কেহ বা আগুন বিস্তারিত করিতে লাগিল। কেণ্ডি জটিল বহু পট-মণ্ডপ নির্মাণে রত হইলেন।

সেই সময় নিম্ন, কল, অক্ষর প্রভেদ সহিত জিবেদ তথা পঞ্চ ইতিহাসে পারদর্শী, কবি, বৈয়াকরণ, লোকায়ত শাস্ত্র ও সামুদ্রিক বিজ্ঞান পারদর্শী শৈল নামক ব্রাহ্মণ সেই গ্রামে—‘আপণে’ বাস করিতেন। তিনি তিন শত বিদ্যার্থীকে বেদ অধ্যাপনা করিতেন। কেণ্ডি জটিলের প্রতি-তাহাব অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। সেই দিন তিনি তিন শত বিদ্যার্থী সহ পাদচারণ করিতে করিতে কেণ্ডি জটিলের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন—‘কেণ্ডি ও তাহার ভট্টাচার্যী বাণপ্রস্থাবলম্বী শিষ্যরা কেহ উনান খনন করিতেছে, ..... কেণ্ডি জটিল বহু পট-মণ্ডপ তৈয়ার করিতেছেন’। তদ্বর্ণনে তিনি ভিজ্ঞান করিলেন “আপনার এখানে আবাহ-বিবাহ হইবে, না মহাবল্লভ সম্পাদিত হইয়াছে অথবা সসৈন্ত মগধ-রাজ বিহিসার আগামী কল্য ভোক্তার নিমিত্ত নিমন্ত্রিত হইয়াছেন?”

“না, শৈল, এখানে আবাহ-বিবাহও হইবে না, সসৈন্ত মগধ-রাজ বিহিসারও আগামীকল্য ভোক্তার নিমিত্ত নিমন্ত্রিত হন নাই, কিন্তু এখানে আমার একটি মহাবল্লভ সম্পাদিত হইবে। শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত শ্রমণ গোতম সার্দ্ধ বার শত ভিক্ষু-সংঘ সহ অঙ্গুষ্ঠরাগ দেশের ‘আপণে’ নিগমে উপস্থিত হইয়াছেন। তাহার এইরূপ মন্তলজনক কীৰ্ত্তি-ধ্বনি শোনা বাইতেছে, ‘তিনি ভগবান, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিজ্ঞানরূপ সম্পন্ন, স্বগত, লোকবিত্ত, অমৃতভব পুরুষদেহা সারথি, দেব মন্ত্রের শাস্ত্র, বৃহৎ ভগবান’। তাহাকে আমি এখানে শিষ্য আগামী কল্য ভোক্তার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিয়াছি।”

“হে কেণিহ, আশনি কি ‘বুদ্ধ’ বলিয়া বলিলেন ?”

“হাঁ, শৈল, আমি ‘বুদ্ধ’ বলিয়া বলিলাম।”

“‘বুদ্ধ’ বলিতেছেন ?”

“হাঁ, ‘বুদ্ধ’ বলিতেছি।”

“‘বুদ্ধ’ বলিতেছেন ?”

হাঁ, ‘বুদ্ধ’ বলিতেছি।”

‘বুদ্ধ’ শব্দ শ্রবণে শৈল ব্রাহ্মণের শরীর আনন্দে পবিত্র হইয়া উঠিল। তারপর তিনি ভাবিলেন—“জগতে ‘বুদ্ধ’ এই শব্দও বড় দুর্লভ। আমাদের মন্ত্রশাস্ত্রে মহাপুরুষের বত্রিশটি লক্ষণ দেখা যায়, সেই লক্ষণ সমূহ বাহার শরীরে পরিদৃষ্ট হয়, তাঁহার বিবিধ গতির মধ্যে একটি গতি লাভ হয়। যদি তিনি গৃহবাস করেন, তবে চতুর্থাবীশের অধীশ্বর ধার্মিক ধর্মরাজ রাজ-চক্রবর্তী হন। তিনি সঙ্গার পৃথিবী বিনা দণ্ডে বিনা শস্ত্রে ধর্মাস্থগারে শাসন করেন। আর যদি গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হন, তবে জগতে তৃষ্ণারহিত অরহত সম্যক-সম্বুদ্ধ হইয়া থাকেন।”—এইরূপ চিন্তা করিয়া বলিলেন—

“হে কেণিহ, পুনরায় বলুন, সেই অরহত সম্যক-সম্বুদ্ধ এখন কোথায় বাস করিতেছেন ?”

শৈল ব্রাহ্মণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কেণিহ জটিল দক্ষিণ বাহ প্রসারিত করিয়া বলিলেন—

“হে শৈল, যেখানে নীল-বনরাজি দেখা বাইতেছে সেখানেই তিনি বাস করিতেছেন।”

শৈল ব্রাহ্মণ তিন শত শিষ্য সহ ভগবানের নিকট গমন করিবার সময় শিষ্য-দ্বিগকে বলিলেন—

“তোমরা শব্দ করিও না ; বীরশব্দবিক্ষেপে নিঃশব্দে আগমন কর। ভগবান বৃদ্ধ সিংহের গ্রাম একাকী বাস করেন। তাঁহার দর্শন বড় দুর্লভ। আমি যখন তাঁহার সঙ্গে বাক্যালাপ করিব, তখন তোমরা মধ্যে মধ্যে কথা বলিও না, আমার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমরা নীরব থাকিবে।”

অতঃপর শৈল ব্রাহ্মণ বৃদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া বুনল প্রস্রান্তর উপবেশন করিলেন। তিনি বলিয়া ভগবান বৃদ্ধের দেহে বত্রিশটি মহাপুরুষ লক্ষণ অঙ্গুলদ্বান করিতে লাগিলেন। ভগবানের দেহে দুইটি ব্যতীত জিহ্মংটি লক্ষণ দেখিতে পাইলেন। কিন্তু কোষাবৃত পুরুষ-চিহ্ন ও দীর্ঘ জিহ্বা দেখিতে না

পাইয়া তাঁহার ঐ দুইটি সত্ত্বকে সম্বন্ধে উপস্থিত হইল। শৈলের মানসিক অবস্থা বুদ্ধ জ্ঞাত হইয়া একপাশে বসিয়া প্রকটিত করিলেন, যেন কোথাবৃত্ত পুরুষ-চিহ্ন শৈল ব্রাহ্মণ দেখিতে পায় এবং জিস্তা বাহির করিয়া উভয় শোভা ও নাসিকা স্পর্শ করিয়া ললাট আচ্ছাদিত করিলেন।

তদধর্মণে শৈল ব্রাহ্মণের মনে হইল—‘শ্রমণ গৌতম মহাপুরুষ লক্ষণে অপরিপূর্ণ নহেন। তিনি বজ্রিণি মহাপুরুষ লক্ষণে পরিপূর্ণই আছেন। কিন্তু ‘বুদ্ধ’ হইয়াছেন কি-না ঠিক বলিতে পারিতেছি না। বুদ্ধ আচার্য্য প্রাচাৰ্য্য ব্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকেন, ‘যিনি অরহত সম্যকসম্বুদ্ধ হইবেন তিনি স্বীয় গুণ বর্ণনা করিলে নিজকে প্রকটিত করেন’। অতএব আমি শ্রমণ গৌতমের সমুদ্রে উপযুক্ত শ্লোক বারী তাঁহার জ্ঞতি করিয়া দেখি।’ —এই মনে করিয়া ভগবান বুদ্ধের জ্ঞতি করিতে লাগিলেন—

“হে ভগবন, আপনি পরিপূর্ণ দেহধারী, আপনার রূপ মনোহর, আপনি উচ্চতুলে উৎপন্ন হইয়াছেন, আপনার দেহ তেজোময়, আপনার শরীর স্বর্ণের দ্বারা উজ্জল, আপনি মহাবীৰ্য্যশালী, আপনার দন্ত অমল-ধবল এবং মহাপুরুষ লক্ষণ সমূহ আপনার দেহে শোভা পাইতেছে।

“আপনার নেত্র উজ্জল, আপনার বদন সুন্দর, আপনার শরীর সূর্য্য এবং প্রভাপান, আপনি শ্রমণ-সম্মেলনের মধ্যে আমিত্যের দ্বারা শোভা পাইতেছেন।

“হে ভিক্ষুপ্রবর, আপনি প্রিয়দর্শন এবং কাকন সমূহ দেহধারী। বেই ব্যক্তি একপাশে রূপবান তাঁহাকে শ্রমণ-বেশে শোভা পায় কি?

“আপনি বথিক শ্রেষ্ঠ রাজচক্রবর্তী হইবার বোধ্য, আপনি চতুর্দীপ জ্বল করিয়া অমৃত্যুগণের অধিপতি হইতে পারেন।

“হে গৌতম, জজির প্রাদেশিক বাজারা আপনার প্রতি অহরন্তর হইবেন। আপনি রাজ্যধিরাজ মানবেন্দ্র হইয়া রাজত্ব করুন।”

ভগবান বুদ্ধ বলিলেন—

“হে শৈল, আমি অল্পম ধর্মবান্ধ, ধর্মদ্বারা চক্র প্রবর্তন করি; এই চক্র কেহ পরিবর্তন করিতে পারিবে না।”

“হে গৌতম, আপনি স্বয়ং অল্পম ধর্মবান্ধ সম্বুদ্ধ বলিয়া পরিচ্য দিতেছেন এবং ধর্ম-চক্র প্রবর্তন করিয়াছেন বলিয়াও বলিতেছেন; কিন্তু আপনার অল্পম্যাদী সেনাপতি কোথায়? কে এই অপরিবর্তনীয় ধর্ম-চক্র পুনঃ প্রবর্তন করিয়াছেন?”

“হে শৈল, আমার দ্বারা সঞ্চারিত অল্পময় ধর্ম-চক্র পবে আমার অহুগামী শারীপুত্র পুনঃ চালনা করিয়াছেন।

“জ্ঞাতব্য জ্ঞাত হইয়াছি, ভাবিব্য ভাবিয়াছি, পরিত্যাগ্য পরিত্যাগ করিয়াছি, অভাব্য হে ব্রাহ্মণ, আমি বুদ্ধ।

“ব্রাহ্মণ, আমার প্রতি তোমার সন্দেহ দূর কর, বারম্বার সমুদ্রেব দর্শন লাভ হয় না।

“জগতে বাঁহার আবির্ভাব দুর্লভ আমি রাগাদি শল্য ছেদন করিয়া সেই অল্পময় বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি।

“আমি ব্রহ্মভূত, তুলনা বহিত, মায়-সৈন্ত (বাগাদি শত্রু) প্রমর্দন করিয়াছি, আমি সর্বদিকে বিয়হীন এবং আমাব মন দৃষ্ট। আমাকে দেখিয়া কে না সমুদ্রে হইবে?”

শৈল ব্রাহ্মণ শিষ্যদ্বয়কে বলিলেন—

“বে ইচ্ছা কর সে আমাব সঙ্গে আস, বে ইচ্ছা না কর সে চলিয়া যাও। আমি এখানে মহা প্রজাবান বুদ্ধের নিকট প্রব্রজিত হইব।’

তচ্ছব্দে শৈলের শিষ্যেরা বলিল—

“আচার্য্য, যদি আপনি সম্যক্ সমুদ্রেব শাসনে অভিযুক্ত হন, তবে আমরাও তাঁহার নিকট প্রব্রজিত হইব।

“ভগবন, আমরা তিন ণত ব্রাহ্মণ কৃতান্তলি হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, আমরা সকলে আপনাব নিকট ব্রহ্মচর্য্য পালন করিব।’

ভগবান বলিলেন—

“এই ব্রহ্মচর্য্য প্রত্যেক কলপ্রদ, অকালিক এবং হৃদয় রূপে আখ্যাত হইয়াছে, অপ্রমত্ত হইয়া যে পালন করে তাহাব প্রব্রজ্য্য বার্থ হয় না।’

শৈল ব্রাহ্মণ ষণ্মাসময় পবিসদ্ সহ ভগবানের নিকট প্রব্রজ্য্য ও উপসম্পদা লাভ করিলেন।

বাতি শেব হইলে কেণিয় জটিল স্বীয় আশ্রমে ঋতু-ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া ভগবানকে আমন্ত্রণ করিলেন। ভগবান পূর্ণাহ্ন সময় পাত্ৰ-চীবব লইয়া কেণিয় জটিলেব আশ্রমে গমন করতঃ ভিক্ষু-সংঘ সহ উপবেশন করিলে তিনি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসম্মকে স্বহস্তে ঋতু-ভোজ্য পরিবেশন করিলেন। তাহাদের আহার সমাপ্ত হইলে কেণিয় জটিল একটি নীচ আসন লইয়া উপবেশন করিলেন। তখন ভগবান দান অন্নমোদন করিয়া বলিলেন—

বুঝিলাম, আগনিই প্রকৃত কৃষক। আগনার কৃষিক্ষেত্র হইতে অমৃত-ফল উৎপন্ন হয়। তাহা থাইলে মানব জন্ম-জরা ব্যাধি ও মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া চির শান্তি লাভ করে।”

তচ্ছবণে ভগবান বুদ্ধ বলিলেন—

“হে ব্রাহ্মণ, ধর্মোপদেশ প্রদান করিয়া আমি কোন দ্রব্য গ্রহণ করি না। এই হেতু তোমার পায়সার গ্রহণ করিব না। যিনি জ্ঞায়বান তিনি উপদেশ লব্ধ বস্তু গ্রহণ করিয়া ভোজন করেন না। বুদ্ধেরা এতদ্ব্যতীত ভোজন হইতে সর্বদা বিরত থাকেন।

“যিনি মহর্ষি, যিনি রিপু সমূহ দমন করিয়াছেন, যিনি অসং আচরণ পরিত্যাগ করিয়া শান্তি-মার্গ লাভ করিয়াছেন, সেইরূপ লোককে অন্ন ও পানীয় দ্বাৰা সর্বদা পূজা করিবে। কেননা, তিনি মানবের অহঙ্কার পূণ্য-ক্ষেত্র নামে অভিহিত।”

ভারদ্বাজ বলিলেন—“ভগবন, তাহা হইলে এই পায়সার কাহাকে দান করিব?”

“ব্রাহ্মণ, স্বয়ং-দ্রব্যলোকে কিম্বা মায় জগতে বুদ্ধ ও তাঁহার শ্রাবক ব্যতীত এমন কাহাকেও দেখিতেছি না, যে এই পায়সার থাইয়া জীর্ণ করিতে পারিবে। অতএব এই পায়সার কীটহীন জলে বা ভৃগুহীন ভূমিতে নিক্ষেপ কর।”

কৃষি ভারদ্বাজ কীটহীন জলে তাহা নিক্ষেপ করতঃ বুদ্ধের পদতলে নিপতিত হইয়া প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন। বুদ্ধও তাঁহাকে যথাসময় প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান করিলেন।

## অঙ্গুলিমালা

এক সময় ভগবান বুদ্ধ শ্রীবস্ত্রীতে উপস্থিত হইয়া জেতবন বিহারে বাস করিতেছিলেন। সেই সময় কোশলরাজের পুরোহিত ব্রাহ্মণের পত্নী মৈত্ৰায়নীর গর্ভে অহিংসক নামে একটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ষোড়শ বৎসর বয়সে তাহাকে বিভাগশিকার্ষ তক্ষশীলার প্রেরণ করিলে সে আচার্য্যের ঐশ্যাস্তেবাদী \* হইয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিল। সে ব্রতসম্পন্ন, আজ্ঞাবহ, প্রিয় আচরণশীল এবং শ্রিদ্বেষদ ছিল। অপর শিস্তেরা সে আচার্য্যের স্নেহপাত্র হওয়ার দৰ্শ্য-পরবশ হইয়া তাহাকে বিভাগিত করিবার মানসে পরামর্শ করিতে লাগিল,—‘এই ব্রাহ্মণ-তনয় ব্যক্তিক প্রজ্ঞাবান, ব্রতসম্পন্ন এবং উচ্চহুলীন। এই সময়ে তাহার বিবন্ধে কিছু বলিয়া আচার্য্যের মন বিবন্ধভাবাপন্ন করিতে পারিব না। আচার্য্যের পত্নীর সহিত সে ব্যভিচারে রত আছে বলিয়া মিথ্যা ঘটনা দ্বারা তাহাকে তাঁহার বিয়োগভঞ্জন করিতে না পারিলে উপায়ান্তর নাই’—তাহারা এইরূপ পরামর্শ করিয়া তিন দলে বিভক্ত হইল। প্রথম দল বাইরা আচার্য্যকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তদ্বর্ণনে আচার্য্য বলিলেন—

“বৎসগণ, কি সংবাদ বলিতে তোমরা আসিয়াছ?”

তাহারা ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—

“শ্রদ্ধদেব, আমাদের বোধ হইতেছে, অহিংসক আপনার অন্তঃপুর কলুষিত করিতেছে।”

“বাও, বৃবৎসগণ ( শূদ্রগণ ), আমার প্রবান শিস্তের সঙ্গে আমার ভেদ উপস্থিত করিও না।”—এই বলিয়া তাহাদিগকে সেহান হইতে বিভাগিত করিলেন।

তৎপর দ্বিতীয় দল বাইরা বলিল—“বদি আমাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারেন, তবে পরীক্ষা করিয়া দেখুন।”

আচার্য্য তাহাদের কথায় অহিংসক ও স্বীয় পত্নীর প্রতি সন্দেহ হইয়া ভাবিলেন—“এখন উপায় কি? তাহাকে হত্যা করিলে জনসাধারণ মনে করিবে ‘আচার্য্যের নিকট শিক্ষা করিতে আসিলে অমূলক দোষে দোষী করিয়া ভাল ছাত্রকে হত্যা করিয়া ফেলেন’—এরূপ ধারণা লোকের কাছে বহুমূল হইলে আমার কাছে কেহ শিক্ষার দ্রষ্টা আন ছেলে পাঠাইবে না। কাজেই আমার লাভ নষ্টানের ব্যাঘাত ঘটিবে। তবে অহিংসককে আমার অধ্যাপনার দক্ষিণা স্বরূপ সহস্র লোককে হত্যা করিতে আদেশ করিব, এরূপ করিলে সে বধন মাত্তব হত্যার রত হইবে তখন তাহাকে যে কেহ মারিয়া ফেলিবে।”

\* অবৈতনিক শিষ্য।



তিনি যনে যনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া অহিংসককে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন—  
—“বাও বৎস, সহস্র লোককে হত্যা কর। তাহাই তোমার বিদ্যাশিক্ষার  
গুরু-দক্ষিণা হইবে।”

“আচার্য্য, আমি অহিংসক-হুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; অতএব আমি  
জীবহত্যা করিতে পারিব না।”

“বৎস, বিনা দক্ষিণার বিজ্ঞা কার্য্যকরী হয় না। আমার আদেশ পালন  
কর।”

অহিংসক নিকশায় হইয়া পঞ্চবিধ অস্ত্র নইয়া অরণ্যে প্রবেশ করিল। সে  
অরণ্যে প্রবেশ-পথে, মধ্যস্থলে এবং নির্গম-পথে দাঁড়াইয়া মহন্ত হত্যায় রত হইল;  
কিন্তু তাহাদেব বস্ত্র বা ধন-সম্পত্তি কিছুই গ্রহণ করিত না। এক ছুই করিয়া  
নিহতদের সংখ্যা গণনা করিত। ক্রমশঃ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে অসমর্থ হওয়ার  
এক একটি অঙ্গুলি কর্তন করিয়া রাখিতে লাগিল বটে কিন্তু তাহাও অপূর্ণ  
হইল। তদুপস্থানে ছিন্ন অঙ্গুলিয়ারা মালা গাঁথিয়া গলায় পরিত লাগিল। এই অস্ত্র  
তাহার নাম হইল অঙ্গুলিমালা। সে সমস্ত অরণ্য মানবের গমনের অবগত্য  
করিয়া তুলিল। কাষ্ঠ আদির জন্ম কেহ সেই অরণ্যে প্রবেশ করিতে সাহসী  
হইল না। সে অরণ্যে মানুষের অভাবে রাজ্যে গ্রামে আসিয়া স্বরের দরজা ভাঙ  
করত; মানুষ হত্যা করিতে লাগিল। এরূপে গ্রাম-জনপদ-নগরবাসীর গ্রাম  
সংহার করিয়া আশ্রয়ী বাসীর মহা আতঙ্কের সৃষ্টি করিল। তাহার অত্যাচারে  
তিন বোজনের মধ্যে বস্ত্র লোক ছিল সকলে স্বর বাড়ী ছাড়িয়া দ্বী-পুণ্ড  
নমভিযাহারে আশ্রয়ী নগরে উপস্থিত হইল। তাহার রাজাকে বলিল—  
“মহারাজ, আপনার রাজ্যে নরহন্তা অঙ্গুলিমালা নামক ব্যাধের অত্যাচারে  
আমরা অতিষ্ঠ হইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছি। অতএব আমাদের রক্ষা  
করুন।”

একদিন সম্ভ্রান্তকালে ভগবান বুদ্ধ পান্ডু-চীবর নইয়া অঙ্গুলিমালার বাসস্থানের  
দিকে যাত্রা করিলেন। তদুপস্থানে গোপালক, গুপ্তপালক এবং কুবকেরা বুদ্ধকে ঐ  
স্থানে বাইতে নিষেধ করিতে লাগিল। বুদ্ধ তাহাদের কথা কণ্ঠপাত না করিয়া  
বধাসময় অঙ্গুলিমালার বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন। বুদ্ধকে দেখিয়া সে চিত্তা  
করিল—

“বড় আশ্চর্য্য! বড় অভূত ব্যাপার!! এই রাজ্য দ্বিগুণ পঞ্চাশ জন মানুষ  
দলবদ্ধ হইয়া আসিলেও আমার হস্তে পতিত হয়; অথচ এই ভ্রমণ একাকী—

অধিতীয় আমাকে অগ্রাহ্য করিয়াই আগিতেছে। আমি ইহার জীবন নাশ করিব।”

এই ভাবিয়া সে অশি চর্ম-স্তীয় বহু লইয়া বুকের পশ্চাত্ত্বান করিল। তখন বৃদ্ধ এমন ধোঁগবল প্রকটিত করিলেন যে, তিনি স্বাভাবিকভাবে গমন করিতে থাকিলেও দ্রুত অঙ্গুলিমালা দৌড়িয়াও তাহার সমীপবর্তী হইতে অসমর্থ হইল। তখন সে ভাবিল—“বড় আশ্চর্য। বড় অদ্ভুত ব্যাপার। আমি পূর্বে হস্তী, অশ্ব, রথ এবং ব্রহ্মের পশ্চাত্ত্বান করিয়াও তাহারিগকে বধ করিতে পারিরাছি, কিন্তু এখন বেগে দৌড়িয়াও স্বাভাবিকভাবে গমনশীল শ্রমণের নিকটবর্তী হইতে পারিতেছি না।” এই ভাবিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—

“হে শ্রমণ, দাঁড়াও।”

“হে অঙ্গুলিমালা, আমি দাঁড়াইয়া আছি, তুমিও দাঁড়াও।”

তজ্জ্বলণ তাহার মনে হইল—“সাধারণতঃ শাক্য-পুত্রীয় শ্রমণেরা সত্যবাদী ও সত্যনিষ্ঠ, কিন্তু এই শ্রমণ গমন করিয়াও বলিতেছে—‘আমি দাঁড়াইয়া আছি।’ আমি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিব।” এই স্থির করিয়া বলিল—

“হে শ্রমণ, তুমি গমন করিয়াও বলিতেছ—‘আমি স্থিত আছি’। আমি স্থিত থাকিলেও আমার অস্থিত বলিতেছ। অতএব আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি কিরূপে স্থিত আর আমি কিরূপে অস্থিত?”

ভগবান বৃদ্ধ বলিলেন—

“অঙ্গুলিমালা, আমি দণ্ড ত্যাগ করিয়া সমস্ত প্রাণীর ক্ষমণে স্থিত আছি, কিন্তু তুমি প্রাণীহত্যায় অসংযত হওয়ার অস্থিত আছ। এই হেতু তুমি অস্থিত আর আমি স্থিত।”

“বহুদিন পূর্বে মহাবীর সেবা করিয়াছি। অনেক দিন পরে এই শ্রমণকে অন্নপোষ্য মধ্যে গণ্য করা গেল। সেই আমি আপনার ধর্ম-রস সংযুক্ত স্নোকে তনিতা চিরকালের জন্য পাপ পরিত্যাগ করিব।”

দ্রুত এইরূপ বলিয়া তরবারি ও অস্ত্রাস্ত্র অন্ন প্রাপ্যে ও গর্ভে নিক্ষেপ করিল। অতঃপর স্বগতের সঙ্গে প্রণত হইয়া বন্দনা করতঃ প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিল।

সেব ও মন্ত্রণ লোকের গুরু করণাময় মহাবী বৃদ্ধ তাহাকে ‘এল ভিহু’— বলিয়া বলিলেন। ইহাতে সে ভিক্ষু লভ করিল।

তৎপর ভগবান বৃদ্ধ তাহাকে সঙ্গে করিয়া প্রাণতীর জেতবন বিহারে প্রত্যাগমন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদিন রাজা প্রসেনদিত্ত

অন্তঃপুর-দ্বার সমীপে বহু জনতা একত্র হইয়া কোলাহল করিয়া বলিতে লাগিল—“দেব, আপনার রাজ্যে অঙ্গুলিমাণ নামক একজন নরঘাতক দস্যু আছে। সে গ্রাম, নগর, জনপদ মানবশূন্য করিয়া ফেলিতেছে এবং যাহুষ হত্যা করিয়া গলায় অঙ্গুলির মালা ধারণ কবে। অতএব তাহাকে বাধা প্রদান করুন।”

তখন রাজা প্রসেনদি পঞ্চাশত অশ্বারোহী সৈন্য সঙ্গে করিয়া মধ্যাহ্নে জেতবন বিহারে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বন্দনা করতঃ একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

“মহারাজ, মগধের রাজা শ্রেণিক বিহিসার কিবা বৈশালীর লিচ্ছবীরাজ অথবা অন্য কেহ আপনার প্রতি কি বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়াছে?”

“না, ভগ্নে, আমার প্রতি বিহিসার বা লিচ্ছবীরাজ কিবা অস্ত্র কেহ বিরূপ হয় নাই। আমার রাজ্যে অঙ্গুলিমাণ নামধের অনেক নরঘাতক যত্ন সহ্য হত্যা করিয়া গলায় অঙ্গুলির মালা ধারণ করিতেছে। এখন তাহার ভয়ে গ্রাম, নগর ও জনপদ সমস্তই জনশূন্য হইয়া পড়িতেছে। তাহাকে প্রতিরোধ করিবার জন্ত আমি অশ্বারোহী সৈন্য সহ বাইতেছি।”

“মহারাজ, যদি অঙ্গুলিমাণকে কেশ-শূল দ্বন্দ্ব করিয়া কাবার বস্ত্রধারী এবং আগার হইতে অনাগারে প্রব্রজিত হইয়া প্রাণী-হিংসা বিরত, অদম্বাদান বিরত, ধূবাবাদ বিরত, একাহারী, ব্রহ্মচারী, শীলবান এবং ধর্ম্মাত্মা দেখেন তবে তাহাকে কিরণ করিবেন?”

“ভগ্নে, প্রত্যাখ্যান, আসন প্রদান, চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাগন ও ঔষধ প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার সেবা করিব এবং তাঁহাকে ধর্ম্মাচ্ছন্দে দক্ষা কবিব। ঐরূপ পাণ্ডিষ্ঠের তেমন শীলসংযম কোথা হইতে হইবে?”

সেই সময় আয়ুমান অঙ্গুলিমাণ বুদ্ধের কিঞ্চিৎ ব্যবধানে উপবিষ্ট ছিলেন। ভগবান ডান হস্ত প্রসারিত করিয়া রাজাকে কহিলেন—

“মহারাজ, এই ব্যক্তিই অঙ্গুলিমাণ।”

তদ্বর্ণনে রাজা ভীত, অস্ত্র, রোযাঙ্কিত হইয়া গেলেন। ভগবান তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন—

“মহারাজ, ভয় করিবেন না। মহারাজ, ভয় করিবেন না ॥ এখন তাহার নিকট হইতে আগনাও কোন ভয়ের কাণ্ড নাই।” তচ্ছবশে রাজাও ভয় চলিয়া গেল।

তখন রাজা অঙ্গুলিমাণ্ডলের নিকট বাইরা জিজ্ঞাসা করিলেন—“আর্য্য, আপনি কি অঙ্গুলিমাণ্ডল?”

“ই, মহারাজ।”

“আর্য্যের পিতা-মাতা কোন্ গোত্রের?”

“মহারাজ, আমার পিতা পার্শ্ব এবং মাতা মৈত্রায়নী গোত্রের।”

“আর্য্য পার্শ্ব মৈত্রায়নী পুত্র, আপনি বুকের শাশনে অভিষিক্ত হউন। আমি আপনাকে চারি প্রত্যয় দ্বারা সেবা করিব।”

সেই সময় আয়ুমান অঙ্গুলিমাণ্ডল আশ্রয়ক, শিওপাডিক, পাণ্ডুলুক এবং ত্রৈলোক্যিক ছিলেন। তত্বেতু তিনি রাজাকে বলিলেন—

“মহারাজ, আমার ত্রিচীবর পরিপূর্ণ আছে।”

অতঃপর রাজা প্রসেনদি ভগবানকে বন্দনা করতঃ বলিলেন—

“ভস্মে, আশ্রয়। ভস্মে, বড় অতুত।! কিরূপে আপনি অদ্যন্তকে দাস্ত, অশান্তকে শান্ত এবং অগ্নিনিবৃত্তকে পগ্নিনির্বাণিত করিতেছেন। বাহাকে আমরা দণ্ড ও শাস্ত দ্বারা দমন করিতে পারি না আপনি তাহাকে বিনা দণ্ডে বিনা শাস্ত্রে দমন করিতেছেন। ভস্মে, আমরা বাইতেছি, আমাদের বহু কার্য্য আছে।”

“মহারাজ, আপনার বাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করুন।”

তখন রাজা বুদ্ধকে অভিবাৎসল্য করিয়া প্রস্থান করিলেন।

আয়ুমান অঙ্গুলিমাণ্ডল একাকী, অপ্রমত্ত, উত্তোষী এবং সংযমী হইয়া বিহার করতঃ অচিরেই বেই অস্ত্র কুলপুত্র প্রব্রজিত হইয়া থাকেন, ব্রহ্মচর্য্য দেই সর্ব্বোত্তম বল ইহজন্মে স্বরূপ জানিয়া—গাম্ভীর্য্য করিয়া—প্রাপ্ত হইয়া বিহার করিতে লাগিলেন। তিনি ‘অস্বক্ষর হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্য পালন শেষ হইয়াছে, করণীয় সমাপ্ত হইয়াছে এবং এখন আর করিবার কিছু নাই’—বলিয়া জ্ঞাত হইলেন।

তিনি প্রাবর্তীতে ভিক্ষার্থ প্রবেশ করিলে কেহ তাঁহাকে তিন, কেহ দণ্ড, কেহ প্রস্তব নিষ্কেশ করিতে লাগিল। তখন তিনি শোণিত লিপ্ত দেহ, বিদীর্ণ-শিরঃ ভ্রূ পাত এবং ছিন্ন চীবর লইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। দূর হইতেই বুদ্ধ তাঁহার দুরবস্থা অবলোকন করিয়া বলিলেন—

“ব্রাহ্মণ, তুমি সখ কবিচাছ! ব্রাহ্মণ, তুমি সন্ত করিচাছ ॥ বেই

কর্ণের ফল তুমি অনন্তকাল নরকে গিয়া ভোগ করিতে সেই কৰ্ম-ফল এখন ভোগ করিতেছ ।”

একদিন অঙ্গুলিমালা নির্জনে ধ্যানাবস্থিত হইয়া বিমুক্তি-স্বপ্ন অনুভব করিবার সময় আনন্দ-গীতি গাহিতে লাগিলেন—

“যে ব্যক্তি পূর্বের প্রমত্ত থাকিয়া পরে অপ্রমত্ত হয় সে মেঘমুক্ত চন্দ্রের গ্রাণ এই জগৎকে আলোকিত করে ।

“বাহার পূর্বকৃত পাপ কৰ্ম পুণ্য কৰ্ম দ্বারা আচ্ছাদিত হয়, সে মেঘমুক্ত চন্দ্রের গ্রাণ এই পৃথিবীকে আলোকিত করে ।

“বেই তরুণ ভিক্ষু বুদ্ধ-শাসনে আত্মসংযমে নিরত্ত থাকে..... .. ।

“(বাহারা আমাকে শত্রু মনে করে) তাহারাও আমার ধৰ্মোপদেশ শ্রবণ করুক এবং তুমিরা তদনুযায়ী আচরণ করুক । বাহারা কুল-ধৰ্ম শিক্ষা প্রদান করেন, সেই শ্রেষ্ঠ মানবদেহও তাহারা সেবা করুক ।

“বাহারা কমাণীল এবং মৈত্রী-গুণ বর্ণনা করেন, তাঁহাদের নিকট তাহারা ধৰ্ম শ্রবণ করুক এবং তাঁহাদের অনুকরণ করুক ।

“(আমাকে বাহারা শত্রু মনে করে) তাহারা আমাকে কিবা অস্ত্র কাহাকেও হিংসা না করুক এবং পরম শান্তি প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত জীবমণ্ডলীকে রক্ষা করুক ।

“কেহ দণ্ডদ্বারা, কেহ শাস্ত্রদ্বারা দমন করে । আমি কিন্তু বিনাদণ্ডে বিনাশস্ত্রে তথাগত দ্বারা দমিত হইয়াছি ।

“পূর্বের হিংসক থাকিলেও আমার নাম অহিংসক ছিল বটে কিন্তু আজই আমি প্রকৃত অহিংসক হইলাম, আমি এখন কাহাকেও হিংসা করি না ।

“পূর্বের আমি অঙ্গুলিমালা নামে প্রসিদ্ধ নরঘাতক বস্তু ছিলাম । মহাজল-প্রবাহে নিমজ্জিত হইয়া এখন শরণে আসিয়াছি ।

“পূর্বের আমি রক্তশাণি অঙ্গুলিমালা নামে প্রসিদ্ধ ছিলাম । শরণ গমনের প্রভাব দেখ; আমার তব-জাল ছিন্ন হইয়াছে ।

“বহু দুর্গতিগামী কাৰ্য্য করিয়া কৰ্ম-বিপাকে লগ্ন ছিলাম, এখন অকণী হইয়া ভোজন করিতেছি ।

“মূৰ্খেরা প্রমাদে রত্ত থাকে; কিন্তু যোবানী ব্যক্তি অপ্রমাদকে শ্রেষ্ঠ ধনের গ্রাণ রক্ষা করে ।

“এখানে রত হইও না, কাম সেবা করিও না, অশ্রমস্ত হইয়া ধ্যান করিলে  
বিপুল স্বপ্ন পাওয়া যায়।

“এখানে আমার আগমন মঙ্গলের অন্তই হইয়াছে অমঙ্গলের অন্ত হয় নাই।  
আমার এই মন্ত্রণাও কুশ্রীণা হয় নাই।

“প্রতিভান (জ্ঞান) জনক ধর্ম বাহ্য শ্রেষ্ঠ তাহা (নির্কাল) আমি  
পাইয়াছি।

“এখানে আমার আগমন করা ভাল হইয়াছে, মন্দ হয় নাই, আমার মন্ত্রণাও  
কুশ্রীণা হয় নাই। জীবিতা প্রাপ্ত হইয়াছি। সুস্তের শাসন পাশন করা  
হইয়াছে।”

---

## ভূতীয় পরিচ্ছেদ

### ভিক্ষুণী-সঙ্ঘ

#### মহাপ্রজাপতি গোতমী

ভগবান বুদ্ধ এক সময় কপিলবস্ত্রব স্তম্ভোদ্যানে বিহার করিতেছিলেন। রাজা শুভোদনের দেহত্যাগের পর একদিন মহাপ্রজাপতি গোতমী বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন—

“ভগবন, আপনি ত্রিলোককে আপনার শাসনে প্রজ্ঞা প্রদান করিলে আমি বড়ই অচগৃহীত হইব। জন্ম, আপনি ত্রিলোককে প্রজ্ঞার অহমতি প্রদান করুন।”

“গোতমি, ত্রিলোক গৃহ-বাস ত্যাগ করিয়া পবিত্র ব্রহ্মচর্য পালন পূর্বক ভিক্ষুণী হইবার সম্পূর্ণ অচগৃহীত।”

গোতমী দুই তিন বার নিবেদন করিয়াও ব্যর্থ হইয়া ক্ষুণ্ণমনে প্রস্থান করিলেন।

ভগবান বুদ্ধ কপিলবস্ত্রতে বধ্যভিক্ষুণী বিহার করতঃ বৈশালীর দিকে প্রস্থান করিলেন এবং বধ্যসময় বৈশালীতে উপস্থিত হইয়া কুটীগার শালার অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদিন মহাপ্রজাপতি গোতমী স্বীয় কেশরাজি কর্তন পূর্বক কাবারবস্ত্র ধারণ করিয়া পঞ্চশত শাক্য মলনা সমভিব্যাহারে নগ্নপদে পদব্রজে চরণ ক্ষত বিক্ষত করিয়া ধূলি ধূসরিত দেহে বৈশালীতে উপস্থিত হইলেন। কপিলবস্ত্রতে তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হওয়ায় তিনি ভগবান বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইতে লাহস করিলেন না। কুটীগারশালার দ্বার সমীপে বোধন করিতে করিতে দাঁড়াইয়া রহিলেন। হঠাৎ স্বপ্নের আনন্দের দৃষ্টি তাঁহাদের উপর নিপতিত হইল। আনন্দ তাঁহাদের নিকট বাইরা আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা শোকে দুখে একতাই অভিভূত হইয়াছিলেন যে সহসা আনন্দের প্রেমের উত্তর দিতে পারিলেন না, কেবল রোদন করিতেই লাগিলেন। কিছুকাল পরে আনন্দের বাক্যে সান্বিত লাভ করিয়া গোতমী কাঁদিতে কাঁদিতে

বলিলেন—“ভগ্নে, আমরা কপিলবস্ত্রে ভগবান বৃদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। আমাদের সংসারের প্রতি বিরাগ উপস্থিত হইয়াছে, সাবা জগৎ আমাদের দুঃখময় বোধ হইতেছে। আমি বিবশ হইয়া কপিলবস্ত্র হইতে এই শাক্য জননাদিগকে সঙ্গে করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণের জন্ত এখানে আনিয়াছি। বৃদ্ধ আবার আমাদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন এই ভয়ে আমরা তাঁহার নিকট বাইতে ভয় কবিতেছি। এজন্ত এখানে দাঁড়াইয়া নিজ ভাগ্যকে ঝিকার দিতেছি।”

আনন্দ তাঁহাদিগকে বৈধ্য ধারণ করিতে বলিয়া বৃদ্ধের নিকট গমন করতঃ সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। বৃদ্ধ অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন—

“স্বীলোকের প্রব্রজ্যা সর্বথা নিষিদ্ধ। ব্রহ্মচর্য বড় কঠিন ব্রত। বাহা পুরুষ পালন করিতে সমর্থ হইতেছেন, তাহা স্বীলোক বে পালন করিতে পারিবে আমি তেমন আশা করি না।”

আনন্দ বারম্বার নিবেদন করিয়াও সকল মনোরথ হইতে না পারিয়া চিন্তা করিলেন—“লোভা কথায় ভগবান বৃদ্ধ স্বীলোককে প্রব্রজ্যা প্রদান করিতে সম্মত হইতেছেন না। অতএব আমি অন্য প্রকারে স্বীলোকের প্রব্রজ্যা প্রার্থনা কবিয়া দেখি”—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া ভগবানকে বলিলেন—“ভগ্নে, স্বীলোক আপনার শাসনে প্রব্রজিত হইলে তাহার শ্রোতাশস্ত্রিমার্গ, সন্ধদাগামী মার্গ, অনাগামী মার্গ এবং অরহস্য মার্গ লাভ করিতে কি সমর্থ হইবে?”

“হা, আনন্দ, তাহাবা মার্গ—কল লাভে সমর্থ হইবে।”

“ভগ্নে, তাহা হইলে মহাপ্রজ্ঞাপতি গৌতমী আপনার আপনাব মাতার মৃত্যুর পর লাগন পালন এবং তত্ত্বদান করিয়া মহা উপকার সাধন করিয়াছেন। অতএব আপনি তাঁহার সেই উপকার স্মরণ করিয়া স্বীজাতিকে প্রব্রজ্যা লাভে অহুমতি প্রদান করুন।”

“আনন্দ, যদি মহাপ্রজ্ঞাপতি গৌতমী আটটি গুরুতর ধর্ম (নিয়ম) পালনে স্বীকৃত হন তবে তাহাই তাঁহার উপসম্পদা হইবে। অর্থাৎ এই আটটি নিয়ম পালনে সম্মত হইলে গৌতমী উপসম্পদা লাভ করিলেন বলিয়া মনে করিও। সেই নিয়ম আটটি এই—

“(১) ভিক্ষুগীরা উপসম্পদায় শতবর্ষ হইলেও অহুনা প্রব্রজিত ভিক্ষুকে অভিষাদন-প্রত্যাখ্যান-অজলিকর্ম শামিচীকর্ম করিতে হইবে। এই ধর্ম (নিয়ম)



সংস্কার পূর্বক মানিতে ও গৃহীত করিতে হইবে। এই নিয়ম ভিক্ষুগীরা আজীবন অচ্যুত করিতে পারিবে না।

“(২) ভিক্ষুশূত্র আവാগে ভিক্ষুগীরা বাস করিতে পারিবে না। ... .

“(৩) প্রতি অর্ধমাস অন্তর ভিক্ষু-সঙ্ঘের নিকট ভিক্ষুগীকে উপদেশ দ্বিজ্ঞানসা ও উপদেশ প্রত্যাশা করিতে হইবে। ..

“(৪) বর্ষাবাস সমাপ্ত হইলে ভিক্ষুগীকে ভিক্ষু-সঙ্ঘ ও ভিক্ষুগী-সঙ্ঘের নিকট দর্শন, ভ্রমণ ও সম্বেদন সম্বন্ধে প্রবারণা করিতে হইবে। . ..

“(৫) ওষুধের ধর্ম (গাণ) গ্রাণ্ড ভিক্ষুগীকে উত্তর সঙ্ঘে পক্ষকাল মানস ব্রত পালন করিতে হইবে। ...

“(৬) কোন একায়েই ভিক্ষুগী ভিক্ষুর প্রতি হব্যবহার করিতে পারিবে না। . ...

“(৭) চাই বৎসর বড়বিধ ধর্ম (নিয়ম) শিক্ষিতা স্ত্রীলোককে উত্তর সঙ্ঘে উপসম্পদা প্রার্থনা করিতে হইবে। ... ..

“(৮) আশ্ব হইতে ভিক্ষুগীদের ভিক্ষুকে কিছু উপদেশ দিবার পথ বন্ধ হইল; ভিক্ষুরা ভিক্ষুগীদিগকে উপদেশ দিবার পথ খোলা রাখিল। ... ..

“আনন্দ, যদি মহাপ্রজ্ঞাপতি সৌতমী এই অষ্টবিধ নিয়ম প্রতি পালনে স্বীকৃত হন, তবে তাহাতেই তাঁহার উপসম্পদা লাভ হইবে।”

অতঃপর আনন্দ উক্ত আটটি নিয়ম ভগবানের নিকট শিক্ষা করিয়া যুগ্মহাতে গৌতমীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

“গৌতমি, আপনি যদি এই আটটি নিয়ম পালনে সক্ষম হন তবে তাহাতেই আপনার উপসম্পদা লাভ হইবে।

“শতবর্ষ উপসম্পদা ভিক্ষুগীও অমুনা প্রেরজিত ভিক্ষুকে বন্দনা ... ..  
... ..

“ভস্তু, আনন্দ, যেমন বিলাসী যুবক যুবতী স্নানের পর ফুলের মালা মস্তকে পরিধান করে আমিও তেমন এই আটটি উপদেশ অবনত শিরে গ্রহণ করিলাম। তাহা আত্মবান লঙ্ঘন করিব না।”

অতঃপর আনন্দ ভগবানের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন—

“ভস্তু, মহাপ্রজ্ঞাপতি গৌতমী বাবজ্ঞানীন অনজ্ঞানীয় উক্ত আটটি উপদেশ পালনে স্বীকৃত হইয়াছেন।”

“আনন্দ, যদি স্ত্রীলোক প্রত্যাশা লাভে অক্ষমতা লাভ না করিত তবে এই

ব্রহ্মচর্য্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত, সঙ্কর্য্য মহত্ব বংশের পর্য্যন্ত নির্মল থাকিত। কিন্তু জীলোক প্রভৃতির অসুস্থিতি পাওয়ার এই ব্রহ্মচর্য্য দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকিবে না, যাহা পাঁচশত বংশের সঙ্কর্য্য নির্মল থাকিবে।

“আনন্দ, যেমন বহু জীলোক ও অল্প পুরুষে সম্মিলিত পরিবার বিবিধ দোষে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ বেই ধর্মে জীলোক প্রভৃতির অসুস্থিতি পায় সেই ধর্ম্মও অচিরে লোপ প্রাপ্ত হয়।

“আনন্দ, বলবান শত্রুক্ষেত্রে যেতবর্ণ রোগ জন্মিলে তাহা যেমন বিনষ্ট হয় তেমন বেই ধর্মে জীলোকে প্রভৃতিও হয় . . . ।

“আনন্দ, উর্কর ইক্ষুক্ষেত্রে মল্লেকিকা ( লাল রোগ ) উৎপন্ন হইলে তাহা যেমন বিনষ্ট হয় তেমন বেই ধর্মে ... ।

“আনন্দ, যেমন মানুষ পুরুষের জল গড়াইয়া বাইবার আশঙ্কায় বৃষ্টির পূর্বেই পাড় (আদি) বাঁধে তেমন আমি পূর্বেই ভিক্ষুগণের ব্যবহারের অনভিজ্ঞতার আঁটটি বিধান স্থাপন করিলাম।”

## পটীচার।

ঐশ্বর্য্যেতে মহাধনশালী একজন শ্রেষ্ঠের পরম ক্লেশবর্তী একটি কথা ছিল। সে যখন বোড়স বংশের বয়সে পদার্পণ করিল তখন তাহার মাতা-পিতা তাহাকে লগ্নতল বিশিষ্ট প্রান্যদের উপস্থিতি তলার রাখিয়া দিল। একশ নাবখানে রাখিলেও সে একজন সেবকের প্রেম-পাশে আবদ্ধ হইল। তাহার মাতা-পিতা সম্মত অবস্থায় স্বাভাবিক এক যুবকের সঙ্গে তাহার বিবাহ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বিবাহের দিন নির্দিষ্ট করিল। এই সংবাদ শ্রেষ্ঠী-কর্ত্তা অবগত করিয়া প্রেমাল্পদ সেবককে বলিল—

“অমকের সঙ্গে আমার বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছে। বিবাহের পর তুমি আমার স্বামীর বাড়ীতে ঊগহার সামগ্রী লইয়া গেলোও আমার সাক্ষাত লাভ করিতে পারিবে না। ‘অতএব যে কোন প্রকারে আমাকে লইয়া পলায়ন কর।’

“তাহা হইলে আমি আগামী কল্যা নগর দ্বারের অমুক স্থানে অপেক্ষা করিব, তুমি কোন প্রকারে সেখানে উপস্থিত হইবে।”

সে এইরূপ পরামর্শ দিয়া পরদিবস বধাসময় নির্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা কবিত্তে লাগিল। শ্রেষ্ঠী-কন্যাও প্রাতঃকালে ময়লা জীর্ণবস্ত্র পবিধান পূর্বক সর্ব্বদে ময়লা লেপন কবিত্তা কলসী হস্তে দাসীদের সঙ্গে বাহির হইল এবং নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া চাকরের সঙ্গে মিলিত হইল।

তৎপব উভয়ে দূর প্রদেশে গমন করিয়া স্বামী-স্ত্রীরূপে বাস করিতে লাগিল। স্বামী জলময় হইতে কাঠ সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করিতে লাগিল। শ্রেষ্ঠী-কন্যা স্বয়ং গৃহস্থালীর সমস্ত কার্য্য স্বহস্তে সম্পাদন করিয়া পাপের ফল ভোগ কবিত্তে লাগিল। কিয়ৎকাল পর সে অন্তর্ভুক্ত হইয়া স্বামীকে বলিল—

“স্বামিন্, আমি এখন অন্তর্ভুক্ত হইয়াছি। এখানে আমায় সেবা শুভ্রবা  
-- কবিবার কোন আশ্রয় বক্ষন নাই। শত অপরাধ করিলেও ছেলে মেয়ের প্রতি মাতাপিতার ক্রম্য মেহপ্রবণই থাকে। অতএব আমাকে তাঁহাদের নিকট লইয়া যাও। সেখানেই আমার প্রসব-ক্রিয়া সমাধা হইবে।”

“প্রিয়ে, কি বলিতেছ, আমাকে দেখিলেই তোমার মাতা-পিতা নানাপ্রকার শাস্তি প্রদান করিলে, আমি সেখানে বাইতে পারিব না।”

সে ব্যর্থব্যর্থ বলিয়াও স্বামীকে সন্তুষ্ট করিতে পারিল না। একদিন সে অরণ্যে গমন করিলে শ্রেষ্ঠী-কন্যা প্রতিবেশীদেরকে ডাকিয়া বলিল—

“আমার স্বামী আসিয়া আমার অল্পসন্ধান করিলে বলিও, আমি আমার পিজালয়ে চলিয়া গিয়াছি।”

সে পিজালয়ে প্রস্থান করিল। কাঠুরিয়া স্বামী স্বরে আসিয়া উক্ত সংবাদ শ্রবণে শ্রেষ্ঠী-কন্যাকে বাধা প্রদান কবিবার মানসে ক্রতবেগে গমন করিল। কিয়দ্দূর গমনের পব তাহার সাক্ষাৎ পাইয়া অনেক অহ্ননয় বিনয় করিয়াও তাহাকে গৃহাভিমুখী করিতে পারিল না।

এইরূপে উভয়ে বাদ বিবাদ কবিত্তে করিতে কিয়দ্দূর গিয়াছে, এমন সময় শ্রেষ্ঠী-কন্যার প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল। তখন সে স্বামীকে বলিয়া এক ছায়া সমাকুল বুদ্ধের নিম্নে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিল। অতঃপর স্বামীকে বলিল—

“স্বামিন্, যেই জন্ত পিজালয়ে বাইতেছিলাম পথের মধ্যোই আমার সেই কাজ সমাধা হইল, কাজেই আর পিজালয়ে বাইবার প্রয়োজন নাই। চল, গৃহে ফিরিয়া যাই।”

উভয়ে নিজগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইল। বধন প্রথম ছেলে একটু হাঁটিতে শিথিল

তখন শ্রেষ্ঠী-কন্ডা পুনরার অন্তর্বস্ত্রী হইল। সে এবারও পূর্বের স্ত্রায় স্বামীর অহুমতি না পাইয়া ছেলোটিকে ক্রোড়ে করিয়া পিড়ালয়ের দিকে প্রস্থান করিল। স্বামীও পূর্বের স্ত্রায় তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া পথে তাহার সাক্ষাত পাইল। তাহাকে কাহুতি মিনতি করিয়াও কিরাইতে না পারিয়া স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ছেলোটিকে লইয়া শ্রাবস্তীর দিকে বাইতে লাগিল। কিরদূর গিয়াছে এমন সময় ভীষণ মেঘ উঠিয়া কড় বৃষ্টি ও মেঘ গঙ্জন হইতে লাগিল। সেই সন্ধ্যোগের সময় শ্রেষ্ঠী কন্ডার প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল। সে স্বামীকে বলিল—

“স্বামিন্, আমার প্রসব বেদনা উপস্থিত, আর চলিতে পারিতেছি না। অভাব শুক স্থান অনুসন্ধান কবিয়া দেখ।”

সে কুঠাব হস্তে এদিক সেদিক অনুসন্ধান করিতে করিতে একটি বন্দীকের উপর স্ত্রয় দেখিয়া ছেদন করিতে লাগিল। হঠাৎ টিপীষ ভিতর হইতে একটি বিষধর নরপ বাহির হইয়া তাহাকে হত্যা করিল। তৎক্ষণাৎ সে বিবেক জ্ঞান্য প্রাণ ত্যাগ করিল। এদিকে শ্রেষ্ঠী-কন্ডাও একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিল। ছেলের বৃষ্টির জলে সিক্ত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। সে ছেলেরকে বুকে চাপিয়া উণ্ডত হইয়া বসিয়া কালরাজি বাশন করিল। তাহার দেহ অত্যধিক শৈত্যে রক্তশূন্য হইয়া পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করিল। সন্ধ্যোভর হইলে সে লজ্জাজাত শিশুটিকে বুকে চাপিয়া অপর ছেলোটিকে হাতে ধরিয়া স্বামী সেই দিকে গিয়াছে সেইদিকে কিরদূর গমনের পর স্বামীকে বৃত্ত অবস্থায় দেখিতে পাইয়া বলিতে লাগিল—“অহো, স্বামী জামাব কৃতকার্যের বলেই দুহুমুখে পতিত হইল।”—এই বলিয়া বিলাপ করিতে করিতে শ্রাবস্তীর দিকে বাইতে লাগিল। স্নাত্রে অধিক কড়-বৃষ্টি হওয়ার অচিরাবতী নদীতে অত্যধিক জল হইয়াছিল। শ্রেষ্ঠী-কন্ডা নদী-তীরে বাইয়া বড় ছেলোটিকে তীরে বসাইয়া রাখিল এবং ছোট ছেলোটিকে লইয়া নদী সত্তরণ করিয়া পরতীরে উপস্থিত হইল। তথায় ছেলোটিকে বৃক্ষপল্লবে শায়িত করিয়া বড় ছেলোটিকে আনিবার জন্য পুনঃ নদীতে স্নাতার দিল। সে নদীর অর্ধপথে আসিয়াছে এমন সময় দেখিতে পাইল, একটি স্ত্রেন পবী নবজাত শিশুটিকে বাসন-৫৩ মনে করিয়া ছোঁ মাঝিতে উত্তত হইয়াছে। তৎক্ষণে সে স্ত্রেনকে তাড়াইবার উদ্দেশ্যে হঠাৎজালন পূর্বক হু হু শব্দ করিতে লাগিল। বড় ছেলোটিকে মনে করিল, মাঝা তাহাকে হস্তের সঙ্কেতে ডাকিতেছে। সে নদীতে নামিয়া গড়িল।

তখন খরশোত বালককে ভাসাইয়া লইয়া গেল। এদিকে শ্রেন পক্ষী তাহার হৃৎ শব্দ ভনিতে না পাইয়া ছোট ছেলটিকেও ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল।

শ্রেষ্ঠী-কত্যা পতি ও সম্ভানস্বয় হাবাইয়া বিলাপ করিতে করিতে শ্রাবস্তীর দিকে বাইতে লাগিল। সে পথে এক ব্যক্তির দেখা পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—  
“তুমি কোন্ দেশের লোক?”

“আমি শ্রাবস্তীবাসী।”

“শ্রাবস্তীর অমুক সান্তার অবস্থিত অমুক শ্রেষ্ঠীকে চিন কি?”

“না, তাহাদিগকে চিনি বটে কিন্তু তাহাদের কথা জিজ্ঞাসা করিও না। জিজ্ঞাস্ত থাকিলে অন্য কথা জিজ্ঞাসা কর।”

“আমার অন্য কোন জিজ্ঞাস্ত নাই, তাহাদের সংবাদই জানিতে চাহি।”

“গতরাত্রে ঝড়-ঝুটি হইতে দেবিয়াছ কি?”

“হী, দেবিয়াছি; তাহা আমারই কালরাজি, অন্তের নহে। আমার হৃৎকের কথা পরে বলিব, আগে শ্রেষ্ঠী-বাড়ীর সংবাদ বল।”

“না, গতরাত্রে ঝড়-ঝুটিতে গৃহ চাপা পড়িয়া শ্রেষ্ঠী, শ্রেষ্ঠীর স্ত্রী ও পুত্র মারা গিয়াছে। তাহাদিগকে একচিতার একসঙ্গে দাহ করা হইতেছে। ঐ দেখ, তাহাদের চিতার ধূম দেখা বাইতেছে।”

এই স্বপ্ন বিদায়ক সংবাদ শ্রবণে তাহার ঘেহ হইতে কখন যে কাপড় খসিয়া পড়িয়া গেল তাহাও সে জানিতে না পারিয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল—

“হায়, আমার দুটি ছেলেই মারা গেল, পথের মধ্যে শব্দীও কালকবলে নিশ্চিহ্ন হইল এবং মাতা-পিতা ও ভাতা একচিতার কন্দীভূত হইতেছে।”

সে এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে স্বয়ং গুরু উল্লসবেশে ভ্রমণ করিতে লাগিল। মন্ত্রোত্তরা তাহাকে পাগলিনী ভাবিয়া কেহ টিল ছুড়িতে লাগিল, কেহ হুলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কেহ বা ধও দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল।

একদিন ভগবান বুদ্ধ জেতবন বিহারের সভা-মণ্ডপে উপবেশন পূর্বক বৃহৎ জনতাকে ধর্ম-উপদেশ প্রদান করিতেছেন, এমন সময় উদ্গাদিনীকে আসিতে দেখিলেন। সভাস্থ জনমণ্ডলী ধর্ম প্রবণের ব্যাঘাত হইবে ভাবিয়া তাহাকে অভ্যস্তবে প্রবেশ-পথে বাধা প্রদান করিল। করুণাময় বুদ্ধ বলিলেন—“তাহাকে বায়ন করিও না, আসিতে দাও।” সে আসিলা বুদ্ধের পদতলে নিশ্চিহ্ন হইল। ভগবান তাহাকে করুণাসিক্ত কর্তে বলিলেন—“ভয়, পুণ্যদ্বিত লাভ

কর।” সে এই মধুর সাধোদন শ্রবণ মাত্রই পূর্বস্থিতি লাভ করিল এবং স্বীয় উল্লেখ্য দর্শনে লক্ষিত হইয়া উপুড় হইয়া বসিয়া পড়িল। তদ্বর্ণনে জনৈক লোক তাহাকে স্বীয় উত্তরীয় বস্ত্র বানি প্রদান করিল। সে কাপড় পরিধান করিয়া ভগবানকে বলিল—

“ভগ্নে, আমাকে আশ্রয় প্রদান করুন। আমার একটি শিশু শ্রোনপক্ষী লইয়া গিয়াছে, একটি জলে ভাসিয়া গিয়াছে, পথের মধ্যে স্বামী সর্প দংশনে মারা গিয়াছে, মাতা-পিতা ও ভ্রাতা গৃহচাপা পড়িয়া মরিয়া একই চিত্তায় ভয়ীভূত হইতেছে।”

“পটাচারে, তুমি চিন্তিত হইওনা। তোমাকে জ্ঞান কিংবা আশ্রয় দিতে পারে এমন ব্যক্তির নিকট আসিয়াছ। এখন যেমন তোমার একটি পুত্র শ্রোনপক্ষী লইয়া গিয়াছে, একটি পুত্র জলে ভাসিয়া গিয়াছে, পথের মধ্যে স্বামী সর্প দংশনে মারা গিয়াছে এবং মাতা-পিতা ও ভ্রাতা একসঙ্গে চিত্তায় দগ্ধ হইতেছে তেমন এই অনাদি সংসারে কত অসংখ্য ব্যয় যে পুত্রাদির বিয়োগ জনিত জন্মদে অশ্রুপাত করিয়াছে তাহা যদি সঞ্চিত থাকিত তবে চতুঃসমুদ্রের জল হইতে অধিক হইত।”

ভগবান এইরূপে তাহাকে অনন্ত জন্মের কথা বলিয়া তাহার শোক বিনোদন করিলেন। তাহার শোক অপসারিত হইয়াছে দেখিয়া পুনরায় ভগবান বলিলেন—

“পটাচারে, পুত্রাদি পরলোক গমনকারীর জ্ঞান বা শরণ কিংবা আশ্রয় হইতে পারে না। তন্মত্ব তাহার বিস্তারিত থাকিলেও ‘নাই’ বলিয়া মনে করিতে হইবে। স্বীয় যোদ্ধাগামী মার্গ পরিত্যক্ত করাই শ্রেয়ঃ।”

ভগবানের উপদেশ সমাপ্ত হইলে পটাচার প্রোতাপত্তি ফল লাভ করিয়া প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিল। বুদ্ধ তাহাকে ভিক্ষুগণের নিকট পাঠাইয়া দিয়া প্রব্রজিত করাইলেন। সে উপসম্পদা লাভান্তে পটাচার নামে অভিহিত হইল।

## কিসা গৌতমী

শ্রাবস্তীতে জনৈক ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠীর অনেক কোটি স্বর্ণ অঙ্গারে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। শ্রেষ্ঠী তদ্বর্ণনে শোকাভিভূত হইয়া অনশনে পড়িয়া রহিল। তাহার জনৈক বন্ধু এই সংবাদ শুনিয়া তাহাকে বলিল—

“বন্ধু, অম্লতাশ করিও না। আমি একটি উপায় অবগত আছি। আমার উপদেশ পালন করিতে পারিবে কি?”

“বন্ধু, কি করিতে হইবে?”

“এই অঙ্গার রাশি বাজারে নিয়া একখানা চাটাইতে মূগ করিয়া বিক্রেতাব দ্রায় বসিয়া থাক। তদ্বর্ণনে যদি কেহ বলে, ‘লোকে বস্ত্র, তৈল, মধু ও শুভাষি বিক্রয় করিতেছে, তুমি অঙ্গার বিক্রয় করিতেছ কেন?’ তুমি তাহাকে বলিও, ‘নিজের দ্রব্য বিক্রয় না করিয়া কি করিব?’ যদি তোমাকে কেহ এল্পণ বলে, ‘লোকে বস্ত্র .....তুমি কেন স্বর্ণ বিক্রয় করিতেছ?’ তুমি তাহাকে বলিও, ‘কোথায় স্বর্ণ দেখিতেছ?’ যদি সে ‘এইটা’ ‘ওইটা’—বলিয়া বলে, তবে তাহাকে লইয়া তোমার হাতে দিতে বলিও, সে স্বহস্তে লইয়া তোমার হাতে দিলে তাহা স্বর্ণে পরিণত হইবে। যদি সে কুমারী হয় তবে তাহাকে তোমার ছেলের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী করিবে। সে যদি কুমার হয় তবে তোমার কন্যা তাহাকে সম্প্রদান করিয়া সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিবে।”

এই উপদেশ তাহার মনঃপুত হইল। সে উক্ত নিয়মে বাজারে বাইয়া বসিল। কেহ বলিল,—লোকে বস্ত্র ..... । হঠাৎ কিসা গৌতমী নায়ে উচ্চ বংশের একটি দরিদ্রা কোন কার্য বশতঃ সে স্থানে আসিয়া শ্রেষ্ঠীকে বলিল—“ভাত, সকলে বস্ত্র .. . . . . .আপনি কেন স্বর্ণ বিক্রয় করিতেছেন?”

“মা, স্বর্ণ কোথায়?”

“আপনি তাহাই ও লইয়া উপবিষ্ট আছেন।”

“আমার হস্তে দাঁড়।”

সেই দরিদ্রা কুমারী একমুষ্টি লইয়া শ্রেষ্ঠীর হস্তে প্রদান করিল তাহা সত্যই স্বর্ণে পরিণত হইয়া গেল। শ্রেষ্ঠী ক্রিচ্ছাসা করিল—

“মা, তোমার ঘর কোথায়?”

তদুত্তরে তাহাব প্রকৃত পরিচয় পাইয়া তাহাকে আনিয়া বীর পুত্রের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী করিয়া দিল। সেই

হইতে সমস্ত অকাররাশি স্ববর্ণে পরিণত হইয়া গেল। বথাসময়ে সে অন্তর্বর্তী হইয়া একটি পুত্র প্রসব করল। ছেলোট বখান একটু একটু হাঁটিতে শিখিল তখন হঠাৎ রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

সে স্বজন বিরোগজনিত শোক কোন দিন পায় নাই, তজ্জন্তু শোকে এমনই বিহ্বল হইয়া পড়িল যে মৃত ছেলোট অঙ্গে করিয়া উন্মাদগ্রস্ত হইয়া যত্র তত্র ভ্রমণ করতঃ ছেলের পুনর্জীবন লাভের জন্য ঔষধ অহুসন্ধান করিতে লাগিল। লোকে বলাবলি করিতে লাগিল—“বোধ হয় এই মেয়েটি পাগল হইয়া গিয়াছে, মৃতের আবার ঔষধ কি?”

সে কিন্তু কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া মৃত শিশু কোড়ে করিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গৃহ হইতে গৃহান্তরে ভ্রমণ করিতে লাগিল। এক বিজ্ঞ ব্যক্তি তাহাকে দেখিয়া ভাবিল—“বোধ হয়, মেয়েটির এইটিই প্রথম সন্ধান, তাই শোকাবগ্ন সম্বন্ধে না পারিয়া মূরিতেছে, আমি তাহার উপকার করিব।” এই ভাবিয়া তাহাকে বলিল—

“মা আমি মৃত লোকের পুনর্জীবন লাভের কোন ঔষধ জানি না বটে কিন্তু এক ব্যক্তি জানেন।”

“বাবা, কে জানে?”

“ভগবান মৃত জানেন, তাঁহার নিকট বাইরা জিজ্ঞাসা কর।”

সে বড় আশাবিত হইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—

‘ভক্ত, আপনি কি মৃত ছেলের পুনর্জীবন লাভের ঔষধ জানেন?’

“হু, জানি।”

“কিসের দয়াকর হয়?”

“একমুষ্টি সর্বপের দয়াকর।”

“ভক্ত, তাহাই আনিয়া দিব, তবে কিরূপ লোকের গৃহ হইতে আনিতে হইবে?”

“বাহার ঘরে কেহ কোন দিন মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই, তেমন লোকের ঘর হইতে আনিতে হইবে।”

সে মৃত শিশুটি অঙ্গে করিয়া গ্রামে প্রবেশ পূর্বক একজন লোকের ঘরে বাইরা জিজ্ঞাসা করিল—

“আমার ছেলের ঔষধ প্রস্তুত করিবার জন্য আমাকে একমুষ্টি সর্বপ দিতে পারিবে কি?”



“অনেক সর্ষপ দিতে পারি।”

“আমাকে এক মুষ্টি সর্ষপ দাও।”

গৃহস্থানী সর্ষপ লইয়া আসিলে সে জিজ্ঞাসা করিল—

“এই ঘরে কি কোন দিন কেহ মরিয়াছে?”

“কি বলিতেছ? আমার ঘরে জীবিতের চেয়ে মৃতের সংখ্যাই অধিক।”

“তাহা হইলে এই সর্ষপ আমার কাছে লাগিলে না।”

সে এইরূপে লারা গ্রাম ভ্রমণ করিয়াও কেহ মরে নাই তেমন ঘর খুঁজিয়া না পাইয়া সন্ধ্যার সময় চিন্তা করিল—

“অহো! আমি মনে করিয়াছিলাম, কেবল আমার ছেলেই মরিয়াছে; এখন দেখিতেছি, প্রত্যেক ঘরে জীবিতের সংখ্যা অপেক্ষা মৃতের সংখ্যাই অধিক।”

এইরূপ ভাবিয়া তাহার শোক হ্রাস প্রাপ্ত হইল। তখন সে মৃত দিগ্গট বনে ভ্রাম্য করিয়া বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইল। বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন—

“তুমি এক মুষ্টি সর্ষপ পাইয়াছ কি?”

“না, ভগ্নে, সমস্ত গ্রামে জীবিতের চেয়ে মৃতের সংখ্যাই অধিক; তজ্জন্তু আমি সর্ষপ আনি নাই।”

“তুমি মনে করিয়াছ, কেবল তোমারই ছেলে মরিয়াছে, কিন্তু তাহা নহে। মৃত্যু জগতের সাধারণ ধর্ম। সকল প্রাণীকেই মৃত্যু কবলে পড়িতে হইবে। তাহার হস্ত হইতে কাহারও নিত্য নাই।”

বুদ্ধের এই অমৃতবাক্যী শ্রবণে সে যোভাপত্তি বল লাভ করিয়া প্রবৃত্তা প্রার্থনা করিল। ভগবান তাহাকে চিত্তবৃত্তির কাছে পাঠাইয়া দিয়া প্রব্রজিত করাইলেন। সে উপসম্পদা লাভ করিয়া কিসা গৌতমী নামে খ্যাত হইল।

## কুণ্ডলকেশী

রাজহুহে একজন শ্রেষ্ঠীর রূপলাবণ্যবতী বোভনী এক যুবতী কন্যা ছিল। সাধারণতঃ এই বয়সের মেয়েরা পুরুষের সংসর্গ বড় ভালবাসে; এই হেতু তাহার মাতা-পিতা তাহাকে সম্ভ্রান্ত বিশিষ্ট একটি প্রাসাদের উপর ভলায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। একমাত্র দাসীহী তাহার পরিচর্য্য নিযুক্ত ছিল। সে পুরুষের মুখাবলোকন করিবার সুযোগ পাইত না।

একদিন শ্রেষ্ঠী-ভনয়া গবাক্ষের পাৰ্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময় নগর রক্ষকেরা একটি চোরকে ধরিয়া লইয়া বাইতে সে দেখিতে পাইল। দর্শন মাত্রেই সেই চোরের প্রতি শ্রেষ্ঠী-কন্যার আনন্দিব সঞ্চার হইল। সে অন্তোপায় হইয়া অনশনে শুইয়া বহিল। তাহার মাতা আসিয়া তাহাকে বলিল—“তোমার কি হইয়াছে?”

“মা, ‘চোর’ বলিয়া বাহাকে এখন ধরিয়া লইয়া গেল তাহাকে পাইলে আমি জীবন ধারণ করিব নচেৎ অনশনে মৃত্যু বরণ করিব।”

“ভেমন কথা মুখেও আনিও না। আশ্বাসের সম শ্রেষ্ঠীর যুবকের সঙ্গে তোমার বিবাহ দিব।”

“আমার অস্ত্র স্বামীর প্রয়োজন নাই। তাহাকে পাইলেই আমি জীবন ধারণ করিব, নচেৎ অনশনেই আমি প্রাণ ত্যাগ করিব বলিয়া মনে কর।”

শ্রেষ্ঠী-পত্নী মেয়েকে শাস্ত করিতে অসমর্থ হইয়া এই সংবাদ শ্রেষ্ঠীর কর্ণগোচর করিল। শ্রেষ্ঠীও অনেক চেষ্টা করিয়া মেয়েকে শাস্ত করিতে পারিল না। অবশেষে অসত্যমেহের বশবর্তী হইয়া অসত্য নগর রক্ষককে লহল টাকা উৎকোচ প্রদান করতঃ চোরকে মুক্ত করিয়া মেয়ে সম্ভ্রাদান করিল। শ্রেষ্ঠী-কন্যা এই হইতে লব্ধালিঙ্গারে ভূষিতা হইয়া স্বামীর সম্ভাব্য বিবানে নিবত্ত হইল। সে পরন্তেই পাক করিয়া তাহার অস্ত্র বাস্ত সাবলী প্রস্তুত করিতে লাগিল। চোর স্বামী করেকদিনের পর ভাবিল—

“ইহাকে হত্যা করিয়া এই অলঙ্কার রাশি অপহরণ পূর্বক বিক্রয় করিয়া সম্ভ্রাদান করিব।”

এই ভাবিয়া একটি উপায় স্থির করিয়া অনশন অবলম্বন করিল। শ্রেষ্ঠী-কন্যা সম্ভ্রভূতির সহিত জিজ্ঞাসা করিল—

“স্বামী, তোমার কি কোন অস্ত্র হইয়াছে?”

“না, আমার কোন অস্ত্র হয় নাই।”

“আমার মাতা-পিতা কি তোমার সঙ্গে কোন প্রকার ব্যবহার করিয়াছেন।”

“না করেন নাই। ভদ্রে, আমি কোটাল কর্তৃক ‘চোব’ বলিয়া ধৃত হওয়ায় দে তার পূজা মানত করিয়াছিলাম। সেই মানতের কলেই আমি মুক্ত হইতে পারিয়াছি এবং মৈব প্রভাবে তোমাকেও লাভ করিয়াছি। এখন আমি কিরূপে কার্য সমাধা করিব তাহাই ভাবিতেছি।”

“প্রাণেশ্বর, ভজ্ঞস্ত চিন্তা করিও না। কোন্ কোন্ নামগ্রীব আয়োজন করিতে হইবে, দয়া করিয়া আমাকে বল।”

“জলহীন পারল, খই ও পঞ্চবিধ পুষ্পেব প্রয়োজন।”

সে পিতা-মাতাকে বলিয়া সমস্তই সংগ্রহ করিয়া বলিল—

“উপকরণ প্রস্তুত হইয়াছে, চল, পূজা করিয়া আসি।”

“তাহা হইলে আমাদের সঙ্গে কেহ বাইতে পারিবে না, আমরা স্বামী স্ত্রী উভয়ে আমোদ প্রমোদে প্রেমালাপ করিতে করিতে গমন করিব। অতুলোক নদে থাকিলে আমাদের আমোদে বাধা পড়িবে। অতএব তুমি তোমার নমস্ত যু-বান অলঙ্কার ও মূল্যবান শাড়ী পরিধান কর।”

শ্রেষ্ঠী-কস্তা তাহার আদেশ পালন করিল। অনন্তর পূজোপকরণ সমূহ লইয়া উভয়ে এক ছবাবোহ পর্বতের দিকে বাজা করিল। পর্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইয়া সে শ্রেষ্ঠী-কস্তাকে বলিল—

“ভদ্রে, সমস্ত পূজোপকরণ তুমি বহতে লইয়া আমাব অঙ্গসঙ্গ কর।”

শ্রেষ্ঠী-কস্তা তাহার আদেশ পালন করিল। চোর তাহাকে লইয়া ‘চোব প্রপাত’ নামক এক ছবাবোহ পর্বতোপরি আরোহণ করিতে লাগিল। এই পর্বতের একপার্শ্ব দিয়া মল্লভেরা আরোহণ করিয়া অপর পার্শ্বে অপরাধীদিগকে প্রপাতে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। অপরাধী পতিত হইয়া খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যায়। এই হেতু পর্বতের নাম ‘চোর প্রপাত’ হইয়াছে। শ্রেষ্ঠী-কস্তা পর্বতোপরি আরোহণ করিয়া তাহাকে বলিল—

“স্বামি, পূজা সমাপ্ত কব।”

তজ্জ্বপে চোর নীরব রহিল। বারম্বার বলাতে চোব প্রত্যুত্তরে বলিল—

‘আমাব পূজার কোন প্রয়োজন নাই, তোমাকে প্রবঞ্চনা করিয়া এখানে আনিয়াছি।’

“বেন আমাকে প্রবঞ্চনা করিলে।”

“তোমার হত্যা কবিতা আভবগাদি আত্মশাস্তি করিবার জন্ত প্রবন্ধনা করিয়াছি।”

শ্রেষ্ঠী-কত্যা মৃত্যু ভরে ভীতা হইয়া বলিল—

“হামি, আমার অলঙ্কাররাশি কেন, আমিও ত তোমার-ই সম্পত্তি, কেন ওরূপ বলিতেছ ?”

সে নানাপ্রকারে অল্পময় বিনয় করিয়াও চোরেব সঙ্কল্পেব পরিবর্তন সাধন করিতে পারিল না। চোব তাহাকে হত্যা করিতে ক্রতসঙ্কল্প। শ্রেষ্ঠী-কত্যা আবার বলিল—

“হামি, আমাকে হত্যা করিলে তোমার কি উপকার হইবে? আমার অলঙ্কার রাশি লইয়া আমার প্রাণ দান কর। এই হইতে তোমাব স্ত্রী মৃত বলিয়া মনে কর। আমি দানীরাশে তোমার সেবা করিব।”

“আমি যদি তোমাকে মুক্তি প্রদান করি তাহা হইলে তুমি সমস্ত ঘটনা তোমার মাতা-পিতার নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলিবে। তখন তাহার আমাকে হত্যা করিতে সঙ্কল্পিত হইবে না। আমি তোমার কোন কথা শুনিতে চাই না। শীঘ্রই অলঙ্কারাদি দেহ হইতে খুলিয়া কেন।”

তদুত্তরে শ্রেষ্ঠী কত্যা ভাবিল—“মাতাপিতার অবাধ্য হইয়া দুরাত্মকে আত্ম-নমস্করণ কবিতা আমিযেই অপকার্য কবিয়াছি, তাহার ফল ভোগ করিতেহইতেছে। আমার এখন অন্য উপায় নাই। আমার ধৈর্যের সহিত প্রত্যাশপূর্ণমতিয় পরিচয় প্রদান করিতে হইবে। সে যেমন আমাকে প্রবঞ্চিত কবিতা এখানে আনিয়াছে, আমিও তাহাকে প্রবন্ধনা করিয়া তাহার প্রতিশোধ লইব।”—এইরূপ স্থির কবিতা তাহার পরম্পরাহারী দানীকে ক্রিয়ম ভালবাসার অভিনয় দেখাইয়া বলিল—

“স্বদেহের, তুমি বিনাদোবে ‘চোর’ বলিয়া ধৃত হইলে আমি আমার মাতা-পিতাকে অল্পময় করিয়া কোর্টালকে সহস্র টাকা উৎকোচ দিয়া তোমাকে মুক্ত করিয়াছিলাম। সেই হইতে আমি তোমাকে অন্তরেব সহিত ভালবাসিতেছি। আমার ক্ষুধ রহিল, আজ হইতে আমি আর তোমাব সেবা করিতে পাবিব না। প্রাণনাথ, অতএব আমাকে আলিঙ্গন প্রদান কর।”

এই প্রস্তাবে চোর সানন্দে সম্মত হইয়া দাঁড়াইল। তখন শ্রেষ্ঠী-কন্যা বারম্বার নমস্কার ও প্রদক্ষিণ করিবার ভান কবিতা তাহার পশ্চাৎভাগে গিয়া তাহাকে সজোবে গল্পের দিকে ধাক্কা প্রদান করিল। চোব বেগ সামলাইতে না পাবিতা গল্পেব পতিত হইয়া প্রাণ হাবাইল। তৎপর সে ভাবিল—

“আমি একাকী গৃহে বিরিগা গেলে মাতা-পিতা আমার স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। তখন তাঁহাদিগকে প্রকৃত কথা বলিলে তাঁহারা আমার নানারূপ তিরস্কার করিবেন। আমাকে সে অলঙ্কারের লোভে হত্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল একথা বলিলেও তাঁহারা বিশ্বাস করিবেন না; অতএব আমার গৃহে বাইবার কোন প্রয়োজন নাই।” এই ভাবিয়া সে অলঙ্কাররাশি গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়া অরণ্য প্রদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে একটি পরিব্রাজিকা আশ্রমে উপস্থিত হইল। অনন্তর নিরুপায় হইয়া পরিব্রাজিকাদিগকে বলিল—“অন্নগ্রহ করিয়া আমার প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।” পরিব্রাজিকারা তাহার শোচনীয় অবস্থা দর্শনে দয়াত্বে হইয়া প্রব্রজ্যা প্রদান করিল। সে কয়েকদিন পরে জিজ্ঞাসা করিল—“আপনাদের প্রব্রজ্যায় বিশেষত্ব কি?”

‘দশবিধ কৃত্রিম ভাবনা করিয়া ধ্যান লাভ করিতে হয় অথবা তর্কশাস্ত্র শিক্ষা করিতে হয়। এই দুইটির মধ্যে একটি শিক্ষা করাই আমাদের প্রব্রজ্যায় প্রদান উদ্দেশ্য।’

“পরিব্রাজিকে, ধ্যান করিবার মত বসন এখনও আমার হয় নাই, অতএব তর্কশাস্ত্রই আমি শিক্ষা করিব।”

পরিব্রাজিকারা তাহাকে বহুদিন ধরিয়া সূত্র প্রকার তর্কপ্রণালী শিক্ষা প্রদান করতঃ বলিল—‘এখন তুমি সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া তর্কশাস্ত্রে দক্ষ লোক আন্বেষণ কর।’—এই বলিয়া তাহার হস্তে একটি জব্বুত্বকের ডাল প্রদান করতঃ বিদায় দিয়া বলিল—

“যদি কোন গৃহী তোমাকে তর্কে পরাস্ত করিতে সমর্থ হয়, তবে তাহাকে স্বামীরূপে গ্রহণ করিবে; আর যদি কোন প্রব্রজিত তোমার পরাস্ত করিতে পারে, তবে তাহার বিব্রত গ্রহণ করিবে।”

প্রৌঢ়-দুহিতা সেই হইতে জব্বু পরিব্রাজিকা নামে অভিহিতা হইয়া তর্ক করিতে করিতে সর্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল। তাহার যুক্তিতর্কে অনেক স্বনামধন্য পণ্ডিতেরা পরাস্ত হওয়াতে, আশ্চর্যান্বিত রক্ষা করিবার জন্য তাহার আশ্রয়-বার্জা তুলিলেই তাকিকেরা আশ্রয়গোপন করিতে লাগিল। তর্কে তাহার সমকক্ষ লোক পাওয়া গেল না।

সে গ্রামে ভিক্ষার প্রবেশ করিবার সময় গ্রাম-দ্বারে বাসুকাদিগের উপর জব্বু-শাখাটি প্রোথিত করিয়া বলিয়া বাহিত—“যে আমার সঙ্গে তর্ক করিতে সমর্থ, সে এই জব্বু-শাখা উন্মোচন করুক।”

ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন সে প্রাবল্যেতে উপস্থিত হইয়া উক্ত নিয়মে শাখাটি প্রোথিত করিয়া ভিক্ষার্থে গ্রামে প্রবেশ করিল। তখন কয়েকজন বালক শাখাটি ঘিরিয়া দাঁড়াইল। শাবীপুত্র স্ববির ভিক্ষান্তে ফিরিবার সময় বালকদিগকে সেই অবস্থায় দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“এইটি কি?” বালকেরা তদন্তরে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। শাবীপুত্র বলিলেন—

“বালকগণ, তাহা হইলে এই শাখাটি তোমরা উত্তোলন কর।”

“ভগ্নে, আমাদেরও ভয় হইতেছে।”

“আমি-ই প্রথমে উত্তম প্রদান করিব, তোমরা শাখাটি উত্তোলন কর।”

বালকেরা শাখাটি তুলিয়া ফেলিতে উত্তম হওয়া যাত্রেই পরিব্রাজিকা ভিক্ষা হইতে প্রত্যাগত হইয়া তাহাদিগকে এক দিয়া বলিল,—“তোমরা কেন এতদূর করিতেছ? তোমাদের সঙ্গে আমার ভক্তের কোন প্রয়োজন নাই।” বালকেরা বলিল—“আর্য শাবীপুত্রের আদেশেই আমরা এতদূর করিতেছি।”

“ভগ্নে, আপনি কি আমার শাখাটি উত্তোলন করাইতেছেন?”

“হাঁ, ভয়ী।”

“তাহা হইলে আমার প্রথমে উত্তম প্রদান করুন।”

“তোমার ইচ্ছানুযায়ী প্রথম বলিলে তাহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।”

সে বড় উৎসাহের সহিত শাবীপুত্রের নিকট প্রথম জিজ্ঞাসা করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। এই সংবাদ শুনিয়া সমস্ত নগরবাসী উভয় পণ্ডিতের ভক্ত জনিবার জন্য সমিলিত হইল। পরিব্রাজিকা বলিল—

“ভগ্নে, আপনাকে কি প্রশ্ন করিতে পারি?”

“ভয়ী, যদি ইচ্ছা হয় জিজ্ঞাসা করিতে পার।”

সে লক্ষ্য প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। স্ববির সকল প্রশ্নের সহুত্তর প্রদান করিলেন। তদনন্তর শাবীপুত্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

“এইগুলিই কি তোমার প্রশ্ন না আরও জিজ্ঞাস্য আছে?”

“এই পর্যন্তই আমার জিজ্ঞাস্য, জিজ্ঞাসা করিবার আর কিছুই নাই।”

“তুমি আমাকে অনেক প্রশ্ন করিয়াছ, এখন আমি তোমাকে একটি প্রশ্ন করিতে চাই, উত্তর দিবে ত?”

“ভগ্নে, জিজ্ঞাসা করুন।”

“এক বলিতে কি বুঝায়?”

সে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বলিল,—“ভগ্নে, এইটা কিরূপ প্রশ্ন?”

“ভয়ি, ইহা বৃদ্ধ-প্রাণ।”

“ভক্তে, আমাকেও তাহা শিক্ষা প্রদান করুন।”

“যদি আমার স্ত্রী হও তবে শিক্ষা দিতে পারি।”

“তাহা হইলে আমার আপনাদের বিধানানুযায়ী প্রব্রজিত করুন।”

স্বয়ং ভিক্ষুগীর্দিকে বলিয়া তাহাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করাইলেন। তিনি তখন হইতে কুণ্ডলকেশী নামে অভিহিতা হইয়া অচিরে অবহত-ফল লাভ কবিলেন।

### উৎপলবর্ণা

জীবন্তীৰ্জনের মহা ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠের পবন রূপবতী একটি দুহিতা ছিল। তাহার শরীরের বর্ণ নীলবর্ণ উৎপল সদৃশ হওয়ার নাম বাধা হইয়াছিল উৎপলবর্ণা। সে ভাবতবর্ষে সৌন্দর্যের অস্ত্র ব্যাতি লাভ করিয়াছিল। ঘোড়শ বৎসর বয়সে পদার্পণ কবিলে, তাহার পাণিপীড়ন করিবার অস্ত্র অনেক বাজপুত্র ও শ্রেষ্ঠপুত্রেরা প্রস্তাব কবিতে লাগিল। তাহাকে বিবাহ কবিবার অস্ত্র লাগানিত নহে, লম্বা লোকদের মধ্যে এমন কেহ ছিল না। তখন তাহাব পিতা ভাবিল—“আমি একটি মেয়ের দ্বারা সকলের মনোবঞ্জন করিতে পারিব না। কাজেই বাহাতে কেহ মনঃকষ্ট না পায় আমাকে তেমন উপায় অবলম্বন কবিতে হইবে।” এইরূপ স্থির করিয়া একদিন উৎপলবর্ণাকে আহ্বান করিয়া বলিল—

“মা, এখন দেখিতেছি যে, তোমাকে লইয়া আমাদের এক বিভ্রাটে পড়িতে হইবে। তাই বলি, তুমি প্রব্রজিতা হইতে সমর্থ হইবে কি?”

পিতাব এই বাক্য তাহাব নিকট সিন্ধু ভৈল বক্তকে নিকন করাব স্ত্রায় বোধ হইল। তৎক্ষণে সে প্রসন্নমনে উত্তর দিল,—

“বাবা, তাহাতে আমি মানন্দে প্রস্তুত আছি।”

শ্রেষ্ঠ তাহাকে লইয়া বড় সমারোহের সহিত ভিক্ষুগীর্দেব আশ্রমে গমন পূর্বক প্রব্রজ্যা প্রদান করাইলেন। সে ‘ভেজক্কম্ম’ ভাবনা করিয়া অচিরেই অবহত-ফল লাভ করিল।

উৎপলবর্ণা একসময় জনপদ ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া অন্ধবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময় ভগবান বৃদ্ধ ভিক্ষুগণের অবগামিনী নিবেশ করেন নাই। তিনি অন্ধবনে একখানা পর্ণকূটীর প্রান্তে কয়লা বাস করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি শ্রাবস্তীতে ভিক্ষার গমন করিলে তাহার মাতুল-পুত্র নন্দ তাঁহার প্রত্যাগমনের পূর্বেই পর্ণশালায় প্রবেশ করিয়া মঞ্চের নীচে লুকাইয়া রহিল। উৎপলবর্ণা বধন প্রবেশিতা হন নাই ভবন হইতেই এই নন্দ তাঁহার প্রতি বড় আনন্দ ছিল। কিন্তু সে কোন প্রকারেই তাহার সুবাসনা চবিতার্ষ কবিত্তে সমর্থ হয় নাই। উৎপলবর্ণা ভিক্ষা হইতে প্রত্যাগমন করতঃ দ্রাব বন্ধ করিলেন। রোজ-তাপ হইতে আগমন হেতু পর্ণকূটীরের অভ্যন্তর অন্ধকাব বোধ হওয়ায় তিনি এ নবাবধমকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি মঞ্চ উপবেশন কবিত্তে না কবিত্তেই হঠাৎ নন্দ আসিয়া তাহাকে পাশবিকভাবে আক্রমণ কবিল। হুয়াচাৰ বারম্বার তাহার বাবা সঙ্গেও তাহার কাম-লালসা চরিতার্থ কবিল। অতঃপব সে পর্ণশালা হইতে বাহির হওয়া মাত্রই পৃথিবী তাহার পাগড়ার বহন কবিত্তে না পারিয়া তাহাকে জীবন্ত গ্রাস কবিল। সে মহাঅবীচি নরকে পতিত হইয়া অনন্তকাল পাপেব বন্ধ ভোগ কবিত্তে লাগিল।

এই বৃত্তান্ত উৎপলবর্ণা ভিক্ষুগণের নিকট প্রকাশ কবিলেন। ভিক্ষুগণা ভিক্ষুদের নিকট এবং ভিক্ষুরা ভগবানেব নিকট প্রকাশ কবিলেন। তজ্জবণে বৃদ্ধ ভিক্ষু-সভাকে সম্মিলিত করাইয়া বলিলেন—

“ভিক্ষুগণ, বতদিন পর্য্যন্ত পাপের বন্ধ পরিপন না হয় ততদিন পাপবাব্য বড় মধুর বোব হয়। কিন্তু বধন পাপের বন্ধ পরিপন হয় তখন দুঃখলোক অনন্ত দুঃখ ভোগ কবিত্তে থাকে।”

এক সময় সভামণ্ডপে লোকে বলাবলি কবিত্তে লাগিল—“বোধ হয়, অবহতেবাও কাম-সুখ উপভোগ করেন, না কবিত্তেই বা কেন, তাহাদেব দেহ ত আর ঐচ্ছ পদার্থ নহে, কাঁচা রক্ত মাংসেই গঠিত। কাজেই তাহারাও কাম ক্রীড়া জনিত সুখ অশ্রুতব কবিত্তা থাকেন।”

বৃদ্ধ তজ্জবণে বলিলেন—

“বাহাদেব ভূষণ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাবা কাম-সুখ ভোগ করেন না। পল্পপক্ষে বারিবিন্দু কিবা স্রোত্রে সর্বপ বেমল ভিত্তিতে পাবে না, তেমন কীণসবেবাও কাম-সুখে লিপ্ত হয় না।”

ভগবান একদিন রাজা প্রেনেদিকে বলিলেন—“মহারাজ, আমাব শ্রানন



ফুলগুচ্ছেরা যেমন মহাভোগরাশি ও জাতিগণ্য পরিভ্যাগ করিয়া প্রেরজিত হয়, তেমন ফুলফুমারীবাও প্রেরজিত হয়। অতএব বাহাতে দুর্বৃত্তেবা ভিক্ষুগীদের ব্রহ্মচর্যের অন্তরায় উপস্থিত করিতে না পাবে, তেমন ব্যবস্থা করুন।”

বাজা এই প্রভাবে সম্মত হইয়া নগরের একপ্রান্তে ভিক্ষুগী-সভেব বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সেই হইতে ভিক্ষুগীরা লোকালয়েই বাস করিতে লাগিলেন।

### রূপনন্দা

ইনি মহারাজ জম্বোদনের ঔরসে এবং মহাপ্রজাপতি গৌতমীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি একদিন চিন্তা করিলেন—“আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সিকার্থ বার্জৈশ্বর্য পরিভ্যাগ করিয়া জগৎপূজ্য বুদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র বাহুল কুমার, আমার আমি নন্দকুমার এবং মাতা গৌতমীও প্রেরজিতা হইয়াছেন। আমার সকল আত্মীয় বজনই প্রেরজিত হইয়াছেন, আমি একাকী গৃহে থাকিয়া কি করিব। অতএব আমিও প্রেরজিতা হইব।” —এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া ভিক্ষুগীদের আশ্রমে গিয়া প্রেরজিতা হইলেন। রূপনন্দা \* সেহ বশেই প্রেরজিতা হইলেন, প্রকার অথবা ধর্মান্ধবাসে নহে। তিনি অতি রূপবতী ছিলেন বলিয়া রূপনন্দা নামে অভিহিতা হইয়াছিলেন।

ভগবান সর্বদা “রূপ অনিত্য-দুঃখ-অনান্দা, বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার ও বিজ্ঞান অনিত্য-দুঃখ-সনাত্মা” —বলিয়া উপদেশ প্রদান করেন। রূপনন্দা এই কথা শুনিয়া বুদ্ধ তাঁহার রূপেরও নিন্দা করিবেন এই ভয়ে কখনও তাঁহার সমীপে গমন করিতেন না। শ্রাবস্তীবাসীবা পূর্বদিকে দান দিতেন এবং অশ্বপাশে সজ্জ বসন পরিধান করতঃ গচ্ছমালায়াদি হস্তে জেতবন বিহারে বাইরা ধর্ম প্রবণ করিতেন। সেই সময় ভিক্ষুগীরাও বাইরা ধর্মপ্রবণে নিরত থাকিতেন। সভা শেষে সকলে বুদ্ধের গুণ-কীর্তন করিতে করিতে চলিয়া বাইতেন। বুদ্ধকে দর্শনে চিত্ত প্রসন্ন হইত না, এমন প্রাণী জগতে খুব কমই ছিল। সৌন্দর্য্য গৌরবে অভিমানী ব্যক্তিরাও বাজ্রিংশ মহাপুরুষ লক্ষণে বিভূষিত বুদ্ধের স্বর্ণ-কাস্তি দেখে

---

\* ইহাব কাহিনী লইয়া মহাকবি অশ্বঘোষ সংস্কৃত ভাষায় সৌন্দর্য্যলক্ষ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

দেখিয়া প্রসন্ন না হইয়া থাকিতে পারিত না। অনবরত সকলে তাঁহার রূপের ও উপদেশের প্রশংসা করিত। সুন্দর স্তম্ভ-কীর্তনে সৰ্বদা দৃশ্যিত থাকিত।

সকলের মুখে সৰ্বদা সুন্দর স্তম্ভ-বর্ণনা শুনিয়া রূপনন্দা একদিন চিন্তা করিলেন—“সকলেই সৰ্বদা আমাব স্তোত্র ভাতার রূপ-স্তম্ভের প্রশংসা করিয়া থাকে। তিনি আমার রূপের নিন্দা করিলেও একদিনে কষ্ট করিতে পারিবেন, অভাব আমি একদিন ভিক্ষুগণের সঙ্গে খাইয়া এমন স্থানে অবস্থান করিব যে, তিনি যেন আমাকে দেখিতে না পান। আমি অন্তরালে থাকিয়া তাঁহার লবঙ্গ প্রাণসিত রূপ নমন করি। লেখিব এবং তাঁহার মধুর কণ্ঠ-নিঃসৃত উপদেশাবনী শ্রবণ করিব।” এই সকল কবিতা ভিক্ষুগণকে বলিলেন “অন্ত আমিও ধর্ম প্রবণ করিতে বাইব। ধর্মদেশনার সময় আমাকে আহ্বান করিবেন।”

ভিক্ষুগণ চিন্তা করিলেন—“দীর্ঘদিন পরে রূপনন্দার বৃদ্ধ বর্ণনের আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হইল, না জানি ভগবান ইহাকে উপলব্ধি করিয়া অস্ত বিরূপ ধর্ম-উপদেশ প্রদান করেন।”

ভগবান বৃদ্ধ ও তাঁহাকে রূপ পর্বে গবিতা দেখিয়া তাঁহার রূপভানিত পূর্ব চূর্ণ করিবার মানসে স্বচ্ছ প্রভাবে পরম রূপবতী রজ্যধর পরিহিতা সর্গালকার বিহুবিজা বোভাষ বর্ষা একটি যুবতীকে তাঁহার ব্যভনে নিয়তা রাখিলেন। সেই হৃদয় যুবতীকে বৃদ্ধ ও রূপনন্দা ব্যতীত আর যেন কেহ দেখিতে না পার ভেদন যোগবল প্রকটিত করিলেন।

রূপনন্দা বধ্যসময়ে ভিক্ষুগণের সঙ্গে বিহাবে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুগণের পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া বৃদ্ধকে বন্দনা কবিতা উপবেশন করিলেন। অনন্তর ভগবানের আপাদমস্তক স্বাভিঃশং মহাপুরুষ লক্ষণে প্রতিমণ্ডিত দেখিয়া দ্বিধ পূর্ণস্র গদ্য মুখাবলোকন করিবার সময় এক যুবতীকে ব্যভন নিয়তা দেখিতে পাইলেন। তদর্শনে তিনি নিজকে স্বাভঃশংসীর পার্শ্বে কাকের ছাড়া জ্ঞান করিলেন। যুবতীকে দর্শনান্তর স্বীয় রূপের প্রতি যে তাঁহার একটা অংকার ছিল তাহা বিচূর্ণ হইয়া গেল। ভগবান তাঁহাকে ঐ রূপ দর্শনে ভদ্র হেদিয়া ধর্ম দেশনা কবিতা করিতেই সেই স্বচ্ছ-নির্মিত যুবতীকে বিঃশতি বন্দন করনে পরিণতা করিলেন। তদর্শনে তাঁহার চিত্ত রূপ-দর্শনে দ্বিঃশি বিস্মিত হইল। ভগবান ক্রমে ক্রমে সেই যুবতীকে প্রোচা, বৃদ্ধা, ছয়াভীর্ণা, দৃষ্টহীন, স্তম্ভকণ্ঠ,

দণ্ডপদাঘা, কম্পিত কলেবরা এবং ব্যাধিগ্রস্তার পরিণতা করিলেন। তৎপর সেই যুবতীকে দণ্ড ও তালবুজ পরিত্যাগ করিয়া মহাশয়কে ভূতলে পতিয়া বীর মন-মুখে নিপুণ অবস্থায় পরিণতা করিলেন। তদ্বর্ণনে রূপনন্দার দেহের অসারতা সহজে জানের সন্ধান হইল। তৎপর ঐ যুবতীকে শবে পরিণতা করিলেন। ক্রমে সেই সব ফাঁদ হইয়া উঠিল, নয়টি ছিন্ন দিয়া কুন্দি বাহির হইতে লাগিল, কাক প্রভৃতি পক্ষীরা চঞ্চু বিস্ত করিয়া খাইতে লাগিল। রূপনন্দা দেহের এইরূপ পরিণাম দর্শনে ভাবিলেন—“এই পবন রূপ-লাবণ্যবতী যুবতী দেখিতে দেখিতেই ভয়া-ব্যাদি-মৃত্যু প্রাপ্ত হইল। আমার দেহের পরিণামও ত এইরূপ হইবে।” এইরূপ ভাবনার দ্বারা দেহ অনিত্য বলিয়া জাহার জ্ঞান-সঞ্চার হইল। অনিত্য-জ্ঞান হওয়ার সমস্ত লৌকিক বিকল্প দ্রব্য এবং অনাত্মা বলিয়াও জ্ঞান উৎপন্ন হইল। তখন ত্রিলোক জাহার নিকট প্রেরণিত গৃহবৎ এবং গ্রীবার আদর্শ মৃতদেহের চার প্রতীকমান হইল। চিত্র দণ্ডত ভাবনার নিরত হইল। ভগবান তদ্বর্ণনে রূপনন্দা বীর জ্ঞানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে অসমর্থ হইবে ভাবিয়া জাহার উপযোগী ধর্ম দেশনা করিয়া অবশেষে বলিলেন—

“নন্দে, উপহার ও বরণনীন এই পুণ্ড্রময় শবীর অবলোকন কর। এই পঁচা শরীরের প্রতি সজ্ঞানীরাই আসক্ত হয়।

“জীবিত দেহে ও মৃত দেহে কোন প্রভেদ পবিত্রিত হয় না। সব মৃত বলিয়া জ্ঞানের সঞ্চার হইলে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। দেহের অসারতা দর্শনকাব্যী ব্যক্তি সংসারের আসক্তি মুক্ত হইয়া চির শান্তি লাভ করে।”

রূপনন্দা এই অমৃতবর্ণী শ্রবণ করিয়া স্রোতাপতি বন লাভ করিলেন। জাহাকে মাঝে উচ্চ স্তরে উপনীত করিবার উদ্দেশে ভগবান পুনরায় বলিলেন -

“নন্দে, এই দেহে কিছুনাশ সাদ পদার্থ আছে বলিয়া ধারণা করিও না, এই পঁচা শরীরে সাদ বলিয়া কিছুই নাই। এই দেহ তিন শত অস্থি পত্র চাড়া নির্মিত বলিয়া ধারণা কর।”

এই উপদেশ শ্রুতিয়া রূপনন্দা অরহৎ-ফল লাভ করিলেন।

## রোহিণী

বৈশালীতে মহাখনশালী একজন কুলীন ব্রাহ্মণ বাস করিত। তাহার পত্নী রূপবতী রোহিণী নামে সৰ্ব্বগুণাযিতা একটি কন্যা ছিল। বর্ষন ভগবান বুদ্ধ বৈশালীতে বাস করিতেছিলেন তখন একদিন রোহিণী বিহারে যাইয়া বুদ্ধের অমৃতবাণী শ্রবণে শ্রোতাগুণ্ডি ফল লাভ করিল। এই হইতে সে মাতা-পিতার নিকট সৰ্বদা শাক্যপুত্রীয় ভ্রমণদেব গুণকীর্তন কবিত্তে লাগিল। কথার কথার ভ্রমণদেব প্রাশংসা করিত। শরনে, গমনে, উপবেশনে ও নৃপাধমানে অবস্থায় সৰ্বদা “ভ্রমণ” শব্দ তাহার মুখে উচ্চারিত হইত। তাহার মাতা-পিতার কিছু ঐ সব ভাল লাগিত না। তাহারা ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের পক্ষাবলম্বী লোক, তাই বুদ্ধ-শিষ্যদের প্রাশংসাবাদ তাহাদের নষ্ট হইত না। ব্রাহ্মণ কুপিত হইয়া একদিন কন্যা রোহিণীকে বলিল,—

“হে রোহিণী, তুমি হইবার সময়ও “ভ্রমণ” বলিতেছ, জাগ্রত হইবার সময়ও “ভ্রমণ” বলিতেছ, সৰ্বদা ভ্রমণদেব ও কীর্তনে রত হইয়াছ। তুমি ভ্রমণী হইবে কি ?

“রোহিণী, তুমি তাহাদিগকে ভ্রমণপানীর দ্বারা সেবা করিতেছ। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, ভ্রমণ তোমার এত প্রিয়গাঢ় হইবার কারণ কি ?

“বাহারা নিরুপা, আলস্তপবান, পরদত্ত ভোজী, পরদ্রব্য প্রত্যাপী এবং স্ববাহু বাণ ভোজনে রত তাহারা তোমার এত প্রিয়গাঢ় কেন ?”

তচ্ছবশে রোহিণী পিতাকে বলিল —

“পিতা, আমি কেন ভ্রমণচরবাণী বহুদিন পরে আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন। অত আমি তাহাদের প্রমত্তা শীল ও পবাক্রম সহ্য আপনাব নিকট কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিব।

“তাহারা কর্তব্য, আলস্তহীন, নির্ভাষণামী কর্তব্যমানে তৎপর এবং বাগ-যেব-মোহ পরিভ্যাগে নিরত আছেন। সেই জন্যই ভ্রমণগণ আমায় প্রিয়।

“সেই পবিত্র কর্ম্মের পাণ্ডেব দ্বিবিধ মূল বিরহঃ কবিত্তেছেন এবং তাহাদের সমস্ত গাণ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। সেই জন্যই ভ্রমণগণ আমায় প্রিয়।

“তাহাদের কারিক, বাচনিক ও মানসিক কর্ম্ম পবিত্র। সেই জন্যই ভ্রমণগণ আমায় প্রিয়।

“তীহারির অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ খোঁচ বিমল শব্দ সঙ্গত গুহ্যে পরিপূর্ণ। সেই জন্তই শ্রমণগণ আমার প্রিয়।

“তীহারি বহুপ্রভ, বর্ষবর, আর্ধ্য এবং স্তায় পঞ্চাত্তরাসী হইয়া হিতসাধক ধর্ম-উপদেশ প্রদান করেন। সেই হেতুই শ্রমণগণ আমার প্রিয়।

“তীহারির চিত্ত সমাহিত এবং তীহারি স্তুতিমান, দূরে গমনকারী, হিতবাদী এবং ঐক্যতা রহিত হইয়া দুঃখের অবসান অবগত হইয়াছেন। সেই জন্তই শ্রমণগণ আমার প্রিয়।

“তীহারি যেই গ্রাম হইতে প্রস্থান করেন সেই গ্রামের দিকে অবলোকন করেন না—প্রত্যাশা না কবিরাই গমন করেন। সেই হেতুই শ্রমণগণ আমার প্রিয়।

“তীহারি কোন সামগ্রী সঞ্চয় করিয়া রাখেন না, রক্ষণ করিয়া ধাতু আহার করেন না এবং ভিক্ষালব্ধ বস্তু দ্বারা জীবন বাপন করেন। সেই হেতুই শ্রমণগণ আমার প্রিয়।

“তীহারি বর্ণ-রোপ্য গ্রহণ করেন না, ভিক্ষালব্ধ আহাৰ্য্য দ্বারা জীবন অভিযাহিত করেন। সেই হেতুই শ্রমণগণ আমার প্রিয়।

“তীহারি নানাংশ এবং নানা প্রদেশ হইতে প্রব্রজিত হইলেও পরস্পর পরস্পরকে স্নেহ করেন। সেই জন্তই শ্রমণগণ আমার প্রিয়।”\*

তচ্ছবশে ব্রাহ্মণ প্রসন্ন হইয়া বলিল—

“মা রোহিণী, তুমি আমাদেব মঙ্গলের জন্তই বুদ্ধ ধর্ম ও সঙ্ঘের প্রতি তীব্র প্রদীপ্তাঙ্গ হইয়া আমাদেব গৃহে জয়গ্রহণ করিয়াছ।

“তুমিই প্রকৃত পুণ্যক্ষেত্র কাহাকে বলে তাহা অবগত আছ। অতএব আমিও তীহারিকে পূজা করিব।”

“এই অচ্যুত পুণ্যক্ষেত্রে দান দিলে মহাবল প্রসব করিবে। যদি চুপকৈ ভয় করেন, হৃৎকণ্ঠে যদি আপনায় অপ্রিয় হয়, তবে বুদ্ধ ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করুন।”

“আমি বুদ্ধ ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণ এবং শীল সমূহ গ্রহণ করিলাম। তাহা আমার হিত স্বধাবহ হইবে।”

\* নানাকুলা পম্পজিতা নানাকলগমেহি চ,

অত্র একত্রঃ প্রঃ সিংহস্তি তেন মে সমগা গিয়া।

রোহিণী পিতাকে শ্রমণদের একশ গুণ বর্ণনা পূর্বক বৃক্ষ-ধর্ম প্রবেশ করাইয়া স্বয়ং ভিক্ষুণী সত্ত্ব প্রবেশ করিলেন এবং অচিবেই কস্মিন্থান ভাবনায় রত হইয়া অরহৎ-ফল লাভ করিলেন। পরে তাঁহার পিতাও সংসারের নশ্বরতা উপলব্ধি করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণান্তর অরহৎ-ফল লাভ কবিয়া আনন্দে তদয় হইয়া একদিন বলিয়া উঠিলেন—

“আমি পূর্বে ব্রহ্ম বধু মাত্র ছিলাম। এখন কিন্তু প্রকৃত ব্রাহ্মণ এবং ত্রিবিণ্ড পারগ প্রোজিষ হইলাম।”



চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উপাসক-সঙ্ঘ

বিধিসার

সিদ্ধার্থ কুমার প্রব্রজিত হইয়া ‘অহগির’ নামক আশ্রয়কান্দে সপ্তাহ কাল অভিবাহিত কন্তঃ ত্রিংশ বোজন পথ পদব্রজে অভিজ্ঞান করিয়া বিধিসাবে \* রাজধানী রাজগৃহ নগরে উপস্থিত হইলেন। অতঃপব ডিঙ্গা-পাজ হস্তে নগরে প্রবেশ করিলেন। সমস্ত নগরবাসী তাঁহার রূপ লাভণ্য দর্শনে, ধনপাল হস্তী রাজগৃহে প্রবেশ করিবার সময় তদ্বেশবাসীর বেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল, অহব-রাজ দেবপুরে উপস্থিত হইলে দেবতাদের বেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল, আজ রাজগৃহ নগরবাসীরও তদ্রূপ অবস্থা হইল। তাহারা বিশ্বে একেবারে অভিজুত হইয়া পড়িল। তদর্শনে রাজ-কর্মচারীরা রাজা বিধিসারের নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল—

“দেব, রূপ মাধুরীতে সমস্ত নগরবাসীদিগকে বিমোহিত করিয়া এক অপরূপ ব্যক্তি নগরে ঘায়ে ঘায়ে ডিঙ্গা অঘেষণে ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি মানব, না দেবতা আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।”

রাজা প্রাসাদের উপর হইতে সন্ন্যাসীবেশে আগন্তক নবীন যুবকের নয়নাভিরাম স্রোতির্ময় শবীর দেখিয়া আশ্চর্য্যাবিত হইয়া পড়িলেন। তখন কর্মচারীদিগকে আদেশ করিলেন—

“এই ব্যক্তি কে, বাইরা দেখ। অমল্ল হইলে তোমাদিগকে দর্শন কবা মাজ নগর হইতে অন্তর্হিত হইয়া বাইবে। দেবতা হইলে উড্ডীয়মান হইয়া আকাশেব দিকে প্রস্থান কবিবে। নাগরাজ হইলে ভূমিতে নিমগ্ন হইয়া বাইবে। যদি মানব হয়, তবে ডিঙ্গানকু মিশ্রিত অন্ন ভোজনে বৃত্ত হহবে।”

---

খৃষ্টপূর্ব ৬৪২ অব্দে মগধে শিশুনাগ বংশ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তৎবংশীয় রাজা “বিধিসার” ৫০৭ হইতে ৫৮৫ খৃষ্ট পূর্বাব্দ পর্য্যন্ত মগধে রাজত্ব করেন।

নবীন সন্ন্যাসী মিশ্রিত ঝাঞ্চ সংগ্রহ পূর্বক ‘হইয়া আমার পক্ষে পর্যাপ্ত’—এই ছিন্ন করিয়া নগর হইতে বাহির হইয়া পাণ্ডব \* পরর্ত্তবে ছায়ায় পূর্বাভিমুখী হইয়া উপবেশন করতঃ আহাব কবিত্তে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় তাঁহার অন্ন উন্টিয়া মুখ দিয়া বাহির হইবার উপক্রম হইল। তিনি ঐরূপ কদম আহার করা হুবে থাকুক কোন দিন চক্ষেও অবলোকন করেন নাই। এরূপ অশ্লীলত্ব ঝাঞ্চ দর্শনে স্রিয়মান না হইয়া তিনি নিজকে নিষ্ঠে উপদেশ দিয়া বলিতে লাগিলেন—

“সিদ্ধার্থ, তুমি অন্ন পানীয় স্নান ভাজ-বংশে ভ্রম গ্রহণ করিয়াছিলে। তিন বৎসরের পুরাতন ভ্রমকি চাউলের অন্ন এবং ব্রহ্মবৃত্ত হুবাদ ব্যভ্রন তোমার ব্রহ্মনার তৃপ্তি সাধন করিত। একদিন উত্তান ভ্রমণের সময় তুমি ছিন্ন ভিন্ন কোপিন ধারী এক সন্ন্যাসীকে দর্শন করিয়া চিন্তা কবিয়াছিলে,—‘আমি কখন এই ব্যক্তির দ্বারা চীর ধারণ করতঃ ভিক্ষাপাত্র হস্তে লোকের দ্বারে দ্বারে পর্যটন করিয়া ভিক্ষা কবিব?’ এইরূপ চিন্তা করিয়াই তুমি ব্রহ্মা সদৃশ পিতা, মাতামা বিমাতা, প্রাণপ্রিয়া স্ত্রী, সন্তা প্রমত্ত কুহুম কোমল তনয় এবং দেববাহিত্তি রাজ সিংহাসনের মায়া চিরভয়ে বিসর্জন দিয়া দীন বেশ ধারণ করতঃ বাহির হইয়া আসিয়াছ। এখন মিশ্রিত কদম দর্শনে স্রিয়মান হওয়া তোমার শোভা পায় কি?”—এইরূপে নিজকে দিক্কার দিয়া মিশ্রিত আহাব্য আহার করিতে লাগিলেন।

রাজ-কর্মচারীরা এই সংবাদ রাজাকে গিয়া নিবেদন করিল। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া নবীন সন্ন্যাসীর সকাশে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহাকে বাজস্র প্রদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তৎক্ষণে সিদ্ধার্থ বুঝার বলিলেন—“মহারাজ, কাম্য বস্ত্র ভোগের ইচ্ছা আমার নাই। আমার বাঈস্রব্যের অভাব ছিল না, কিন্তু তাহা আমাকে চির শান্তি প্রদান করিতে পারে নাই; তাই ঐ সব আমি মনের দ্বারা পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। তুমি কয় সাধন করিয়া বুদ্ধ লাভ করাই আমার আকাঙ্ক্ষা।” রাজা বিম্বিসার বান্ধবর তাঁহাকে বিবর-ভোগে আকৃষ্ট কবিত্তে অসমর্থ হইয়া অবশেষে বলিলেন—“আপনাকে অনেক চেষ্টা করিয়াও সফলচ্যুত করিতে পারিলাম না। আমার প্রার্থনা, আপনি বুদ্ধ প্রাপ্ত হইয়া প্রথমেই

\* বর্ত্তমান রত্নগিবি বা বরুণ - বিহার প্রদেশ।



আমার রাজ্যে পদার্পণ করিলে আমি কৃতার্থ হইব।” বোধিসত্ত্ব তাহাতে নম্র হইলেন।

\* \* \* \* \*

ছয় বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ একদিন মহা ভিক্ষু-সঙ্ঘ পরিবৃত্ত হইয়া বিহিসারের ছয় বৎসর পূর্বের প্রার্থনাচর্যারি সিদ্ধার্থ কুমার বুদ্ধের প্রাপ্ত হইয়া রাজগৃহেব বসিবনে \* আশ্রিত উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে ‘সুপ্রতিষ্ঠিত’ নামে একটি চৈত্য ছিল, তথায় তিনি অবস্থান করিতে লাগিলেন।

মগধ-রাজ বিহিসার স্বীয় মালাকারের নিকট অবগত হইলেন যে,—“শাক্যকুল হইতে প্রেরিত শাক্যপুত্র ভ্রমণ গোঁতম রাজগৃহে উপস্থিত হইয়া বসিবনোক্তানের ‘সুপ্রতিষ্ঠিত’ চৈত্রে অবস্থান করিতেছেন।”

তচ্ছরণে মগধ-রাজ এক লক্ষ বিশ সহস্র মগধদেশীয় ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিদিগকে সঙ্গে কথিয়া বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া বন্দনা করতঃ একপার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। উপস্থিত জনতার মধ্যে কেহ বন্দনা করিল, কেহ কুশল প্রদান জিজ্ঞাসা করিল, কেহ বুদ্ধের দিকে কৃতান্তলি হইল, কেহ বুদ্ধকে স্বীয় নাম গোজ দ্বারা পরিচয় প্রদান করিল এবং কেহ বা নীরবে বলিয়া রহিল। তখন বুদ্ধ তাহাদের অবস্থানবাহারী ধর্ম-উপদেশ প্রদান করিলেন। তাহা শুনিয়া বিহিসার আদি একলক্ষ দশ সহস্র লোকের বিবজ-বিমল প্রজ্ঞা-চক্ উন্নীলিত হইল। অবশিষ্ট দশ সহস্র লোক জিশরণাপন্ন উপাসকরূপে দীক্ষিত হইল।

বিহিসার বুদ্ধের দীক্ষিত হইয়া বলিলেন—“ভগ্নে, অভিবিক্ত হইবার পূর্বে আমার পাঁচটি কামনা ছিল, তাহা আজ পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। তখন আমার প্রথম কামনা ছিল, রাজ্যে অভিবিক্ত হওয়া, দ্বিতীয় কামনা ছিল,—আমার রাজ্যে বুদ্ধের পদার্পণ, তৃতীয় কামনা ছিল,—তাঁহার সেবা কবা, চতুর্থ কামনা ছিল,—তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করা এবং পঞ্চম কামনা ছিল,—তাঁহার ধর্ম বধার্থরূপে অবগত হওয়া। অতঃপর আমার পাঁচটি কামনা পূর্ণ হওয়ার মানব-জন্ম ধারণ সার্থক হইল বলিয়া মনে করিতেছি।

‘ভগ্নে, বড় আশ্চর্য। ভগ্নে, বড় অদ্ভুত ॥ আপনি যেন অধঃমুখী পাতা উর্দ্ধমুখী, আচ্ছন্নকে বিবৃত, যুদ্ধকে শান্ত প্রদর্শন এবং অন্ধকারে তৈল-প্রদীপ ধারণ করিলেন। যেমন, চক্ষুমান রূপ দেখিতে পায়, ভগ্নবান ভেদন অনেক প্রকারে

ধর্ম-উপদেশ প্রদান করিলেন। আমি বুদ্ধ-বর্ষ-সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ কবিনাম। অস্ত্র হইতে আমাকে অস্ত্রনিবন্ধ শবণাগত উপাসক বলিয়া মনে করুন। ভস্কে, আগামীকলোর জন্ম ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।” বুদ্ধ যোনাবলধনে স্বীকৃতি প্রাপন কবিলেন।

রাজা বিহিগার তাঁহাকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ কবিয়া প্রস্থান কবিলেন। পবদিন বৎসরসহ সহস্র ভিক্ষু সমভিব্যাহাবে ভগবান বুদ্ধ রাজ-প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া আরাব কৃত্য শেষ কবিলেন। তখন রাজা বিহিগার নগর হইতে নাতিদূর নাতি সন্ন্যাস, দর্শনার্থীর গমনাগমন স্বরূপ, দিবসে অধিক জনতাশূন্য, রায়ে শব্দ বিরহিত, নাগবিকের কোলাহল বর্জিত, নির্জন বাসের উপযুক্ত বেগুন নামক প্রমোদ-উদ্যান বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘকে বাস বদিবাব ভক্ত দান কবিলেন। বুদ্ধ দান গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ধর্ম-উপদেশ প্রদানে আপ্যায়িত কবিয়া ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ প্রস্থান করিলেন। এই হইতে বুদ্ধ ভিক্ষু-সঙ্ঘকে বিহার গ্রহণ করিবার ভক্ত অত্মমতি প্রদান কবিলেন।

### অনাথপিণ্ড

এক সময় ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহের ‘সীতবনে’ বাস করিতেছিলেন। সেই সময় অনাথপিণ্ড শ্রেষ্ঠী জীবন্তী হইতে কোন বার্ঘ্যোপলক্ষে রাজগৃহে তাঁহার ভ্রমগতি ও শ্রালক রাজগৃহ শ্রেষ্ঠী গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজগৃহ-শ্রেষ্ঠী ও অনাথপিণ্ড শ্রেষ্ঠী সম্পর্কে পরস্পর ভ্রমগতি হইতেন।

যেই দিন অনাথপিণ্ড তাঁহাব স্বস্তর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাহার পব দিবসের জন্ম বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘ সেই বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ভক্তজ্ঞ রাজগৃহ-শ্রেষ্ঠী কর্ণচাবীদিগকে আদেশ দিলেন, “তোমরা প্রত্যয়ে উঠিয়া বসাত, অন্ন এবং ব্যস্তন প্রস্তুত কবিও।” অনাথপিণ্ড শ্রেষ্ঠী চিন্তা কবিলেন, — “পূর্বে আমার আগমনে এই শ্রেষ্ঠী সমস্ত কাজ-বর্ষ ত্যাগ কবিয়া আমার অভ্যর্থনার বত হইতেন। কিন্তু আজ তিনি ব্যস্তভাবে কর্ণচাবীদিগকে আদেশ দিতেছেন, — ‘তোমরা প্রত্যয়ে উঠিয়া বসাত, অন্ন ও ব্যস্তনাদি প্রস্তুত কবিও।’ তাঁহাকে বেরূপ ব্যস্ত দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হইতেছে তাঁহাব বাড়ীতে আগামীকল্য বিবাহ বিধা বজ্র সম্পাদিত হইবে

অথবা রাজা বিধিমাৰ সৈন্ত সামন্ত সহ নিমজ্জিত হইরাছেন। এই তিনটির মধ্যে কোনটী বে সম্পাদিত হইবে কিছুই-ত আমি বুঝিতে পারিতেছি না।”

রাজগৃহ শ্রেষ্ঠী কর্মচারীদিগকে স্ব-স্ব কার্য সম্পাদনেব জন্ত আদেশ দিয়া অনাধিপিশুদেব নিকট আগমন করতঃ সাদব সম্ভাষণ পূর্বক উপবেশন করিলেন। তখন কুশল প্রসান্তব অনাধিপিশুদ তাঁহাকে বলিলেন—

“হে গৃহপতি, আমি পূর্বে আপনার বাড়ীতে উপস্থিত হইলে আপনি সমস্ত কাজ-কর্ম পরিত্যাগ কবিয়া আমার অভ্যর্থনায় বসত হইতেন, আজ তাহার ব্যতিক্রম দেখিতেছি কেন? আপনার বাড়ীতে বোধ হয় ... .?”

“গৃহপতি, আমার বাড়ীতে বিবাহ হইবে না, রাজা বিধিমাৰও নিমজ্জিত হন নাই, কিন্তু আগামীকাল্য আমার বাড়ীতে একটি মহা বজ্র সম্পাদিত হইবে। আগামী কল্যের জন্ত বৃদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সভ্যকে আমি নিমন্ত্রণ কবিয়াছি। এই জন্ত কাজে ব্যস্ত থাকার আপনাকে বধাসময় আমি অভ্যর্থনা করিতে পারি নাই।”

“গৃহপতি, আপনি ‘বুদ্ধ’ বলিতেছেন।”

“হাঁ, আমি ‘বুদ্ধ’ বলিতেছি।”

“গৃহপতি, আপনি ‘বুদ্ধ’ বলিতেছেন।”

“হাঁ, আমি ‘বুদ্ধ’ বলিতেছি।”

“গৃহপতি, ‘বুদ্ধ’ এই শব্দও জগতে বড় দুর্লভ। তাই, এখন কি তাঁহাকে দেখিতে পাইব?”

“গৃহপতি, এখন অধিক রাজি হইরাছে। তিনি নগরের বহির্ভাগে অবস্থিত ‘জীতবনে’ বাস করিতেছেন। এখন সেখানে গমন করিলে তাঁহার দর্শন পাওয়া যাইবে না। কাল্য প্রভাতে যাইয়া দর্শন করিয়া আসিবেন।”

অনাধিপিশুদ অগত্যা ‘কাল প্রভাতে বুদ্ধকে দেখিতে যাইব।’—এইরূপ বৃদ্ধ সম্বন্ধীয় স্মৃতি জাগ্রত রাখিয়া শয়ন করিলেন, কিন্তু নিদ্রা আসিল না, কেবল কখন প্রভাত হইবে এই চিন্তায় ছটফট কবিত্তে লাগিলেন। একবার নয়, দুইবার নয়, তিনবার বাহিবে আসিয়া প্রভাত হইরাছে কিনা দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু আব হিব থাকিতে না পারিয়া পূর্বাকাশ অরণ্যমাগে বসিত হইবার পূর্বেই শয্যা ত্যাগ করিয়া নগর দ্বারে উপস্থিত হইলেন। দ্বারপাল সম্ভ্রান্ত লোক দেখিয়া বিশেষতঃ রাজার উপাস্ত বুদ্ধের নিকট যাইতেছেন শুনিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। তিনি নগরদ্বার দিয়া বাহিরে কিয়দূর যাইতে না যাইতেই

জল পক্ষের চন্দ্র অতিমিত হইল, বসুন্ধরা গাচ অন্ধকারে আবৃত হইল। তাহাতে অনাথশিশুদের শরীর বোঝাফিত হইয়া গেল। তিনি ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে অন্ধকারে হাততাইতে হাততাইতে 'নীতবনে'—বুকের বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন।

তখন করুণাময় ভগবান বুদ্ধ উন্মুক্ত প্রাণে পাদচারণ করিতেছিলেন। তিনি অনাথশিশুদকে দ্ব্য হইতে দেখিতে গাইরা আসনে উপবেশন করতঃ অনাথ-শিশুদকে তাঁহার শিশুদত্ত নামে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“স্বদত্ত, আগমন কর।”

অনাথশিশু চিন্তা করিলেন—“আমার এই শিশুদত্ত ‘স্বদত্ত’ নাম ত আমি খ্যাতীত কেহ জানে না। আমি জনসমাজে অনাথশিশুদ নামেই পরিচিত। বুদ্ধ নিশ্চয়ই সন্দেহ, তাই তিনি আমার প্রকৃত নাম জানিতে পারিয়া ঐ নামেই আহ্বান করিলেন।” —এইরূপ চিন্তা করিয়া ভক্তিতে তন্ময় হইয়া বুদ্ধের চরণে মস্তক নত করতঃ বলিলেন—

“ভগ্নে, আপনার স্থনিজ্ঞা হইয়াছে ত ?”

বুদ্ধ বলিলেন—

“বাহার বন্ধন শিথিল হইয়াছে, যিনি দোষমুক্ত হইয়াছেন এবং যিনি কাহ-  
-ভোসে নির্লিপ্ত সেই নির্বাণ প্রাপ্ত ব্রাহ্মণের সর্বদা স্থনিজ্ঞা হইয়া থাকে।

“যিনি আসক্তি সমূহ ছিন্ন করিয়াছেন, বাহার স্বদয় হইতে ভয় বিদূরিত হইয়াছে, বাহার চিত্ত চিরশান্তি লাভ করিয়া উপশান্ত হইয়াছে তাঁহার স্থনিজ্ঞা বিয় হয় না।”

বুদ্ধ অনাথশিশুদকে তাঁহার চিত্তের অবস্থাপ্রায়ী দান-শীল-বর্গ এবং কামভোগের অপকারিতাদি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলেন। তজ্জবণে পরিষ্কৃত চন্দ্র বজ্র যেমন সুরঞ্জিত হয় তেমনি অনাথশিশুদের সেই স্থানেই বিবজ্র বিমল ধর্ম-চক্ষু উৎপন্ন হইল। তিনি বুদ্ধের ধর্ম সম্বন্ধে সম্বোধন, বাদ-বিবাদ বহিত হইয়া বুদ্ধকে নিবেদন করিলেন—

“ভগ্নে, বড় আশ্চর্য্য। ভগ্নে, বড় অদ্ভুত ॥ যেমন অধঃস্থীকে উর্দ্ধস্থী, আচ্ছাদিতকে নিবৃত্ত, মূঢ়কে সাক্ষাৎ প্রদর্শন, অন্ধকারে তৈল-প্রদীপ ধারণ করিলেন যেন চক্ষুমান রূপ দেখিতে পার, তেমনি ভগবান অনেক প্রকারে ধর্ম প্রকাশ করিলেন। আমি বুদ্ধ-ধর্ম-সত্যের গরণ গ্রহণ করিতেছি। অতঃ হইতে আমাকে অজ্ঞানবন্ধ উপাসক বলিয়া মনে করুন। ভগবান, আগামী-কালের জন্য ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ আমাব নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।”

ভগবান মৌনাবলম্বনে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তখন অনাথপিণ্ড তাঁহাব নীকৃতি জ্ঞাত হইয়া আসন ত্যাগ করতঃ তাঁহাকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

রাজগৃহ-শ্রেণী এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া অনাথপিণ্ডকে বলিলেন—“গৃহপতি, গুণিলাম, আগনি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘকে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন। আপনি আমার অতিথি, এই হেতু আমি আপনাকে অর্থ সাহায্য কবিব। তদ্বারা আপনি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘের আহাৰ্য্যেব্য ব্যয় নির্বাহ কৰিতে পাৰিবেন।”

“না, গৃহপতি, আমার নিকট অর্থের অভাব নাই; তদ্বারাই বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘেব্য আহাৰ্য্যেব্য ব্যয় নির্বাহ কৰিতে সমর্থ হইব।”

অনাথপিণ্ড রাজগৃহ-শ্রেণীকে ডবনে খাও ভোজ্য প্রস্তুত কৰিয়া বাজি প্রভাত হইলে বুদ্ধের নিকট গমনান্তর নিবেদন কৰিলেন,—

“ভক্তে, খাও ভোজ্য প্রস্তুত হইবাছে, সময় হইলে আগমন কৰুন।”

যথা সময় বুদ্ধ ভিক্ষু-সঙ্ঘ সমভিব্যাহারে রাজগৃহ-শ্রেণীর ডবনে উপস্থিত হইলেন। অনাথপিণ্ড তাঁহাঙ্গিকে আহাৰ্য্য-দ্রব্যাদি বহুতে পরিবেশন কৰিলেন। আহাব সমাপ্ত হইলে অনাথপিণ্ড বুদ্ধকে আগামী বর্ষা শ্রাবস্তীতে বাশন কবিবাব নিমিত্ত নিয়ন্ত্রণ কৰিলেন। বুদ্ধ বলিলেন—

“গৃহপতি, শ্রুতগারে তথাগত বিহাব করেন।”

“ভগবন, আমি তাহা অবগত আছি, হুগত, তাহা আমি জানি।”

অনাথপিণ্ডের অনেক আত্মীয় স্বজন ছিল। তিনি কিছু বাচঞ কৰিলে ‘দিব না’ এক কাহাবও মুখ দিয়া বাহিব হইত না। তিনি রাজগৃহে তাঁহার কর্তব্য কার্য সমাপ্ত কৰিয়া শ্রাবস্তী অভিমুখে বাজা কৰিলেন। পথে বাহাৱ পথে বাহাৱ সঙ্গে দেখা হইল তাহাকেই বলিলেন,—“বদ্ধ, জগতে বুদ্ধ উপন্ন হইয়াছেন। তাঁহাব জন্ত বিহাব প্রতিষ্ঠা কৰ। তাঁহাকে আমি শ্রাবস্তীতে আসিবাব জন্ত নিয়ন্ত্রণ কৰিয়াছি। তিনি এই বাতা দিয়াই আগমন কৰিবেন।” তাহাৱা অনাথপিণ্ড দাবা আধিষ্ট হইয়া বিহাৱ প্রতিষ্ঠা ও দানীৱ সামগ্রী সঞ্চয় কৰিতে লাগিল।

অনাথপিণ্ড দ্বাশময় শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হইয়া শ্রাবস্তীৰ চতুর্দিকে ভ্রমণ কৰিয়া বুদ্ধেব বাশস্থানেব জন্ত নগৰ হইতে নাতিদূৰ, নাতি সমীপ, দৰ্শনাৰ্থীৱ গমনাগমন স্বকৰ, দিবসে নির্জন, বাত্রে কোলাহল বৰ্দ্ধিত, মুক্ত বাতাস সম্পন্ন, মল্লস্থ সংসর্গ বহিত এবং ধ্যান কবিবাব উপযুক্ত স্থান অন্বেষণ কৰিতে

নাগিলেন। তিনি বহু অল্পসঙ্কান কবিতা উক্ত গুণবাশি সমন্বিত স্থান একমাত্র জেতুমার নামক বাজপুত্রেব প্রমোদ উত্তান ব্যতীত আব কোথাও দেখিতে পাইলেন না। তখন শ্রেষ্ঠী রাজকুমারের নিকট গমন কবিতা বলিলেন,—  
“কুমার, ভগবান বুকেব বাসের নিমিত্ত আমি একখানা বিহার প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, ঐ স্তম্ভ আপনাব প্রমোদ উত্তানটি উপযুক্ত মূল্যে আমাকে প্রদান করুন।”

সেই প্রমোদ-কানন স্তম্ভপরিবাবের বড় প্রিয় ছিল। তজ্জন্ত তিনি ভগবান বুকেব স্তম্ভ বলিলেও তাহা বিক্রয় করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। বাবহার অল্পরক হওয়াতে বিক্রয় না কবিতার ছননা বদিয়ে জেতুমার অসম্ভব মূল্য চাহিয়া বলিলেন। তিনি বলিলেন—

“শ্রেষ্ঠী, সমস্ত উত্তান স্বর্ণ-মুদ্রা দ্বাৰা আবৃত কবিত্তে বত মুদ্রাব প্রদোষন, ততগুলি স্বর্ণমুদ্রা মূল্য স্বরূপ প্রাপ্ত হইলে আমাব উত্তান আপনাকে প্রদান করিতে পারি, নতুবা দিতে পারিব না।”

“কুমার, আপনাব প্রার্থিত মূল্য প্রদান কবিতা উত্তান গ্রহণ কবিত্তে আমি প্রস্তুত আছি।”

“শ্রেষ্ঠী, আমাব উত্তান আপনাকে কোন রকমেই দিতে পারি না।”

বাববাব এই কথা বলাতে অনাথপিণ্ড রাজ-অমাত্যেব নিকট অভিযোগ উপস্থাপন কবিলেন। সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ কবিতা মহামাত্য (বিচারপতি) যুবরাজকে বলিলেন,—“বাজকুমার, আপনি যখন মূল্য নির্দিষ্ট কবিতা দিচ্ছিলেন, তখনই শ্রেষ্ঠী কর্তৃক উত্তান গৃহীত হইয়াছে।”

অনাথপিণ্ড শকটপূর্ণ স্বর্ণমুদ্রা আনিয়া জেতুমারের সমস্ত প্রমোদ উত্তানে বিতাবিত কবিতা দিলেন। প্রথম বাবে আনীত স্বর্ণমুদ্রার সমস্ত উত্তান ঢাকিয়া অল্প স্থানে লুপ্ত হইল না। তিনি গুনরায় কর্মচারীদিগকে আদেশ কবিলেন,—  
“বাও, আবও স্বর্ণমুদ্রা আনিয়া এই শূন্য স্থানটি আবৃত কবিতা দাও।”

তজ্জবণে জেতুমারের মনে হইল,—“এইটা মহেশ্বের পবিত্রাঙ্ক হইল না। কেননা, এই শ্রেষ্ঠী নিঃস্বার্থভাবে অনেক স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় কবিলেন। তাহাব নিকট হইতে এত অধিক মূল্য লওয়া আমার পক্ষে উচিত নহে।”—এইরূপ ভাবিয়া অনাথপিণ্ডকে বলিলেন—

“শ্রেষ্ঠী, অল্পএই কবিতা এই অনাবৃত স্থানটি আমাকে, প্রদান করুন। তাহা আপনি স্বর্ণ মুদ্রার ঢাকিয়া দিবেন না; ঐ স্থানটি আমি ভগবান বুকে দান কবিতা।”

তখন অনাথপিণ্ড শ্রেণী “জেতুমার গণ্য যান্ত্র সম্রাজ্ঞ ব্যক্তি । বুদ্ধের ধর্মে এইরূপ লোকের শ্রদ্ধা মননজনক ।” এইরূপ চিন্তা কবিতা সেই অনাবৃত স্থানটী রাজকুমারকে প্রদান কবিলেন । তিনি সেই স্থানে একটি কুঠী নির্মাণ কবিলেন ।

অনাথপিণ্ড এই প্রমোদ উদ্যানে বিহার, পরিবেশ, কক্ষ, সভাগৃহ, অগ্নিশালা, ভাণ্ডার, পায়খানা, প্রসাধনঘর, চন্দ্রমণ, চন্দ্রমণশালা, কুপ, কুপশালা, স্নানাগার, স্নানাগারশালা, পুষ্করিণী এবং মণ্ডপ নির্মাণ কবিলেন । উদ্যান জয় সহ এই সব প্রস্তুত কবিত্তে তাঁহার চতুঃপাশে কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় হইল । রাজপুত্র জেতুমারের নামানুসারে উদ্যানের নাম ছিল জেতবন । তথায় বিহার নির্মিত হইলে তাহা জেতবন অনাথপিণ্ডের আবাস নামে অভিহিত হইল ।

বুদ্ধ ক্রমশঃ ধর্ম প্রচার করিতে করিতে প্রাবর্তীত জেতবনে উপস্থিত হইলেন । অনাথপিণ্ড আলিয়া তাঁহাকে বন্দনা কবিতা নিবেদন করিলেন—

“ভগ্নে, কল্য ঙ্গিহু-সম্মত সহ আমাব নিমন্ত্রণ গ্রহণ করন ।”

বুদ্ধ মৌনাবলম্বনে সম্মত হইলেন । অনাথপিণ্ড গৃহে গমন করতঃ সমস্ত অর্থ-পাণ্ডামি আয়োজন করিয়া ফেলিলেন । ভগবান ঙ্গিহু-সম্মত সহ বথাসময় শ্রেণীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলে তিনি অহংগে উত্তর বাস্ত-পানীয় ঙ্গিহু-সম্মত সহ বুদ্ধকে পরিবেশন করিলেন । তাঁহাদেব আহার সমাপ্ত হইলে তিনি বুদ্ধকে বলিলেন—

“ভগ্নে, আপনাকে দান করিবার উদ্দেশ্যে আমি জেতবন বিহার নির্মাণ কবিয়াছি । তাহা এখন কি রকমে দান কবিলে ভাল হইবে ?”

“গৃহপতি, জেতবন বিহার চতুর্দিক হইতে আগত অনাগত বুদ্ধ প্রমুখ ঙ্গিহু-সম্মতকে প্রদান কর ।”

অনাথপিণ্ড জেতবন বিহার সেই ভাবে উৎসর্গ করিয়া দিলেন ।

ভগবান বুদ্ধ এই জেতবনস্থ অনাথপিণ্ডের আবাসে উনবিংশতি বৎসর বর্ষাধু বাপন করিয়াছিলেন ।

এই স্থান বৌদ্ধ সাহিত্যে জেতুমার ও অনাথপিণ্ড উভয়েব নাম সম্বন্ধে “জেতবন অনাথপিণ্ডের আশ্রাম” নামে ব্যাপ্ত হইয়া চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে । বতদিন যুগতে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারিত থাকিবে ততদিন জেতুমার ও অনাথপিণ্ডের নাম পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইবে না । ধর্ম অনাথপিণ্ড । ধর্ম তোমার ঐশ্বর্য ” নামাচর্য্যই কার্য্য কবিতা তুমি নিজেও ধর্ম হইয়াছ এবং বৌদ্ধ জাতিতেও ধর্ম করিয়াছ ।

## উপালি

এক সময় ভগবান বুদ্ধ নালন্দার 'প্রাচ্য' নামে বাস করিতে ছিলেন।

সেই সময় নিগ্র'হ নাথপুত্র \* তাঁহার অনেক শিষ্যসহ নালন্দায় বাস করিতেন। একদিন দীর্ঘ তপস্বী নামক নিগ্র'হ (জৈন সন্ন্যাসী) নালন্দায় ভিক্ষা করিয়া আহাৰ্য্যে ভগবানের বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তাঁহাব সাদৃশ্য সজ্জাবা কবিতা দাঁড়াইয়া বহিলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন—

“তপস্বি, আসন প্রস্তুত আছে, ইচ্ছা হইলে উপবেশন কর।”

দীর্ঘ তপস্বী একটা নীচ আসন লইয়া উপবেশন করিলেন। বুদ্ধ বিজ্ঞাসা করিলেন—

“তপস্বি, পাণ কৰ্ম্ম করিবার ক্ষমতা এবং পাণ-কৰ্ম্মে প্রবৃত্তির ক্ষমতা নিগ্র'হ নাথপুত্র কয় প্রকার ধর্ম্মের বিধান করিয়াছেন?”

“বন্ধু, গৌতম, ‘কৰ্ম্ম’, ‘কৰ্ম্ম’—বলিয়া বিধান করা নিগ্র'হনাথপুত্রের অভাব নহে। ‘দণ্ড’, ‘দণ্ড’—বলিয়া বিধান করাই তাঁহার রীতি।”

“তপস্বি, তাহা হইলে পাণ-কৰ্ম্ম—পাণ কৰ্ম্মে প্রবৃত্তি হেতু নিগ্র'হ নাথপুত্র কয় প্রকার ‘দণ্ড’ বিধান করেন?”

“গৌতম, পাণ কৰ্ম্ম নিগ্র'হ নাথপুত্র কারদণ্ড, বাক্যদণ্ড ও মনদণ্ডাদি জীবিত দণ্ডের বিধান করিয়াছেন।”

“তপস্বি, কারদণ্ড, বাক্যদণ্ড ও মনদণ্ড কি পরস্পর পৃথক?”

“হাঁ, গৌতম, কারদণ্ড, বাক্যদণ্ড ও মনদণ্ড পরস্পর পৃথক।”

“তপস্বি, উক্ত জীবিত দণ্ডের মধ্যে কোন দণ্ড মহাদোষাবহ বলিয়া বিধান করিয়াছেন?”

“উক্ত জীবিত দণ্ডের মধ্যে কারদণ্ডই মহাদোষাবহ বলিয়া বিধান করিয়াছেন। বাক্যদণ্ড ও মনদণ্ড তত দোষাবহ নহে।”

“তপস্বি, তোমরা কি কারদণ্ডই প্রধান দোষাবহ বলিয়া ধারণা কর?”

“হাঁ, গৌতম, কারদণ্ডকেই আমরা প্রধান দোষাবহ বলিয়া ধারণা করি।”

“তপস্বি, তোমরা কারদণ্ডকেই প্রধান দোষাবহ বলিয়া মনে কর কি?”

“হাঁ, গৌতম, তাহাই আমরা মনে করি।”

“তপস্বি, তোমরা কি কারদণ্ডকেই প্রধান দোষাবহ বলিয়া গ্রহণ কর?”

---

\* জৈন ধর্ম্মের প্রবর্তক মহাবীর।



হী, সৌভর, আমরা কারকেও এখান মোখাবহ বলিয়া গ্রহণ করি।"

এই প্রকারে ভগবান বৃদ্ধ দীর্ঘ ভগবী নিগ্রহকে এই ভর্তুকি তিনবার প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন।

অতঃপর দীর্ঘ ভগবী নিগ্রহ বৃদ্ধকে বলিলেন—

"সৌভর, আপনি পাণ-কর্ম কবিবার জন্য কয় প্রকার যন্ত্রের বিধান করিয়াছেন?"

"ভগবী, 'দণ্ড', 'বণ্ড'—বলিয়া বিধান করা আমার দ্বর্তাব নহে। আমি 'কর্ম', 'কর্ম'—বলিয়া বিধান করিয়া থাকি।"

"সৌভর, আপনি কয় প্রকার কর্মের বিধান করেন?"

"ভগবী, আমি ত্রিবিধ কর্মের বিধান করিয়া থাকি। যথা—কারিক কর্ম, বাচনিক কর্ম এবং মানসিক কর্ম।"

"সৌভর, উক্ত ত্রিবিধ কর্ম কি পবিত্র পৃথক?"

"হী, ত্রিবিধ কর্ম পরস্পর পৃথক।"

"সৌভর, উক্ত ত্রিবিধ কর্মের মধ্যে পাণ-কর্ম কবিবার নিমিত্ত কোন কোন কর্ম মহামোখাবহ বলিয়া বিধান করিয়া থাকেন?"

"উক্ত ত্রিবিধ কর্মের মধ্যে মানসিক কর্মই মহামোখাবহ বলিয়া বিধান দিয়া থাকি।"

"সৌভর, আপনি মানসিক কর্মই এখান বলিতেছেন?"

"হী, ভগবী, আমি মানসিক কর্মই এখান বলিতেছি।"

"সৌভর, আপনি মানসিক কর্মই বলিতেছেন?"

"হী, ভগবী, আমি মানসিক কর্মই বলিতেছি।"

"সৌভর, আপনি মানসিক কর্মই বলিতেছেন?"

"হী, ভগবী, আমি মানসিক কর্মই বলিতেছি।"

দীর্ঘ ভগবী এই প্রকারে ভগবানকে এই বিষয়ের (কথাবলম্বী) তিনবার প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। অতঃপর দীর্ঘ ভগবী আসন ত্যাগ করিয়া নিগ্রহ নানাপুত্রের বাসস্থানে প্রস্থান করিলেন।

সেই সময় নিগ্রহ নানাপুত্র বাসক (সোপকার) নিবাসী উপাধি প্রাপ্তি সম্বন্ধে পুত্রের মতলব পাইয়া হইয়া নানাবিধ কথার উপবিষ্ট ছিলেন। নিগ্রহ নানাপুত্রের হইতে দীর্ঘ ভগবী নিগ্রহকে আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ভগবী, তুমি এখানে কোথা হইতে আসিতেছ?"

‘ভুলে, আমি ভ্রমণ গৌতমেব নিকট হইতে আসিতেছি।’

‘ভ্রমণ গৌতমেব সঙ্গে তোমাব কোন বিষয়ে আলাপ হইয়াছে কি?’

‘ভুলে, হইয়াছে।’

‘কোন বিষয় সম্বন্ধে আলাপ হইল?’

তখন দীর্ঘ তপস্বী নিগ্রহ ভগবান বুকের সঙ্গে বাহা আলাপ হইয়াছিল তাহা আত্মপূর্বিকভাবে বর্ণনা কবিলেন।

‘সাধু। সাধু। তপস্বী, তুমি গুরু উপদেশ সম্যকরূপে ধারণ করিয়া মহাজ্ঞানী শিত্তের দ্বারা ভ্রমণ গৌতমেব সঙ্গে আলাপ কবিয়াছ। এই তুচ্ছ মন-দণ্ড ঐ মহান্ কায়-মণ্ডেব নিকট শোভা পায় না। পাপ-কার্য্য করিবার নিমিত্ত, পাপকার্য্যে প্রবৃত্তি নিমিত্ত কায়-দণ্ডই মহাদোষযুক্ত। মন-দণ্ড বা বাক্য-দণ্ড সেক্ষণ নহে।’

তখন উপালি গৃহপতি বলিলেন—‘ভুলে, তপস্বী বখার্বরূপে গুরু উপদেশেব মর্ম্ম অবগত হইয়া মহাজ্ঞানী শিত্তের দ্বারা ভ্রমণ গৌতমেব সঙ্গে তর্ক কবিয়াছেন। আমি যাইরা এই তর্কেব প্রতিপাদ্য বিষয় লইয়া ভ্রমণ গৌতমেব সঙ্গে তর্ক কবিব। ভ্রমণ গৌতম দীর্ঘ তপস্বী নিগ্রহকে বেক্ষণ বলিরাছেন আমাব সাদও যদি সেক্ষণ বলেন, তাহা হইলে বলবান পুরুষ দীর্ঘ লোমযুক্ত ছাগলকে সোমে ধবিব বেক্ষণ আকর্ষণ কবে, আমিও সেইরূপ ভ্রমণ গৌতমেব সিদ্ধান্তকে তর্কেব দ্বারা আকর্ষণ কবিব। যেমন শক্তিশালী স্ত্রী তৈর্য্যাবকারী মন্ত্র একান্ত করিবােব জন্ত বৃহৎ বংশ একে নির্মিত পাত্র জনপূর্ণ গভীর হ্রদে ফেলিয়া কোণায় ধবিয়া আকর্ষণ কবে সেইরূপ ভ্রমণ গৌতমেব সিদ্ধান্তকে তর্কদ্বারা আমি আকর্ষণ কবিব। যেমন বলবান মাতাল বালকের বর্ণে ধবিয়া আদর্শ কার্য্য। যেমন বাট বৎসব বয়স্ক ভরণ্যস্তী গভীর পুষ্করীতে অবতরণ করিয়া ‘শন যৌত’ নামক জলকীড়া কবে, আমিও সেইরূপ ভ্রমণ গৌতমেব সিদ্ধান্তকে তর্কদ্বারা পণের দ্বারা যৌত করিব। ভুলে, আমি গৌতমেব সঙ্গে এই বিষয় লইয়া তর্ক কবিবার জন্ত বাইতেছি।’

নিগ্রহ নাথপুত্র বলিলেন—

‘দাও, গৃহপতি, ভ্রমণ গৌতমেব সঙ্গে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে তর্ক কর। ভ্রমণ গৌতমেব সঙ্গে আমি, তুমি, অথবা দীর্ঘ তপস্বী এই তিন জনেব মধ্যে যে কাহাবও তর্ক করা উচিত।’

তচ্ছবণে দীর্ঘ তপস্বী নিগ্রহ নিগ্রহ নাথপুত্রকে বলিলেন—

“ভ্রম, ‘উপালি গৃহপতি বাইরা শ্রমণ গৌতমের সঙ্গে ভর্ক করুক’—  
আপনি ঐরূপ ইচ্ছা পোষণ করিবেন না। কেননা, শ্রমণ গৌতম বড় মায়ারী,  
তিনি আবর্জনী মায়া (বশীকরণ মন্ত্র) জ্ঞানেন। তিনি ঐ মায়ার প্রভাবে  
অপরেব শিষ্টকে নিশ্চয় অধিকাবে আনিয়া ফেলেন।”

“তপস্বি, উপালি গৃহপতি যে শ্রমণ গৌতমেব শিষ্ট প্রহণ কবিবে তাহা  
বিশ্বাসযোগ্য নহে। বৎ শ্রমণ গৌতমেবই উপালি গৃহপতিব শিষ্ট প্রহণ  
করিবার সম্ভাবনা অধিক।”

“গৃহপতি, শ্রমণ গৌতমেব সঙ্গে আমার পক্ষ হইয়া দীর্ঘ তপস্বী বেইকপ ভর্ক  
কবিয়াছে তুমিও সেইরূপ ভর্ক করিও।”

দীর্ঘ তপস্বী নিগ্রহ উপালিকে প্রেরণ না করিবার জন্ত বারম্বার অহুস  
করিলেন, কিন্তু নিগ্রহ নাথপুত্র তাঁহার কথার কর্ণপাত কবিলেন না।

উপালি গৃহপতি নিগ্রহ নাথপুত্রের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্বক  
‘প্রাচীরিক’ আশ্রমের গিয়া ভগবান বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং  
ভগবানকে বন্দনান্তর এক পাশে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর তিনি বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

“ভ্রম, দীর্ঘ তপস্বী নিগ্রহ কি এখানে আসিয়াছিলেন?”

“হা, গৃহপতি, আসিয়াছিল।”

“তাঁহার সঙ্গে কি আপনাব কোন আলাপ হইয়াছিল?”

“হা, গৃহপতি, আলাপ হইয়াছিল।”

“তাঁহার সঙ্গে আপনাব কোন বিষয় লইয়া আলাপ হইয়াছিল?”

তখন ভগবান বুদ্ধ তাঁহাকে দীর্ঘ তপস্বী নিগ্রহের সঙ্গে তাঁহার বেই নকল  
বিষয়ে আলাপ হইয়াছিল, তাহা তাঁহাকে বর্ণনা কবিলেন। তচ্ছরণে উপালি  
গৃহপতি কহিলেন—

“ভ্রম, আমি দীর্ঘ তপস্বী নিগ্রহকে ধন্যবাদ দিতেছি। কেন না, স্বল্প  
উপদেশের গভীর তত্ত্ব মহাজ্ঞানী শিষ্ট দীর্ঘ তপস্বী নিগ্রহ আপনাকে যথার্থরূপে  
বনিয়াছেন। এই তুচ্ছ মন-দণ্ড সহং কায়-দণ্ডের নিকট কি শোভা পায়?  
পাপকর্মে প্রবৃত্তিব নিমিত্ত কায়-দণ্ডই মহাদোষযুক্ত, বাক্য-দণ্ড ও মন-দণ্ড  
ঐকপ দোষযুক্ত নহে।”

“গৃহপতি, যদি তুমি সত্যে স্থির থাকিয়া সত্য বিচারে সক্ষম হইতে পাব  
তবে আমার উভয়েব আলাপ হউক।”

“ভস্বে, আমি সত্যে স্থির থাকি। মন্ত্রণা (বিচার) করিব। আমরা উভয়ের মধ্যে আলাপ হউক।”

“গৃহপতি, যদি এখানে শীতলজল ত্যাগী, উষ্ণজল সেবী কোন বোগগ্রস্ত নিগ্র’হ উষ্ণ জলের অভাবে, শীতল জল পান না করিয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হয়, তবে নিগ্র’হ নাথপুত্র তাহার পুনর্জন্ম কোথায় বলিয়া নির্দেশ করিবেন?”

“ভস্বে, যেখানে মনঃসম্ব নামক দেবতা আছে, সে সেখানেই জন্ম গ্রহণ করিবে।”

“তাহার কাব্য কি?”

“ভস্বে, সে মানসিক আশঙ্কি নহি। মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে, তৎকর্ত্ত সে মনঃসম্ব দেবলোকে জগৎগ্রহণ করিবে।”

“গৃহপতি। গৃহপতি। তুমি চিন্তা করিয়া কথা বলিও। তোমার পূর্ব কথার সন্দেহ পূর্বের কথার এবং পরের কথার সন্দেহ পূর্ব কথার সামঞ্জস্য হইতেছে না। গৃহপতি, তুমি পূর্বেই বলিয়াছিলে—‘ভস্বে, আমি সত্যে স্থির থাকি। মন্ত্রণা (বিচার) করিব, আমরা উভয়ের মধ্যে আলাপ হউক।’”

“আপনিও এক্সপ বলিয়াছিলেন—‘পাপকর্ম . . .’।”

“গৃহপতি, এখানে এক চতুর্থীম সংবৎ \* সংবৎ (গোপিত, দ্রুত) নিগ্র’হ (জৈন সন্ন্যাসী) গমনাগমনের সময় অনেক কৃত্রিম প্রাণী হত হয়। তাহার কিরূপ বল হইবে?”

“নিগ্র’হ নাথপুত্র চেতনা শূন্যতাকে মহাদোষ বলেন না।” \*\*

“যদি চেতনা থাকে?”

“ভস্বে, তাহা হইলে মহাদোষ হইবে।”

“গৃহপতি, চেতনাকে নিগ্র’হ নাথপুত্র কোথায় বলেন?”

“ভস্বে, মন-দণ্ডে।”

“গৃহপতি, তাহা উত্তর প্রদান করিও।”

“আপনিও চিন্তা করিয়া কথা বলুন।”

“গৃহপতি, এই নালন্দা কি সমুদ্রসীমায় বহুজনভায় পরিপূর্ণ নহে?”

\* প্রাণী হত্যা অকৃত, অকারিক অনর্থকোদিত। চুমি না করা, মিথ্যা না বলা, কামভোগ না করা। ইহাই চতুর্থীমসম্বৎ। \*\* জৈনদের ‘উপাসগমনা’ স্বয়ং দ্রষ্টব্য।

“হাঁ, ভস্কে ।”

“যদি এখানে কোন ব্যক্তি কোবোমুক্ত তববারি উত্তোলন করিয়া আনিয়া বলে—‘এই নালন্দার বত প্রাণী আছে, আমি একক্ষণে, এক মুহূর্তে সমস্ত প্রাণীকেই একটি মাংসস্থপে পরিণত করিব ।’ গৃহপতি, ঐ ব্যক্তি এক্ষণে কবিত্তে সমর্থ হইবে কি ?”

“ভস্কে, দশ . পঞ্চাশ ব্যক্তিও এক মুহূর্তে নালন্দার প্রাণীদিগকে একটি মাংসস্থপে পরিণত কবিত্তে সমর্থ হইবে না । একজনের কথা আব কি বলিব ?”

“গৃহপতি, এখানে যদি সংযতেশ্বর ভ্রমণ বা ব্রাহ্মণ আনিয়া বলে—‘আমি এই নালন্দাকে মানসিক ক্রোধে ভস্ম করিয়া ফেলিব ।’ গৃহপতি, ঐ ভ্রমণ বা ব্রাহ্মণ এক্ষণে কবিত্তে কি সমর্থ হইবে ?”

“ভস্কে, এক্ষণে ভ্রমণ বা ব্রাহ্মণ নালন্দার দ্বার পঞ্চাশটি স্থানকেও মানসিক ক্রোধে ভস্মে পরিণত কবিত্তে পারিবেন । নালন্দার বত একটি স্থানের কথাই বা কি ।”

“গৃহপতি, ভাবিয়া উত্তর দাও ।”

“ভগবানও ... ।”

“গৃহপতি, তুমি দণ্ডকারণ্য, কলিদারণ্য, মেধ্যাবণ্য ( মেজ্জাবণ্য ) ও মাতদারণ্য কিরূপে অরণ্যে পরিণত হইয়াছে তাহা কি জনিয়াছ ?”

“ভস্কে, জনিয়াছি ।”

“দণ্ডকাবণ্য কিরূপে অরণ্যে পরিণত হইয়াছে বলিয়া জনিয়াছ ?”

“ভস্কে, আমি জনিয়াছি যে ঋষিদের মানসিক কোপে দণ্ডকাবণ্য হইয়াছে ।”

“গৃহপতি, চিন্তা করিয়া কথা বলা উচিত । তোমার আগের কথার সঙ্গে পরের কথা, পনের কথার সঙ্গে আগের কথার মিল হইতেছে না । গৃহপতি, তুমি এক্ষণে বলিয়াছিলে, ‘ভস্কে, সত্যে দ্বির থাকিয়া মন্ত্রণা ( তর্ক ) করিব । ... আমার উত্তরের আলাপ হউক’ ।”

“ভস্কে, আমি আপনাব প্রথম উপমাতেই আপনাব প্রতি সন্তুষ্ট ও আসক্ত হইয়াছি । বিচিত্র প্রপ্নেব ব্যাখ্যা ( পট্টিভান ) আবও জনিবার ভজ্ঞ আমি ভগবানকে বাবহার্য্য প্রশ্ন কতিছি । আশ্চর্য্য ভস্কে ! অদ্ভুত ভস্কে ! যেমন অশ্বমুখী ভাও উর্দ্ধমুখী কবিলেন । .. ভগবন, অস্ত্র হইতে আমাকে অঞ্জলিবদ্ধ শরণাগত উপাসক বলিয়া মনে ককন ।”

“গৃহপতি, চিন্তা করিয়া কাজ কর। তোমার ল্যায় সজ্জান্ত ব্যক্তির চিন্তা করিয়া কাজ করা উচিত।”

“ভস্বে, আপনায় এই বাক্যে আমি আবও প্রসন্ন হইলাম।

‘ভস্বে, যদি আমি তীর্থীয় সস্ত্রদ্বারে দীক্ষা গ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে তাহাবা সমস্ত নানন্দ্য পতাকা হস্তে রাখায় বাস্তায় ঘুরিয়া বলিত,—‘উপালি গৃহপতি আমাদের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন।’ আব আপনি নাকি আমাকে বলিতেছেন—‘উপালি, বিবেচনা করিয়া কাজ কব। ভাদৃশ ব্যক্তির বিবেচনা করিয়া কাজ করা উচিত।’ ভস্বে, আমি তৃতীয়বার ধর্ম ও ভিক্ষু-সম্মত সহ আপনাব শরণ গ্রহণ কবিলাম।”

“গৃহপতি, বহুকাল পর্য্যন্ত তোমার বংশ নিগ্রহদেয় ভক্ত, উহার্য তোমার বাড়ীতে উপস্থিত হইলে ‘ভিক্ষা দিবনা’—মনে এইরূপ ধারণাও পোষণ করিও না।”

“ভস্বে, আপনায় এই কথাই আমি আরও সন্তুষ্ট হইলাম। ভস্বে, আমি জনিরাছি, ‘শ্রমণ গোঁতম এক্স বলেন—‘আমাকে দান দিবে, অস্ত্রকে দান দিবে না, আমার শিক্কে দান দিবে, অস্ত্রের শিক্কে দান দিবে না, আমাকে দান দিলে মহাফল হয়, আমাব শিক্কে দান দিলে মহাফল হয়, অস্ত্রের শিক্কে দান দিলে তেমন ফল হয় না।’ অথচ ভগবান আমাকে নিগ্রহকেও দান দিতে আদেশ কবিতেন। ভস্বে, আমি ইহাতে বাহা কর্তব্য মনে করিব সেই মতেই কাজ করিব। আমি তৃতীয়বার ধর্ম-সম্মত সহ আপনায় শরণ লইতেছি।”

তখন ভগবান বুদ্ধ তাঁহাকে দান-শীল কামভোগের অপকাবিতাদি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলেন। তজ্জবশে যেমন পরিতুষ্ট ভক্ত বস্ত্র স্নানভিত্ত হই, তেমন উপালি গৃহপতিব সেই আসনেই বিবজ-বিমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হইল।

তখন উপালি বলিলেন—‘ভস্বে, এখন আমি বাইতেছি, আমাব অনেক কাজ আছে।’

“গৃহপতি তোমাব বাহা কর্তব্য মনে হয় তাহাই কর।”

উপালি ভগবদ্বাক্য অভিনন্দন ও অচ্ছমোদন করিয়া তাঁহাকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করতঃ স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন। গৃহ উপস্থিত হইয়া প্রহবীকে আদেশ করিলেন—

“দারপাল, আজ হইতে নিগ্রহ ও নিগ্রহীদেব ভক্ত আমার দ্বার বন্ধ হইল, ভগবান বুদ্ধ এবং তাঁহাব ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকাদেব ভক্ত দ্বার

উদ্ভূত হইল। যদি নিগ্র'হ আসেন তবে তাঁহাকে বলিও,—‘আপনি বাহিরে অপেক্ষা করুন। অস্ত্র হইতে উপালি গৃহপতি গোঁতমের ধর্ম’ দীক্ষিত হইয়াছেন। নিগ্র'হীদের জন্ত ঘাব বন্ধ করিতে এবং ভগবান বুদ্ধ, তাঁহার ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকাদের জন্ত ঘাব খোলা রাখিতে আদেশ দিয়াছেন। যদি আপনি ভিক্ষা প্রার্থী হন, তবে এখানেই অপেক্ষা করুন, আমি এখানেই আনিয়া দিব।’ এহরী উপালির আজ্ঞা শিবোধার্য্য করিয়া নহিল।

দীর্ঘ তপস্বী নিগ্র'হ উপালি গৃহপতি শ্রমণ গোঁতমের ধর্ম গ্রহণ কবিয়াছেন শুনিতে পাইয়া নিগ্র'হ নাথপুত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

‘ভগ্নে, আমি শুনিলাম—‘উপালি শ্রমণ গোঁতমের ধর্ম’ দীক্ষিত হইয়াছেন।’

‘দীর্ঘ তপস্বী, উপালি গৃহপতির শ্রমণ গোঁতমের শিষ্য গ্রহণ করা অসম্ভব, শ্রমণ গোঁতমই বোধ হয় উপালির শিষ্য গ্রহণ করিয়াছেন।’

দীর্ঘ তপস্বী নিগ্র'হ নাথ পুত্রকে ঐ সংবাদ বারবার জ্ঞাপন কবিয়াও তাঁহার বিশ্বাস জন্মাইতে না পাবিয়া শেষে বলিলেন—‘ভগ্নে, তাহা হইলে আমি বাইরা দেখি, কে কাহার শিষ্য গ্রহণ করিয়াছেন।’ নিগ্র'হ নাথপুত্র তাঁহাকে অচমতি দিলেন।

তৎপত দীর্ঘ তপস্বী নিগ্র'হ উপালির গৃহাভিমুখে ধাংতে লাগিলেন। দূর হইতে তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া এহরী বলিল “মহাশয়, সেই স্থানেই অপেক্ষা করুন, ভিতরে প্রবেশ করিবেন না। অস্ত্র হইতে উপালি গৃহপতি শ্রমণ গোঁতমের শিষ্য গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে আনিয়াই আপনাকে ভিক্ষা প্রদান করিব।”

‘আমার ভিক্ষার প্রয়োজন নাই।’ এই বলিয়া তিনি নিগ্র'হ নাথপুত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—‘ভগ্নে, সত্যই উপালি শ্রমণ গোঁতমের শিষ্য গ্রহণ করিয়াছেন। আমি এখনই আপনাকে বলিয়াছিলাম, উপালি গৃহপতি শ্রমণ গোঁতমের নিকট গমন করা আমি অসম্মোদন করি না, কেননা, শ্রমণ গোঁতম বড় স্নায়বী। তিনি আবর্জনা দ্বারা প্রভাবে অস্ত্র বর্খ্যাবলম্বীকে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলেন। এখন আমার কথাই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল। শ্রমণ গোঁতম উপালিকে দার প্রভাবে বশীভূত করিয়া ফেলিয়াছেন।’

‘তপস্বী, আমি এখনও বিশ্বাস করিতে পারি না যে উপালি শ্রমণ গোঁতমের শিষ্য গ্রহণ করিয়াছেন।’

বারম্বার দীর্ঘ তপস্বী নিগ্র'হ নাথপুত্রকে ঐ কথা বলিলে তিনি বলিলেন—  
'আমি গমন করিয়া দেখিব, সভ্যই উপালি লমণ গৌতমের শিষ্য গ্রহণ  
করিয়াকে কিনা।'

একদিন বহু পরিবদ সঙ্গে কবিরা নিগ্র'হ নাথপুত্র উপালির গৃহাভিমুখে বাজা  
কবিলেন। বখন দ্বজার নিকট উপস্থিত হইলেন তখন গ্রহরী তাঁহাদিগকে  
বলিল—

"মহাশয়গণ ভিতরে প্রবেশ করিবেন না। উপালি গৃহপতি লমণ গৌতমের  
উপাসক হইয়াছেন। সেই স্থানেই অপেক্ষা করুন, আমি তথায় আনিয়া আপনা-  
দিগকে ভিক্ষা প্রদান করিব।"

"বারপাল, তুমি উপালিকে বাইরা বল বহু পরিবদ সহ নিগ্র'হ নাথপুত্র  
বারের বাহিবে দাঁড়াইয়া আছেন, তিনি আপনাদিগকে দর্শন কামনা করেন।"

গ্রহরী উপালিকে এই সংবাদ আপন করিল। তত্ক্ষণে উপালি বলিলেন—  
"বহির্কীর্টিতে আসন প্রস্তুত কর।"

আসন প্রস্তুত হইলে সেখানে বেইটা উত্তম আসন সেই আসনে উপালি স্বয়ং  
উপবেশন পূর্বক দ্বারপালকে বলিলেন—"বারপাল, নিগ্র'হ নাথপুত্রকে ইচ্ছা  
হইলে আসিতে বল।" দ্বারপাল আদেশ পালন করিল।

নিগ্র'হ নাথপুত্র পরিবদসহ বহির্কীর্টিতে উপস্থিত হইলেন। পূর্বে উপালি  
তাঁহাকে আসিতে দেখিলে দূর হইতে অত্যাশ্রয় করিয়া ভাল আসনটি বীর চাদর  
দ্বারা উত্তমরূপে পরিমার্জন করিয়া তথায় তাঁহাকে উপবেশন করাইতেন। অতঃ  
কিন্তু তিনি ভাল আসনটিতে স্বয়ং উপবিষ্ট থাকিয়া নিগ্র'হ নাথপুত্রকে বলিলেন—

"মহাশয়, আসন প্রস্তুত আছে, ইচ্ছা হইলে উপবেশন করিতে পারেন।"

উপালির এরূপ ব্যবহার দর্শনে নিগ্র'হ নাথপুত্র মর্মাহত হইয়া বলিলেন—  
"উপালি, তুমি পাগল হইয়াছ, না জড় পদার্থ হইয়াছ?"

"মহাশয়, 'আমি লমণ গৌতমের সঙ্গে ভর্ক করিব'—এইরূপ প্রতিশ্রুতি  
দিয়া স্বয়ং বড় ভর্ক-জালে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি।"

"গৃহপতি, যেমন অণ্ডকোষ হাবক অন্তরে অণ্ডকোষ বাহির কবিত্তে বাইরা  
নিজের অণ্ডকোষ বাহির করিয়া আসে, যেমন অন্ধিহাবক পরে অন্ধি উৎপাটন  
করিতে বাইরা নিজের অন্ধি উৎপাটন কবিয়া আসে, তুমিও সেইরূপ লমণ  
গৌতমকে ভর্ক পরাস্ত করিতে গিয়া স্বয়ং পরাস্ত হইয়া আসিয়াছ। বোধ হয়,  
মি লমণ গৌতমের আবর্তন। যাহার পণ্ডিত হইয়াছ।"



“মহাশয়, আবর্তনীমাথা বড় স্বপ্নপ্রদ, বড় কল্যাণকর। যদি আমার প্রিয় নৃজাতীয় ভ্রাতৃবৃন্দ এই বশীকরণ মন্ত্রে পতিত হয় তবে তাহাদেব দীর্ঘকাল হিত-স্বপ্ন সাধিত হইবে। যদি সমস্ত ক্ষত্রিয়, সমস্ত ব্রাহ্মণ, সমস্ত বৈশ্য, সমস্ত শূত্র এবং দেব, মার, ব্রহ্ম সহিত সমস্ত জগৎবাসী এই আবর্তনী মায়াব বশীভূত হয় তাহা হইলে তাহাদেব সকলেব স্বদীর্ঘকাল হিত-স্বপ্ন সাধিত হইবে। আমি আপনাকে একটি উপমা দিতেছি, উপমা দ্বাৰাও কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি কথার সারমর্ম অবগত হইতে পারেন।

“মহাশয়, পূর্বাঙ্কালে এক বৃক্ষ ব্রাহ্মণের যুবতী পত্নী আসন্ন প্রসবা হইয়াছিল। একদিন সে তাহার বৃক্ষ স্বামীকে বলিল - ‘ব্রাহ্মণ, আমার শিশু সন্তান ক্রীড়া করিবার জন্য বাবাণসীতে গিয়া একটি বানর ছানা (পুতুল) লইয়া আস।’ ব্রাহ্মণ তরুণী পত্নীকে বলিল—‘তুমি একটু অপেক্ষা কর, ছেলে প্রসূত হইলে তাহাকে সঙ্গে কবিয়া বাবাণসীতে যাইয়া পুতুল লইয়া দিব, তদ্বাৰা সে ক্রীড়া কৰিতে পারিবে।’ ব্রাহ্মণকে বারবার বিবক্ত করিয়া তরুণীর প্রতি আসক্ত বৃক্ষ ব্রাহ্মণ বাবাণসী হইতে বানর ছানা আনিয়া তরুণীকে বলিল— ‘প্রিয়ে বানব ছানা আনিয়াছি, ইহা দ্বাৰা তোমার ভাবী সন্তান খেলিতে পারিবে।’ তরুণী পুনঃ বলিল—‘আমি বানর ছানাটি বস্ত্রপাণি বজক পুত্রের নিকট লইয়া যাও। তাহাকে এই বানর ছানাটি পীত রং দ্বারা বস্ত্রিত এবং স্বকোমল করিয়া দিতে বল। বিবেক শূত্র মোহাঙ্ক ব্রাহ্মণ বানরের পুতুলটি লইয়া গিয়া রক্তপাণি রজক পুত্রকে প্রদান করতঃ ব্রাহ্মণীর অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। বজকপুত্র বলিল— ‘মহাশয়, তোমাব এই বানবের পুতুল রঞ্জিত করিবার কিম্বা স্বকোমল কবিবার বোধ্য নহে।’

“মহাশয় এইরূপ অজ্ঞ নিগ্রহদেব সিদ্ধান্ত মূৰ্খ লোককে সন্তুষ্ট কৰিতে পারে বটে কিন্তু পণ্ডিতের সম্ভাব বিধান করিতে পারে না। তাহা পরীক্ষা বা মীমাংসা করিবার বোধ্য নহে।

“মহাশয়, আর একদিন ঐ ব্রাহ্মণ নূতন এক ছোড়া ভদ্রবসন লইয়া গিয়া রজকপুত্রকে প্রদান করতঃ বলিল—‘ওহে, আমার এই কাপড় ছোড়া পীতবর্ণে রঞ্জিত ও পালিশ করিয়া দাও।’ রজকপুত্র কাপড় ছোড়া পীতবর্ণে বস্ত্রিত ও পালিশ কবিয়া দিল। তরুণ ভগবান বুদ্ধের সিদ্ধান্ত পণ্ডিতের সম্ভাব বিধান করিতে পারে, কিন্তু মূৰ্খকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না। এই ধর্ম পরীক্ষা বা মীমাংসাব বোধ্য।’

গৃহপতি, সকলেই জানে তুমি আমাব শিষ্য। আজ হইতে তোমাকে কাহার শিষ্য বলিরা মনে করিব ?”

তচ্ছবণে উপালি গৃহপতি আসন হইতে উঠিয়া উত্তরাসন ( চাফর ) একাংশে করিয়া (ডান কাঁধখোলা বাধিয়া) বেদিকে বুদ্ধ অবস্থান করেন সেই দিকে কৃতান্তলি হইয়া নিগ্রহ নাথপুত্রকে বলিলেন—“মহাশয়, আমি কাহার শিষ্য অবগ কৰুন—

“বিনি ধীর বিগতমোহ বঞ্চিতকীলক বিত্তিত-বিত্তয় নিরঃখ স্বসংযতচিত্ত বৃক্ষশীল স্কন্দরপ্রোক্ত বিশ্বতাবক বিমন আমি তাঁহারই শিষ্য।

“বিনি অকথংকথী (বিবাদ রহিত) সঙ্কট সাংসারিক ভোগ-বাসনা বমনকারী-প্রমুদিত-শ্রমণ-মানবশ্রেষ্ঠ-অস্তিমদেহধারী-অহুশম এবংবিদ্য আমি তাঁহারই শিষ্য।

“বিনি সংশয়রহিত-কুশল-বৈময়িক-শ্রেষ্ঠ সারথি অচ্যুত-বদন্ত-আকাঙ্ক্ষা শূন্ত-প্রত্যাকর মানচ্ছেদক এবংবীর আমি তাঁহার শিষ্য।

“বিনি উত্তম অশ্রমের গভীর মুনিকপ্রাপ্ত ক্ষেমকব জ্ঞানী ধৰ্মার্থজ সংযতাত্ম গদ্যবহিত এবং মুক্ত আমি তাঁহারই শিষ্য।

“বিনি নাগ একান্ত আসনজ সংযতজন রহিত মুক্ত বাদদক ধৌত প্রোক্তকজ (অরহত ধৰ্ম্মজা বিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন) বীতবাগ দান্ত এবং নিত্ৰাপক আমি তাঁহারই শিষ্য।

“বিনি ঋষিসপ্তম অপাৰগ জিবিদ্যামুক্ত ব্রহ্মব (নিৰ্বাণ) প্রাপ্ত স্বাতক পদক (ববি) প্রোক্ত বিদিত-বেদন পুন্দর শক আমি তাঁহারই শিষ্য।

“বিনি আৰ্য ভাবিতাত্ম ( বিনি নিজের বিষয় সমস্ত ভাবনা কবিতাছেন ) প্রাপ্তব্য-প্রাপ্ত-বৈয়াকরণ-সুতিমান-বিদ্যা-অভিমানশূন্ত-অনবনত অচকল এবং বনী আমি তাঁহারই শিষ্য।

“বিনি সম্যকগত ধ্যানী অনগ্রচিত্ত ( কাহার চিত্ত পার্থিব বিষয়ে অলয় ) শুদ্ধ অসিত ( শুদ্ধ )-প্রহীন ঐক্যবৈপ্রাপ্ত অগ্রহপ্রাপ্ত তীৰ্ণ ও তাবক আমি তাঁহারই শিষ্য।

“বিনি শান্ত ভূরি (বহু)প্রোক্ত মহাপ্রোক্ত বিগতলোভ তথাগত স্কৃত অপ্রতিপুল্ল (অতুলনীয়) অসম বিশারদ এবং নিপুণ আমি তাঁহারই শিষ্য।

“বিনি ত্ৰুকারহিত-বুদ্ধ-ধ্মরহিত-অহুশনিপ-পুঙ্কলী-বদ-উত্তমপুঙ্গল-অতুল-মহান এবং উত্তম বশঃপ্রাপ্ত আমি তাঁহারই শিষ্য।”

“গৃহপতি, তুমি কখন হইত শ্রম্য গৌতমের গুণ (প্রশংসা) নিবিরাহ ?”

“মহাশয়, যেমন নানাপ্রকার পুষ্পবাশি হইতে দৃক মালাকার দা তাহাব

শিষ্য বিচিহ্নমান্য গ্রহণ করে, তেমন ভগবান বুদ্ধ অনেক গুণশালী—বহুশত গুণশালী। প্রশংসনীয় ব্যক্তির কে প্রশংসা না করিবে?”

তজ্জুগে ভগবানের সংকার সঙ্করিতে না পারিয়া সেই স্থানেই নিগ্রহ নাথগুজ শোণিত বসন করিলেন।

### সেনাপতি সিংহ

বুদ্ধ এক সময় বৈশালী নগরের ফুটাগার শালায় অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় অনেক বিখ্যাত লিচ্ছবী প্রজাতন্ত্র সভাগৃহে সমবেত হইয়া বুদ্ধ ধর্ম ও সন্দের প্রশংসা করিতেছিলেন। তখন জৈন সম্প্রদায়ের উপাসক লিচ্ছবী বাজ্যেব সেনাপতি সিংহও সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন। জিবদেব গুণগান শ্রবণে তিনি চিন্তা কবিলেন—“এই বিখ্যাত লিচ্ছবী বা বুদ্ধের যেইরূপ গুণকীর্তন কবিতোছেন, তদ্বারা আমি বুঝিতেছি, তিনি নিশ্চয়ই অরহত সম্যক সঙ্কর হইবেন। আমি তাঁহাকে দর্শন করিতে গমন করিব।”

একদিন তিনি তাঁহার গুরু নিগ্রহ নাথগুজের নিকট বাইরা তাঁহাকে বলিলেন—“ভগ্নে, আমি শ্রমণ গৌতমকে দর্শন করিবার জন্য বাইতে ইচ্ছা করি।”

“সিংহ, শ্রমণ গৌতম অক্রিয়াবাদী, তিনি তাঁহাব শিষ্যদিগকে অক্রিয়াবাদের উপদেশ দিয়া থাকেন। আপনি স্বয়ং ক্রিয়াবাদী হইয়া কেন অক্রিয়াবাদী শ্রমণ গৌতমকে দর্শন করিতে বাইবেন?”

তজ্জুগে সিংহ সেনাপতির ভগবান বুদ্ধকে দর্শন করিবার যেই প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল তাহাব নিরুজ্জি হইল।

আবও এক সময় লিচ্ছবীদের মধ্যে বুদ্ধের গুণকীর্তন শুনিয়া বুদ্ধকে দেখিবার জন্য তাঁহার প্রবল বাসনাব সংকার হইল, কিন্তু সেইবাবও নিগ্রহ নাথগুজের প্রতিকূলতায় তাঁহার কৌতূহলের বেগ থামিয়া গেল। তিনি ভূতীয়বাবও বুদ্ধের প্রশংসা শুনিয়া চিন্তা কবিলেন—“নিগ্রহ নাথগুজের অহুমতিতে কিংবা বিনাহুমতিতে গমন কবিলে তিনি আমাকে কি করিতে পারেন? তাঁহাকে লিজ্ঞাসা না করিয়াই আমি বুদ্ধকে দর্শন করিতে বাইব।”

দিবা বিপ্রহব। পঞ্চশত বৎসরমজ্জিত হইল। সিংহ সেনাপতি সপাবিবদ বথে আবোহণ করিয়া বুদ্ধকে দর্শনার্থ যাত্রা করিলেন। যতদূর বথ বাইবার উপযুক্ত রাত্তা ততদূর বথে গমন করিয়া সঙ্কীর্ণপথে বথ হইতে

অবতরণ করতঃ পদত্বজে ফুটাগার শালায় পৌছিলেন এবং বিহারে প্রবেশ পূর্বক বুদ্ধকে বন্দনা করতঃ একপাশে উপবেশন করিলেন। তৎপর বুদ্ধকে সোধোধন করিয়া কহিলেন—

“ভগ্নে, আমি শুনিয়াছি—‘প্রথম সৌতম অক্রিয়াবাদী এবং অক্রিয়বাদ সধর্ম্মীয় উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন এবং তদ্বারা শিষ্য সংগ্রহ করেন।’ তাহাবা এইরূপ বলে, তাহাবা সত্য বলিতেছে, না ভগবানেব অনর্থক নিন্দা প্রচাৰ কবিত্তেছে ? আমি কি ভগবানের নিন্দা কবিত্তে চাই না।”

“সিংহ, আমাকে যে কাবশে অক্রিয়াবাদী বলা হয় তাহাব ত্যাসদত কাবণ আছে।

“সিংহ, তাহার কাবণ হইতেছে,—আমি কারিক, বাচনিক ও মানসিক অনাচারকে অক্রিয়া বলিয়া থাকি। এই হেতু আমি অক্রিয়াবাদী।

“সিংহ, আমি ক্রিয়াবাদী। যেহেতু, আমি কাষিক, বাচনিক ও মানসিক সদাচারকে ক্রিয়া বলিয়া থাকি অর্থাৎ আমি অহিংসা, অচৌধ্য, অব্যভিচার, সত্য, অশিভন, অকর্কশ, অবৃথা বাক্য, অলোভ, অধেব এবং সদ্দৃষ্টিকে ক্রিয়া বলিয়া থাকি। এই হেতু আমি ক্রিয়াবাদী।

“সিংহ, আমি সেই সেই কারণে উচ্ছেদবাদী, জুগুপ্সু, বৈনরিক, তপস্বী এবং অগণ্ড\*। আমাকে আশাসক বলিবার প্রকৃত কাবণ আছে। আমি আশাসের জন্ত ধর্ম্ম উপদেশ প্রদান করিয়া থাকি এবং তদ্বারা শ্রাবককে বিনীত করিয়া থাকি। সিংহ, আমি পদম আশাসে আশ্রিত। এই হেতু আমি আশাসেব জন্ত ধর্ম্ম-উপদেশ প্রদান করি এবং আশাসের (মার্গ) দ্বারা শ্রাবক-দিগকে লইয়া গমন করি। এই কাবশেই আমি আশাসক।”

তত্ববশে সিংহ সেনাপতি ভগবানকে বলিলেন—“আশ্চর্য্য ভগ্নে। অজুত ভগ্নে। .. আমাকে উপাসক বলিবার ধারণা করুন।”

“সিংহ, চিন্তা করিয়া কাজ কর। ভোমার ন্যায় সম্রাট লোকেশ্ব বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া কাজ করা উচিত।”

“ভগ্নে, আপনার এই কথাই আমি আবও সন্তোষ লাভ করিলাম। অজ্ঞ সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাকে শিষ্টরূপে পাইলে সমস্ত বৈশালীর রাস্তায় রাস্তায় গতাকা হস্তে ভ্রমণ করিয়া ঘোষণা করিত—‘সিংহ সেনাপতি আমাদের ধর্ম্মে

\* এই সবার ব্যাখ্যা বৈরহ ব্রাহ্মা প্রসঙ্গে বিবৃত রূপে বর্ণিত হইবে।

দীক্ষিত হইয়াছেন।’ অথচ আপনি বলিতেছেন—‘চিন্তা করিয়া ধর্মাস্তব গ্রহণ কর।’ ইহাতে আমি প্রসন্ন হইয়া দ্বিতীয়বার বুদ্ধ ধর্ম ও সজ্জব শরণ গ্রহণ করিলাম।”

“সিংহ তোমার বংশ চিরকাল অন্য সস্ত্রদ্বারের আশ্রয়স্থল। ভূমি আগার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেও তাহার্য্য তোমার গৃহে উপস্থিত হইলে তাহার্য্যগকে ‘দান দেওয়া কর্তব্য’—এই ধারণা মনে পোষণ করিও।”

“ভগ্নে আপনার এই কথার আমি আরও অধিক প্রীতি অচ্ছত্তব করিলাম। আমি অনিরাছি—‘প্রথম পৌত্তম বলেন, ‘আমাকে দান দিবে অথকে দান দিবে না।’ এখন দেখিতেছি আপনি আমাকে অস্ত্র সস্ত্রদ্বারের লোককেও দান দিবার অস্ত্র উপদেশ দিতেছেন। ভগ্নে, এই সন্ধে আমার বাহ্য উচ্চিৎ বোধ হইবে, তাহাই করিব। এখন আমি আপনার ও ধর্ম্ম-সজ্জব তৃতীয় বার শরণ গ্রহণ করিলাম।”

অতঃপর ভগবান তাঁহাকে দান-শীল-ধর্ম্ম কামভোগের অপকারিতা এবং ভ্যাগের মাছাভ্যাস সন্ধে উপদেশ প্রদান করিলেন। এই সব অংশে বধন তাঁহার চিন্তা কোমল হইল, তখন বুদ্ধ তাঁহাকে চতুর্থাবসত্যের ব্যাখ্যা করিলেন। তদুপরে গুহ বস্ত্র বেমন উত্তমরূপে রঞ্জিত হয়, তেমনই তাঁহার উপবিষ্টাবস্থাতেই বিমল-বিরজ অস্ত্রদৃষ্টি উৎপন্ন হইল। তখন বুদ্ধকে বলিলেন—

“ভগ্নে, ভিক্ষু-সজ্জব সহ আপনি আমার বাড়ীতে আগামী কল্যের অস্ত্র নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।”

ভগবান মৌনাবলম্বনে সস্ত্রতি জ্ঞাপন করিলেন। সিংহ সেনাপতি ভগবান নিমন্ত্রণ গ্রহণে সস্ত্রত হইয়াছেন জানিয়া তাঁহাকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ কবিয়া অগৃহে প্রস্থান করিলেন।

গৃহে উপস্থিত হইয়া কর্মচারীকে আদেশ করিলেন—“ওহে, ভূমি কোন স্থানে নিহত পশুর মাংস পাও কিনা অচ্ছসন্ধান কবিয়া আন।”

রাত্রি প্রভাত হইলে তিনি স্বীয় গৃহে উত্তম খাদ্য ভোজ্য প্রস্তুত করাইলেন। ভগবান ভিক্ষুসজ্জব সহ বৎসসময় তাঁহার গৃহে বাইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তব সিংহ সেনাপতি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সজ্জবকে খাদ্য পানীয়াদি বহুস্তে পরিবেশন করিলেন। সেই সময় অনেক জৈন সন্ন্যাসী বৈশালীর রাস্তাচ রাস্তাচ ভ্রমণ করিয়া হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,—

“অন্ত সিংহ সেনাপতি হ্রস্ব গৌতমেব ক্ষত্ব স্থল পত্ত হত্যা কবিয়া রত্নন কবিয়াছেন। গৌতম তাঁহাব উদ্দেশে নিহত আনিয়াও পত্তর মাংস ভোজন কৰিতেছেন।”

তচ্ছবণে একব্যক্তি বাইয়া সিংহ সেনাপতিকে চুপে চুপে বলিল—

“মহাশয়, ত্বেন সন্ন্যাসীবা বৈশালীয়া রাত্তার রাত্তার ঘূৰিয়া কি বনিতেছে, তাহা কি আপনি শুনিয়াছেন?”

“মহাশয়, ওসব নিরর্থক কথাৰ কৰ্পণাত কবিয়াৰ প্রয়োজন নাই। তাহারা তিন্নকালই বুদ্ধ ধৰ্ম ও সত্যের নিন্দাবাদ প্রচার কৰিয়া আসিতেছে। ঐসব নির্লজ্জ লোকেবা মিথ্যা কথা প্রচার কৰিতে লজ্জাহতব করে না। আশিত বীর প্রাণ বস্বার্থেও সজ্ঞানে জীবহত্যা কৰি না।”

বুদ্ধ ও ভিক্ষু-সত্যের আহাৰ সমাপ্ত হইলে তিনি একটি নীচ আসন লইয়া উপবেশন করিলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে সমরোপবোধী ধৰ্ম-উপদেশ প্রদান কবিয়া ভিক্ষু-সত্য সহ প্রস্থান করিলেন।

### মেণ্ডক শ্ৰেষ্ঠী

বুদ্ধ বৈশালীতে ইচ্ছানুযায়ী অবস্থান কবিয়া সাত্ৰু বামন শত ভিক্ষু সমভিব্যাহাবে ‘ভদ্বিয়া’\* নগরের দিকে প্রস্থান করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া জাতীয় উজ্জানে বাস কৰিতে লাগিলেন। মেণ্ডক শ্ৰেষ্ঠী শুনিলেন— শাক্যপুত্র হইতে প্রব্রজিত শাক্যপুত্র গৌতম ‘ভদ্বিয়া’ নগবে আসিয়া জাতীয় বনে অবস্থান কৰিতেছেন। সকলে এত মুখে তাঁহার এইরূপ প্রশংসাবাদ ঘোষণা কৰিতেছে—

“তিনি তগবান অৰ্থং, সত্যক সহ, ক, তাদৃশ মহাপুরুষের দৰ্শন লাভ বড় সৌভাগ্যের বিষয়।”

অন্তঃপৰ তিনি হৃদয়জিত অবস্থানে আয়োহণ পূৰ্বক বুদ্ধকে দৰ্শন কৰিবার নিমিত্ত ‘ভদ্বিয়া’ নগর হইতে বহিৰ্গত হইলেন। অনেক তীর্থিয় পৰিত্রাজক দূর হইতে মেণ্ডক শ্ৰেষ্ঠীকে আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

“গৃহপতি, আপনি কোথায় বাইতেছেন?”

“মহাশয়, আমি শ্রমণ গৌতমকে দৰ্শন কৰিতে বাইতেছি।”

\* বৰ্তমান মুম্বইৰ জেলা, বিহার প্রদেশ।

“গৃহপতি, আপনি স্বয়ং ক্রিয়াবাদী হইয়া কেন অক্রিয়াবাদী শ্রমণ গৌতমের দর্শনে যাইতেছেন? তিনি নিজে অক্রিয়াবাদী হইয়া অক্রিয়া প্রকাশক উপদেশ প্রদান করেন এবং তদ্বারা তাঁহাব জীবকদিগকে বিনীত কবিতা থাকেন।”

তজ্জুহণে মেণ্ডক গৃহপতিব মনে হইল—

“নিশ্চয়ই তিনি ভগবান অর্হং সম্যক সম্বুদ্ধ হইবেন, তাই এই তীর্থীয় পবিত্রাস্থকেবা তাঁহাব নিন্দা কবিতেছে।”

এই স্থির করিয়া বতদূর অশ্বখান চলিবার উপযুক্ত বাহ্য ততদূর যানে গমন করিয়া অবশিষ্ট পথ পদজ্ঞে গমন পূর্বক ভগবান বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বন্দনা ও কুণল প্রস্রাব্তর এক প্রোস্তে উপবেশন করিলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে দানশীলাদি সম্বন্ধীয় উপদেশ প্রদান কবিলেন। তজ্জুহণে তাঁহাব সেই আসনেই বিবজ্জ-বিমল জ্ঞানচক্ৰ প্রস্ফুটিত হইল। তৎপৰ তিনি ভগবানকে বলিলেন—“আমি অজ্ঞ হইতে ভগবান বুদ্ধ ধর্ম ও সম্বোধন পরণ গ্রহণ কবিতাম। আজ হইতে আমাকে অজ্ঞানিবদ্ধ শরণাগত উপাসক বলিয়া মনে করুন এবং ভিক্ষু-সম্ব সহ আগামী কল্য আমাব বাড়ীতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।”

ভগবান মৌনাবলম্বনে সন্মতি জানাইলেন। শ্রেষ্ঠী ভগবানেব নিমন্ত্রণ গ্রহণে স্বীকৃতি অবগত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ পূর্বক স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন।

ভগবান বুদ্ধ রাজি প্রভাত হইলে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্ত নির্দিষ্ট সময়ে শ্রেষ্ঠী ব গৃহে উপস্থিত হইলেন। অতঃপর তিনি সপবিবারে এক পাথে উপবেশন করিলে ভগবান তাঁহাদিগকে দানশীলাদি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান কবিলেন। তজ্জুহণে সেই আসনেই সকলের বিরজ্জ বিমল জ্ঞানচক্ৰ বিকশিত হইল। ... ... “ভগবন, আমরা ধর্ম এবং সম্ব সহ আপনাব শরণ গ্রহণ কবিতাম। অজ্ঞ হইতে আমরাগিকে আপনাব অজ্ঞানিবদ্ধ শরণাগত উপাসক বলিয়া মনে করুন।”

অতঃপর শ্রেষ্ঠী সহস্রে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসম্মকে পরিবেশন কবিলেন। ভোজনান্তে তিনি এক পাথে বসিয়া ভগবান বুদ্ধকে নিবেদন করিলেন—

“ভগ্নে, আপনি বতদিন ‘ভক্ষিয়া’র বাস কবিতেন ততদিন আমি ভিক্ষুসম্ব সহ আপনাকে প্রত্যহ আহাৰ্যাদি দ্বারা সেবা কবিব।”

বুদ্ধ তাঁহাকে সমরোপবাসী ধর্মোপদেশ দ্বারা আগ্র্যায়িত করিয়া প্রস্থান কবিলেন।

## গৃহপতি-পুত্র সিংগাল

প্রাচীনকালে মগধের রাজধানী রাজগৃহ নগরে এক জন বৃশীন শ্রদ্ধাবান ভগবান বৃদ্ধের ভক্ত গৃহপতি বাস করিতেন। তাঁহার সিংগাল নামক একটি মাত্র পুত্র সন্তান ছিল। সেই পরিবারে একটি মাত্র ছেলে হেতু সে মাতাপিতার বড় স্নেহাস্পদ ছিল। সে কাহাবও কথা শুনিতে না, ইচ্ছানুযায়ী কার্য সম্পাদন করিত। সদাচারাদি পুণ্যকর্মের অমুষ্ঠান না করিয়া সর্বদা লৌকিক স্বর্থ অচসন্ডানে নিরত থাকিত। সৎ পুরুষদের সংসর্গ কিবা তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণ কবা দূরে থাকুক বরং সর্বদা তাঁহাদের নিন্দা প্রচার করিয়া বিচরণ করিত। যদি কোন দিন তাহার মাতাপিতা তাহাকে অগ্রস্রোণ করিয়া বলিতেন—“বৎস, তুমি ভগবান বৃদ্ধের নিকট না গেলেও অদ্ব্যতঃ তাঁহার শিষ্য শারীপুত্র কিম্বা মৌলগণ্যারন আদিব সেবা করিয়া মোক্ষপ্রদ ধর্ম-শ্রবণ কব।” তদন্তবে সে বলিত—“বাবা, আপনাদের শ্রদ্ধা হইলে আপনারা তাঁহাদের সেবা করুন। তাঁহাদের কাছে আমার যাওয়া নিশ্চরোজন। কেননা তাঁহাদের কাছে গমন কবিলে মন্তক অদনত করিয়া এণাম করিতে হয়। মৃত্তিকায় উপবেশন করিতে হয়, তলেতু কাপড় মচলা হইয়া যায়। কথাবার্তা বলিতে হয়, তাহাতে শ্রদ্ধা জগিলে আবার আহার্য ও বস্ত্রাদি দিতে হয়। ইহাতে শরীরের কষ্টও হইয়া থাকে, অর্থ নষ্টও হয়। এই কারণে তাঁহাদের সেবা করার কোন প্রয়োজন নাই।”

এই প্রকারে অনেকদিন অতীত হইল কিন্তু তাঁহার পুত্রের মতের পরিবর্তন করিতে পারিলেন না। অতঃপর তিনি মৃত্যুশয্যায় শাঙ্কিত হইয়া চিন্তা কবিলেন—“যদি আমি ইহাকে কোন শিক্ষা দিয়া না বাই তবে আমাব মৃত্যুব পব সে বড় দুষ্ট ভোগ করিবে, পরলোকেও দুষ্ট হইতে মুক্তি পাইবে না।”—এই স্থির করিয়া তাহাকে আহ্বান পূর্বক শয্যায় পার্শ্বে আনিয়া সবিস্বাদে বলিলেন, “বৎস, আমার অন্তিম সময় উপস্থিত। আমি তোমাকে একটি শেষ কথা বলিয়া বাইতে চাহি, তাহা তুমি নিশ্চয় পালন কবিও। কথা এই—‘তুমি প্রত্যহ প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া স্নান করতঃ নগরের পূর্ব দ্বার দিয়া বাহির হইয়া বড়দিক নমস্কাব কবিও।’ ইহাই আমার শেষ উপদেশ। আশা করি, তুমি আমাব এই অন্তিম উপদেশ পালন কবিবে।”—এই বলিয়া গৃহপতি প্রাণত্যাগ কবিলেন। মৃত্যুশয্যায় গারিত শোকের অন্তিম উপদেশ আত্মীয় বন্ধনের আজীবন প্রতিপালন করা পূর্বকালের রীতি ছিল।



এই হইতে সিগাল প্রত্যহ প্রাতঃকালে শয্যাভ্যাগ করতঃ স্নান করিয়া নগরের পূর্বদ্বার দিয়া বাহির হইয়া বঙ্গমুক ( পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, উর্ক ও অধঃ ) নমস্কার করিয়া তাহার বৃক শিতার অন্তিম উপদেশ পালন করিতে লাগিল ।

ভগবান বুদ্ধ এক সময় রাজগৃহের বেণুয়ন বিহারে বাস করিতেছিলেন। সেই সময় উক্ত সিংগাল নামক গৃহপতি পুত্র প্রাতেকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া রাজগৃহ নগরের পূর্বদ্বার দিয়া বাহির হইয়া আত্মব্রজে, আত্মকেশে কৃতাজলি হইয়া পূর্ব দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, উর্ধ্ব ও অধঃ এই বহু দিক নমস্কার করিত।

একদিন ভগবান যুক পূর্বাঙ্কে পাত-চাঁবর গ্রহণ পূর্বক রাজগৃহে ভিকার নিমিত্ত প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিবাব সময় সিগানকে নানাদিক নমস্কার করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"গ্রহপতিপুত্র, তুমি প্রাতঃকালে উঠিয়া .. নমস্কার করিতেছ কেন ?"

“ভক্ত, আমার পিতা। বৃত্তাকালে ছয়দিক নবকায় বসিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। আমি পিতার অস্তিম উপদেশ বর্ণার্থেই প্রত্যুষে . . . . . দিক সমূহকে নবকায় বসিতেছি।”

"গৃহপতিগুণ, আর্থ্য বিনয়ে বড় দ্বন্দ্বিক নয়কার করিবার এইরূপ প্রথা নাই।"

“ভক্ত, আৰ্য্য বিনয়ে কোন নিয়মে বঙ্গদিক নমস্কার করা হয়? আৰ্য্য বিনয়ে  
যেইরূপে বঙ্গদিক নমস্কার, করিবার বিধান আছে, সেইভাবে আমাকে উপদেশ  
প্রদান করুন।”

"হে গৃহপতিপুত্র, তাহা হইলে ভালরূপ শ্রবণ কর, আমি বলিতেছি।"

গৃহপতি-পুত্র নিগান, তাহাতে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিল। ভগবান বসিতে লাগিলেন—

“গৃহপতিগুজ, যেহেতু আৰ্য্যশ্রাবকেন চারি প্রকার কৰ্মরূপ রূপে বৰ্জিত হয়, চারি প্রকারে তিনি পাণকৰ্ম্য করেন না এবং ভোগৈশ্বর্য্য বিনাশক হয় প্রকাব কদাচাবকে সেবন করেন না। তখন এই চতুর্দশ প্রকার পাণকৰ্ম্য হইতে দূরে থাকিয়া বড়িক আচ্ছাদিত ব্যক্তি ইহপব উভয় লোকে স্বধের অধিকারী হয়; তাহার ইহ-পরলোকে অবস্থিত হয় এবং বৃত্ত্যর পর স্বগতি প্রাপ্ত হইয়া স্বৰ্গলোকে জন্মগ্রহণ করে।

“আর্থাশ্রাবকের কোন্ কোন্ চতুর্নিম কণ্ঠ-ক্ৰেণ পদিত্যক্ত হয়? গৃহপতি-  
পুত্র, (১) প্রাণীহত্যা (২) অদত্ত গ্রহণ (৩) ব্যভিচার (৪) মিথ্যাবাদ—

এই চারি প্রকার কৰ্ম-রূপে পরিভ্যক্ত হয়।" ভগবান ইহা বলিয়া অতঃপর এইরূপ কহিলেন—

"প্রাণাতিপাত, অহমজ্ঞান, মিথ্যাবাদ এবং শবদার গমনকে পণ্ডিত ব্যক্তিগণ প্রশংসা করে না।

"আর্য্যশ্রাবক কোন্ কোন্ কারণে পাপকর্ম্য করে না? (১) যেচ্ছাচার (২) ঘেব (৩) মোহ (৪) ভয়ের বশীভূত হইয়া লোকে পাপকর্ম্য করে। কিন্তু আর্য্যশ্রাবক যেচ্ছাচার, ঘেব ভয় কিম্বা মোহের বশীভূত হইয়া পাপকর্ম্য করে না।" ভগবান্ বুদ্ধ ইহা বলিয়া অনন্তর এইরূপ বলিলেন—

"যে ব্যক্তি যেচ্ছাচার, ঘেব, ভয় ও মোহের বশীভূত হইয়া পাপকর্মে নিপুণ হয় কৃপণক্ষেপ চক্ষের জার তাহার বশ কীণ হইয়া যায়।

"যেচ্ছাচার ঘেব ভয় ও মোহের বশীভূত হইয়া যে পাপ কর্মে নিপুণ হয়, তাহার তথ্যাত্তি চক্ষুগণের চক্ষের জার বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

"আর্য্য শ্রাবক কোন্ কোন্ ভোগ সম্পত্তি বিনাশের ছয় প্রকার কু-অভ্যাসকে আশ্রয় দেন না? (১) মাদক দ্রব্য সেবন (২) রাগে ভ্রমণ (৩) মজলিসে বা নৃত্যগীত দর্শনে গমন (৪) দ্যুতক্রীড়া (৫) পাপ-মিত্র-সঙ্গ এবং (৬) আলস্যের বশীভূত হওয়া।

"গৃহপতিগুহ, মাদক দ্রব্য সেবন করিলে ছয় প্রকার বিবয়র ফল উৎপন্ন হয়। যথা—(১) ভয়নই ধনহীন (২) কলহ বৃদ্ধি (৩) যোগের উৎপত্তি (৪) নিন্দা প্রচার (৫) লজ্জাহীনতা (৬) বিবেচনা শক্তিহীনতা।

"গৃহপতিগুহ, বিকালে (অসময়ে) বিচরণ করিলে ছয় প্রকার কুফল উৎপন্ন হয়। যথা—(১) নিজেও অন্তঃস্থ অরক্ষিত হয় (২) তাহার স্ত্রী-পুত্রও অন্তঃস্থ অরক্ষিত হয় (৩) তাহার ধন সম্পত্তিও অন্তঃস্থ অরক্ষিত হয় (৪) দুর্ভাগ্যের মিথ্যা দুর্গায় আরোপিত হয় (৫) সর্ব্বদা শঙ্কিত হইয়া চলাফেরা করিতে হয় (৬) আরও বহুবিধ বিপদের মূল কারণ হয়।

"গৃহপতিগুহ, নৃত্য গীত দর্শনে উৎসুক ব্যক্তির ছয় প্রকার কুফল উৎপন্ন হয়। যথা—(১) কোথায় নৃত্য হইবে উদ্বেগ (২) কোথায় গান হইবে উদ্বেগ (৩) কোথায় গল্প মজলিস হইবে উদ্বেগ (৪) কোথায় কাংস্যা-ভাণ হইবে উদ্বেগ (৫) কোথায় বাস্ত বাজনা হইবে উদ্বেগ এক (৬) কোথায় কুস্তম্বনন (বাস্ত বিশেষ) হইবে উৎকর্ষ।

"গৃহপতিগুহ, দ্যুতক্রীড়া, আসক্তিভেদে ছয় প্রকার কুফল উৎপন্ন হয়। যথা

— (১) জরী হইলে শ্রদ্ধতা আবৃত্ত হয় (২) পরাজিত হইলে অস্ত্রশোচনা উপস্থিত হয় (৩) তৎকালীন ধনহানি হয় (৪) সভায়লে কেহ তাহাব কথা বিশ্বাস কবে না (৫) আত্মীয় বন্ধনেবা ভিবৎসাব কবে এবং (৬) তাহাকে কেহ মেয়ে বিবাহ দিতে চাহে না।

“গৃহপতিপুত্র, পাশ-মিত্র-সংসর্গে ছয় প্রকার কুফল উৎপন্ন হয়। যথা— বাহার্য (১) ধূর্ত (২) দুশ্চরিত্র (৩) মত্তপ (৪) জুরাচোর (৫) প্রবঞ্চক এবং (৬) হুঃসাহসিক তাহারাই পাশ সহবাসকারীর মিত্র হয়।

“গৃহপতিপুত্র, অলস ব্যক্তিব ছয় প্রকার কুফল উৎপন্ন হয়। যথা— (১) অস্ত্র অতি শীত বলিয়া কাজ করে না (২) অস্ত্র অতি গরম বলিয়া কাজ করে না (৩) এখন অতি প্রাতঃকাল বলিয়া কাজ করে না (৪) এখন অতি সূর্য্য হইয়াছে বলিয়া কাজ কবে না (৫) অস্ত্র অতি স্নিগ্ধ হইয়াছে বলিয়া কাজ করে না এবং (৬) অস্ত্র বেশী খাওয়ার পেটভার বোধ হইতেছে বলিয়া কাজ করে না। এইরূপে হেলা কথিয়া অনেক কর্তব্য কার্যে উদ্যমীন থাকায় অনর্জিত ধন অর্জিত হয় না এবং অর্জিত ধনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।” ভগবান ইহা বলিয়া অন্তঃপর এইরূপ বলিলেন—

“যে মত্তপানের সময় লগা হয়, সম্মুখে ‘বন্ধু’, ‘বন্ধু’ বলে সে মিত্র নহে। কার্যের সময় যিনি সহায়তা করেন তিনিই মিত্র।

“অতি-শরম, পরস্রী গমন, শত্রু বহুলতা, অনর্থকারী, শঠ মিত্র এবং কুপণতা এই ছয়টা মানবকে ধর্ম্মের পথে উপনীত করে।

“অসন্তের সঙ্গে যে লড় কবে, অসৎ লোক বাহার সহায় এবং যে লড়া পাশ আচরণ কবে সে ইহ পব কালে দুঃখ ভোগ কবে।

“দ্যুতক্রীড়া, স্ত্রী-স্বরা-মৃত্যঙ্গীতে মত্ততা, দিবানিত্রা ও অসময়ে পথে পাগাচাব, পাশীব সঙ্গে বন্ধুতা এবং কুপণতা এই ছয়টা বহুদুঃখের নাশ করে।

“যে জুরা খেলে, জুরা পান করে, পয়ের স্ত্রীকে প্রাণের সমান ভালবাসে, নীচলোকের সংসর্গে বাস করে এবং জানী লোকের সঙ্গে বাস কবে না তাহার যশঃ কৃষ্ণপক্ষেব চন্দ্রের চার স্তর প্রাপ্ত হয় এবং নিম্না বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

“মত্তপ যদি দরিদ্র হয়, সে যথের দোকানে গিয়া ঋণ-জালে আবদ্ধ হইয়া শীঘ্রই নিজেকে বিপন্ন করিয়া ফেলে।

“যে দিবা নিদ্রা যায় বাস্ত্রে সজাগ থাকে না, নিত্য মত্তপানে রত থাকে, তাদৃশ ব্যক্তি গৃহবাসের সম্পূর্ণ অমুপযুক্ত।

“অতি শীত, অতি গ্রীষ্ম, অতি রাজি বলিয়া যে কাজ করে না তাহাব ধন ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়।

“যে ব্যক্তি কর্তব্য কার্যে শীত-ঔষধক ভূণেব ভ্রাতৃ উপেক্ষা করিয়া কার্যে অগ্রসর হয়, সেই ব্যক্তি কদাচ স্বলভাভে বঞ্চিত হয় না।

“হে গৃহপতিগুহ, চারি প্রকার লোককে মিত্ররূপী অমিত্র বলিয়া জানিবে। যথা—(১) পরদ্বাপহারী (২) বাক্যগুহ (৩) চাটুকার এবং (৪) দুর্ভার্যে সহায়ক।

“হে গৃহপতিগুহ, চারি কারণে পরদ্বাপহারীকে মিত্ররূপী অমিত্র বলিয়া জানিবে। কারণ, সে (১) পরের ধন চুবি করে (২) অল্প দিয়া বেশী পাইতে ইচ্ছা করে (৩) ভয়ে ভয়ে কার্য করে এবং (৪) স্বার্থের জন্য কার্য সম্পাদন করে।

“হে গৃহপতিগুহ, চারি কারণে বাক্যবীরকে মিত্ররূপী অমিত্র বলিয়া জানিবে। কারণ, সে (১) অতীতেব দিবস নইয়া অহঙ্কার করে (২) ভবিষ্যতেব জন্য অহঙ্কার করে (৩) নিমর্থক কথা বলিয়া অহঙ্কার করে এবং (৪) উপস্থিত কার্যে বিশদ প্রদর্শন করে।

“হে গৃহপতিগুহ, চারিপ্রকার কারণে ধোঁসামদকারীকে মিত্ররূপী অমিত্র বলিয়া জানিবে। কারণ, সে (১) পাপ-কর্মে অচ্যুতি দেয় (২) পুণ্য কার্যে অচ্যুতি দেয় না (৩) সম্মুখে প্রশংসা করে এবং (৪) পশ্চাতে নিন্দাবাদ প্রচার করে।

“হে গৃহপতিগুহ, চারি কারণে গুহার্যে সাহায্যকারী ব্যক্তিকে মিত্ররূপী অমিত্র বলিয়া জানিবে। সে (১) স্বপ্ন-মৈবেয়-মত্যানাদি প্রমাদকর কাজে সাহায্য করে (২) অসময়ে বেড়াইবার সময় সঙ্গী হয় (৩) নৃত্যগীত শ্রবণে সঙ্গী হয় এবং (৪) দ্যুতক্রীড়ায় সঙ্গী হয়।”

ভগবান ইহা বলিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন—

“মিত্রলোক পরদ্বাপহারী, বাক্যবীর, ধোঁসামোদকারী, এবং গুহার্যে সহায়তারীকে ভয়ঙ্কর পথের ভ্রাতৃ দূর হইতে ত্যাগ করেন।

“হে গৃহপতিগুহ, এই চারি ব্যক্তিকে বৃদ্ধ বলিয়া জানিবে। যে (১) উপকারী (২) সুখে দুখে সহায়ভূতি প্রকাশক (৩) অর্থ প্রাপ্তির উপদেষ্টা এবং (৪) অল্পক্ഷণকারী।

“হে গৃহপতিগুহ, চারি কারণে উপকারী মিত্রকে বৃদ্ধ বলিয়া জানিবে।

যথা—(১) প্রথমস্ত অবস্থায় যে রক্ষা কবে (২) প্রমত্তের সম্পত্তির উদ্ধারধান কবে (৩) ভয়ের সময় আশ্রয় দান করে এবং (৪) উপস্থিত কার্যাদিতে বাহাতে দ্বিগুণ লাভ হয় সেরূপ প্রবৃত্ত কবে।

“হে গৃহপতিপুত্র, চারি কারণে নয় স্থখী দুঃখী মিত্তকে স্তম্ভন বলিয়া জানিবে। যথা—যে (১) গোপনীয় বিষয় বলিয়া দেয় (২) বন্ধুর গোপনীয় বিষয় গোপন করে (৩) বিপদে পরিত্যাগ কবে না এবং (৪) বন্ধুর মঙ্গলের জন্য প্রাণ বিসর্জনে স্তুতি নহে।

“হে গৃহপতিপুত্র, চারি কারণে অর্থ প্রাপ্তির উপদেশটা মিত্তকে স্তম্ভন বলিয়া জানিবে। যথা—যে (১) পাণ হইতে বারণ করে (২) পুণ্য কর্মে নিযুক্ত কবে (৩) অপ্রত বিবরণ প্রবণ করার এবং (৪) বর্গগামী মার্গ নব্বন্ধে উপদেশ প্রদান কবে।

“হে গৃহপতিপুত্র, চারি কারণে অহুকম্পাকারী মিত্তকে স্তম্ভন বলিয়া জানিবে। যথা—যে (১) বন্ধুর অধঃপতন দেখিয়া আনন্দিত হয় না। (২) তাহার উন্নতিতে আনন্দ অহুস্তব করে (৩) কেহ বন্ধুর নিন্দা করিলে বাধা প্রদান করে এবং (৪) স্থখ্যাতি করিলে প্রশংসা করে।”

ভগবান এইরূপ বলিয়া পুনঃ ইহা বলিতে লাগিলেন—

“যে উপকারী, স্থখ দুঃখে সম অংশ গ্রহণকারী, সহপদেশদাতা এবং মিত্রের অহুকম্পাকারী তাহাকে বিজ্ঞগণ মিত্ত বলিয়া জানিয়া গর্ভজ সন্তানকে যেমন জননী পরিচর্যা করে তেমন তাহার পরিচর্যা করিরা থাকে।

“শীলবান, ভগবান, ব্যক্তি জগন্ত অগ্নির দ্বার পোতা গায়। তিনি ভ্রমরের দ্বার সঞ্চয় করিয়া বিবর সম্পত্তি বৃদ্ধি করেন। বন্দীকেশ দ্বার তিনি অন্ন অন্ন করিয়া ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করেন।

“এইরূপে ধনরাশি সঞ্চয় করিয়া গৃহস্থলোক সম্পত্তি চাবি ভাগে বিভক্ত করিয়া আত্মীয় স্বজন লাভ করিতে পারে।

“এক অংশ ভোগ করিবে, দুই অংশ ব্যবসারে প্রয়োগ করিবে, চতুর্থ অংশ বিপদকালের জন্য পুত্তিয়া রাখিবে।”

“গৃহপতিপুত্র, এই দিক সমূহকে এইরূপে জানিবে—মাতা-পিতা পূর্ব দিক, আচার্য্য দক্ষিণ দিক, ব্রী-পুত্র পশ্চিম দিক, বন্ধু-বান্ধব উত্তর দিক, দাস-কর্মচারী নিম্নদিক এবং শ্রমণ ব্রাহ্মণ উর্দ্ধদিক।

“হে গৃহপতিপুত্র, পঞ্চ প্রকাব কর্ম দ্বারা মাতা-পিতার সেবা করা কর্তব্য।

যথা—(১) মাতা-পিতা আত্মদ্বিতিকে লালন পালন করিয়াছেন এই হেতু বার্তাকো তাঁহাদেব ভরণ পোষণ করা (২) তাঁহাবা আমার কাজ করিয়াছেন এইহেতু স্বীয় কাজ ত্যাগ করিয়া পূর্বে তাঁহাদেব কাজ করা (৩) কুলচারণ ও কুলমধ্যাদা বজার বাধা (৪) তাঁহাদেব উপদেশে থাকিয়া তাঁহাদেব দান সম্পত্তির উত্তবাবিকার লাভ করা এবং (৫) মৃত পূর্বে পুরুষদের আত্মাদি সন্মান করা। এই পাঁচ প্রকার কর্মদ্বারা মাতা-পিতারূপী পূর্বদিক সেবা করা হয়।

“হে গৃহপতিগুহ, মাতা-পিতাকে পঞ্চ প্রকার কর্মের দ্বারা পুত্রের প্রতি অতুল্য প্রদর্শন কবিত্তে হয়। যথা—(১) পুত্রকে পাপকার্য হইতে বিবর্ত করা, (২) পুণ্য কার্যে নিয়োজিত করা, (৩) শিল্প শিক্ষা দেওয়া, (৪) উপযুক্ত জীবন সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা এবং (৫) বখাসময়ে বিবদ সম্পত্তির উত্তবাবিকার প্রদান করা। এই পাঁচ প্রকার কর্ম দ্বারা পূর্বদিক আচ্ছন্ন হইয়া কেময়ুক্ত ও নির্ভর হয়।

“হে গৃহপতিগুহ, পঞ্চবিধ কর্মের দ্বারা শিল্প কর্তৃক আচার্য্যরূপ দক্ষিণদিক সেবা করা হয়। যথা—(১) আচার্য্যকে ঘেঁষিয়া আসন হইতে উঠা, (২) সেবা করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট গমন করা, (৩) তাঁহার আদেশ পালন করা, (৪) তাঁহার পবিত্র্য করা এবং (৫) মনোযোগের সহিত উপদেশ শ্রবণ ও বিভাজন করা। এই পাঁচ প্রকার কর্মের দ্বারা শিল্প কর্তৃক আচার্য্যরূপ দক্ষিণ দিক রক্ষিত হয়।

“হে গৃহপতিগুহ, পঞ্চবিধ কর্মের দ্বারা আচার্য্যকে শিল্পের প্রতি অতুল্য প্রদর্শন করিত্তে হয়। যথা—(১) গুহ আচার ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া, (২) উত্তমরূপে শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দেওয়া, (৩) পঠনীয় অপঠনীয় বিষয় বলিয়া দেওয়া, (৪) তাঁহাব বন্ধুবান্ধবের নিকট তাঁহাব প্রশংসা করা, (৫) দেশে বিদেশে আপদে বিপদে সাহায্য করা। আচার্য্যকে এই পঞ্চবিধ কর্মদ্বারা শিল্পের প্রতি অতুল্য প্রদর্শন কবিত্তে হয়।

“হে গৃহপতিগুহ, পঞ্চবিধ কর্মের দ্বারা স্বামী কর্তৃক ভার্য্যারূপী পশ্চিমদিক সেবা করা হয়। যথা—(১) সন্মান জনক ব্যবহার (২) ভ্রোচিৎ ব্যবহার (৩) স্বীয় জীবন প্রতি প্রসাদ অত্যাশ (৪) স্বামীর সম্পত্তিতে কর্তৃত্ব প্রদান (৫) বখাসাধ্য বজালকার প্রদান। এই পঞ্চবিধ কর্মের দ্বারা স্বামী কর্তৃক ভার্য্যারূপী পশ্চিম দিক সেবা করা হয়।

“হে গৃহপতিগুহ, পঞ্চবিধ কর্মের দ্বারা ত্রীকে স্বামীর প্রতি অল্পকম্পা প্রদর্শন কবিতে হয়। যথা—(১) স্বেচ্ছাক্রমে গৃহকার্য সম্পাদন, (২) মিত্র ও অভিষিৎ যথাসাধ্য সযত্ননা, (৩) স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় অমুরাগ, (৪) সম্পত্তি নষ্ট না হয় মত রক্ষা কবা, (৫) সকল কার্যে দক্ষতা ও আলম্রহীনতা। এই পঞ্চবিধ কর্মের দ্বারা ত্রীকে স্বামীর প্রতি অল্পকম্পা প্রদর্শন কবিতে হয়।

“হে গৃহপতিগুহ, পঞ্চবিধ কর্মের দ্বারা কুলপুত্র কর্তৃক আত্মীয় স্বজনরূপ উত্তম দিক সেবা করিতে হয়। যথা—(১) অর্থ সাহায্য, (২) প্রিয়বাক্য, (৩) হিতসাধন, (৪) স্নেহে চুপ্চাপে প্রগাঢ় সহানুভূতি, (৫) সবল ব্যবহার। এই পঞ্চবিধ কর্মের দ্বারা কুলপুত্র কর্তৃক মিত্রামাত্য ও আত্মীয় স্বজনরূপ উত্তমদিক সেবা কবা হয়।

“হে গৃহপতিগুহ, পঞ্চবিধ কর্মের দ্বারা আত্মীয় স্বজনগণ কুলপুত্রের প্রতি অল্পকম্পা প্রদর্শন কবে। যথা—(১) প্রমত্তাবস্থায় তাহাকে রক্ষা কবে, (২) তাহাব বিষয় সম্পত্তি রক্ষা কবে, (৩) ভয়ভীতি আশ্রয় দান করে, (৪) বিপদের সময় ত্যাগ কবে না, (৫) মাঙ্গলিক কার্যে তাহার পুত্র-কন্যাদিগকে আশীর্বাদ করে। এই পঞ্চবিধ কর্মের দ্বারা আত্মীয় স্বজনেরা কুলপুত্রকে অল্পকম্পা প্রদর্শন কবে।

“হে গৃহপতিগুহ, পঞ্চবিধ কর্মের দ্বারা গৃহ-স্বামী কর্তৃক ভৃত্যরূপ নিম্নদিক সেবা কবিতে হয়। যথা—(১) ভৃত্যের সামর্থ্যানুযায়ী কার্যভার প্রদান কবা, (২) উপযুক্ত আহার ও বেতন প্রদান কবা, (৩) ব্যাহারের সময় সেবা ও পরিচর্যা করা, (৪) ইচ্ছানুসারে ব্যঞ্জন বস্তু দিয়া দেওয়া, (৫) মধ্যে মধ্যে ছুটি দেওয়া। এই পঞ্চবিধ কর্মের দ্বারা গৃহস্বামী কর্তৃক ভৃত্যরূপ নিম্নদিক সেবা করা হয়।

“হে গৃহপতিগুহ, পঞ্চবিধ কর্মদ্বারা ভৃত্যকে গৃহস্বামীর প্রতি অল্পকম্পা প্রদর্শন করিতে হয়। যথা—(১) গৃহ-স্বামীর পূর্বে শয্যা ত্যাগ করা, (২) তাহাব পবে শয়ন কবা, (৩) তাহাব কিছু চুরি না করা, (৪) ভালমতে কার্য সম্পাদন করা, (৫) সাধাবণেব নিকট গৃহ-স্বামীর প্রশংসা করা। এই পঞ্চবিধ কর্মের দ্বারা ভৃত্যকে গৃহ-স্বামীর প্রতি অল্পকম্পা প্রদর্শন কবিতে হয়।

“হে গৃহপতিগুহ, পঞ্চবিধ কর্মের দ্বারা কুলপুত্র কর্তৃক ভ্রমণ-ব্রাহ্মণ রূপ উচ্চদিক সেবা কবা হয়। যথা—(১) ভ্রমণ সহিত তাহাদেব সেবা-পরিচর্যা করা, (২) লোককে তাহাদেব প্রতি প্রভাবান কবা, (৩) তাহাদেব মঙ্গল কামনা করা,

(৪) তাঁহাদিগকে সম্রমের সহিত অভ্যর্থনা করা, (৫) উক্ত আহার্য ও পানীয় প্রদান করা। এই পঞ্চবিধ কর্মের দ্বারা কুলগুহ কৰ্ত্ত্বক শ্রমণ ব্রাহ্মণ রূপ উর্গাদিক সেবা করা হয়।

“হে গৃহপতিগুহ, শ্রমণ ব্রাহ্মণকে ষড়্‌বিধ কর্মেব দ্বাৰা কুলগুহের প্রতি অকম্পা প্রদর্শন কৰিতে হয়। যথা—(১) তাহাকে পাণ হইতে বারণ করা (২) হিতজনক কর্মে নিবত্ত করা, (৩) একাগ্রমনে তাহাব মনস কাযনা করা (৪) অশ্রুত বিষয় বলা, (৫) অবগত বিষয় সংশোধন করিয়া সেওয়া, (৬) শ্রমণগামী মার্গের ব্যাখ্যা করা। এই ষড় বিধ কর্মের দ্বারা শ্রমণ ব্রাহ্মণকে কুলগুহেব প্রতি অকম্পা প্রদর্শন কৰিতে হয়।”

ভগবান বুদ্ধ এইরূপ বলিলে সিংগাল গৃহপতিগুহ ভগবানকে বলিল—“আশ্চর্য ভাঙে। অত হইতে ভগবান আমাকে অল্পলিঙ্গ শরণাগত উপাসক বলিয়া মনে করুন।”

### বৈবজ্ঞ জ্ঞান

ভগবান বুদ্ধ এক সময় বৈবজ্ঞ গ্রামে অবস্থিত নলের গুচিমল নামক বৃক্ষমূলে বাস করিতেছিলেন। সেই গ্রামে বৈবজ্ঞ নামক ধনাঢ্য ও প্রতিভাশালী জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি বুদ্ধের আগমন বার্তা শ্রবণ করিয়া তাহাব নিকট গমন কৰতঃ সাদর সন্মোদনাব্য একস্থানে উপবেশন কৰিয়া ভিক্ষালা কবিলেন—

“হে গোতম, আমি শুনিয়াছি—‘শ্রমণ গোতম যমোবু ব্রাহ্মণদিগকে দেবিয়া অভিবাদন প্রত্যাখান কিংবা আসনাদি দ্বারা অভ্যর্থনা করেন না’, ইহা কি সত্য?”

“ব্রাহ্মণ, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ-দেব-দ্বাৰ-ব্রহ্মা-মহেশ্ব সহ সমস্ত জীবমণ্ডলীয় মধ্যে স্রগতে আমি এমন কাহাকেও দেখিতেছি না বাহাকে দেবিয়া আমি অভিবাদন প্রত্যাখান কিংবা আসন দ্বাৰা অভ্যর্থনা কৰিব। তথাগত বাহাকে দেবিয়া অভিবাদন প্রত্যাখান কিংবা আসনাদি দ্বাৰা অভ্যর্থনা কৰিবেন তাহাব মন্তক নগ্ন ষণ্ডে বিভক্ত হইয়া যাইবে।”

“তাহা হইলে আগনি কস্মিন।”



“হী, ব্রাহ্মণ, আমাকে রসহীন বলিবার কারণ আছে। ব্রাহ্মণ, তথাগতের রূপ-রস, শব্দ-রস, গন্ধ-রস, রস-বস স্পর্শ-বস গ্রহীন — পরিত্যক্ত হইয়াছে। এই কারণেই লোকে আমাকে ‘শ্রমণ গৌতম রসহীন’ বলিয়া অভিহিত করে। কিন্তু তুমি যেই অর্থে আমাকে রসহীন বলিতেছ প্রকৃতপক্ষে আমি সেই অর্থে রসহীন নহি।”

“হে গৌতম, আপনি নির্ভোগ।”

“হে ব্রাহ্মণ, তাহাব যথার্থ কাণ আছে। সেই কারণে সত্যই আমাকে ‘শ্রমণ গৌতম নির্ভোগ’ নামে অভিহিত করা যায়। রূপ-ভোগ, শব্দ-ভোগ, গন্ধ-ভোগ, বস-ভোগ, স্পর্শ-ভোগাদিও তুচ্ছ আমাব বিনষ্ট হইয়াছে, তাহাব পুনরুৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। এই কারণেই লোকে আমাকে ‘শ্রমণ গৌতম নির্ভোগ’ নামে অভিহিত করে। কিন্তু তুমি যেই অর্থে আমাকে নির্ভোগ বলিতেছ সেই অর্থে আমি নির্ভোগ নহি।”

“হে গৌতম, আপনি অক্রিয়াবাদী।”

“হে ব্রাহ্মণ, যেই কারণে আমাকে অক্রিয়াবাদী বলা হয় তাহাব যথার্থ কারণ আছে। আমি প্রাণীহত্যা-চুবি-ব্যভিচার আদি কার্যিক হুঙ্কিয়াকে, মিথ্যা-ভেদ-কর্কশ প্রলাপাদি বাচনিক হুঙ্কিয়াকে, লোভ-হিংসা-মিথ্যাভূষ্টি আদি মানসিক হুঙ্কিয়াকে এবং আবণ্ড অনেক প্রকাব পাপ কর্মকে অক্রিয়া বলিয়া থাকি। এই কারণে আমি অক্রিয়াবাদী।”

“হে গৌতম, আপনি উচ্ছেদবাদী।”

“হে ব্রাহ্মণ, উহাবও প্রকৃত কারণ আছে। আমি রাগ, বেব, মোহ এবং আরও অনেক প্রকাব পাপ কর্মের উচ্ছেদ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া থাকি। এই হেতু আমি উচ্ছেদবাদী।”

“হে গৌতম, আপনি জুগুপ্সক।”

“হে ব্রাহ্মণ, আমি কার্যিক, বাচনিক ও মানসিক হুঙ্কিয়া এবং আরও অনেক প্রকার পাপ কার্যকে ঘৃণা কবিয়া থাকি। এই হেতু আমি জুগুপ্সক।”

“হে গৌতম, আপনি বৈনরিক।”

“হে ব্রাহ্মণ, আমি রাগ, বেব, মোহের এবং আরও অনেক প্রকার পাপ কার্যের বিনয়ন-দমন সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া থাকি। এই হেতু আমি বৈনরিক।”

“হে গৌতম, আপনি তপস্বী।”

“হে ব্রাহ্মণ, আমি অকুশল-কর্ম এবং কার্যিক, বাচনিক ও মানসিক

চক্রিয়াকে ভগ্ন করিতে উপদেশ দিয়া থাকি। বাহার সম্ভাপ দায়ক ধর্ম দিনট হইয়া গিয়াছে এবং পুনরুৎপত্তির সম্ভাবনা নাই, তাহাকেই আমি তপস্বী বলিয়া থাকি। ব্রাহ্মণ, তথাগতের ভাগদারী ধর্ম নষ্ট হইয়া গিয়াছে, ভবিষ্যতে আর সংস্কার হইবার সম্ভাবনা নাই। এই হেতু আমি তপস্বী।”

“হে সৌতম আপনি অপগত।”

“হে ব্রাহ্মণ, ধাঁহার ভাবী গর্ভ-বাস বিনষ্ট হইয়াছে—পুনর্জন্মের হেতু ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, তাহাকেই আমি অপগত বলিয়া থাকি। তথাগতের ভাবী গর্ভবাস—আবার গর্ভে গমনের হেতু বিনষ্ট হইয়াছে। এই হেতু আমি অপগত। তুমি যেই অর্থে অপগত শব্দের প্রয়োগ করিতেছ, আমি কিন্তু সেই অর্থে অপগত নহি।

“হে ব্রাহ্মণ, কুছুটা আঁচ দশ বা দাদশটা অণু প্রসব করিয়া তাহা সম্যকরূপে পরিণামিত করিবার—তামিবার পর যেই শাবকটি প্রথম নখ বা চকুদ্র আঘাতে ডিম্বের উপরের খোলস বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া পড়ে তাহাকে তুমি জ্যেষ্ঠ বলিবে না কনিষ্ঠ বলিবে?”

“হে সৌতম, তাহাকে জ্যেষ্ঠ বলাই উচিত।”

“হে ব্রাহ্মণ, এই প্রকার অবিভারূপ অণুকায়ে আবৃত জীবসজ্জের মধ্যে আমি একাকী অবিভারূপী অণুব খোলস ভগ্ন করিয়া সর্বপ্রথম অহস্তর সম্যক্ সমোবি প্রাপ্ত হইয়াছি। এই হেতু আমি জগতের মধ্যে জ্যেষ্ঠ, আমি শ্রেষ্ঠ।

“ব্রাহ্মণ, আমি অদম্য বীজ্যবান ছিলাম, বিন্মবণ হীন স্বতি আমার সমুদ্রে দ্রুত ছিল, আমার শরীর অচন এবং শান্ত ছিল, আমার চিত্ত একাগ্র এবং সমাহিত ছিল।

“ব্রাহ্মণ, তখন আমি সবিতর্ক সবিচার বিবেকজ্ঞ শ্রীতিস্বত্বজনক প্রথম ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া কাল বাপন করিয়াছিলাম। বিতর্ক বিচার উপশম হইলে আধ্যাত্মিক শান্তি, চিন্তেব একাগ্রতা, অবিতর্ক অবিচার সমাধিত শ্রীতি-স্বত্বজনক দ্বিতীয় ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার করিয়াছিলাম। শ্রীতি হইতেও বিরক্ত হইয়া উপেক্ষক হইয়া বিহার করিয়াছিলাম। স্মৃতিমান, অচর্য ( সংপ্রদত্ত ) বান হইয়া কাদিক স্বপ্নে অচর্য করিয়াছিলাম, বাহাকে আর্দ্রোত্তর উপেক্ষকস্মৃতিস্বত্ব বিহারী বলিয়া অভিহিত করে। এক্ষণ তৃতীয় ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার করিয়াছিলাম। স্বপ্ন-রূপ পরিত্যক্ত এবং চিন্তামোহ ও চিত্তদোষের প্রবলময় অত্যাগমন হইলে অরূপ-স্বপ্ন, উপেক্ষা স্বতি পরিত্যক্তারূপী চতুর্থ ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার করিয়াছিলাম।

“এই প্রকারে চিত্ত সমাহিত পরিশুদ্ধ-পর্যাবদাভ-অঙ্গন রহিত-উপক্লে-  
শ-মলরহিত-মুহূর্ত্ত-কর্ণকক্ষ-স্থির-অচলতাপ্রাপ্ত-সমাহিত হইয়া গেলে পূর্বজন্ম-শ্রুতি  
বিষয়ে জ্ঞানের অল্প চিত্ত অভিনমিত করিয়াছিলাম। আমি অনেক প্রকার পূর্ব  
নিবাস স্মরণ করিয়াছি। এক জন্ম দুই জন্ম.... .. আকার সহিত উদ্দেশ্য  
সহিত অনেক পূর্ব নিবাস স্মরণ করিয়াছি।

“ব্রাহ্মণ, রাজির প্রথম বামে প্রমাদ রহিত, তৎপরও আত্ম-সংযম যুক্ত  
হইয়া বিহার করিবার সময় আমি প্রথম বিজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, অবিজ্ঞা  
অন্তর্হিত হইয়াছিল। তমঃ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, আলোক উৎপন্ন হইয়াছিল।  
ব্রাহ্মণ, অণ্ডকোষ হইতে কুক্কট ছানাব জ্বর ইহা প্রথম উৎপন্ন হইয়াছিল।

“এই প্রকারে চিত্ত পবিশুদ্ধ হইয়া গেলে প্রাণীদের জন্ম-মৃত্যু জ্ঞাত হইবার  
অল্প চিত্ত অভিনমিত করিয়াছিলাম। তখন অমামুখিক দিব্য বিভক্ত চক্ষু দ্বাৰা  
ভাল-মন্দ, স্বর্ণ-তাম্র, স্নগত-দুর্গত ও কর্ম্মানুযায়ী গতিপ্রাপ্ত জীব সমুদয়কে  
দেখিয়াছিলাম। রাজির দ্বিতীয় বামে এই দ্বিতীয় বিজ্ঞা উৎপন্ন হইয়াছিল,  
অবিজ্ঞা . ... .। ব্রাহ্মণ, অণ্ডকোষ হইতে কুক্কট ছানার জ্বর ইহা দ্বিতীয়  
বামে উৎপন্ন হইয়াছিল।

“এই প্রকারে চিত্ত . ... আবশ্যককর জ্ঞান লাভের নিমিত্ত আমি  
চিত্ত অভিনমিত করিয়াছিলাম। ইহা ‘দ্বন্দ্ব’, ইহা ‘দ্বন্দ্ব-সমুদয়’, ইহা ‘দ্বন্দ্ব  
নিরোধ’, ইহা ‘দ্বন্দ্ব-নিবোধগামিনী প্রতিপদা’—বলিয়া বার্থ্য রূপে অবগত  
হইয়াছিলাম। ইহা ‘আত্মব’, ইহা ‘আত্মব-সমুদয়’, ইহা ‘আত্মব নিবোধ’, ইহা  
‘আত্মব নিরোধগামিনী প্রতিপদা’—বলিয়া সম্যক্রূপে অবগত হইয়াছিলাম।  
তাহা এই প্রকারে জ্ঞাত হইয়া চিত্ত ‘কায়াত্মব’, ‘ভবাত্মব’ ও ‘অবিজ্ঞাত্মব’ হইতে  
বিমুক্ত হইয়া গিয়াছে। বিমুক্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার বিমুক্ত  
হইয়াছি বলিয়া জ্ঞাত হইয়াছি। ‘অঙ্গ শেষ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্য পূর্ণতা লাভ  
করিয়াছে, করণীয় সমাপ্ত হইয়াছে, করিবার আশ কিছু নাই’—বলিয়া অবগত  
হইয়াছি। ব্রাহ্মণ, রাজির শেষ বামে তৃতীয় বিজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছি, অবিজ্ঞা চলিয়া  
গিয়াছে, বিজ্ঞা উৎপন্ন হইয়াছে, তমঃ অন্তর্হিত হইয়াছে, আলোক উৎপন্ন  
হইয়াছে। অণ্ডকোষ হইতে কুক্কট ছানাব জ্বর ইহা তৃতীয়বারে উৎপন্ন  
হইয়াছে।”

তখন বরুণ ব্রাহ্মণ বলিলেন—“গৌতম, আপনিই জ্যেষ্ঠ, আপনিই শ্রেষ্ঠ,  
... .. আমাকে আপনার পবপাগত উপাসক বলিয়া মনে করুন।”—এই বলিয়া

ব্রাহ্মণ আগামী বর্ষাঋতু বৈরঙ্গ গ্রামে বাশন করিবার জন্ত তাঁহাকে নিয়ন্ত্রণ করিলেন। ভগবান বুদ্ধ মৌনাবলম্বনে সম্মত হইলেন। বুদ্ধের সম্মতি জানিয়া তিনি তাঁহাকে অভিবাচন ও প্রদক্ষিণ কবিয়া স্বহানে প্রস্থান কবিলেন।

সেই বৎসর অনাবৃষ্টি বশতঃ বৈরঙ্গগ্রামে অকাল উপস্থিত হইল। হুর্ভিক্ষের কয়লগ্রামে পতিত হইয়া গ্রামবাসীরা সশিস্ত্র বুদ্ধের সংকাব করিতে পারিল না। দুর্ভিক্ষের জন্ত ভিক্ষু-সঙ্ঘ আহার্য্যলাভে বঞ্চিত হইলেন। সেই বর্ষায় দৈবযোগে উত্তবাগধেব অশ্ববনিকেরাও পঞ্চ শত অশ্ব লইয়া বৈরঙ্গগ্রামে বর্ষাঋতু অতিবাহিত করিতে লাগিল। ভিক্ষুরা তাহাদের নিকট বাইয়া ভিক্ষা কবিত্তে লাগিলেন। তাহারা অশ্বখাদ্য হটর ভিক্ষুদিগকে ভিক্ষা প্রদান করিল। ভিক্ষুরা বিহারে আসিয়া তাহা উৎখলিতে চূর্ণ কবিয়া আহার্য্য কবিত্তে লাগিলেন। আনন্দ শিলায় শিবিয়া বুদ্ধকে প্রদান করিলেন। বুদ্ধ উৎখলির শব্দ শুনিয়া আনন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“আনন্দ, উৎখলির শব্দ শোনা বাইতেছে কেন?” আনন্দ সমস্ত ব্রহ্মান্ত তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। তচ্ছবনে বুদ্ধ বলিলেন—“সাদু সাদু! আনন্দ, তোমরা সংপূর্ণবের ক্রায় জীবন যাপন কবিত্তেছ; কিন্তু ভবিষ্যতে বাহারা আসিবে তাহারা হুবাছ খাদ্য খাইতে চাহিবে।”

ভগবান বুদ্ধ বৈরঙ্গগ্রামে বাশন বর্ষাঋতু বাশনান্তর আনন্দকে সঙ্গে করিয়া বৈরঙ্গ ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং উপবেশনান্তে বলিলেন,—“ব্রাহ্মণ, আমাদের বর্ষাবাস সমাপ্ত হইরাছে। অতএব এখন আমরা দেশ পর্য্যটনে যাত্রা করিব।”

বৈরঙ্গ ব্রাহ্মণ বলিলেন—“গৌতম, আমি আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু, কিছুই দান দিতে পারি নাই। আমার নিকট দানীয় সামগ্রীর অভাব কিবা আমার দান দিবার যে ইচ্ছা ছিল না তাহা নহে। তবে আমরা সামসারিক লোক, অবসর না পাওয়ার স্বাভাবিক আপনাদের খোঁজ খবর লইতে পারি নাই। ভগবন, দয়্য করিয়া একদিন অপেক্ষা করুন, আমি আগামী বন্য পূজা কবিত্তে ইচ্ছা কবি।” ভগবান বুদ্ধ সম্মত হইলেন। পরদিন ব্রাহ্মণ, সশিস্ত্র বুদ্ধকে রাজোচিত সমানের সহিত আহার্য্য সহিত চাঁবদাদি পূজা করিলেন। বুদ্ধ তখন তাঁহাকে সমরোপযোগী উপদেশ দানে পরিতৃপ্ত করিয়া দেশ পর্য্যটনে যাত্রা কবিলেন।

## গোতলির গৃহপতি

এক সময় ভগবান বুদ্ধ অঙ্গুত্তরাণ \* প্রদেশে অঙ্গুত্তরাণ বানীদের আপন নামক নগরে বাস কবিতেছিলেন।

একদিন ভগবান বুদ্ধ মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপ্ত করিয়া একটি বনখণ্ডে দিব্য-বিহার কবিতে যাইয়া এক নিবিড় ছায়া সম্পন্ন বৃক্ষমূলে উপবেশন কবিলেন। গোতলির নামক গৃহপতিও গোবাক পরিত্যক্ত পবিধান করতঃ ছাতা জুতা নইয়া পাদচারণ করিতে কবিতে সেই বন প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তখন বৃক্ষের নীচে বুদ্ধকে দেখিয়া কুশল প্রদান্তর দাঁড়াইয়া বহিলেন। তদ্বশনে বুদ্ধ বলিলেন—

\* অঙ্গ একটি জনপদের নাম তাহা যহী (গণ্ডক) নদীর উত্তর পার্শ্বে হওয়ায় উত্তরাণ বলা হয়। অঙ্গ + উত্তরাণ = অঙ্গুত্তরাণ বা অঙ্গোত্তরাণ। এই অঙ্গুত্তরাণ বনসহস্র বোজন। এই বীশে চারি সহস্র বোজন জল, তিন সহস্র বোজন মন্থ্য বাসস্থল। অবশিষ্ট তিন হাজার বোজনের মধ্যে চুবাশী সহস্র শিবিশূদ্রে অশোভিত, চতুর্দিকে পঞ্চশত নদীদ্বারা পরিবেষ্টিত, পঞ্চশত বোজন উচ্চ হিমালয় পর্বত অবস্থিত। ইহা উচ্চতায় প্রস্থে ও দৈর্ঘ্যে পঞ্চাশ বোজন। পবিত্রেশ দেউশত বোজন। তাহাতে অনবতত্তদহ, কর্ণমুণ্ডদহ, বখকারদহ, ছন্দস্তদহ, কুণালদহ, মন্দাকিনী এবং সিংহ প্রপাতক আদি সাতটি মহা সরোবর প্রতিষ্ঠিত আছে। অঙ্গোত্তরদহ স্বর্ণশনকূট, চিত্রকূট, কালকূট, গন্ধমাদনকূট এবং কৈলাশকূট আদি পঞ্চপর্বত শৃঙ্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত। ... ইহার চারিপার্শ্বে সিংহমুখ, হস্তীমুখ, অশ্বমুখ ও কুব্জমুখ আদি চারিটি মুখ আছে। তাহা হইতে চারিটি নদী প্রবাহিত হয়। সিংহমুখ হইতে প্রবাহিত নদীতীরে সিংহ উৎপন্ন হয়। হস্তী আদিব মুখ হইতে প্রবাহিত নদীর তীরে হস্তী, অশ্ব ও কুব্জ আদি উৎপন্ন হয়। ... . গণ্ডা, যমুনা, অট্টিরাবতী (বাস্তি), সরস্ব (সরস্ব-বাঘরা), যহী (গণ্ডক) . এই পাঁচটি নদী হিমালয় হইতে প্রবাহিত হয়। এই পঞ্চনদীর মধ্যে এখানে যহী নদীই আমাদের অভিপ্রেত। ইহার উত্তর তীরে অবস্থিত এই অঙ্গুত্তরাণ প্রদেশে আপন নগরে বিংশতি সহস্র আপন (দোকান) ছিল। আপন দ্বারা পবিত্রত হওয়ায় সেই নগরের নাম আপন হইয়াছিল। এই আপনের সমীপে নদীতীরে নিবিড় ছায়াসমাকুল বন্যায় ভূমিখণ্ডে একটি বন ছিল, তাহাতেই বুদ্ধ বিহার কবিতেছিলেন।

“গৃহপতি, আসন প্রস্তুত আছে, যদি ইচ্ছা হয় বসিতে পার।” এইরূপ সন্মোদনে পোতলির গৃহপতি ক্রোধান্বিত হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া বহিলেন।

বুদ্ধ তিনবাব গৃহপতি সন্মোদন করিলে তিনি কোপান্বিত হইয়া বুদ্ধকে বলিলেন—

“হে গোতম, আমাকে ‘গৃহপতি’ বলিয়া সন্মোদন করা আপনার উচিত নহে।”

“গৃহপতি, তোমার নিকট গৃহস্থের চিহ্ন আছে বলিয়াই আমি তোমাকে গৃহপতি সন্মোদন করিতেছি।”

“হে গোতম, তাহা হইলেও আমি সমস্ত কৃষি বাণিজ্যাদি কাজ কর্ম পবিত্র্যাগ করিয়াছি। আমার নিকট ধন-বস্তু সোনা-রুপা আদি বাহ্য ছিল সমস্তই আমার পুত্রকে সমর্পণ করিয়াছি। কৃষি বা বাণিজ্যাদি কাজের জন্য আমি কাহাকেও পীড়ন কিংবা কটুকথা বলি না; প্রাণ্য মাংস সঞ্চয় রাখিয়া বাস করিতেছি।”

“গৃহপতি, তুমি যেই কৃষি বাণিজ্যাদি কার্যকে উচ্ছেদ (ত্যাগ) বলিতেছ তাহা প্রস্তুত উচ্ছেদ নহে। আর্ধ্য-বিধানের ব্যবহার (সাংসারিক জ্ঞান) উচ্ছেদ অন্য প্রকার।”

“ভগ্নে, তাহা হইলে আর্ধ্য বিনয়ে ব্যবহার (সাংসারিক জ্ঞান) উচ্ছেদ কিরূপে হয় ভগবান আমাকে সেকপ উপদেশ প্রদান করুন।”

“গৃহপতি, তাহা হইলে মনোবোনের সহিত প্রবণ কর, আমি বলিতেছি।”

পোতলির গৃহপতি তথাক্ত বলিয়া সম্মত হইলে বুদ্ধ বলিতে লাগিলেন—

“গৃহপতি, আর্ধ্য-বিনয়ে ( আর্ধ্য-বিধান ) আটটি নিয়ম ব্যবহার ( সাংসারিক জ্ঞান ) উচ্ছেদের নিমিত্ত বিচক্ষমান আছে। সেই আটটি নিয়ম এই—

“গৃহপতি, (১) প্রাণীহত্যা বিরতিব জন্য প্রাণীহত্যা, (২) দত্ত গ্রহণের জন্য অদত্তাদান, (৩) সত্যের জন্য মিথ্যা, (৪) অপিত্তনের ভেদ না করিবার জন্য পিত্তন ( ভেদ ), (৫) নির্লোভের জন্য লোভ, (৬) প্রশংসার জন্য নিন্দা, (৭) অক্রোধের জন্য ক্রোধ, (৮) অনভিমানের জন্য অভিমান উচ্ছেদ—ত্যাগ করা কর্তব্য।

‘গৃহপতি, সংক্ষেপে বলিলাম মাত, কিন্তু বিস্তার করিয়া ব্যাখ্যা করিলাম না। এই আটটি বিধান আর্ধ্য-বিনয়ে ব্যবহার উচ্ছেদের জন্য বর্ণিত হইয়াছে।”

“ভগ্নে, আপনি এই আটটি ধর্ম বিতৃপ্তভাবে ব্যাখ্যা না করিয়া সংক্ষিপ্তভাবে বলিলেন। আপনি যদি অল্পগ্রহ করিয়া বিতৃপ্তরূপে ব্যাখ্যা করেন তবে আমি বড়ই অসুগৃহীত হইব।”

“গৃহপতি, তাহা হইল মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কব। আমি বলিতেছি—

“গৃহপতি, ‘প্রাণীহত্যা বিরতির জন্য প্রাণীহত্যা ত্যাগ করা কর্তব্য’—বলিয়া বাহা বলিলাম তাহাব কারণ কি ?

“গৃহপতি, আর্থ্যাশ্রাবক চিন্তা করে,—‘বেই সংবোধনের ( বন্ধনের ) হেতু আমি প্রাণীহত্যা হইব, সেই সংবোধন ত্যাগ—উচ্ছেদ করিবার জন্য উত্তত হইয়াছি। যদি আমি প্রাণীহত্যা হই, তাহা হইলে আমাব চিন্তাও আমাকে থিকাব প্রদান করিবে, তচ্ছত্র বিজ্ঞ লোকেও থিকার দিবে, বৃত্ত্যাব পরও দুর্গতিতে গমন করিতে হইবে।’ একমাত্র এই প্রাণীহত্যাই সংবোধন—বন্ধন, এই প্রাণীহত্যাই নীববণ বা আববণ। প্রাণীহত্যাৰ দরুণ বেই বিবাত পরিদাহ ( বেব জনন ) ও আশব ( চিত্ত-দোষ ) উৎপন্ন হয়, তাহা ত্যাগ করিলে সেই বিবাত, পরিদাহ ও আশব উৎপন্ন হয় না। এই কারণেই বলিরাছি—‘অপ্রাণিপাতের জন্য প্রাণ-তিপাত ত্যাগ করা কর্তব্য’।

“গৃহপতি, ‘প্রদত্ত গ্রহণের জন্য অদত্তাদান ত্যাগ করা কর্তব্য’—বলিয়া বাহা বলিরাছি তাহাব কারণ কি ?

“গৃহপতি, আর্থ্যাশ্রাবক চিন্তা করে,—‘বেই বন্ধনের জন্য আমি অদত্ত গ্রহণ করিব, সেই বন্ধন ত্যাগ করিবার জন্য—উচ্ছেদ করিবার জন্য আমি উত্তত হইয়াছি। আমি যদি চোর হই, তবে আমাব চিন্তা আমাকে থিকাব দিবে, বিজ্ঞ লোকেও থিকাব দিবে, বৃত্ত্যাব পরও নরকে বাইতে হইবে।’ এই অদত্ত গ্রহণেই সংবোধন ( বন্ধন ) ও নীববণ ( আববণ )। চুরি করার জন্য বেই বিবাত, ( পীড়া ) পরিদাহ ( জালা ) ও আশব ( চিত্ত-দোষ ) উৎপন্ন হয় তাহা উচ্ছেদ করিলে বিবাত-পরিদাহ-আশব উৎপন্ন হয় না। এই কারণেই বলিরাছি—‘প্রদত্ত গ্রহণের নিমিত্ত অদত্ত গ্রহণ ত্যাগ করা কর্তব্য’।

“অপিত্তন বাক্যেব অন্য পিত্তন বাক্য . . . . .

“নির্লোভেব অন্য লোভ . . . . .

“প্রশংসার অন্য নিন্দা . . . . .

“অক্রোধের অন্য কোষ . . . . .

“অনভিমানের অন্য অভিমান . . . . .

“গৃহপতি, উক্ত আটটি বিষয় বিতৃপ্তভাবে ব্যাখ্যা করিলাম। এই সমস্তই আর্থ্যা-বিনয়ে ব্যবহার ( সাংসারিক জ্ঞান ) উচ্ছেদ—বিনাশকাবক। কিন্তু তবুও সর্বপ্রকাৰে সমস্ত ব্যবহাবেব উচ্ছেদ হয় না।”

“ভগ্নে, তাহা হইলে আৰ্ঘ্য বিনয়ে বেইশ্রমে সৰ্বথা সমস্ত ব্যবহাব উচ্ছেদ হয় তেমন উপদেশ প্রদান করুন।”

“গৃহপতি, মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কব, আমি বলিতেছি—

“গৃহপতি, যদি কোন ক্ৰুখাত্ত্ব দ্বৰ্জন কুকুর কশাইখানার গাৰ্খ দাঁড়াইলে তাহাকে গো দাতক বা তাহাব শিষ্ট মাংস রহিত শোণিত লিপ্ত অস্থিও নিক্ষেপ করে তবে সেই বৃত্তুক্ত দ্বৰ্জন কুকুর সেই অস্থিও চৰ্জন কবিত্ত ক্ৰুখাজনিত দ্বৰ্জনতা দূর করিতে পাবিবে বলিয়া মনে কর কি?”

“না, ভগ্নে,।”

“তাহার কারণ কি?”

“ভগ্নে, তাহা মাংস বিহীন শোণিত লিপ্ত অস্থি-কঙ্কাল মাত্ৰ। উহা চৰ্জন করিলে কুকুর পরিভ্রান্ত হইবে মাত্ৰ, কিন্তু তদুপা তাহার স্মৃতিবৃত্তি হইবে না।।”

‘হে গৃহপতি, তজ্জন আৰ্ঘ্যশ্রাবক চিন্তা করে,—‘বহু হুঃখ ও বহু পরিশ্রম দায়ক অস্থি-কঙ্কাল সদৃশ কামভোগ। ইহাতে বহু আদীনব (দোষ) বিস্তমান’।

অতঃপৰ আৰ্ঘ্যশ্রাবক ইহা বৰ্খারূপে প্রজ্ঞাবাবা অবলোকন কবিত্তা অনৈক্যবান—অনৈক্যভায় লয় বেই উপেক্ষা আছে, তাহা ভ্যাগ করেন এবং একত্ববান একত্বে লয় বেই উপেক্ষা আছে, বাহাতে লোকের আমিবেদ (বিব) উপাদান (গ্রহণ, স্বীকান) সৰ্বপ্রকাৰে ভয় হইয়া যায় সেই উপেক্ষা ভাবনা কবে।

“গৃহ, কাক বা কুণাল মাংসখণ্ড লইয়া উভিত্তা বাইবার সময় অস্থ গৃহ, কাক বা কুণাল তাহাব পশ্চাত্ত্বাবন কবিত্তা যদি তাহাকে চক্ৰুয়ায়া আৰ্ঘ্যাত করে তবে সে মাংসখণ্ড পরিত্যাগ না করিলে বৃত্তুক্ৰুখ পতিত হইবে বলিয়া মনে কর কি?”

‘হী, ভগ্নে।’

“তজ্জন আৰ্ঘ্যশ্রাবক চিন্তা করে, ‘কাম-ভোগ মাংসশেষ্ঠী সদৃশ, বহু হুঃখ ও বহু আয়াসজনক’। এইরূপ চিন্তা কবিত্তা উপেক্ষা ভাবনার বস্ত হয়।

“গৃহপতি, প্রজ্ঞলিত ভূশ-মশাল লইয়া বায়ুর বিপরী-দিকে গমন করিলে যেমন গমনকারী সৰ্ব্বাক্ষ নষ্ট হইয়া বৃত্তুক্ৰুখে পতিত হয়, তেমন কামভোগও ভূশ মশাল সদৃশ অবগত হইয়া আৰ্ঘ্য শ্রাবক উপেক্ষা ভাবনার বস্ত হয়।

“গৃহপতি, ধূম রহিত, অর্চি রহিত অদ্যার দাশিতে বাচিতে ইচ্ছুক, মরিতে



অনিচ্ছুক, হুখলাতে ইচ্ছুক, দুঃখলাতে অনিচ্ছুক কোন ব্যক্তিকে যদি কোন বলবান ব্যক্তি জোর করিয়া নিক্ষেপ করিতে উদ্ভূত হয় তবে সেই বাঁচিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি সেই অজ্ঞাব রাশিতে পতিত হইতে চাহিবে কি ?”

“না, ভগ্নে ।”

“তাহার কারণ কি ?”

‘ভগ্নে, সে জানে যে, সে যদি তপ্ত অজ্ঞাবরাশিতে নিপতিত হয় তবে স্বত্বে পতিত হইবে ।’

“গৃহপতি, আধ্যাত্মিক তজ্জগ চিন্তা করে,—‘কামভোগ তপ্ত অজ্ঞাবরাশি সদৃশ দুঃখ ও আয়াসজনক । তাহাতে বহু দৌৰ বিস্তমান’ । . . . .

“গৃহপতি, যেমন মানুষ স্বপ্নাবস্থায় রমণীয় উদ্ভান-বন-ভূমিখণ্ড ও পুষ্করিণী দেখে কিন্তু জাগ্রতাবস্থায় ওসব কিছুই দেখে না, তজ্জগ আধ্যাত্মিক চিন্তা করে,—‘কামভোগ স্বপ্ন সদৃশ দুঃখদায়ক ও আয়াসজনক’ । . . . .

“গৃহপতি, কোন ব্যক্তি বাচঞালক যানবাহনে আরোহণ করিয়া বা স্বর্ণাভরণ পরিধান করিয়া কোন জন সমাগম স্থানে গেলে তাহাকে দেখিয়া অল্প লোকেরা বলে, ‘এই ব্যক্তি বড় ধনী । ধনী লোকেরা এইরূপে ভোগ সম্পত্তি উপভোগ করে’ । বাহ্যিক নিকট হইতে বাক্য করিয়া সে ঐ ভোগ সম্পত্তি লাভ করিয়াছে, সে যদি পুনরায় তাহা প্রত্যাহরণ করিতে চায় তাহা হইলে পূৰ্ব্বোক্ত ব্যক্তির মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইবে কি ?”

“হী, ভগ্নে ।”

“তাহার কারণ কি ?”

“যেহেতু, ঐ ভোগ সম্পত্তির প্রকৃত অধিকারী তাহা প্রত্যাহরণ করিতে চাহিয়াছে ।”

“গৃহপতি, তজ্জগ আধ্যাত্মিক চিন্তা করে,—‘বাচঞালক ভোগসম্পত্তি সদৃশ কামভোগ’ . . . . .

“গৃহপতি, মনে কর, গ্রাম বা নগরের সমীপে ফলশালী একটি বৃক্ষ আছে কিন্তু একটা ফলও নিম্নে পতিত হয় না । সেই স্থানে ফল অন্বেষণকারী কোন ব্যক্তি আসিয়া চিন্তা করিল, ‘এই বৃক্ষ বড় ফলশালী কিন্তু একটা ফলও ভূমিতে পতিত দেখিতে পাইতেছি না । আমি গাছে আরোহণ করিতে জানি’ । —এইরূপ চিন্তা করিয়া সে গাছে উঠিয়া ইচ্ছাকৃত ফল খাইতে লাগিল ও উৎসর্গে পুষ্টিতে লাগিল । কিছুক্ষণ পাবে ফল অন্বেষী অল্প এক ব্যক্তি আসিয়া চিন্তা করিল,—

‘আমি গাছে উঠিতে জানি না, কুঠার দ্বারা যদি এই গাছ ছেদন করি তবে ইচ্ছামত বল খাইতে পারিব এবং উৎসব পূর্ণ করিতে পারিব’।— এইরূপ চিন্তা করিয়া সে বৃক্ষের মূল ছেদন করিতে লাগিল। তদ্বর্ণনে বৃক্ষে আরুঢ় ব্যক্তি যদি নীচ গাছ হইতে অবতরণ না কবে তাহা হইলে তাহার হস্তপদ—সর্বদা ভয় হইয়া সে যত্নমুখে গতিত হইবে কি ?’

“হু, ভল্লে !”

“গৃহপতি, তজ্জন আধ্যাত্মিক চিন্তা করে,—‘বৃক্ষমূল সূচ্য কামভোগ। ইহাতে বহু আত্মনব (দোষ) বিদ্যমান আছে’। .. এই প্রকারে ইহাকে যথার্থরূপে প্রজ্ঞাবারা অবগত হইয়া উপেক্ষা ভাবনার রত হয়।

“গৃহপতি, সেই আধ্যাত্মিক এই অচ্যুতর উপেক্ষা স্মৃতি পারিতোষিক (স্মৃতি শুদ্ধিকারক উপেক্ষা) লাভ করিয়া অনেক প্রকার পূর্ব জন্মের বিষয় স্মরণ করে। যেমন এক ভগ্ন, দুই ভগ্ন .. ... এই প্রকারে আকার সহিত উদ্দেশ (নাম) সহিত অনেক প্রকার পূর্ব জন্মের বিষয় স্মরণ করে।

“গৃহপতি, সেই আধ্যাত্মিক এই প্রকার স্মৃতি পারিতোষিক লাভ করতঃ অমাহবিক দিব্য চক্ষু দ্বারা উৎপন্নশীল, ধ্বংসশীল, নীচ-উচ্চ-দুঃখ-সুখ, স্বপ্ন-জাগ্রত, দুর্ভাগ্যবান, সুভাগ্যবান, গতিপ্রাপ্ত প্রাণীসমূহকে অবগত হয়।

“গৃহপতি, আধ্যাত্মিক এই অচ্যুতর উপেক্ষা স্মৃতি পারিতোষিক লাভ করতঃ এই অগ্নেই আশ্রয় (চিন্তার মূল) ক্ষয় করিয়া অনাস্রব চিন্তা বিমুক্তি অবগত এবং প্রাপ্ত হইয়া বাস করে। আধ্যাত্মিক এই প্রকারে সর্বদা সমস্ত ব্যবহারের উচ্ছেদ হয়। আধ্যাত্মিক এইরূপ ব্যবহার (সাংসারিক জঞ্জাল) সমূহের সম্বন্ধে বলা হইল সেইরূপ ব্যবহারের (সাংসারিক জঞ্জালের) সমূহের কি তোমার নিকট আছে ?”

“ভল্লে, কোথায় আমাব ব্যবহার (সাংসারিক জঞ্জাল) সমূহের ! আর কোথায় আধ্যাত্মিক ব্যবহার সমূহের ! উভয়ের মধ্যে বহু ব্যবধান বিদ্যমান।

“ভল্লে, পূর্বে আমি অপরিণতক অন্তঃসম্প্রদায়ের তীর্থ পরিভ্রাজককে পরিণতক মনে করিতাম, অপরিণতককে পরিণতক ভোজন প্রদান করিতাম এবং অপরিণতককে পরিণতকস্থানে উপবেশন করাইতাম। পরিণতক ভিক্ষুগণকে অপরিণতক মনে করিতাম, পরিণতক ভিক্ষুগণকে অপরিণতক ভোজন প্রদান করিতাম এবং পরিণতককে অপরিণতক স্থানে উপবেশন করাইতাম। অতঃপর আমি অপরিণতক

তীর্থযাত্রীগকে অপবিত্র বলিয়া মনে করিব, অশ্রিত্ত্ব ভোজন প্রদান করিব এবং অশ্রিত্ত্ব স্থানে স্থাপন করিব। পবিত্র ভিক্ষুগকে পবিত্র মনে করিব, পবিত্র ভোজন প্রদান করিব এবং পবিত্র স্থানে উপবেশন করাইব।

“অহো! ভগবান আমার প্রাণেব প্রতি প্রাণ-প্রাণ উৎপাদন করিলেন, প্রাণেব প্রতি প্রাণ-প্রাণ ( প্রসন্নতা ), প্রাণ-গৌরব উৎপাদন করিলেন।

“অত্যধিক ভক্ত! অতি অল্প ভক্ত! অধোমুখীকে উর্ধ্বমুখী, আবৃত্তকে উন্মুক্ত, পথ-হারাকে পথ প্রদর্শন, অন্ধকারে তৈল প্রদীপ ধারণ এবং চক্ষুমানকে কণ প্রদর্শন করার জায় ভগবান আমাকে নানা প্রকারে ধর্মোদেশ প্রদান করিলেন। অতঃপর ভগবান বুদ্ধ আমাকে অশ্রিত্ত্ব শরণাগত উপাসক বলিয়া মনে করুন।”

### ব্রাহ্মণ যুবক অশ্বলায়ন \*

বুদ্ধ এক সময় প্রাবর্তীত জেতবন বিহারে বাস করিতেছিলেন।

সেই সময় বিভিন্ন প্রদেশেব পঞ্চমত ব্রাহ্মণ কোন কার্যোপলক্ষে প্রাবর্তীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। একদিন তাঁহাদের মনে হইল,—“এই প্রাণ গোঁড়ম চাতুর্ভূগ্য শুদ্ধি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেছেন। এই সম্বন্ধে প্রাণ গোঁড়মের সঙ্গে কে তর্ক করিতে সমর্থ?”

সেই সময় প্রাবর্তীতে নিষট্ কট্ট ( কল ), অক্ষব প্রভেদ ( শিক ) সহ জিবেদ তথা পঞ্চ ইতিহাসে পারজ, কবি, বৈয়াকরণ, লোকায়ত মহাপুরুষ লক্ষণ শাস্ত্রে নিপুণ, মুণ্ডিত মস্তক অশ্বলায়ন নামে জনৈক ব্রাহ্মণ যুবক বাস করিতেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

“অশ্বলায়ন, এই প্রাণ গোঁড়ম চাতুর্ভূগ্য শুদ্ধি সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন। আপনি তাঁহার নিকট বাইরা ঐ বিষয় সম্বন্ধে তর্ক করুন।”

তদুত্তরে অশ্বলায়ন তাঁহাদিগকে বলিলেন—

---

\* বৈদিক সাহিত্যে বেদশাস্ত্র প্রণেতা শৌনক ঋষি শিল্পের নাম অশ্বলায়ন। তিনি শ্রোতব্রহ্ম, গৃহব্রহ্ম এবং ঐতরেয় আরণ্যকের চতুর্থ আরণ্যক প্রণেতা। সে অশ্বলায়ন ও এই অশ্বলায়ন একই ব্যক্তি, না ভিন্ন ব্যক্তি তাহা ঐতিহাসিক গণ বিচার করুন।

“শ্রমণ গৌতম ধর্মবাদী, ধর্মবাদীর সঙ্গে তর্ক করা বড় কঠিন বাণীর। আমি তাঁহার সঙ্গে ঐ বিষয় লইয়া তর্ক কথিতে পারিব না।”

বাবুঘাব তিনবাব ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে অস্তবোধ করিলে অবশেষে তিনি বলিলেন—

“আমি শ্রমণ গৌতমের সঙ্গে তর্কে পারিব না। কেননা শ্রমণ গৌতম ধর্মবাদী, আমি এই বিষয় লইয়া তাঁহার সঙ্গে তর্ক কথিতে ইচ্ছা করিনা। তবে আপনাদের আগ্রহাতিশয্যে অগত্যা আমি গমন কবিব।”

তখন অশ্বলারন অনেক ব্রাহ্মণ অস্তচবসহ ভগবান বুকের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কুশল প্রসান্তর উপবেশন করিয়া ভগবানকে বলিলেন—

“ভৌ গৌতম, ব্রাহ্মণেরা বলিতেছেন,—‘ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ বর্ণ, অস্ত বর্ণ হীন; ব্রাহ্মণই শুক্লবর্ণ, অস্ত বর্ণ কৃষ্ণ, ব্রাহ্মণই শুদ্ধ হন, অস্ত্রাহ্মণ শুদ্ধ হইতে পারে না, ব্রাহ্মণই ব্রহ্মার ঔরসপুত্র, ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন, ব্রহ্মনির্মিত এবং ব্রহ্মার একমাত্র উত্তরাধিকারী’। এই বিষয়ে আপনাব মত কি?”

“হে অশ্বলারন, ব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণীয়গকে স্তুমতী হইতেও দেখা যায়, অন্তর্বর্তী হইতেও দেখা যায়, প্রসব করিতে এবং শুভ্রপান কবাইতেও দেখা যায়। যোনিবার দিরা উৎপন্ন হইয়াও ব্রাহ্মণদের ঐরূপ বলা শোভা পায় না, — ‘ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ বর্ণ, অস্ত বর্ণ হীন, ব্রাহ্মণই শুক্লবর্ণ, অস্ত বর্ণ কৃষ্ণ, ব্রাহ্মণই শুদ্ধ হন, অস্ত্রাহ্মণ শুদ্ধ হন না, ব্রাহ্মণই ব্রহ্মার ঔরসপুত্র, ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মজ, ব্রহ্মনির্মিত এবং ব্রহ্মার উত্তরাধিকারী’।”

“গৌতম, আপনি এইরূপ বলিতেছেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণেরাও ঐরূপই মনে করেন, — ‘ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ বর্ণ, অস্ত বর্ণ হীন ... ..’।”

“অশ্বলারন \* বন \* কষোজ ও অজ্ঞাত সীমান্ত দেশে দ্বিবিধ বর্ণই আছে,— আৰ্য্য এবং দাস। আৰ্য্যও দাস হইতে পারে, দাসও আৰ্য্য হইতে পারে তুমি কি এইরূপ অনিরাছ?”

“হা, আমি অনিরাছি,—বন ও কষোজ দেশে — — —।”

“অশ্বলারন, ব্রাহ্মণদের ঐরূপ বলিবার কোন শক্তি বা কোন আশাস আছে যে—‘ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ বর্ণ অস্ত বর্ণ হীন — — —’?”

\* কস তুর্কী স্থান (?) যেখানে সেকন্দের পর বনেনবা (গ্রীক) বাস করিত, স্থান \* কাকিব স্থান (আবগানিস্থান) অথবা কৈবান।

“গৌতম, আপনি এইরূপ বলিতেছেন বটে কিন্তু ব্রাহ্মণেরাও ত এইরূপ মনে করেন — — — ।”

‘অখলায়ন, তুমি কি মনে কর, ক্ষত্রিয় যদি প্রাণীহত্যা, চোর, দুরাচারী, মিথ্যাবাদী, পিশুনবাদী, কটুভাবী, বৃথাবাদী, লোভী, ধ্বংসপ্রিয় এবং মিথ্যাটুটি পরায়ণ হয়, তবে সে মৃত্যুর পর নরকে জন্মগ্রহণ করিবে না? তজ্জন্ম ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং শূদ্রও যদি প্রাণীহত্যা — — — নরকে জন্মগ্রহণ করিবে না?’

“ভো গৌতম, ক্ষত্রিয়ই হউক, ব্রাহ্মণই হউক, বৈশ্যই হউক অথবা শূদ্রই হউক তাহা বা যদি প্রাণীহত্যা দ্বিগুণ করে তবে সকলেই নরকে জন্মগ্রহণ করিবে ।”

“তাহা হইলে ব্রাহ্মণেরা কোন্ বলে কোন্ শক্তিতে আশ্বস্ত হইয়া বলে,— ‘ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠবর্ণ — — — ।’”

“আপনি এইরূপ বলিলেও কিন্তু ব্রাহ্মণেরা উক্ত মতই পোষণ করে ?”

“অখলায়ন, তুমি কি মনে কর, ব্রাহ্মণ যদি প্রাণীহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা, ভেদ, কটু, বৃথা বাক্য ইহাতে বিযত হয়, নির্লোভ, ধ্বংসপ্রিয় এবং সংস্কার সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে সে মৃত্যুর পর স্বর্গভূমি লাভ করিয়া স্বর্গলোকে জন্মগ্রহণ করিতে পারিবে? ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রও যদি এইরূপ আচরণ করে তাহা বাও মৃত্যুর পর স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিতে পারিবে?”

“গৌতম, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্রাদি চারিবিধ যদি এইরূপ সদাচার সম্পন্ন হয়, তবে সকল বর্ণই স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিতে পারিবে ।”

“অখলায়ন, তবে ব্রাহ্মণদের কোন্ শক্তি . . . ?”

“অখলায়ন, তুমি কি মনে কর, ব্রাহ্মণই বৈবিত্যরহিত, ধ্বংসরহিত, মৈত্রী ভাবনার বস্ত হইতে পারে, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রেরা পারে না?”

“না, গৌতম, আমি সেক্ষেপ মনে করিতে পারি না। ক্ষত্রিয় আদি চারিবিধই মৈত্রী ভাবনা করিতে পারে ।”

“অখলায়ন, তবে ব্রাহ্মণদের কোন্ শক্তি — — ?”

‘অখলায়ন, তুমি কি মনে কর ব্রাহ্মণেরাই স্বত্তি স্থান চূর্ণ হতে নদীতে বাইয়া ময়লা ধোত করিতে পারে, অন্য বর্ণেরা পারে না?’

“না, গৌতম, আমি সেইরূপ মনে করি না। ক্ষত্রিয়, আদি চারিবিধই স্বত্তি স্থান চূর্ণ হতে নদীতে বাইয়া ময়লা ধোত করিতে পারে ।”

“অখলায়ন তবে ব্রাহ্মণদের কোন্ শক্তি — — ?

“অখলায়ন, তুমি মনে কর, কোন অভিব্যক্ত ক্ষত্রিয় রাজা যদি নানাবর্ণের একশত ব্যক্তিকে একত্র কথিত্য বলে—‘আপনাদের মধ্যে বর্ণানুযায়ী ক্ষত্রিয় বংশ, ব্রাহ্মণ বংশ কিবা রাজ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা আগমন করুন এবং শাল, সরল, চন্দন বা গদ্য কাঠের অবগী দ্বারা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করুন, তেজ প্রাহুত করুন। বাহারা চণ্ডালকুল, নিবানকুল, বেণুকুল, রথকুল, অথবা পুন্ড্র আদি অন্ত্যজ জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাবৎ কুকুর বা শূকর-দ্রোণি, \* রজক দ্রোণি † ও এরও কাঠের অবগী দ্বারা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর, তেজ প্রাহুত কর। অখলায়ন, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য ও শূদ্র দ্বারা শাল, সরল, চন্দন ও গদ্যেব অবগী দ্বারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নি অর্চিমান বর্ণবান এবং প্রভাবর বিশিষ্ট অগ্নি হইবে, এই অগ্নিদ্বারা অগ্নি-কার্য সমাধা হইবে, আর চণ্ডাল, নিবান, বেণুকুল, রথকুল ও পুন্ড্র আদি অন্ত্যজ বংশ হইতে উৎপন্ন ব্যক্তি দ্বারা কুকুর বা শূকর-দ্রোণি অথবা এরও গাছের অরণী দ্বারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নি অর্চিমান, বর্ণবান ও প্রভাবর বিশিষ্ট হইবে না এবং তদ্বারা অগ্নির কাজ সমাধা হইবে না।”

“না, গোতম, তাহা হইতেই পারে না। ক্ষত্রিয় আদি কুলোৎপন্ন ব্যক্তি দ্বারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন অর্চিমান হইবে এবং তদ্বারা যেমন অগ্নির কাজ সমাধা করা যাইবে তেমন চণ্ডাল আদি কুলোৎপন্ন ব্যক্তি দ্বারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নিও অর্চিমান অগ্নি হইবে এবং তদ্বারাও অগ্নির কাজ সমাধা হইবে। সকল অগ্নি দ্বারাই অগ্নির কাজ সমাধা হইতে পারে।”

“অখলায়ন, তবে ব্রাহ্মণদের কোন ক্ষমতা .. ?

“অখলায়ন, তুমি কি মনে কর, ক্ষত্রিয় কুমার ব্রাহ্মণ কুমারীর গর্ভে যদি সন্তান উৎপাদন করে তবে সেই সন্তান যাতা শিত্তার সদৃশ হওয়ার ক্ষত্রিয় কুমার ও ব্রাহ্মণ কুমার উভয় নামেই অভিহিত হইবে।”

“হী, গোতম, ঐ সন্তান ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ উভয়ের গুরু শোণিত মিশ্রণে উৎপন্ন হওয়ার উভয় নামেই অভিহিত হইবে।”

“অখলায়ন, যদি ব্রাহ্মণ কুমার ক্ষত্রিয় কুমারীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করে তবে কি সেই সন্তান ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ের সন্তান নামেই অভিহিত হইবে।”

\* কুকুর বা শূকরকে খাদ্য ও পানীয় দিব্যার কাঠ নির্মিত পাত্রে বিশেষ।

\* বজ্রকের কাঁচ জলে কাপড় ভিজাইয়া রাখিবাব কাঠ নির্মিত পাত্র বিশেষ।

“হাঁ, গৌতম।”

“অশ্বলায়ন, অশ্বের সঙ্গে গজভেদ্য সহবাসে উৎপন্ন শাবককে যাতাপিতার নামে অশ্বশাবক বা গজশাবক নামে অভিহিত করা বাইবে কি?”

“গৌতম, তাহাকে অশ্বতব (খচ্চর) বলা হইবে। এই স্থানেই বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু অজ্ঞ এইরূপ প্রভেদ দেখা যায় না।”

“অশ্বলায়ন, মনে কব একটি লোকেব দুইটি বসজ সন্তান আছে। তাহাদের মধ্যে একটি অধ্যয়ন রত ও উপনয়ন প্রাপ্ত, অল্পটী অধ্যয়নশীল কিবা উপনয়ন প্রাপ্ত নহে। তাহাদের মধ্যে লোকে যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধাদিতে প্রথম কাহাকে ভোজন প্রদান করিবে?”

“যে অধ্যয়ন রত এবং উপনয়ন প্রাপ্ত তাহাকেই শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞাদিতে প্রথম ভোজন প্রদান করিবে। যে অধ্যয়নশীল কিবা উপনয়ন প্রাপ্ত নহে তাহাকে ভোজন প্রদান করিলে কি ফল হইবে?”

“অশ্বলায়ন, দুইটি বসজ ভ্রাতাব মধ্যে একটি অধ্যয়নশীল এবং উপনয়ন প্রাপ্ত কিন্তু চরিত্রহীন ও পাপিষ্ঠ; বিতীর্ণ অধ্যয়নশীল কিবা উপনয়ন প্রাপ্ত নহে, কিন্তু চরিত্রবান। তাহাদের মধ্যে যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধাদিতে প্রথম কাহাকে ভোজন প্রদান করিবে?”

“তাহাদের মধ্যে যে অধ্যয়নরত কিবা উপনয়ন প্রাপ্ত নহে কিন্তু চরিত্রবান তাহাকেই প্রথম ভোজন প্রদান করিবে। চরিত্রহীন ও পাপীকে ভোজন প্রদান করিলে কি ফল হইবে?”

“অশ্বলায়ন, তুমি প্রথমে জন্ম সম্বন্ধে এবং বিতীর্ণবারে যজ্ঞ সম্বন্ধে তর্ক করিয়া অবশেষে আমি বাহার জন্ম সর্বসাধারণকে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকি সেই চাতুর্ক্য্য জ্ঞিতে উপস্থিত হইরাছ।”

ভগবান্ এইরূপ বলিলে অশ্বলায়ন নীরব অথোমুখ চিন্তিত ও নিশ্চত হইয়া বসিয়া বহিলেন। তখন বুদ্ধ তাহার অবস্থা দেখিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন—

“অশ্বলায়ন, অতীতকালে অবশ্য মধ্যে পৰ্ব কুটীরে সাত জন ব্রহ্মর্ষি বাস করিত। তাহাদের একটী মিথ্যা বিশ্বাস ছিল যে ‘ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ বর্ণ...’ এই সংবাদ অসিত দেবল শ্রুতি শ্রবণ করিলেন।

“অশ্বলায়ন, একদিন অসিত দেবল ঋষি কেশ শূণ্ড মুণ্ডন করিলেন, দ্বিষ্টা-বর্ণের কোপিন যজ্ঞ পরিধান করিলেন এবং থয়ম পাতে দিয়া স্বর্ণ রৌপ্যের বটি হস্তে ঐ সপ্ত ব্রহ্মর্ষি কুটীর প্রাঙ্গণে আবির্ভূত হইলেন। তিনি তথায় পাদচারণ

করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—‘ওহে ব্রহ্মবিগণ, কোথায় গিয়াছ ?’ তজ্জ্বপে সেই ব্রহ্মবিদেব মনে হইল,—‘এই ব্যক্তি কে ? যে বাবালের মত আমাদের কুটীর প্রাঙ্গণে পাদচাষণ করিয়া বলিতেছে—‘ওহে ব্রহ্মবিগণ কোথায় গিয়াছ ?’ আচ্ছা আমরা ইহাকে অভিশাপ প্রদান করিব ।’ তাহাবা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া অসিত দেবল ঋষিকে অভিশাপ প্রদান করিয়া বলিল—‘বৃষল ( শূর ) ভয় হইয়া বাও ।’

‘অবলায়ন, তাহার অসিত দেবল ঋষিকে বতই অভিশাপ দিতে লাগিল ততই তিনি দর্শনীয় হইতে লাগিলেন, তাহাব শরীর হইতে জ্যোতিঃ নিঃসৃত হইতে লাগিল । তদর্শনে ব্রহ্মবিদেব মনে হইল—‘আমাদের তপশ্চর্যা ব্যর্থ, ব্রহ্মচর্যা নিফল হইয়া গিয়াছে । আমরা পূর্বে বাহ্যকেই ‘বৃষল ভয় হও’ বলিয়া অভিশাপ প্রদান কবিতাম সে তন্মুহুর্তেই তপস্যায় হইয়া বসিত, কিন্তু ইহাকে আমরা বতই শাপ দিতেছি ততই তাহাব শরীর-জ্যোতিঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে ।’ তখন অসিত দেবল বলিলেন—‘তোমাদের তপশ্চর্যাও ব্যর্থ হয় নাই, ব্রহ্মচর্যাও নিফল হয় নাই, তোমাদের চিন্তা যে আমার প্রতি বিধিষ্ট করিরাছ তাহা ত্যাগ কর ।’ তাহাবা বলিল—‘আমাদের মানসিক ক্রোধ ত্যাগ কবিতাম । এখন আপনাব পবিত্র প্রদান করুন ।’ ‘তোমবা কি অসিত দেবল ঋষিব নাম শুনিরাছ ?’ ‘হী ।’ ‘তিনিই আমি ।’

‘অবলায়ন, তখন তাহার অসিত দেবলকে বন্দনা করিবাব জন্ত তাহাব পাশে উপস্থিত হইল । তিনি বলিলেন,—‘আমি শুনিরাছি, অরণ্যে পর্ণকূটীর বাসী সাতজন ব্রহ্মবিদ এই একাব মিথ্যা বিশ্বাস উৎপন্ন হইরাছে—‘ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠবর্ণ — ।’ ‘হী, মহাশয় ।’ ‘তোমরা কি জান, তোমাদের মাতা ব্রাহ্মণেব নিকট গিয়াছিল অত্রাহ্মণের নিকট বার নাই ?’ ‘জানি না ।’ ‘তোমরা কি জান, তোমাদের মাতামহী আমি সপ্তপুরুষ পরম্পরা ব্রাহ্মণেব নিকট গিয়াছিল অত্রাহ্মণের নিকট বার নাই ?’ ‘জানি না ।’ ‘তোমরা কি জান, তোমাদের পিতা পিতামহাদি সপ্তপুরুষ পরম্পরা ব্রাহ্মণীর নিকটই গিয়াছিল অত্রাহ্মণীর নিকট বার নাই ?’ ‘জানি না ।’ ‘তোমরা কি জান, কিরূপে গর্ভ সঞ্চাব হয় ?’ ‘হী জানি ; বধন মাতাপিতা সম্মিলিত হয়, মাতা ঋতুমতী হয় এবং গর্ভরূপে ( জন্মাকাক্ষী চেতনা-প্রবাহ ) উপস্থিত হয় তখনই—এই তিনটির সংযোগেই গর্ভ সঞ্চাব হয় ।’ ‘তোমরা কি জান সেই গর্ভব ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য বা শূদ্র ?’ ‘না, মহাশয়, আমরা জানিনা, গর্ভব ক্ষত্রিয় কি — ।’ ‘তাহা হইলে তোমরা কে জান ?’ ‘না, মহাশয়, আমরা কে জানিনা ।’



“অখলায়ন, অসিত দেবল কবি কর্তৃক ত্রিভাসিত হইয়া উক্ত সাতজন ব্রহ্মদি  
বর্গ ব্যবস্থা সম্বন্ধে সন্তোষ জনক উত্তর দিতে পাবে নাই, আজ তুমি কিরূপে ঐ  
প্রশ্নের সতুষ্টব দিতে পারিবে? তুমি আচার্য্যগণ সহ দক্ষীপ্রাহী যাও।”

তখন অখলায়ন বুদ্ধকে বলিলেন—“আচর্য্য ভগ্নে! অস্তুত ভগ্নে! অখো-  
মুখীকে উর্দ্ধমুখী, আবৃতকে উদঘাটিত, পথহারাকে পথপ্রদর্শন, অন্ধকারে তৈল  
প্রদীপ ধারণ এবং চক্ষুমানকে রূপ প্রদর্শন করার জায় ভগবান আমাকে নানা-  
প্রকারে ধর্মোপদেশ প্রদান কবিনেন। অস্ত হইতে ভগবান বুদ্ধ আমাকে  
অজলিষৎ শ্রবণাগত উপাসক বলিয়া মনে করুন।”

### ব্রাহ্মণ শুবক অর্ঘ্য

ভগবান বুদ্ধ এক সময় ধর্মপ্রচার করিতে কবিত্তে পঞ্চশত তিস্রু সমষ্টিব্যাহাবে  
কোশল রাজ্যের ইচ্ছানন্দ নামক ব্রাহ্মণ গ্রামে উপস্থিত হইয়া সেই গ্রামান্তর্গত  
বনখণ্ডে বিহাব করিতেছিলেন।

সেই সময় পৌড়রনাতি \* নামক ব্রাহ্মণ ইচ্ছানন্দ গ্রামে প্রভূষ করিতেন।  
এই জনাকীর্ণ ধনধান্তে সমৃদ্ধ গ্রামটি কোশলবাজ প্রসেনদি তাঁহাকে ভোগ  
কদিবাব অস্ত্র অর্পণ করিয়াছিলেন।

তিনি ভগবান বুদ্ধের স্তুতি শুনিয়া অধ্যাপক, যজ্ঞধর নিষণ্ড কেটুত (কল্প)  
অক্ষব প্রভেদ সহিত জিবেদ ও পঞ্চ ইতিহাসে পারদর্শী, পদজ্ঞ, বৈদ্যাকবণ,  
লোকায়ত শাস্ত্র ও মহাপুরুষ লক্ষণজ্ঞ, (নামুত্রিক বিভাষ নিগুণ) তাঁহার সর্বপ্রধান  
শিষ্য অর্ঘ্যকে বলিলেন—

“বৎস অর্ঘ্য, শাক্যকুল জাত শ্রমণ গৌতম আমাদেব গ্রামে আসিয়া বনখণ্ডে  
অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার বিবিধ স্তুতি শোনা বাইতেছে। তাদৃশ  
মহাপুরুষের দর্শন লাভ কবা নাকি কল্যাণ জনক। অতএব তুমি গমন করিয়া  
দেখ, তাঁহার সেই রূপ প্রশংসাবাদ শুনিতেছি তিনি সেইরূপ প্রশংসার বোণ্য  
পাত্ত কিনা।”

---

\* আপত্তি ও বৌদ্ধায়ন কৃত ধর্মগ্রন্থ সমূহে ইহার ধর্মমত উদ্ধৃত ও  
আলোচিত হইয়াছে।—বৌদ্ধ-প্রশংসা-কোষ।

“আচার্য্য, তিনি নানাধৰ্ম বিতৰ্কিত কিনা আমি কিরূপে জানিতে পারিব ?”

“বৎস, আমাদের মহাপুৰুষের বক্তৃতা প্রকাব লক্ষণ সহজে উল্লেখ আছে। এই লক্ষণ সমূহে পরিপূর্ণ ব্যক্তি বিবিধ অবস্থা ব্যতীত তৃতীয় অবস্থা প্রাপ্ত হন না। তিনি গৃহবাগে থাকিলে রাজচক্রবর্তী হন, গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইলে অশ্বত্থ সম্যক সম্বুদ্ধ হন। আমি তোমার আচার্য্য, তুমি আমার শিষ্য। অতএব বাইরা পরীক্ষা করিয়া আস।”

গৌড়রসাত্তি ব্রাহ্মণ কৰ্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া অশ্বত্থ অনেক ব্রাহ্মণ সুবক সহ অশ্ববাহিত যথারোহণে ইচ্ছানুসন্ধান বনভূমে যাত্রা করিলেন। যতদূর যথারোহণে গমন করিতে পারা যায় ততদূর গমনান্তর অবশেষে যথ হইতে অবতরণ করিয়া পদচারণ বিহারে উপস্থিত হইলেন। সেই সময় অনেক ভিক্ষু উন্মুক্ত স্থানে পাদচারণ করিতেছিলেন। অশ্বত্থ তাঁহাদিগকে দ্বিজাঙ্গা করিলেন—

“ভ্রমণ গৌড়ম এখন কোথায় বিহার কবিতেছেন? আমরা তাঁহার দৰ্শন প্রার্থী হইয়া এইখানে আগমন করিয়াছি।”

তখন ভিক্ষুদের মনে হইল—“এই প্রসিদ্ধ অশ্বত্থ বিখ্যাত গৌড়রসাত্তি ব্রাহ্মণের শিষ্য। এই প্রকার বুলপুঞ্জের সহিত ভগবানের আলাপ অস্ত্রার জনক হয় না।” এই ভাবিয়া অশ্বত্থকে বলিলেন—

“অশ্বত্থ ঐ যে দ্বাববন্ধ বিহার দেখিতেছ সেখানে নিঃশব্দে গমন কর এবং অলিঙ্গ ( বায়াণ্ডার ) প্রবেশ পূৰ্বক কালিয়া অৰ্শল ( কণাট বন্ধন কাঠ ) সঞ্চালন কর। ভগবান তোমার স্তম্ভ দ্বার খুলিয়া দিবেন।”

অশ্বত্থ বিহারে বাইরা তরুণ করিলে ভগবান দ্বার খুলিয়া দিলেন। তখন অশ্বত্থ অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। অস্ত্র ব্রাহ্মণ সুবকেরাও প্রবেশ করতঃ ভগবানের সন্দেশে কুশল প্রণামের একপার্শ্বে উপবেশন করিল। কিন্তু অশ্বত্থ পাদচারণ করিতে করিতে উপবিষ্ট ভগবানের সহিত কথা বলিতে লাগিলেন, দণ্ডায়মান হইয়াও উপবিষ্ট ভগবানের সন্দেশে কথা বলিতে লাগিলেন। তদুপর্যন্ত ভগবান তাঁহাকে বলিলেন—

“অশ্বত্থ, আমার সন্দেশে যেই ভাবে আলাপ করিতেছ বৃদ্ধ আচার্য্য প্রাচাৰ্য্য ব্রাহ্মণদের সন্দেশে কি তুমি সেইভাবে আলাপ কর ?”

“না, গৌড়ম, পাদচাৰী ব্রাহ্মণের সন্দেশে পাদচারণ করিয়া, দণ্ডায়মান ব্রাহ্মণের সন্দেশে দণ্ডায়মান এবং উপবিষ্ট ব্রাহ্মণের সন্দেশে উপবিষ্ট হইয়া আলাপ কবিতে হয়। শাসিত ব্রাহ্মণের সন্দেশে শাসিত হইয়া আলাপ করিতে হয়। হে গৌড়ম, কিন্তু

বাহারা মুগ্ধ, ভ্রমণক, অন্ত্যজ এবং ব্রাহ্মণ পদ হইতে উৎপন্ন, তাহাদের সঙ্গে সেইরূপ আলাপই করিতে হয়, যেইরূপ আলাপ আপনাব সহিত করিতেছি।”

“অর্থ, তুমি এখানে প্রয়োজন বশতঃ আসিয়াছ। মাতৃষ যেই প্রয়োজনে আগমন করে তাহা তাহার শ্রমণ স্বাধীন কর্তব্য। তুমি বোধ হয় গুরুগৃহে বাস কর নাই। বাস না করিয়াও তুমি কেন শঙ্কহীন বাসের অভিমান করিতেছ?”

ভগবানের এই কথার অর্থ বুপিত ও অসন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে ভাবিলেন, ‘শ্রমণ গৌতম দেখিতেছি বড় ছোট প্রকৃতির লোক।’ কিন্তু প্রকাশে বলিলেন—

“হে গৌতম, শাক্যজাতি বড় উগ্র; শাক্যজাতি অতি ক্ষুদ্র—হীন এবং নিরর্থক কথা বলিয়া থাকে। তাহারা নীচ জাতির লোক হইয়াও ব্রাহ্মণদের সংকার গৌরব-মান্দ্র-পূজা করে না। শাক্যেরা নীচ-নীচসম হইয়াও ব্রাহ্মণদের সমানাদি না করা তাহাদের বড় গুণত্ব।”

অর্থ এই প্রকারে শাক্যদেব প্রতি প্রথম নীচতা আরোপ করিলেন।

“অর্থ, শাক্যেরা তোমরা কি অপরাধ করিয়াছে?”

“গৌতম, আমি এক সময় আচার্য্য পৌকবসাত্তি ব্রাহ্মণের কোন কার্য্যোপলক্ষে কপিলবস্তুর গিয়াছিলাম। সেখানে বাইরা তাহাদের মন্ত্রণাগারে (প্রজাতন্ত্র-সভানে) উপস্থিত হইয়াছিলাম। সেই সময় অনেক শাক্যবৃদ্ধ ও শাক্যযুবক উচ্চ আসনে উপবিষ্ট হইয়া পরস্পর অভুলি প্রদর্শন করিয়া হাত ও কোঁতুক করিতেছিল। কেন তাহারা আমাকে দেখিয়াই বাদ-কোঁতুক করিতেছে এমন ভাব দেখাইল। কেহ আমাকে আসনে বসিতেও অগ্ররোধ করিল না। তাহারা নীচ-নীচসম হইয়াও ব্রাহ্মণদের সংকারাদি না করা বড় অর্থোক্তিকর।”

এইরূপে অর্থ দ্বিতীয়বার শাক্যদের উপর নীচতা আরোপ করিলেন।

“অর্থ, লটুকিকা পক্ষীও স্বীয় নীড়ে বহুদূরে আলাপ করিয়া থাকে। কপিলবস্তুর শাক্যদের স্বীয় জন্মভূমি। সেখানে তাহারা বহুদূরে আলাপ করিতে পারিবে না কেন? এই সাধারণ ব্যাপারে শাক্যদের নিন্দা করা তোমার উচিত নহে।”

“গৌতম, চারিটি বর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূত্র। ইহাদের মধ্যে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূত্র ব্রাহ্মণের সেবক। শাক্যেরা নীচ-নীচসম হইয়াও ব্রাহ্মণদের সংকারাদি না করা তাহাদের বড় অভ্যাস।”

এইভাবে অর্থ তৃতীয়বার শাক্যদের উপর নীচতা আরোপ করিলেন। তখন ভগবানের মনে হইল—‘এই অর্থ বড় অতিরিক্ত ভাবে শাক্যদের উপর নীচতা

আয়োগ কবিতোছে। আমি তাহার গোড় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।  
ভগবান জিজ্ঞাসা কবিলেন -

“অঘট, তোমার গোত্রের নাম কি?”

“গৌতম, আমার গোত্রের নাম কুম্ভায়ন।”

“অঘট, তোমার প্রাচীন নাম গোত্রানুসারে শাক্য আৰ্য্য ( মণিব ) পুত্র হয়, তুমি শাক্যদের দ্বানীপুত্র হইয়া থাক। শাক্যেরা রাজা ইক্ষ্বাকুকে তাহাদের পিতামহ মনে করিয়া থাকে। পুরাকালে রাজা ইক্ষ্বাকু প্রিয়তমা দ্বানীর পুত্রকে বাজ্রদ্বিবার বাননে উদ্ধারুণ-করকণ্ড হস্তীনিক সিনিশুব নামক চারিটি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে নির্বাসিত কবিরাহিলেন। তাহারা নির্বাসিত হইয়া হিমালয়ের পাৰ্ব্বত্বিত সরোবরের নিকটবর্তী শাক ( শিরীষ ) বনে বাসস্থান স্থাপন করিয়া জাতিভেদের ভয়ে বীর ভগ্নী সন্তোগে রত হইয়াছিল। একদিন রাজা ইক্ষ্বাকু বীর মন্ত্রীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘হে মন্ত্রীগণ, কুম্ভায়নের এখন কোথায় অবস্থান করিতেছে?’”

‘দেব, হিমালয়ের পাৰ্ব্বত্বিত সরোবরের নিকটবর্তী স্থানে একটি মহা শাক-বন অবস্থিত আছে। কুম্ভায়নের এখন সেই স্থানেই বাস করিতেছেন। তাহারা জাতিভেদের আশঙ্কায় বীর ভগ্নী সন্তোগ করিতেছেন।’

“অঘট, তদুপায়ে বাছা ইক্ষ্বাকু বলিয়া উঠিলেন—‘অহো! কুম্ভায়নেরা শাক্য ( সমর্থ )। অহো! কুম্ভায়নেরা মহাশাক্য ॥’ সেই হইতে তাহারা শাক্য নামে অভিহিত হইল। ইক্ষ্বাকু তাহাদের পূর্বপুরুষ।

“অঘট, রাজা ইক্ষ্বাকুর দ্বিগা নানী একজন দ্বানী ছিল। তাহার গর্ভে কুম্ভ ( কণ্ঠ ) নামের পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। প্রসূত হইয়াই কুম্ভ বলিয়া উঠিল—‘বা, আমাকে মৌত কর, আমাকে বান করাত, আমাকে এই চূর্ণদ্ব হইতে মুক্ত কর। সময়ে তোমার প্রয়োজনে আসিব।’

“অঘট বর্তমান সময় মহাশয় শিশাচ দর্শনে যেমন ‘শিশাচ’ বলিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই সময় শিশাচকে ‘কুম্ভ’ বলিত। তাহার মাতা বলিল—‘এ প্রসূত হইয়াই কথা বলিতেছে, অতএব বোধ হয় ‘কুম্ভ’ উপাধি হইয়াছে।’ কালক্রমে সে কুম্ভায়ন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। সেই কুম্ভায়ন গোত্রের পূর্ব পুরুষ।

“অঘট, এই প্রকারে তোমার মাতা-পিতার গোত্র-অনুসন্ধান করিলে শাক্যেরা আৰ্য্যপুত্র, তুমি দ্বানীপুত্র হইয়া থাক।”

ভগবান এইরূপ বলিলে অঘটের সহচর ব্রাহ্মা কুম্ভেরা বলিয়া উঠিল—

“গৌতম, আপনি অঘটকে হীন দ্বানীপুত্র বলিয়া লজ্জা দিবেন না। কেননা

তিনি সৎশজ, কুলপুত্র, বহুশ্রুত, হুবক্তা এবং পণ্ডিত। এই সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে তিনি তর্ক করিতে সমর্থ।”

ভগবান তাহাদিগকে বলিলেন—

“যুবকগণ, অশ্রুত, দুর্জাত, অকুলীনপুত্র, অল্পজ্ঞানী, দুর্বক্তা পাণ্ডিত্য রহিত এবং সে আমার সঙ্গে তর্ক করিতে অসমর্থ বলিয়া যদি তোমাদের ধারণা হয়, তবে অশ্রুত উপবিষ্ট থাকুক, তোমরা এই বিষয়ে আমার সঙ্গে তর্ক কর। আর যদি সে সৎশজ, কুলীন পুত্র, মহাজ্ঞানী, হুবক্তা এবং পণ্ডিত বলিয়া তোমাদের ধারণা হয়, তবে তোমরা নীরব থাকিয়া অশ্রুতকে আমার সঙ্গে তর্ক করিতে অবসর প্রদান কর।”

“গৌতম, অশ্রুত সৎশজ .. ... । তিনি এই বিষয়ে আপনার সঙ্গে তর্ক করিতে সমর্থ। অতএব আমরা নীরব থাকিব। তিনি এই বিষয়ে আপনার সঙ্গে তর্ক করিবেন।”

তখন ভগবান অশ্রুতকে বলিলেন—

“অশ্রুত, এখন তোমার উপর স্বর্ধ-সম্বন্ধীয় প্রশ্ন আসিতেছে। ইচ্ছা না হইলেও উত্তর দিতে হইবে। যদি উত্তর প্রদান না কর বা ইতস্ততঃ কর অথবা নীরব থাকিয়া আসন ত্যাগ করিয়া প্রস্থান কর, তবে তোমার মস্তক এইখানেই সপ্তধা বিভক্ত হইয়া যাইবে।

“অশ্রুত, তুমি প্রাচীন আচার্য্য ব্রাহ্মণ কিংবা ভ্রমণের নিকট কি শ্রুতিগ্রাহ্য, কখন হইতে কুসারন গোত্রের উৎপত্তি হইয়াছে এবং তাহার পূর্ব পুরুষই বা কে?”

তচ্ছবশে অশ্রুত নীরব রহিলেন।

দ্বিতীয়বার ও ভগবান তাহাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু তিনি এটাবৎ নীরব রহিলেন।

তদ্বর্ণনে ভগবান অশ্রুতকে বলিলেন—

“অশ্রুত, উত্তর প্রদান কর, এখন তোমার নীরব থাকিবার সময় নহে। ভাগ্যবশত যদি কেহ স্বর্ধ-সম্বন্ধীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া, জানিয়াও উত্তর প্রদান না করে, তবে তাহার মস্তক সপ্তধা বিভক্ত হইয়া যায়।”

সেই সময় ব্রহ্মপাণি ঋক ‘যদি এই অশ্রুত ভাগ্যবশত হারা তিন বার স্বর্ধ-সম্বন্ধীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া জানিয়াও উত্তর প্রদান না করে, তবে এই স্থানেই তাহার মস্তক সপ্তধা বিভক্ত করিব।’ এই সঙ্কল্প করিয়া আদীপ্ত-প্রজ্ঞলিত-সংপ্রকাশ

লৌহখণ্ড ( অয়ঃকুট ) নইয়া অশ্বঠেব উপরিভাগে আকাশে দণ্ডায়মান ছিল। এই বন্ধকে ভগবান ও অশ্বঠই দেখিতে পাইলেন। তাহাকে দেখিয়া অশ্বঠ ভীত-উষ্ম-রোমাঞ্চিত হইয়া ভগবানের আশ্রয় প্রার্থী হইয়া বলিলেন—

“গৌতম, আপনি কি বলিয়াছেন, অশ্বঠেব করিয়া পুনরায় বলুন।”

“অশ্বঠ, ভূমি শুনিয়াছ .. ... ?”

“গৌতম, আপনি বেইরূপ বলিয়াছেন, তাহাই সত্য। সেই সময় হইতেই কৃষ্ণায়ন গোত্রের স্বষ্টি হইয়াছে এবং তিনি কৃষ্ণায়ন গোত্রের পূর্বপুরুষ ছিলেন।”

তজ্জ্ব বণে অশ্বঠের সহচরেরা কোলাহল করিয়া বলিয়া উঠিল—

“অশ্বঠ সৎশত্রু এবং কুলীন নহেন, তিনি শাক্যদেব দাসীপুত্র মাত্র; শাক্য তাঁহার আশ্রয় (ঘণিব) পূজ। আমরা অনর্থক সত্যবাদী ভ্রমণ গৌতমকে অশ্রদ্ধের কবিত্তে চাহিতেছি।”

তখন ভগবানের মনে হইল—‘এই যুবকেবা অশ্বঠকে দাসী-পুত্র বলিয়া লজ্জা দিতেছে, আমি তাহাকে লজ্জা হইতে মুক্ত করিব,’ এই ভাবিয়া বলিলেন—

“যুবকগণ, তোমরা অশ্বঠকে দাসী-পুত্র বলিয়া অধিক লজ্জা প্রদান করিও না। কেননা, কৃষ্ণ মহান্ কবি ছিলেন। তিনি দক্ষিণ দেশে গমনান্তর ব্রহ্মমন্ত্র অব্যয়ন করিয়া রাজা ইক্ষাকুর নিকট উপস্থিত হইয়া দ্ব্যাক্রপী রাজকুমারীর প্রার্থী হইয়াছিলেন। তখন রাজা ইক্ষাকু ‘অরে, এই ব্যক্তি আমার দাসী-পুত্র হইয়াও দ্ব্যাক্রপী রাজকুমারকে প্রার্থনা করিতেছে।’ এই ভাবিয়া ক্রোধিত ও অসন্তুষ্ট হইয়া বাণ নিক্ষেপে উদ্ভূত হইলেন। কিন্তু তিনি তাহা নিক্ষেপ করিতে কিবা সামনাহিতে সামর্থ্যহীন হইয়া পড়িলেন। তদ্বশনে মন্ত্রী ও পরিবদেরা কৃষ্ণ ঋষির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

‘মহাশ্বন্ রাজার মঙ্গল—রাজ্যেব স্বত্তি বিধান করুন।’

‘ভূমির দিকে বাণ ( কুর্য ) নিক্ষেপ করিলে রাজার মঙ্গল নাশিত হইবে, কিন্তু বতদূর তাঁহার রাজ্য-সীমা ততদূর পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া বাইবে।’

‘মহাশ্বন্, রাজা এবং রাজ্যের স্বত্তি বিধান করুন।’

‘উর্দ্ধদিকে বাণ নিক্ষেপ করিলে রাজা এবং রাজ্যের স্বত্তি হইবে; কিন্তু বতদূর রাজ্য-সীমা ততদূর সাত বৎসব পর্য্যন্ত বৃষ্টি হইবে না।’

মহাশ্বন্, রাজা এবং রাজ্যেব স্বত্তি হউক এবং বৃষ্টিও বর্ষিত হউক।

‘জ্যেষ্ঠ কুমারের উপর বাণ নিক্ষেপ করিলে বৃষ্টিও বর্ষিত হইবে, কুমারেরও স্বত্তি হইবে, কিন্তু কুমার কেশহীন হইয়া বাইবে।’

“সুবকগণ, তখন মন্ত্রী বা বাজা ইচ্ছাকৃতক বলিলেন ‘... অতএব জ্যেষ্ঠ কুমারের উপব বাণ নিক্ষেপ করুন। কুমারের স্বস্তি হইবে, তবে নাকি তিনি কেশহীন হইয়া যাইবেন।’ বাজা ইচ্ছাকৃত জ্যেষ্ঠ কুমারের উপব বাণ নিক্ষেপ করিলেন...”

“সুবকগণ, সেই ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা ভীত উদ্ভিন্ন বোম্বাঙ্কিত তর্জিত হইয়া রাজা ইচ্ছাকৃত ঋষিকে কত্তা সন্তোষান করিলেন। তোমবা অধঃকে দানী-পুত্র বলিয়া অধিক লজ্জা প্রদান করিও না। কেননা, সেই কৃষ্ণ মহর্ষি ছিলেন।”

ভগবান অধঃকে সন্মোদন করিয়া বলিলেন—

“অধঃ, যদি কোন ক্ষত্রিয় কুমারের ব্রাহ্মণ কত্তা সন্তোষে পুত্র উৎপন্ন হয়, তবে সেই বালক ব্রাহ্মণদের নিকট আসন ও জল পাইবে কি?”

“গৌতম, পাইবে।”

“ব্রাহ্মণেরা তাহাকে প্রাণ্ডে কিংবা বজ্রে আহ্বান করাইবে কি?”

“আহার করাইবে।”

“তাহাকে মন্ত্র (বেদ) শিক্ষা প্রদান করিবে কি?”

“শিক্ষা প্রদান করিবে।”

“তাহার স্ত্রী লাভে প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইবে কি?”

“কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইবে না।”

“ক্ষত্রিয়েরা তাহাকে ক্ষত্রিয়ান্তিক দ্বারা অভিষিক্ত করিবে কি?”

“করিবে না। সে মাতার দিক দিয়া অভিষিক্ত হইবার উপযুক্ত নহে।”

“অধঃ, যদি কোন ব্রাহ্মণ কুমারের ক্ষত্রিয় কত্তা সন্তোষে পুত্র জন্ম ধারণ

কবে, তবে সেই বালক ব্রাহ্মণদের নিকট আসন ও জল পাইবে কি?”

“পাইবে।”

“ব্রাহ্মণেরা তাহাকে প্রাণ্ডে কিংবা বজ্রে আহ্বান প্রদান করিবে কি?”

“প্রদান করিবে।”

“তাহাকে ব্রাহ্মণেরা মন্ত্র শিক্ষা প্রদান করিবে কি?”

“শিক্ষা প্রদান করিবে।”

“তাহার স্ত্রী লাভে (ব্রাহ্মণ কুমারী প্রাপ্তিতে) কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইবে কি?”

“কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইবে না।”

“তাহাকে ক্ষত্রিয়েরা ক্ষত্রিয়ান্তিক অভিষিক্ত করিবে কি?”

“করিবে না। সে পিতার দিক দিয়া অভিষিক্ত হইবার অযোগ্য।”

“অধঃ, এই প্রকারে স্ত্রী-দিক দিয়াই হউক, বা পুরুষের দিক দিয়াই হউক,

ক্ষত্রিয়ই শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণ কিন্তু হীন।

“অধঃ, ব্রাহ্মণ দ্বারা যদি কোন ব্রাহ্মণ কোন অপরাধ বশতঃ যুগ্মিত

মন্তক ও চাবুক দ্বারা প্রহত হইয়া রাজ্য বা নগর হইতে নির্বাসিত হয়,

তবে সে ব্রাহ্মণদের নিকট আসন বা জল পাইবার অধিকারী হইবে কি?”

“হইবে না।”

“তাহাকে প্রাণ্ডে কিংবা বজ্রে আহ্বান করাইবে কি?”

“না।”

“তাহাকে খাচ্ছে বা যজ্ঞে আহার করাইবে কি?” “না।” “তাহাকে ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ শিক্ষা দিবে কি?” “না।” “তাহার স্ত্রী প্রাপ্তিতে (ব্রাহ্মণ কুমারী লাভে) প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইবে কি?” “প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইবে।”

অর্থাৎ, যদি কোন ক্রিয়ের ক্রিয়ের দ্বারা কোন অপরাধ বশতঃ সৃষ্টিত মতক ও চাবুক দ্বারা প্রহৃত হইয়া রাজ্য বা নগর হইতে নির্বাসিত হয়, তবে সে ব্রাহ্মণদেব নিকট আসন বা জল পাইবার অধিকারী হইবে কি?” “হাঁ।” “ব্রাহ্মণেরা তাহাকে খাচ্ছে বা যজ্ঞে আহার করাইবে কি?” “হাঁ।” “ব্রাহ্মণেরা তাহাকে যজ্ঞ শিক্ষা দিবে কি?” “দিবে।” “তাহার স্ত্রী লাভে (ব্রাহ্মণকুমারী প্রাপ্তিতে) বাধা জন্মিবে কি?” “জন্মিবে না।”

“অর্থাৎ ক্রিয়ের কোন অপরাধ বশতঃ ক্রিয়ের দ্বারা সৃষ্টিত মতক ও চাবুক দ্বারা প্রহৃত হইয়া নির্বাসিত হইবার পর পরম হীনতা প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও ক্রিয়াই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ব্রাহ্মণ হীন। ব্রহ্মা সনৎকুমারও বলিয়াছেন—

‘গোত্র বিচার করিয়া বাহ্যেরা চলে তাহাদের মধ্যে ক্রিয়ের শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যিনি বিজ্ঞা ও আচরণ সম্পন্ন তিনি দেব মনুষ্য উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।’

“অর্থাৎ, ব্রহ্মা সনৎকুমার উচিতই বলিয়াছেন, অপ্রচিত বলেন নাই। তাঁহার বাক্য স্তম্ভিত, দ্বন্দ্বিত নহে, তাঁহার বাক্য সার্থক, নিরর্থক নহে; আমিও তাঁহার সহিত একমত।”

“গৌতম, চরণ ও বিজ্ঞা কাহাকে বলে?”

অর্থাৎ, অল্পম বিজ্ঞা ও চরণ সম্পদকে জ্ঞানবাদ, গোত্রবাদ বলে না; মানবাদ—‘তুমি আমার বোণ্য,’ ‘তুমি আমার অবোণ্য’ বলে না। যেখানে আবাহ-বিবাহ হয়, সেখানেই জ্ঞানবাদ-গোত্রবাদ বা মানবাদ—‘তুমি আমার বোণ্য,’ ‘তুমি আমার অবোণ্য’ বলা হয়। যে কেহ জ্ঞানবাদ, গোত্রবাদ বা মানবাদে আবদ্ধ, আবাহ-বিবাহে আবদ্ধ সে বিদ্যা চরণ সম্পদা হইতে দূরে অবস্থিত। জ্ঞানবাদ-বন্ধন, গোত্রবাদ-বন্ধন, মানবাদ-বন্ধন, এবং আবাহ-বিবাহ-বন্ধন মুক্ত হইলে অল্পম বিজ্ঞা-চরণ সম্পদা প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়।”

“গৌতম, চরণ ও বিজ্ঞা কাহাকে বলে?”

“অর্থাৎ, জগতে ভগবান অরহং, সম্যক্ সৎসু, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, স্বেচ্ছা, লোকবিদ, অহস্তর পুরুষদয় সারথি, দেব-মহত্তর শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান উৎপন্ন হইয়া থাকেন। তিনি দেব মায় ব্রহ্মলোক সহিত শ্রমণ ব্রাহ্মণ প্রজাকে স্বয়ং জ্ঞাত ও সাক্ষাৎকার করিয়া অবগত হইয়া থাকেন। তিনি আদি কল্যাণ মধ্যকল্যাণ





তদুপ শ্রোত্র-শ্রাণ-জিহ্বা-কাষ এবং মন সংযত কবিতা বিহরণ করে। এই প্রকারে ইন্দ্রিয় সঞ্চয় যুক্ত হইয়া অনাবিল স্বপ্ন অমৃত্ত্ব কবিতা থাকে।

“অথর্ষ, সে গমনাগমনে, অবলোকন-বিলোকনে সম্প্রজ্ঞত যুক্ত হইয়া (জ্ঞাত হইয়া কবা) থাকে। সঙ্কোচনে-প্রসাবশে, সঙ্ঘাটি-পাত-চীঘর ধারণে, পান-ভোজনে, বাহু-প্রেষাব কার্যে, গমনে, উপবেশনে, শয়নে, জাগরণে এবং বাত্যালাপে সম্প্রজ্ঞত যুক্ত হইয়া থাকে। সে এই আর্ধ্য শীলস্বত্ব যুক্ত, আর্ধ্য ইন্দ্রিয় সঞ্চয় যুক্ত এবং আর্ধ্য স্মৃতি সম্প্রজ্ঞত যুক্ত হইয়া নিচ্ছনে—অবণ্য বৃক্ষমূল-পর্বতকন্দর গিরিগুহা-শাশান এবং বনপ্রান্তে বাস করে। সে আহাবের পর আসনবহু হইয়া দেহ শুদ্ধ করতঃ স্মৃতি সন্মুখে রাখিয়া উপবেশন করে। সে জগতে (১) অভিভা (লোভ) ত্যাগ কবিতা অভিভা বহিত হইয়া বিহরণ করে, চিত্তকে অভিভা হইতে পরিতৃষ্ণ করে। (২) ব্যাপাদ (দ্রোহ) ত্যাগ কবিতা ব্যাপাদ রহিত হইয়া সমস্ত প্রাণীয় হিতকামী হইয়া বিহরণ করে; ব্যাপাদ দোষ হইতে চিত্তকে যুক্ত করে। (৩) ত্যান যুক্ত (মানসিক আলস্ত) ত্যাগ কবিতা ত্যানযুক্ত রহিত হইয়া আলোক সংজ্ঞা সম্পন্ন স্মৃতি সংযুক্ত হইয়া বিহরণ করে। (৪) ঔষত্য কৌকৃত্য ত্যাগ কবিতা অনৌকৃত্য হইয়া আভ্যন্তরিক শান্ত হইয়া বিহরণ করে, ঔষত্য কৌকৃত্য হইতে চিত্তকে পবিত্র করে। (৫) বিচিকিৎসা (সন্দেহ) ত্যাগ করতঃ বিচিকিৎসা বিহীন হইয়া যুগল (উভয়) ধর্ম সঙ্কেত বিবাদ রহিত হইয়া বিহরণ করে, চিত্তকে বিচিকিৎসা হইতে পরিতৃষ্ণ করে।

“অথর্ষ, সে এই পঞ্চবিধ নীতিবর্ণন হইতে চিত্তকে যুক্ত করতঃ উপক্লেপ (চিন্তের মল) জ্ঞাত হইয়া তাহা দূরীকৃত করিবার মানসে কাম এবং অদুশল ধর্ম হইতে পৃথক হইয়া সবিভর্ক সবিচার বিবেকজ্ঞ ঐতিহ্য যুক্ত প্রথম ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে। ইহা চরণ নামে কথিত হয়।

“অথর্ষ, ভিক্ষু বিতর্ক ও বিচার উপশম হইবার পর আধ্যাত্মিক প্রসন্নতা দ্বারা চৈতন্যিক একাগ্রতায়ুক্ত বিতর্ক বিচার রহিত সমাবিষ্ট ঐতিহ্য জনক দ্বিতীয় ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহরণ করে। ইহাও চরণ নামে অভিহিত হয়।

“অথর্ষ, ভিক্ষু ঐতিহ্য ও বিবাগ হইতে উপেক্ষক হইয়া স্মৃতি এবং সম্প্রজ্ঞত যুক্ত কার্যিক স্বপ্ন অমৃত্ত্ব কবিতা বিহার করে। বাহাকে আর্ধ্যেরা উপেক্ষক স্মৃতিস্বপ্ন বিহারী বলিয়া থাকে। এইরূপে তৃতীয় ধ্যান লাভ কবিতা বিহরণ করে। ইহাকেও চরণ বলা হয়।

“অর্থ, ভিক্ষু স্বপ্ন ও ভ্রম বিনাশ করিয়া সৌম্য ও দৌর্য্যময় পূর্ণ হইয়া হইয়া বাইবার পর স্বপ্ন ভ্রম উপেক্ষা করিয়া সত্যপরিচয়কৃত্যুক্ত চতুর্থ ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহরণ করে। ইহাও চরণ নামে অভিহিত হয়।

“অর্থ, তাহার চিত্ত এইভাবে পবিত্র, পর্য্যবসায়, অক্ষয় রহিত, উপক্লেষ রহিত ও যুক্ত প্রাপ্ত হইয়া কর্তব্য, স্থিতি, চাক্ষু্য-রহিত এবং সমাহিত হইয়া বাইবার পর পূর্ণজ্ঞান-জ্ঞান (পূর্ণনিবাসা-জ্ঞান) লাভের সমস্ত চিত্ত নমিত করে—পূর্ণনিবাস শ্রবণ করিতে থাকে। যথা—একজন্ম, দুইজন্ম, ...জন্ম জন্ম, অনেক সংবর্ত (প্রলয়) কল্প, অনেক বিবর্ত (স্থিতি) কল্প, অনেক সংবর্ত বিবর্ত কল্প এবং সেই সময় এইরূপ নাম, এইরূপ গোত্র এইরূপ বর্ণ, এই প্রকাণ্ড আশ্রয়, এই প্রকার স্বপ্ন-ভ্রম অস্তিত্বকারী, এত আশ্রয়ী এবং অস্থায়ী ছিল। সেই আমি সেই জ্ঞান চ্যুত হইয়া এখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এই প্রকারে আকার ও উদ্দেশ্য সহিত অনেক অতীত জন্ম শ্রবণ করে। ইহাকে বিভা বলা হয়।

“অর্থ, সে এই প্রকারে চিত্ত পরিতৃপ্ত... .. সমাহিত হইয়া বাইবার পর প্রাণীর জন্ম মৃত্যু জ্ঞানের (চ্যুতিউৎপত্তি জ্ঞান) সমস্ত চিত্ত নমিত করে। সে অমাত্যিক দিব্যনেত্র দ্বারা ভাল-মন্দ, স্বর্ণ-সুবর্ণ, সুপথগামী-মন্দপথগামী, জন্মগ্রহণকারী এবং মৃত্যুপথগামী প্রাণী সমূহকে অবলোকন করে। তাহার কর্তব্য সহিত সম্মুখীন হয়। এই জীব কায়, বাক্য ও মন দৃঢ়রিত বুদ্ধ, আধ্যাত্মিক, মিথ্যাদৃষ্টিবুদ্ধ এবং মিথ্যাদৃষ্টিবুদ্ধ কর্তে নিযুক্ত ছিল। এ ব্যক্তি দেহভ্যাগের পর নবকে পতিত হইয়াছে। এই জীব কায়, বাক্য এবং মনে ন্যস্ত ছিল, আধ্যাত্মিক ছিল না, সম্যকদৃষ্টিবুদ্ধ এবং সম্যকদৃষ্টি সত্যকার্ত কর্তে রত ছিল। এই হেতু দেহভ্যাগের পর স্বর্গলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই প্রকারে দিব্যনেত্র দ্বারা প্রাণীসমূহকে অবলোকন করে। ইহাকে বিভা বলা হয়।

“অর্থ, তাহার চিত্ত এইভাবে সমাহিত হইয়া বাইবার পর আশ্রয় ক্ষয় কর জ্ঞান (রাগাদি মল বিনষ্ট হইবার জ্ঞান) লাভের নিমিত্ত চিত্ত নমিত করে। সে ‘ইহা স্বপ্ন’ বলিয়া স্বার্থরূপে অবগত হয়। ‘ইহা আশ্রয়’-ইহা আশ্রয় সমূহ ‘ইহা আশ্রয় নিরোধ’ এবং ‘ইহা আশ্রয় নিরোধ-গামিনী প্রতিপদা’ (রাগাদি চিত্ত-মল বিনাশের দিকে লইয়া বাইবার মার্গ) বলিয়া স্বার্থরূপে জ্ঞাত হয়। ইহাও বিভা নামে অভিহিত হয়।

“অর্থাৎ, এই প্রকারে জ্ঞাত হওয়ার এবং দর্শন করার তাহার চিত্ত কাম-আশ্রয়, ভব-আশ্রয় এবং অবিজ্ঞা-আশ্রয় হইতে মুক্ত হয়। বিমুক্ত হইয়া বাইবার পর ‘মুক্ত হইয়াছি বলিয়া জ্ঞানেনব সন্ধান হয়। অন্য শেষ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, করণীর সমাপ্ত হইয়াছে এবং এই জ্ঞান করিবার আব কিছু নাই’ বলিয়া অবগত হয়। ইহাকেও বিজ্ঞা বলে।

“অর্থাৎ, এইকণ ভিক্ষুকে বিজ্ঞা ও চরণ সম্পদ বলা হইয়া থাকে। এই বিজ্ঞা-সম্পদা ও চরণ-সম্পদা হইতে শ্রেষ্ঠতম অত্র বিজ্ঞা-সম্পদা বা চরণ সম্পদা থাকিতে পাবে না।

“অর্থাৎ, এই অল্পম বিজ্ঞা-চরণ সম্পদার চারি প্রকার বিয় (অশাঃমুখ) আছে। এই চারিটি কি? কোন কোন ভ্রমণ ব্রাহ্মণ এই অল্পম বিজ্ঞা-চরণ-সম্পদা পূর্ণ না করিয়া ঝুলি আদি (বাণপ্রস্থাবলম্বীর সামগ্রী) গ্রহণ পূর্বক ‘কল্মশলাহাবী হইব’ সঙ্কল্প করিয়া বনবাসে গমন করে। এইরূপ করায় সে বিজ্ঞা ও চরণ সম্পদা হইতে পৃথক বস্তুর পরিচায়ক হইয়া পড়ে। ইহা অল্পম বিজ্ঞা-চরণ সম্পদার প্রথম বিয়।

“অর্থাৎ কোন কোন ভ্রমণ ব্রাহ্মণ এই অল্পম বিজ্ঞা-চরণ-সম্পদাকে কিংবা ফলাহারীকে পূর্ণ না করিয়া কুদাল হস্তে ‘কন্দ-মূল ফলাহারী হইব’ সঙ্কল্প করিয়া বিজ্ঞা-চরণ সম্পদা হইতে পৃথক বস্তুর পরিচর্যা করে। ইহাও অল্পম বিজ্ঞা-চরণ সম্পদার দ্বিতীয় বিয়।

“অর্থাৎ, . . . . . কন্দমূল ফলাহারীকেও পূর্ণ না করিয়া গ্রাম বা নগরের পার্শ্বে অগ্নিগালা প্রস্তুত করিয়া অগ্নি-পরিচর্যা (হোমাদি) করিয়া বাস করে। ইহাও অল্পম বিজ্ঞা-চরণ সম্পদার তৃতীয় বিয়।

“অর্থাৎ, . . . . . অগ্নি পরিচর্যা ও পূর্ণ না করিয়া ‘এখানে চতুর্দিক হইতে আগত ভ্রমণ বা ব্রাহ্মণের ধর্মান্তি সংকাব করিব’ এই সঙ্কল্প করিয়া চারিটি রাতার সংযোগ স্থলে চতুর্দিক সংযুক্ত গৃহ প্রস্তুত করিয়া বাস করে। এই প্রকারে সে বিজ্ঞা-চরণ সম্পদা হইতে পৃথক বস্তুর পরিচর্যার বড় হয়। ইহাও অল্পম বিজ্ঞা চরণ সম্পদার চতুর্থ বিয়।

“অর্থাৎ, অল্পম বিজ্ঞা-চরণ সম্পদার এই চারিপ্রকার বিয় বলিয়া ধারণা কর।

“অর্থাৎ, তোমার আচার্য ও তুমি এই অল্পম বিজ্ঞা-চরণ সম্পদা সংকে কি উপদেশ প্রদান কর?”

“গৌতম, করি না। কোথায় আচার্য্য সহিত আমি আর কোথায় অল্পম বিদ্যা-চরণ সম্পদা। আচার্য্য সহ আমি অল্পম বিদ্যা-চরণ সম্পদা হইতে বহু-দূরে অবস্থিত আছি।”

“অর্ঘ্য, এই অল্পম বিদ্যা-চরণ সম্পদা পবিপূর্ণ না করিয়া তুমি আদি নইয়া ‘ঐবৃত্ত কলভোজী হইব’ \* সমস্ত পূর্বক আচার্য্য সহিত তুমি বনবাসের নিমিত্ত বনে প্রবেশ করিয়াছ কি?”

“গৌতম, বনে প্রবেশ করি নাই।”

... ..

“অর্ঘ্য, ‘এখানে চতুর্দিক হইতে আগত ভ্রমণ বা ব্রাহ্মণের সাংঘ্যাতবায়ী পরিচর্যা করিব’ এই ভাবিয়া চারিটি বাস্তব সংযোগ স্থলে গৃহ প্রস্তুত করিয়া আচার্য্য সহিত তুমি বাস করিয়াছ কি?”

“না, গৌতম।”

\* তাপস- আট প্রকার—(১) সপুত্র ভাষ্যা। (২) উচ্চাচারী। (৩) অনগ্রিগন্ধিক। (৪) অস্বহঃ পাকী। (৫) অশ্মমুটিক। (৬) দস্ত বহলিক। (৭) ঐবৃত্ত কলভোজী। (৮) পাণ্ডুপলাশিক। ইহাদের মধ্যে যে কেনির ভাটিলের দ্বারা আত্মীয়-বন্ধন সহিত বাস করে তাহাকে ‘সপুত্র ভাষ্যা’ বলে। যে গ্রাম বা নগর হইতে অল্প দূরত্ব দিয়া নইয়া থাকে করিয়া আহাৰ করে, তাহাকে অনগ্রিগন্ধিক বলে। যে গ্রামে বাইরা পক্ষার দ্বারা গ্রহণ করে, তাহাকে অস্বহঃপাকী বলে। যে মুষ্টি আবহ প্রস্তুত-দ্বারা অষ্টাটিক আদি বৃক্ষের চামড়া উৎপাটিত করিয়া খায়, তাহাকে অশ্মমুটিক বলে। যে দস্তদ্বারা বহল (হাল) উৎপাটিত করিয়া খায়, তাহাকে ঐবৃত্ত কলভোজী বলে। যে বৃক্ষ হইতে বহল পতিত কল-পুষ্প-পত্র ঐইয়া জীবন বাপন করে তাহাকে পাণ্ডুপলাশিক বলে। তাহা আবাহ উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও দূর (সাধারণ) ভেদে ত্রিবিধ। যে উপবিষ্ট স্থানে কল-পুষ্প-পত্র খাটরা থাকে সে উৎকৃষ্ট। যে এক বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে গমন না করে সে মধ্যম। যে যেই কোন বৃক্ষের মূলে বাইরা অধোবন করিয়া কল পুষ্প-পত্র ঐয় সে দূর। আট প্রকার তাপস-প্রভৃতি আবার চারিটি মধ্য পরিগণিত হয়। কিরূপে? ইহাদের মধ্যে ‘সপুত্র-ভাষ্যা’ ‘উচ্চাচারী’ দানাগারে; ‘অগ্রিগন্ধিক’ অস্বহঃ পাকী, ‘অশ্মাগারে’ ‘অশ্মমুটিক’ ‘দস্তবহলিক’ কলপুল কলভোজীতে এবং ‘পাণ্ডুপলাশী’ ঐবৃত্ত ভোজীতে পরিগণিত হয়।

“অবশ্য, আচার্য্য সহিত তুমি এই অল্পস্তর বিদ্যা-চরণ সম্পাদা হইতে পরিহীন হইয়াছ এবং অল্পস্তর বিভাচরণ—সম্পাদার চতুর্বিধ বিষয় হইতেও বিচ্যুত হইয়াছ।

“অবশ্য, তোমার আচার্য্য পৌকরসাতি ব্রাহ্মণ বনিয়াছে, ‘কোথায় মুক্তক, প্রমথক, নীচ, ব্রহ্মাব পদজ্ঞ সন্তান, আর কোথায় জিবিজ্ঞা সাক্ষাৎকারী ব্রাহ্মণ।’ পৌকরসাতি শ্রয়ং দুর্গভিগামী হইয়া এবং অল্পস্তর বিভাচরণ সম্পাদা পূর্ণ না করিয়া ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে। ইহা তোমার আচার্য্য পৌকরসাতির মহা অপরাধ।

“অবশ্য, ব্রাহ্মণ পৌকরসাতি রাজা প্রসেনদি প্রদত্ত সম্পত্তি দ্বারা জীবন বাপন করিতেছে। কিন্তু রাজা তাহাকে দর্শনও প্রদান করেন না। যখন তাহার সহিত রাজা মন্ত্রণা করেন, তখন ববনিকার অন্তর্ভাল হইতে করিয়া থাকেন। বাঁহার খর্ষ-দত্ত আহাব্য পৌকরসাতি বাঁহা থাকে, রাজা তাহাকে দর্শনও দেন না। দেখ, ইহাও আচার্য্য পৌকরসাতির অপরাধ। \*

“অবশ্য, কোন স্থানে রাজা প্রসেনদি হস্তীৰ পৃষ্ঠে বা অশ্ব পৃষ্ঠে উপবেশন করিয়া অথবা রথের উপর দণ্ডায়মান হইয়া অমাত্য বা অনভিষিক্ত কুমারের

\* আচার্য্য পৌকরসাতি সন্ধ্যাবর্তনী মারা (Hypnotism) অবগত ছিলেন। রাজা মহার্ব অলঙ্কার পরিধান করিলে তিনি রাজার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া অলঙ্কারের নাম উচ্চারণ করিতেন। তখন রাজা ‘অলঙ্কার দিব না’ বলিতে অক্ষম হইতেন। রাজা তাঁহাকে অলঙ্কার দিয়া পুনঃ কোন উৎসবের সময় কর্মচারীকে অলঙ্কার আনিতে আদেশ করিতেন। কর্মচারী বলিত, ‘দেব, আপনি ব্রাহ্মণকে অলঙ্কার দিয়া বেলিয়াছেন।’ তচ্ছবনে রাজা জিজ্ঞাসা করিতেন, ‘আমি কেন দিয়াছি?’ কর্মচারীরা বলিত, ‘ব্রাহ্মণ আবর্তনী মারা প্রভাবে আপনাকে মোহিত করিয়া অলঙ্কার লইয়া প্রস্থান করেন।’ অন্য ব্যক্তির মারার সহিত পৌকরসাতির বন্ধুত্ব অসম্বৎ হওয়ার বলিত—‘এই ব্রাহ্মণের দেহে যেত বুঠ আছে। আপনি তাঁহার সঙ্গে আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। এই সংক্রামক ব্যাধি আপনার দেহে সংক্রমিত হইতে পারে। অতএব আপনি আলিঙ্গন করিবেন না।’ সেই হইতে রাজা ব্রাহ্মণকে দেখা দিতেন না। কিন্তু পৌকরসাতি পণ্ডিত ও ক্ষত্রিয় বিভার পাবদর্শী থাকার তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কোন কাজ করিলে কারোঁ সাক্ষ্য লাভ হয়। এই জন্য ববনিকার অন্তর্ভালে থাকিয়া রাজা তাঁহার সঙ্গে মন্ত্রণা করিতেন।

সঙ্গে কোন পরামর্শ কবিরা সেই স্থান ভ্যাগ কবিরা অন্য স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া থাকেন, তখন শূত্র বা শূত্রদাস আসিয়া যদি সেই স্থানে (যেই স্থানে স্থিত হইয়া বাজা পবামর্শ করিয়াছিলেন) দণ্ডায়মান হইয়া রাজা প্রসেনজির হ্রায় (অমাত্য বা কুমারের সঙ্গে) কোন পরামর্শ করে তবে তাহা রাজ্য মন্ত্রণা বলিয়া অভিহিত হইবে কি? একদ্বাবা সে রাজা বা রাজ্যামাত্য হইতে পারিবে কি?”

“না, গোতম।”

“অথর্ষ, এখন ব্রাহ্মণেরা প্রাচীন মন্ত্র কর্তা, মন্ত্র প্রবক্তা অষ্টক, বামদেব, বিখ্যামিত্র, বমদগ্নি, অঙ্গিরা, ভবহাঙ্গ, বশিষ্ঠ, কশ্যপ এবং হুগ্ন আদি ঋষিদের গীত, প্রোক্ত, চিন্তিত মন্ত্র অমুগান, অমুতাবণ করিতেছে। ‘সেই মন্ত্র আচার্য্য সহিত আমি অধ্যয়ন করিতেছি’ এই বলিয়া তুমি ঋষি বা ঋষিদের মার্গেব উপর আকৃষ্ট হইতে পারিবে কি?” “ইহা কখনও সম্ভব হইতে পাবে না।”

“অথর্ষ, মন্ত্রকর্তা যেই ঋষিদের কথা উল্লেখ হইল, তাঁহারা আচার্য্য সহিত তোমার হ্রায় স্রমাত ও অঙ্গরাগ রঞ্জিত হইয়া এবং দাড়ি-গৌক কোঁচ কবিরা মণিকুণ্ডল আভরণ ধারণ করতঃ বেতবস্ত্র পরিধান করিয়া শক কামগুণ ভোগে কি রত ছিলেন?”

“না, গোতম।”

“অথর্ষ, তাঁহারা আচার্য্য সহিত তোমার ন্যায় শালি-অন্ন পরিভুক্ত যাম্বে, কালিমা রহিত স্রপ এবং নানাবিধ ব্যঞ্জন ভোজন করিতেন কি?”

“না, গোতম।”

“অথর্ষ, তাঁহারা আচার্য্য সহিত তোমার হ্রায় শাভী পরিহিতা কমণীয় দেহ সম্প্রাপ্ত জীর সঙ্গে রমিত হইতেন কি?”

“না, গোতম।”

“অথর্ষ, তাঁহারা আচার্য্য সহিত তোমার ন্যায় অধ্বাবাহিত রোমশালী স্রথ আয়োহণ করিয়া দীর্ঘ দণ্ডুস্ত চাবুক দ্বারা বাহনকে প্রহার কবিরা গমন করিতেন কি?”

“না, গোতম।”

“অথর্ষ, তাঁহারা আচার্য্য সহিত তোমার হ্রায় পরিধা খনন ও প্রাকার উঠাইয়া নগব রক্ষিকার দীর্ঘ অনিখাবী পুরুষদ্বারা বন্ধা কবাইতেন কি?”

“না, গোতম।”

“অঘট, এই প্রকারে আচার্য্য সহিত তুমি ঋষি কিম্বা ঋষিষের মার্গে আরুঢ় হইতে পার না। এখন আমার সহকে তোমাব যাহা সংশয় আছে জিজ্ঞাসা কর, আমি উত্তর দানে তোমাব সংশয় দূর করিব।”

ভগবান এই বলিয়া বিহার হইতে বাহির হইয়া চক্রমণ (পাদচারণ) স্থানের উপর দণ্ডায়মান হইলেন। অঘটও বিহার হইতে বাহির হইয়া সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইলেন। অতঃপর তিনি ভগবানের পশ্চাৎ পাদচারণ কবিত্তে করিতে তাঁহার শরীরে ষাতিংশৎ মহাপুরুষ লক্ষণ অন্বেষণ করিয়া চইটি ব্যতীত অবশিষ্ট লক্ষণ সমূহ দেখিতে পাইলেন।\*

তদন্থনে অঘটের সংশয় বিদূরিত হইয়া গেল। তখন ভগবানকে বলিলেন—  
—“গৌতম, আমি এখন বাইতেছি, আমার অনেক কার্য্য আছে।”

“অঘট, তোমার যাহা উচিত বোধ হয়, তাহাই কর।”

অতঃপর অঘট বল্লভ-মখে আরোহণ কবিয়া প্রস্থান কবিলেন।

সেই সময় পৌকরলাতি ব্রাহ্মণ ‘উক্কট্টা’ হইতে বাহির হইয়া অনেক ব্রাহ্মণ পরিবদ সহ স্বীয় উত্তানে অঘটের প্রতীক্ষার উপবিষ্ট ছিলেন।

অঘট বধাসময় উত্তানের সমীপে উপস্থিত হইয়া রথ হইতে অবতরণ করতঃ ব্রাহ্মণ পৌকরলাতির নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তর এক পার্থে আসন গ্রহণ কবিলেন। তখন ব্রাহ্মণ পৌকরলাতি অঘটকে জিজ্ঞাসা কবিলেন—

“বৎস অঘট, তুমি কি ভগবান গৌতমের দর্শন পাইয়াছ ?”

“হাঁ, আচার্য্য।”

“ভ্রমণ গৌতমের গুণাবলী যেইরূপ প্রচাষিত হইয়াছে তাহা কি বর্ধার্থ ? তাঁহার নিকট কি সেই গুণরাশি পরিদৃষ্ট হইয়াছে ?”

“তাঁহার গুণাবলী বর্ধার্থই প্রচাষিত হইয়াছে, অববর্ধার্থ নহে। ভ্রমণ গৌতম ষাতিংশৎ মহাপুরুষ লক্ষণ\* পরিপূর্ণ আছেন।”

\* ৪১ পৃষ্ঠার ত্রুটিব্য।

\* ষাতিংশৎ মহাপুরুষ লক্ষণ,—মস্তকে উকীষের চিহ্ন, কেশ সমূহ কৃষ্ণবর্ণ ও দক্ষিণ দিকে আবৃত্তিকৃত ; ললাটদেশ সমতল ও বিশূল, জহ্মের মধ্য-ভাগ উর্গানকৃত, নেত্র নীলবর্ণ এবং চক্ৰাবিংশৎ দন্তই তুণ্যাকৃতি দন্ত সমূহ ঘন সন্নিবিষ্ট ও গুরুবর্ণ, কণ্ঠস্থর অতি মধুর, বসনার অগ্রভাগ রসাত্তিকৃত,



“বৎস অঘট, তাঁহার সহিত কি তোমার কোন বিষয়ের আলাপ হইয়াছে ?

“হী, আমার সঙ্গে আলাপ হইয়াছে।”

“তাঁহার সঙ্গে তোমার কিরূপ আলাপ হইল ?”

ভগবানের সঙ্গে তাঁহার বাহা কথাবার্তা হইয়াছিল, সমস্তই তিনি পৌকরসাতির নিকট বর্ণনা করিলেন। তাহা শুনিয়া পৌকরসাতি অঘটকে বলিলেন—

“থিক্ আমাদের পাণ্ডিত্যকে ! থিক্ আমাদের বাহুশক্তি ! থিক্ আমাদের জৈবিকত্বকে ! ! ! অঘট, তুমি ভগবান গোতমের সঙ্গে বেইরূপ ব্যবহার করিয়াছ, সেইরূপ ব্যবহার দ্বারা মাহুৰ ব্রত্মের পর নরকে পতিত হইয়া থাকে। তোমার আচরণে তিনি আমাদের সঙ্গে (ব্রাহ্মণদের) ও হুম্মাত্ম্যের বিবৃতি দিয়াছেন। থিক্ আমাদের পাণ্ডিত্যকে ! থিক্ আমাদের বাহুশক্তি ! থিক্ আমাদের জৈবিকত্বকে ! ! ! এরূপ কার্য দ্বারা মাহুৰ দেহত্যাগের পর দুর্গতিতে পতিত হয়।”

এইরূপ বলিয়া ব্রাহ্মণ পৌকরসাতি কুণিত ও অসন্তুষ্ট হইয়া অঘটকে সেই স্থান হইতে পদব্রজে বিতাড়িত করিলেন এবং সেই সময়ই ভগবানকে দর্শনার্থ মাইতে প্রেরিত হইলেন। তদর্শনে সেই স্থানে উপস্থিত ব্রাহ্মণেরা বলিল, “এখন সারাকাল, ভগবানকে দর্শনের ইহা উপযুক্ত সময় নহে। অল্প দিন গমন করিলে ভাল হইবে।”

পৌকরসাতি ব্রাহ্মণ দ্বীর গৃহে উত্তম ষাণ্ড-ভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া “যানের উপর হাস্ত করতঃ মশালের আলোকে ‘উকচুঠা’ হইতে বাজা করিলেন। তিনি যথাসময় ইচ্ছানুসারে কখনও উপস্থিত হইয়া বান হইতে অবতরণ পূর্বক

জিহ্বা কুহর ও কুশ ; হহ সিংহের হৃদয় ভ্রায় ; অক্কেশ বহুলাকৃতি ও উন্নত ; কান্তি স্বর্ণের ভ্রায় ; দেহ হির ; ভূম্বর অবনত ও প্রাণবিত্ত ; শরীরের পূর্ব ভাগ সিংহের ভ্রায় ; কটিদেশ ব্রহ্মোৎসব ভ্রায় পরিমণ্ডল ; শরীরের দন রোমরাশি পদপদ বিচ্ছিন্ন ; উরদেশ স্বপোল ; জন্তাদেশ এনুগুণের ভ্রায় ; জন্তুগণি সন্মুখ দীর্ঘ ; পানি ও পাদ আয়ত ও কোরল ; হস্ত ও পদভাল রেখাভাল সমন্বিত ; পাদদ্বয়ের ভ্রমদেশ চক্রাকৃতি, বিচিত্র ও স্তম্ভ ; পাদদ্বয়-প্রতিষ্ঠিত ও স্তম্ভ ; পৃষ্ঠ চিত্রকোবাহিত ।

ভগবানের নিকট গমন করিয়া কুশল প্রদান করিবার একপাথে আসন গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

“গৌতম, আমার শিষ্য অর্ঘট এখানে কি আসিয়াছিল?”

“ব্রাহ্মণ, তোমার শিষ্য এ স্থানে আসিয়াছিল।”

“গৌতম, তাহার সঙ্গে কি আশনার কোন আলাপ হইয়াছিল?”

“ব্রাহ্মণ, তাহাও সঙ্গে আমার সমান্ত আলাপ হইয়াছিল।”

তখন ভগবান অর্ঘটের সঙ্গে বাহ্য আলাপ হইয়াছিল সেই সমস্ত পৌঙ্কর-সাতিকে বর্ণনা করিলেন। তৎক্ষণে পৌঙ্করসাত্তি ভগবানকে নিবেদন করিলেন—

“গৌতম, অর্ঘট এখনও বালক, অতএব আপনি তাহাকে ক্ষমা করুন।”

“ব্রাহ্মণ, অর্ঘট অধী হউক।”

অনন্তর পৌঙ্করসাত্তি ভগবানের দেহে স্বাক্ষিৎসং মহাপুরুষ লক্ষণ অত্যন্তদান কবচঃ ভগবানকে নিবেদন করিলেন—

“গৌতম, অস্ত ভিক্ষু-সম্মত সহ আপনি ভোক্তার নিমিত্ত আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।”

ভগবান মৌনাবলম্বনে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলেন।

তখন পৌঙ্করসাত্তি ভগবানের স্বীকৃতি অবগত হইয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন—

“গৌতম, এখন ভোক্তার সময় উপস্থিত। আহাৰ্য্য প্রদত্ত আছে।”

ভগবান পাত্ৰ-চীবর লইয়া ভিক্ষু-সম্মতসহ পৌঙ্করসাত্তির শিবিবে (নিবেদনে) উপস্থিত হইয়া আসনে উপবেশন করিলেন। পৌঙ্করসাত্তি স্বহস্তে ভগবানকে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য পরিবেশন করিলেন এবং ব্রাহ্মণ যুবকেরা ভিক্ষু-সম্মতকে পরিবেশন করিল। তাঁহাদের আহাৰ্য্য সমাপ্ত হইলে পৌঙ্করসাত্তি একটি নীচ আসন লইয়া একপাথে উপবিষ্ট হইলেন। ভগবান তাঁহাকে সময়োচিত বর্ণোপদেশ প্রদান করিলে তাঁহার বিরজ, বিমল ধর্ম-চক্ষু উৎপন্ন হইল এবং তিনি ‘বাহার উৎপত্তি আছে তাহার বিনাশ অবশ্যভাবী’ বলিয়া জ্ঞাত হইলেন।

অতঃপর পৌঙ্করসাত্তি ভগবানকে নিবেদন করিলেন—

“গৌতম, বড় আশ্চর্য্য! .... আমি সপুত্র, সত্যার্থ্য্য, সপারিষদ এবং অমাত্য সহিত ভগবান গৌতম, ধর্ম এবং ভিক্ষু-সম্মতের শরণ গ্রহণ

কবিতাম। অস্ত্র হইতে আপনি আমাকে বস্ত্রাঞ্জলি উপাসক বলিয়া মনে করেন। 'উক্টঠা'র অস্ত্র উপাসকদের গৃহে আপনি যেইরূপ আগমন করেন, তদ্রূপ আমার গৃহেও গমন করিবেন। সেখানে ব্রাহ্মণ যুবকও যুবতীরা গমন করিয়া আপনাকে অভিবাদন করিবে এবং আসন ও জল প্রদান করিবে অথবা আপনার প্রতি চিত্ত প্রসন্ন করিবে। তদ্বারা তাহাদেব চিরকাল হিতস্বখ সাধিত হইবে।”

“ব্রাহ্মণ, তুমি ভাল বলিয়াছ।”

### সোণদণ্ড ব্রাহ্মণ

এক সময় ভগবান বুদ্ধ পঞ্চশত ভিক্ষু সমভিব্যাহারে ধর্ম্যভিধান করিয়া অঙ্গদেশের \* চম্পা† নগরান্তর্গত গর্গরা পুষ্করিণী তীরে বিহার করিতেছিলেন।

সেই সময় সোণদণ্ড নামক জনৈক ব্রাহ্মণ বহুজনাকীর্ণ এবং ধন-খাজে সমৃদ্ধিশালী চম্পার আধিপত্য করিতেন। এই চম্পা নগরটি মগধ-রাজ বিধিগার তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন।

চম্পা নিবাসী ব্রাহ্মণ গৃহ-স্বামীরা ভগবান বুদ্ধের আগমন বার্তা এবং তাঁহার বিবিধ প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন মানসে প্রেীক-ভাবে গর্গরা পুষ্করিণী অভিমুখে গমন করিতেছিলেন। সেই সময় সোণদণ্ড ব্রাহ্মণ দিবা শয়নের নিমিত্ত প্রাসাদের উপর অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ গৃহ-স্বামীদিগকে পুষ্করিণী অভিমুখে অগ্রসর হইতে দেখিয়া দাবপালকে (খত্তাকে) জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে দাবপাল, ব্রাহ্মণ গৃহ-স্বামীরা পুষ্করিণী অভিমুখে কেন গমন করিতেছেন?”

“দেব, শাক্যকুল হইতে প্রেরিত শ্রমণ পৌত্তম অঙ্গদেশ পর্য্যটনে বাহির হইয়া পঞ্চশত ভিক্ষু সহ গর্গরা পুষ্করিণী তীরে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার নানা প্রকার প্রশংসা শ্রুতি শোনা বাইতেছে। তাঁহাকে দর্শন মানসে ব্রাহ্মণ গৃহ-স্বামীরা গমন করিতেছেন।”

\* বিহার প্রদেশে ভাগলপুর ও মুন্সের জেলাস্তর্গত গদার দক্ষিণাংশ।

† চম্পা নগর, জেলা ভাগলপুর।

“হে ধারপাল, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ গৃহ-দ্বারীদিগকে একটু অপেক্ষা করিতে বল, আমিও শ্রমণ গৌতমকে দর্শনার্থ গমন করিব।”

ধারপাল তাঁহার আদেশ পালন করিল।

সেই সময় বিভিন্ন দেশের পঞ্চগত ব্রাহ্মণ কোন কার্যোপলক্ষে চম্পার অবস্থান করিতেছিলেন। সোণদণ্ড ব্রাহ্মণ ভগবান বুকের দর্শনার্থ গমন করিবেন, এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহারা সোণদণ্ডের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—“আপনি নাকি শ্রমণ গৌতমকে দর্শনার্থ গমন করিবেন, এই সংবাদ কি সত্য?” “হাঁ, সত্য।” “আপনি শ্রমণ গৌতমকে দেখিবার জন্য যাইবেন না; শ্রমণ গৌতমেরই আপনাকে দেখিতে আসা উচিত। কারণ, আপনি মাতৃ-পিতৃ উভয় দিকেই স্বজাত (স্বজন) এবং সপ্তম পুরুষ পরম্পরা আপনাদি বংশ পবিত্র। এই কারণেও শ্রমণ গৌতমকে দেখিতে যাওয়া আপনাদি উচিত নহে বরং শ্রমণ গৌতমেরই আপনাকে দেখিতে আসা উচিত। আপনি মহা ধনশালী, ত্রিবেদ পারদর্শী, রূপবান, চরিত্রবান, প্রিয়বদ, নাগরিক আলাপে দক্ষ, অনেকের আচার্য্য প্রাচাৰ্য্য এবং তিনশত ব্রাহ্মণ যুবককে যন্ত্র শিক্ষা দান করেন। আপনি যগধ-রাজ বিষ্ণুর কর্তৃক পুণ্ডিত, ব্রাহ্মণ শৌর্য্যগাতি কর্তৃক সম্মানিত এবং চম্পার অধিপতি। এই সমস্ত কারণে শ্রমণ গৌতমকে দেখিতে যাওয়া আপনাদি উচিত নহে বরং শ্রমণ গৌতমেরই আপনাকে দেখিতে আসা উচিত।”

“তাহা হইলে আপনাদি আমার কথাও শ্রবণ করুন—কেনই বা শ্রমণ গৌতমকে আমার দেখিতে যাওয়া উচিত এবং কেনই বা শ্রমণ গৌতমের আমাকে দেখিতে আসা উচিত নহে। শ্রবণ গৌতম উভয় দিকে (মাতৃ-পিতৃ) স্বজাত; এই কারণেও তাঁহাকে আমার দেখিতে যাওয়া উচিত, আমাকে দেখিতে আসা তাঁহার উচিত নহে। তিনি অনেক জাতি-সম্মত এবং ধন-বহু পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইয়াছেন, কুককেশরাজি সম্বন্ধিত অতি ভয়ঙ্কর বয়সে গৃহ ত্যাগ করিয়াছেন, এবং সাক্ষ্যে মাতা-পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া কেশ খণ্ডন মুণ্ডন করতঃ কাষায় বস্ত্র ধারণ করিয়াছেন। তিনি শীলবান, সুবক্তা, অনেকের আচার্য্য-প্রাচাৰ্য্য, কামরাগ বিহীন, চঞ্চলতা রহিত, কৰ্ম্মবাদী ক্রিয়াবাদী, নিষ্পাপ ব্রাহ্মণ সম্মানের মধ্যে অগ্রগণ্য, পরিশুদ্ধ এবং মহাবনশালী ক্ষত্রিয়কুল হইতে প্রব্রজিত। তাঁহার নিকট দেশান্তর রাজ্যান্তর হইতেও প্রেরণ করিবার জন্য লোক আগমন করে। অনেক সহস্র দেবতা আশ্রয় তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছেন। তাঁহার ‘ভগবান অরহন্ত, সত্যক সত্যক’ আদি বিবিধ

প্রশংসাবাদ প্রচারিত হইয়াছে। তিনি ব্যক্তিগত মহাপুরুষ লক্ষণে পবিত্র, আগত বান্দী, পূর্বভাবী এবং চাবি পারিষদ বর্জক সমানিত। তাঁহার প্রতি অনেক দেব-মহুয়া প্রচারিত। তিনি যেই গ্রাম বা নগরে বিহার করেন, সেই স্থানে অমহুয়া উপাধন করে না। তিনি সম্ভাবিগতি, গণাচার্য এবং ধর্ম প্রবর্তকদের মধ্যে অগ্রগণ্য। যেমন কোন কোন ভ্রমণ-ব্রাহ্মণেব প্রশংসা যে কোন প্রকারে উপন্ন হইয়া থাকে, তাঁহার প্রশংসা সেইভাবে উপন্ন হয় নাই, অল্পত্তর বিজ্ঞা-চরণ সম্পদা হইতেই তাঁহার প্রশংসা উপন্ন হইয়াছে। পুত্র-ভাষ্যা অমাত্য সহ বগধ-বাজ বিহিসার, কোশল-রাজ প্রেসেনদি এবং ব্রাহ্মণ পৌষবসান্তি তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছেন। তিনি তাঁহাদের বাবা সমানিত ও পুজিত হইয়া থাকেন। তিনি চম্পার উপস্থিত হইয়া গর্গরা পুষ্করিণী তীবে বিহাব করিতেছেন। যে কোন ভ্রমণ বা ব্রাহ্মণ আমাব নগবাভাস্তবে আগমন করেন, তিনি আমাব অতিথি। অতিথি সর্বদা পূজাব পাত্র। ভ্রমণ গৌতম অন্ততঃ অতিথিভাবে হইলেও আমাব সংকার, গৌরব, মান্য ও পূজাব পাত্র। কেবল এই পর্য্যন্তই যে তাঁহার শুণ বাজি তাহা নহে, তিনি অনন্ত গুণের আধার। একটি নাজ গুণে অলঙ্কৃত হইলেও তাঁহার আমাকে দেখিতে আসা উচিত নহে বরং সর্বপ্রথম আমারই তাঁহাকে দেখিতে যাওয়া উচিত।”

“আপনি ভ্রমণ গৌতমেব সেইভাবে প্রশংসা কবিত্তেছেন, তাহা যদি সত্য হয়, তবে তিনি শত যোজন দূরে অবস্থান কবিলেও পাথের হস্তে তাঁহাকে দর্শনার্থ যাওয়া কর্তব্য। আমবা সকলে তাঁহাকে দেখিতে যাইব।”

অতঃপর সোণদণ্ড ব্রাহ্মণ নপাবিষদ গর্গরা পুষ্করিণী অভিমুখে বাজা করিলেন। কিয়দূর গমনেব পর তিনি সংস্কারুল হইয়া ভাবিলেন, “আমি ভ্রমণ গৌতমকে কোন প্রশ্ন করিলে তিনি যদি আমাকে বলেন, ‘ব্রাহ্মণ, এই প্রশ্ন এই ভাবে না করিয়া অন্য ভাবে করা উচিত।’ তবে আমাকে এই পারিষদেরা নিন্দা করিয়া বলিতে পাবে, ‘সোণদণ্ড ব্রাহ্মণ মূর্থতা বশতঃ বধার্থভাবে ভ্রমণ গৌতমকে প্রশ্নও করিতে জানে না।’ এই পরিষদে যে নিন্দিত হইবে, তাঁহার স্থখ্যাতি লুপ্ত হইয়া যাইবে এবং বাহার স্থখ্যাতি লুপ্ত হইয়া যার তাহার ধনাগমেব পথও রুদ্ধ হইয়া যায়। কারণ স্থখ্যাতি হইতেই ধনাগম হইয়া থাকে। ভ্রমণ গৌতম আমাকে প্রশ্ন করিলে আমি যদি উত্তর দানে তাঁহার সম্ভাব বিধান করিতে না পাবি, তবে এই ব্রাহ্মণ পারিষদেবা আমাকে নিন্দা করিয়া বলিবে, . . . . .। এত সমীপে আসিয়াও যদি আমি

তাঁহাকে না দেখিয়া প্রত্যাখ্যান করি, তাহা হইলেও এই ব্রাহ্মণ পারিষদেরা আমাকে দ্বিধা দিয়া বলিবে, সোণদও ব্রাহ্মণ মূর্থতা বশত। ভীত হইয়া ভ্রমণ গৌতমকে দর্শন করিতেও সাহসী হইল না। অতএব এত নিকটে আসিয়া তাঁহাকে দর্শন না করিয়া কিরূপেই বা আমি প্রত্যাখ্যান কবি। এক্ষণ করিলে যে ব্রাহ্মণেরা আমার দ্বিধার দিবে।”

যথাসময় সপারিষদ সোণদও ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার সহিত সাদর সম্ভাষণান্তর একপার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। চম্পা নিবাসী অণবাণর ব্রাহ্মণ গৃহস্থাসীদের মধ্যে কেহ ভগবানকে বন্দনা করিয়া আসন গ্রহণ করিল। কেহ সাদর সম্ভাষণ করিল, কেহ কৃতান্তলি হইল, কেহ নাম-গোত্র জ্ঞাপন করাইল এবং কেহ বা নীরবে উপবেশন করিল।

সেই সময়ও সোণদও ব্রাহ্মণের চিত্ত নানাভাবে সংশয়াকুল হইল, “যদি আমি ভ্রমণ গৌতমকে কোন প্রশ্ন করি । অহো! আমাকে যদি ভ্রমণ গৌতম আমাদেব স্বীয় জীবদ-বন্দিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন, তবে আমি উত্তর দানে তাঁহার সম্ভাব্য বিধান কবিতে সক্ষম হইব।”

ভগবান বুদ্ধ তাঁহার মানসিক অবস্থা অবগত হইয়া প্রশ্ন করিলেন,— ‘ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণেরা কয় অঙ্গে (ঙণে) পরিপূর্ণ ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বলে? ‘আমি ব্রাহ্মণ’ এই বলিয়া যে আশ্রয় পরিচয় দেয়, সে সত্য বলিয়া থাকে, না মিথ্যা?’

তচ্ছবণে সোণদও তাবিলেন, “অহো! আমি বাহা আশা করিয়াছিলাম, ভ্রমণ গৌতম তাহাই আমাকে জিজ্ঞাসা কবিলেন। আমি উত্তর দানে নিশ্চয়ই তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হইব।” এই স্থিতি করিয়া দেহ সোজা করিয়া পারিষদের দিকে অবলোকন করতঃ ভগবানকে বলিলেন—

“তো গৌতম, ব্রাহ্মণেরা পঞ্চ অঙ্গে পরিপূর্ণ ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন। সেই পঞ্চাঙ্গ এই—(১) উত্তর দিকে স্নানাত, (২) অধ্যাপক, মন্ত্রধর ও জীবদ পারদর্শী, (৩) রূপবান, (৪) শীলবান, (৫) পণ্ডিত, মেধাবী ও যজ্ঞবক্ষিণা (স্বামী) গৃহীতাদের মধ্যে প্রথম বা দ্বিতীয় স্থানীয়। এই পঞ্চাঙ্গ পরিপূর্ণ ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বলা হয়।”

“ব্রাহ্মা, এই পঞ্চাঙ্গ হইতে একাঙ্গ পরিত্যাগ করিলে চারি অঙ্গ যুক্ত ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বলা যায় কি?”

“গৌতম, হাঁ, বলা যাইতে পারে। পঞ্চাঙ্গ হইতে রূপ ত্যাগ করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মা যদি উত্তর দিকে স্নানাত হয়, অধ্যাপক, মন্ত্রধর, শীলবান হয়

এক পণ্ডিত, মেধাবী ও বজ্র গৃহীতাদের মধ্যে প্রথম বা দ্বিতীয় স্থানীয় হয়, তাহা হইলে রূপ (বর্ণ) কি করিবে? এই চারি অঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিকেও ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন।”

“ব্রাহ্মণ, এই চারি অঙ্গের মধ্যে একাদ পবিত্র্যাগ করিলে তিন অঙ্গে পরিপূর্ণ ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বলা বাইতে পাবে কি?”

“গৌতম, হাঁ, বলা বাইতে পারে। চারি অঙ্গ হইতে স্নান (বেদ) পরিত্যাগ করা বাইতে পারে। ব্রাহ্মণ যদি উভয় দিকে স্নান, শীলবান, পণ্ডিত এবং মেধাবী হয় তবে মন্ত্র কি করিবে? এই তিন অঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিকেও ব্রাহ্মণ বলা বাইতে পারে।”

“ব্রাহ্মণ, এই তিন অঙ্গ হইতে একাদ ত্যাগ কবিলে দুই অঙ্গে পরিপূর্ণ ব্যক্তিকেও ব্রাহ্মণ বলা বাইতে পারে কি?”

“গৌতম, উক্ত তিন অঙ্গ হইতেও জাতি ত্যাগ করা বাইতে পারে। ব্রাহ্মণ যদি শীলবান ও পণ্ডিত-মেধাবী হয় তবে জাতি কি করিবে? এই দুই অঙ্গ যুক্ত ব্যক্তিকেও ব্রাহ্মণ বলা বাইতে পারে।”

এইরূপ উত্তর প্রদান কবিলে উপস্থিত ব্রাহ্মণেরা সোণদণ্ডকে বলিলেন, ‘সোণদণ্ড, আপনি ঐকণ বলিবেন না। আপনি রূপ (বর্ণ), মন্ত্র (বেদ) এবং জাতি (জন্ম) প্রত্যাখ্যান কবিতা প্রকারান্তরে ভ্রমণ গৌতমের সিদ্ধান্তই স্বীকার করিয়া লইতেছেন।’

তখন ভগবান তাঁহাদিগকে বলিলেন, “ব্রাহ্মণগণ, যদি সোণদণ্ড অল্পশ্রুত, দুর্বলতা এবং প্রজ্ঞাহীন বলিয়া তোমাদের মনে হয় এবং সে আমার সঙ্গে এই বিষয়ে বাদানুবাদ করিতে অসমর্থ বলিয়া বোধ হয়, তবে সোণদণ্ড নিবৃত্ত হউক, তোমরা আমার সঙ্গে তর্ক কর। আর যদি সোণদণ্ড বহুশ্রুত, স্ববলতা পণ্ডিত এবং আমার সঙ্গে তর্ক কবিত্তে সমর্থ বলিয়া তোমাদের ধারণা হয় তবে তোমরা নিবৃত্ত হও, সোণদণ্ড আমার সঙ্গে তর্ক করুক।”

তখন সোণদণ্ড ব্রাহ্মণ ভগবানকে বলিলেন, “গৌতম, আপনি নিয়ন্ত হউন। আমি ধর্ম্মানুসারে তাঁহাদের কথার উত্তর প্রদান কবিব।”

সোণদণ্ড ব্রাহ্মণ উক্ত ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেন, “আপনারা আমি রূপ (বর্ণ), মন্ত্র (বেদ) বা জাতি (জন্ম) প্রত্যাখ্যান করিতেছি বলিয়া মনে করিবেন না।”

সেই সময় সোণদণ্ডের ভাগিনের অঙ্গক নামক যুবক সেই পরিষদে উপবিষ্ট ছিলেন। সোণদণ্ড উক্ত ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেন, “আপনারা সকলে

আমার ভাগিনের অদকে দেখিতেছেন কি ?” “হাঁ, দেখিতেছি।” - “শুধক অদক (১) পরম রূপবান; এই পরিষদে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে একমাত্র ভ্রমণ গৌতম ব্যতীত তাহার স্তায় রূপবান আব কেহ নাই। (২) সে অধ্যাপক, মন্তর (বেদ পাঠে রত), নিষ্কট্ কল্প-অক্ষর প্রভেদ সহ ত্রিবেদ এবং গণ্ডে-জিহাসে পারদর্শী, পদক (কবি), বৈয়াকরণ এবং লোকায়ত মহাপুরুষ শাস্ত্রে নিপুণ, আমি তাহাকে মন্ত (বেদ) অধ্যাপনা করিয়া থাকি। (৩) সে উভয় পক্ষে (মাতৃ-পিতৃহুল) হুজাত, আমি তাহাব মাতা-পিতাকে অবগত আছি। যদি অদক প্রাণীহত্যা, চুরি ও পরস্রী সন্তোষ করে, মিথ্যা বলে এবং মন্তপান করে তাহা হইলে বর্ণ, মন্ত বা জাতি তাহাকে কি করিবে? বর্ন ব্রাহ্মণ (১) চবিত্রবান এবং (২) পণ্ডিত, মেধাবী ও স্বজ্ঞা (বল দক্ষিণা) গৃহীতাদের মধ্যে প্রথম বা দ্বিতীয় স্থানীয় হয়, তখন এই বিবিধ অঙ্গে পরিপূর্ণ ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন। এইরূপ ব্যক্তি-ই—এই বিবিধ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি-ই “আমি ব্রাহ্মণ” এই বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিলে সত্য কথা বলা হইবে, মিথ্যা বলা হইবে না।”

“ব্রাহ্মণ, এই বিবিধ অঙ্গ হইতে একাদ ত্যাগ করিয়া অল্প একাদ যুক্ত ব্যক্তিকে কি ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে?”

“গৌতম, না, বলা যাইতে পারে না। কারণ প্রজ্ঞা শীল বিশোধিত এবং শীল (আচার) প্রজ্ঞা-শীল পরিশোধিত। যেখানে শীল অবস্থিত, সেখানে প্রজ্ঞা অবস্থিত। যেখানে প্রজ্ঞা অবস্থিত, সেখানে শীল অবস্থিত। শীলবান্বেয় নিকটই প্রজ্ঞা (জ্ঞান) হয় এবং প্রজ্ঞাবান্বেয় নিকটই শীল হয়। কিন্তু জগতে শীল প্রজ্ঞা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত। যেমন, লোকে হস্ত দ্বারা হস্ত এবং পদ দ্বারা পদ মৌত করে, তেমন শীল দ্বারা প্রজ্ঞা প্রকাশিত হয়।”

‘ব্রাহ্মণ, তাহাই স্বার্থ। প্রজ্ঞা শীল-প্রকাশিত শীল প্রজ্ঞা প্রকাশিত। যেখানে শীল অবস্থিত, সেখানে প্রজ্ঞা অবস্থিত, থাকে; যেখানে প্রজ্ঞা অবস্থিত, সেখানে শীল অবস্থিত থাকে। শীলবান্বেয় নিকটই প্রজ্ঞা (জ্ঞান) হয় এবং প্রজ্ঞাবান্বেয় নিকটই শীল হয়। কিন্তু জগতে শীল প্রজ্ঞা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতব বলিয়া অভিহিত হয়।’

“ব্রাহ্মণ, শীল এবং প্রজ্ঞা কাহাকে বলে?”

“গৌতম, আমি ঐ সম্বন্ধে এই পর্যন্ত অবগত আছি। অতুগ্রহ করিয়া গৌতম যদি বলেন, তবে আমি অতুগ্রহীত হইব।’



“ব্রাহ্মণ, তাহা হইলে মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর, আমি বলিতেছি—

“ব্রাহ্মণ, জগতে তথ্যগত উৎপন্ন হন।\* এই প্রকারে ভিক্ষু শীল সম্পন্ন হয়। ইহাকে শীল বলে।”

“প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান লাভ করে। জ্ঞান দর্শনের নিমিত্ত চিত্ত অভিনিমিত্ত করে।\* ইহাকে প্রজ্ঞা বলে।”

তচ্ছবণে সোণদণ্ড ব্রাহ্মণ ভগবানকে বলিলেন,

“ভো গৌতম, বড় আশ্চর্য্য। বড় অদ্ভুত। ... .. অজ্ঞ হইতে গৌতম আমাকে অশ্লিলবদ্ধ শরণাপন্ন উপাসক বলিয়া মনে করুন এবং ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ ভগবান গৌতম আগামী কল্য আমার বাড়ীতে ভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।”

ভগবান যৌনাতলধনে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলেন। তখন সোণদণ্ড ব্রাহ্মণ ভগবানের স্বীকৃতি অবগত হইয়া আনন্দ ত্যাগান্তর ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। ভগবান পব দিবস নির্দিষ্ট সময়ে সোণদণ্ড ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হইয়া বিদ্যারিত আসনে ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ উপবেশন করিলেন। সোণদণ্ড ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে বহুতে বাস্তব জোহা, পরিবেশন করিলেন এবং তাঁহাদের ভোজন সমাপ্ত হইলে একটি নিম্ন আসনে একপার্শ্বে উপবেশন করিয়া ভগবানকে বলিলেন—

“গৌতম, আমি পবিত্রে উপস্থিত আছি এমন সময় আপনাকে দেখিয়া যদি আসন ত্যাগ করতঃ আপনাকে বন্দনা করি, তবে আপনাকে উপস্থিত পারিষদেরা নিন্দা করিবে। যে ব্যক্তি পারিষদের নিন্দাভাজন হয়, তাহার প্রশংসা লুপ্ত হইয়া যায়। বাহার প্রশংসা লুপ্ত হয়, তাহার ধনাগমের পথও ক্ষয় হইয়া যায়। কারণ, প্রশংসা হইতেই আমাদের ধনাগম হইয়া থাকে। এই জ্ঞান আমি পারিষদে উপস্থিতিবহায় আপনাকে দেখিয়া কল্পজোড় করিলে তদ্বারা আপনাকে প্রত্যাশ্বনে করিতেছি বলিয়া মনে করিবেন। পারিষদে উপস্থিতিবহায় আপনাকে দেখিয়া আমি উচ্চীন অপসারণ করিলে তদ্বারা আপনাকে অবনত শিরে অভিবাদন করিতেছি বলিয়া মনে করিবেন। আমি যদি বান হইতে অবতরণ করিয়া আপনাকে বন্দনা করি, তবে পারিষদেরা আপনাকে নিন্দা করিবে। এই হেতু আমি বানে বসিয়া প্রত্যহ দর্শি (চাবুক) উর্দ্ধদিকে করিলে বান হইতে অবতরণ করিয়াছি বলিয়া মনে করিবেন এবং বানে

বসিয়া হস্ত উর্দ্ধদিকে কবিলে আপনাকে অবনত হস্তকে বন্দনা করিতেছি বলিয়া মনে করিবেন।”

ভগবান লোণদণ্ড ব্রাহ্মণকে সমরোপযোগী যক্ষোপদেশ দানে আশ্বাসিত করিয়া প্রস্থান করিলেন।

### দ্রোণ ব্রাহ্মণ

এক সময় ভগবান বৃদ্ধ শ্রীবতীর স্বেতবনে বিহার করিতেছিলেন। একদিন দ্রোণ নামক ব্রাহ্মা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সাদর সম্ভাষণান্তর একপাথে আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন—

“হে গৌতম, আমি শুনিয়াছি, “শ্রমণ গৌতম জরাজীর্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদিগকে দেবীয়া অভিবাদন, প্রত্যাখ্যান কিম্বা আসন প্রদান করেন না।” তাহা কি সত্য?”

“দ্রোণ, তুমি কি ব্রাহ্মণস্বের দাবী কর?”

“গৌতম, যিনি শাত্-পিতৃ উভয় দিকেই স্বজাত (কুলীন), বঁহাচার পিতামহ-পিতামহী আদির সপ্ত পুরুষ পরম্পরা পবিত্র, জাতি হেতু অনিষিদ্ধ এবং যিনি অধ্যাপক ও ত্রিবেদ পাবকর্ষী তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা হইয়া থাকে। আমার নিকট ঐ সমস্ত গুণ বিদ্যমান আছে, এই হেতু আমি ব্রাহ্মণস্বের দাবী করিয়া থাকি।”

“দ্রোণ, বঁহারা তোমাদের প্রাচীন ঋষি, মন্ত্রকর্তা এবং মন্ত্র প্রবক্তা ছিলেন, বঁহাদের প্রাচীন মন্ত্রগদ্যস্বারে আধুনিক ব্রাহ্মণেরা চলিয়া থাকে, সেই অষ্টক, বায়ক, বাসদেব, বিশ্বাস্মিত্র, ধমদয়ি, অদিবা, ভরহাজ, বশিষ্ট, কশ্যপ এবং হুণ্ড আদি ব্রহ্মর্ষিবা পঞ্চবিধ ব্রাহ্মণেরা বর্ণনা করিয়াছেন—(১) ভ্রঙ্গ-সম, (২) দেব-সম, (৩) মর্য্যাদ, (৪) সস্তিম্ন (ভয়) মর্য্যাদ, (সীমা), (৫) চণ্ডাল। এই পঞ্চবিধ ব্রাহ্মণের মধ্যে তুমি কোন প্রকারের হইয়া থাক?”

“গৌতম, আমি উক্ত পঞ্চবিধ ব্রাহ্মা সম্বন্ধে কিছুই জানিনা, কিন্তু; আমি যে ব্রাহ্মণ তাহা সম্যকরূপে অবগত আছি। আপনি অল্পগ্রহ করিয়া আমাকে উক্ত পঞ্চবিধ ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করুন।”

“দ্রোণ তাহা হইলে মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর, আমি বলিতেছি।

“জ্ঞেয়, ব্রহ্ম-সম ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে? যিনি উভয় দিকে স্ফুটাত \*  
... অষ্ট চত্বারিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত যজ্ঞ ( বেদ ) শিক্ষা করিয়া কোঁমার ব্রহ্ম-  
চর্য ব্রত পালন পূর্ব্বক কৃষি, বাণিজ্য, গো পালন, অস্ত্র চালনা, রাজসেবা  
( সরকাৰী চাকরী ) কিংবা অন্য কোন প্রকার শিল্প কার্য ব্যতীত ধৰ্ম্মানুসারে  
কেবল ভিক্ষাচর্য্যা দ্বাৰা আচার্য্য ধন ( ভিক্ষা দক্ষিণা ) সংগ্রহ কৰিয়া আচার্য্যকে  
প্রদান করেন এবং গৃহবাস ত্যাগ করতঃ প্রব্রজিত হইয়া ( ১ ) মৈত্রী,  
( ২ ) কল্পণা, ( ৩ ) মুদিতা, ( ৪ ) উপেক্ষা আদি চতুঃব্রহ্ম বিহার ভাবনা  
দ্বারা সৰ্ব্বদিক প্রাবিত করিয়া বিহরণ পূর্ব্বক দেহান্তে ব্রহ্মলোকে জগৎগ্রহণ করেন,  
তাঁহাকে ব্রহ্ম সম ব্রাহ্মণ বলে ।

“দেব-সম ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে? ... . বে অষ্ট চত্বারিংশৎ বৎসর  
পর্য্যন্ত বেদ শিক্ষা করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করতঃ ধৰ্ম্মানুসারে প্রাপ্ত ধন দ্বারা  
ভিক্ষা দক্ষিণা প্রদান করে এবং ক্রয়-বিক্রয় ব্যতীত ধৰ্ম্মানুসারে জল সহ প্রদত্ত  
ব্রাহ্মণ কুমারীকেই ভাৰ্য্যারূপে গ্রহণ করিয়া তাহাতে উপগত হয় । কজ্জিয়রা,  
বৈশ্ণা, শূদ্রা, চণ্ডাল আদি অন্য কোন হীন জাতীয়া নারীতে কিংবা গৰ্ভবতী,  
অস্ত্র দ্বাৰী ও ঋতু বিহীনা নারীতে উপগত হয় না । গৰ্ভবতী নারী সন্তোষ  
করিলে গৰ্ভস্থ সন্তান-সন্ততি অতি মেহম্ভ হইয়া পড়ে, এই হেতু গৰ্ভবতী সন্তোগে  
বিরত হয় । অস্ত্র দ্বাৰী নারী সন্তোগে সন্তান-সন্ততি অতি লিঙ্গ হইয়া যায় ।  
ঋতু বিহীনা সন্তোগ করার অর্থ বংশরক্ষা নহে, কেবল কাম প্রবৃত্তির চবিতাৰ্থতা  
সম্পাদন । যে কেবল বংশরক্ষার্থেই ঋতুমতী ব্রাহ্মণী ভাৰ্য্যার উপগত হয়, সে  
সন্তান-সন্ততি জগৎগ্রহণ করার পর গৃহবাস পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যাবলম্বন  
করে এবং প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান ও চতুর্থ ধ্যান লাভ  
করিয়া দেহান্তে দেবলোকে জগৎগ্রহণ করে, তাঁহাকে দেব-সম ব্রাহ্মণ বলে ।

“মৰ্যাদা ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে? ... . যে সন্তানসন্ততি উৎপন্ন হইবার  
পর তাহাদিগকে লইয়া সানন্দে গৃহবাসে অবস্থান করে, সংসার ত্যাগ করে না  
এবং চিরাচরিত ব্রাহ্মণ মৰ্যাদা বজায় রাখে, তাহার কোন ব্যতিক্রম কবে না-  
তাঁহাকে মৰ্যাদা ব্রাহ্মণ বলে ।

“সন্তান মৰ্যাদা ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে? ... . যে ধৰ্ম্ম অনুসারে হউক  
বা অধৰ্ম্ম অনুসারে হউক ক্রয় বিক্রয় আদি যে কোন প্রকারে ভাৰ্য্যা লাভ কবে  
এবং কাম সেবার নিমিত্ত যে কোন জাতীয়া বা যে কোন অবস্থাপন্ন নারী

সন্তোষ করে এবং ব্রাহ্মণদের চিরোচিত্রিত প্রাচীন রীতি-নীতি লঙ্ঘন করে, তাহাকে সম্ভিন্ন ধর্মোদ ব্রাহ্মণ বলে।

“ব্রাহ্মণ চণ্ডাল কাহাকে বলে? ... .. যে ধর্ম্মাধর্ম্ম-সারে কবি, বানিজ্য, যে কোন প্রকার শিল্প কিম্বা ভিকার্য্যাদি যে কোন প্রকারে গুরুদক্ষিণা প্রদান করে, ধর্ম্মান্তসারে হটক বা অধর্ম্মান্তসারে হটক যে কোন ব্যবসা দ্বারা ভাণ্ড্য লাভ করে, যে কোন জাতীয় বা যে কোন অবস্থাপন্ন নারী কেবল কাম সেবার নিমিত্ত সন্তোষ করে এবং যেই কোন ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। তখন তাহাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, ‘আপনি ব্রাহ্মণদের দাবী কবিতা যে কোন ব্যবসা দ্বারা কেন জীবনবাস্তা নির্বাহ করিতেছেন?’ তৎপরে সে বলে, ‘অগ্নি যেমন গুটি-অগুটি সমস্ত পদার্থ দহু করিয়াও তাহাতে লিপ্ত হয় না, তেমন ব্রাহ্মণ যে কোন ব্যবসা দ্বারা জীবন বাস্তা নির্বাহ করিলেও তাহাতে লিপ্ত থাকেন।’ ইহাকে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল বলে।

“দ্রোণ, উক্ত পঞ্চবিধ ব্রাহ্মণের মধ্যে তুমি কোন প্রকারের ব্রাহ্মণ?”

“গৌতম, এক্ষণ হইলে আমি ব্রাহ্মণ চণ্ডাল হইবার ও বোধ্য পাত্র নছি। অতঃপরে আমি আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম, আমাকে আপনার অঙ্গলি বহু উপাসক রূপে গ্রহণ করুন।”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## উপাসিকা-সঙ্ঘ

### স্বজাতা

উরুবেলার \* সেনানী গ্রামে সেনানী নামক শ্রেষ্ঠের ঔরসে স্বজাতার জন্ম হয়। তিনি বৌবনে পদার্পণ করিলে একদিন একটি স্ত্রোগ্রোধ তরুমূলে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা কবিলেন—“যদি সম অবস্থাপন্ন স্বজাতীয় লোকের সঙ্গে আমার বিবাহ হয় এবং আমার প্রথম গর্ভে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ কবে, তবে আমি প্রতি বৎসব এই বৃক্ষদেবতাকে পূজা করিব।”

যথাসময় বারানসীতে স্বজাতীয় শ্রেষ্ঠী-গৃহে তাঁহার-বিবাহ হইয়াছিল এবং তাঁহার গর্ভে প্রথমে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সেই সন্তানের নাম রাখা হইয়াছিল, বশকুমার।

স্বজাতা প্রতিবৎসর শিবালয়ে আসিয়া ঐ স্ত্রোগ্রোধ তরুমূলে নানা উপচারে পূজা প্রদান করিতেন। কুমার সিদ্ধার্থ কঠোর তপস্তায় বড় বৎসর অতিবাহিত কবিয়াছেন। বৈশাখী পূর্ণিমা দিনে স্বজাতা পূজা করিবার মানলে দাসী পূর্ণাকে বলিলেন, “দাসি, আমার পুত্রের স্থান সম্বাদ্ধ করিয়া আস।” দাসী যথাসময় বৃক্ষমূলে বাইয়া কুমার সিদ্ধার্থকে বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট দেখিতে পাইল। তদ্বর্ণনে সে স্বজাতার নিকট প্রত্যাগমন করিয়া বলিল,—“মা, অস্ত্র দেবতা আপনাব প্রতি প্রসন্ন হইয়া বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট আছেন।” স্বজাতা বলিলেন,—“তোমার কথা সত্য হইলে তোমাকে পরিচারিকার কার্য হইতে মুক্তি প্রদান করিব।”

তিনি যথাসময় স্বর্ণপাত্রে পরমায় লইয়া পূর্ণা দাসী সমভিব্যাহারে বৃক্ষমূলে উপস্থিত হইলেন এবং কুমার সিদ্ধার্থকে অভিবাদন পূর্বক তাঁহার হস্তে পরমায় প্রদান করিয়া বলিলেন,—“ভগ্নে, আমাব প্রার্থনা যেমন সফল হইয়াছে, তেমন আপনাব মনস্কামনাও সিদ্ধি লাভ করুক।” এই বলিয়া প্রস্থান কবিলেন।

বোধিসত্ত্ব নৈবজ্ঞনা নদীতে স্নান সমাপন পূর্বক স্বজাতার প্রদত্ত পায়সায় উপন্যাস গ্রাস করিয়া ভোজন করিলেন এবং স্বর্ণপাত্র নদীতে ডাসাইয়া

\* বর্তমান নাম বোধগয়া, জিলা, গয়া।

দিলেন। তৎপর অখণ্ড বৃক্ষ মূলে \* উপবেশন করিয়া সেই দিনই সর্বসজ্জা জ্ঞান লাভ করিলেন। তিনি সপ্ত সপ্তাহ সেইখানে অভিবাহিত করিয়া বারানগরীতে গমন কবতঃ ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়া তথায় প্রথম বর্ষা যাপন করিতে লাগিলেন।

সেই বর্ষাভ্যন্তরে স্বজ্ঞাতার পুত্র যশকুমার সাংসারিক ভোগবাসনায নিম্পূহ হইয়া বৃক্ষের নিকট আগমন পূর্বক প্রস্তম্ব্যা গ্রহণ করিলেন। \* একদিন যশের পিতার অহরোধে বৃদ্ধ তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার পিতৃগৃহে ভোজনেয় নিমিত্ত উপস্থিত হইলেন। ভোজন সমাপ্ত হইলে যশের পরিজনকে বৃদ্ধ ধর্মোপদেশ প্রদান করিলেন। তৎক্ষণে যশকুমারের মাতা ও পত্নী বৃদ্ধ, ধর্ম ও সন্তের শরণ গ্রহণ করিলেন। নাবী জাতির মধ্যে যশকুমারের মাতা স্বজ্ঞাতাই সর্বপ্রথম জীবন্তের শরণাগতা উপাসিকা হইয়াছিলেন।

\* বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিবার পূর্বে সম্রাট অশোক কর্তৃক ইহা বিনষ্ট (সমূল নহে) হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার স্বীক্য পর এই বৃক্ষকে দেবতা জ্ঞানে তিনি পূজা ভক্তি করিতেন। বৃক্ষের প্রতি রাজার অত্যাধিক ভক্তি প্রজা দর্শনে ইধাবিতা হইয়া রাণী তিষ্ণরক্ষিতা গোপনে উহা কাটিয়া ফেলেন। কিন্তু অলৌকিক শক্তি প্রভাবে উহা পুনর্জীবিত হইয়া উঠে। তৃতীয়বার বঠ খুঁটায়ে গোড়ের রাজা শশাঙ্ক নরেন্দ্র ওপ্ত এই বৃক্ষের মূলোৎপাটন করিয়াছিলেন, কিন্তু যগধেশ্বর পূর্ণবর্ষন উহা পুনঃ সংস্থাপন করেন। কোন এক অজ্ঞাত শক্তি-প্রভাবে এক রাত্রিতে এই গাছটি দশফুট উচ্চ হইয়া উঠে। রাজা পূর্ণবর্ষন শ্রুত হস্ত হইতে বক্ষা করিবার জন্য উহার চতুর্দিকে ২৪ ফুট উচ্চ এক প্রাচীর নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে বুকানন হামিল্টন সাহেব বুদ্ধগয়ার আসিয়া এই গাছটিকে খুব সজীব ও সতেজ দেখিতে পান। তাঁহার মতে তখন ইহার বয়স পঁতবর্ষের কম ছিল না। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রায় নষ্ট হইয়া যায় এবং ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের প্রবল ঝড়ে উহা মাটিতে পড়িয়া যায়। বর্তমান বোধি-ক্রমের বয়স ৬০ বৎসরের অধিক হইবে না। ইহা পুরাতন বৃক্ষের মূল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

\* ৭ পৃষ্ঠা স্তম্ভে।

## বিশাখা

অলদেশের \* ভদ্রিয় নগরে মেণ্ডক নামে মহাখনাট্য জটনৈক শ্রেষ্ঠী বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র খনস্বয় শ্রেষ্ঠীয় ঔরসে স্ত্রম্না দেবীর গর্ভে বিশাখার জন্ম হয়। বিশাখার সাত বৎসব বয়স্ক কালে ভগবান বুদ্ধ সার্দ্ধ ষাটশ ষত ভিক্ষুসম্মত সহ শৈল প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগকে উপদেশ দিবার জন্য এই নগরে উপস্থিত হইলেন। সেই সময় বিহিসারের অধীন রাজ্যে অসিত খনশালী জ্যোতিষ, জটিল, মেণ্ডক, পূর্ণক কাকবল্লি নামে পাঁচ জন প্রধান শ্রেষ্ঠী ছিলেন। ভগ্নমেণ্ডক সর্বপ্রধান।

ভগবান বুদ্ধ ভদ্রিয় নগরের আপন নামক গ্রামে উপস্থিত হইলে মেণ্ডক শ্রেষ্ঠী স্বীয় পৌত্রী বিশাখাকে বলিলেন—“বিশাখে, তুমি পঞ্চশত সখী ও পঞ্চশত দাসী সহ রথারোহণে যাইয়া ভগবান বুদ্ধকে অভ্যর্থনা কর। এক্ষণ করিলে তোমার এবং আমরা সকলের মঙ্গল সাধিত হইবে।”

তিনি পিতামহের বাক্যে সম্মত হইয়া সখী ও দাসী বৃন্দ পরিব্রতা হইয়া রথারোহণে ভগবানকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য গমন করিলেন এবং বথাস্থানে রথ হইতে অবতরণ কবিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কন্দনা করতঃ দাঁড়াইয়া রহিলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে তাঁহার মানসিক অবস্থাহুযায়ী উপদেশ প্রদান করিলেন। উপদেশ শ্রবণে তিনি পঞ্চশত সখী বৃন্দ সহ স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিলেন। তাঁহার পিতামহ মেণ্ডক শ্রেষ্ঠীও বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণাস্তব স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিলেন। তিনি সেই দিন হইতে আট মাস ক্রমাধ্বয়ে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সম্মতকে খাণ্ড ভোজ্য দ্বারা সেবা করিলেন। ভগবান ভদ্রিয় \* নগরে যথাভিহুতি বাস করতঃ অন্তঃ প্রস্থান করিলেন।

মগধ-রাজ বিহিসার ও কোশল-রাজ প্রসেনজি পরস্পর সম্পর্কে ভয়ীপতি হইতেন। একদিন কোশল-রাজ চিন্তা করিলেন—“বিহিসাবের রাজ্যে পাঁচজন মহাখনাট্য শ্রেষ্ঠী বাস করেন, কিন্তু আমার রাজ্যে তেমন ধনী ব্যক্তি একজনও ও নাই। আমি রাজ্য বিহিসারের নিকট যাইয়া একজন খনাট্য লোককে আমার রাজ্যে বাস করিবার জন্য অহুরোধ করিলে ভাল হয়।” এই সঙ্কল্প

---

\* গঙ্গানদীর দক্ষিণভাগে অবস্থিত বর্তমান ভাগলপুর ও মুন্সের জিলা, (বিহার প্রদেশ)।

\* মুন্সের জিলা।

করিয়া একদিন রাজা বিহিসারের নিকট উপস্থিত হইলেন। বিহিসার তাঁহাকে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—

“আপনার রাজ্যে পাঁচজন ধনাঢ্য গুণ্যবান লোক বাস করেন। তাঁহাদের মধ্যে একজনকে আমার রাজ্যে বাস করিবার জন্য পাঠাইতে আপনার নিকট অনুরোধ করিতে আসিয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে একজনকে আমার প্রদান করুন।”

“মহাধনশালী বংশের লোককে আমি ইচ্ছানুযায়ী স্থান দ্রষ্ট করিতে পারি না। মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া দেখিতে পারি।”

রাজা বিহিসার মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কোশলবাসকে বলিলেন—

“জ্যোতিষ আদি মহাক্ষমতাশালী লোককে আমি স্থান দ্রুত করিতে পারি না। তাঁহাদিগকে স্থান দ্রুত করা পুণ্যবী স্থান দ্রষ্ট করার ভায়। যেওক শ্রেষ্ঠের ধনজয় নামে একটি পুত্র আছে। তাহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আপনাকে উত্তর প্রদান করিব।”

রাজা বিহিসার একদিন ধনজয় শ্রেষ্ঠকে আহ্বান করাইয়া বলিলেন—

“ধনজয়, কোশল-রাজ একজন শ্রেষ্ঠী তাঁহাব রাজ্যে লইয়া বাইতে চাহিতেছেন। তুমি তাঁহাব সঙ্গে বাইতে পারিবে কি?”

“আপনার আদেশ পাইলে বাইতে পারি।” “তাহা হইলে তোমার কর্তব্য সম্পাদন করিয়া লও।” ধনজয় স্বীয় করণীয় কার্য সম্পাদন করিয়া ফেলিলেন। রাজা বিহিসার তাঁহাকে অনেক উপঢৌকন প্রদান করিলেন। রাজা প্রসেনদি যথালময়ে ধনজয়কে সঙ্গে করিয়া শ্রাবস্তী অভিমুখে বাজা করিলেন। সায়ংকালে একস্থানে বাইরা উপস্থিত হইলে ধনজয় জিজ্ঞাসা করিলেন—

“মহারাজ, এই স্থান কোন রাজ্যের অন্তর্গত?”

“শ্রোষ্ঠী, ইহা আমার বাজ্যান্তর্গত।”

“এখান হইতে শ্রাবস্তী কতদূর?”

“সাত যোজন।”

“দেব, নগরভ্যন্তর বড় ভ্রূনা কর্ণ। আমার পরিচর সংখ্যা বড় অধিক। আপনাব অহুমতি হইলে আমি এখানেই বাস করিতে পারি।”

রাজা এই প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হইয়া সেখানে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করিলেন। সায়ংকালে তথায় উপস্থিত হওয়ার সেই নগরের নাম হইল, শাক্ত ৷।

\* অযোধ্যা, দ্বিতীয় বৈষ্ণবায়, (সংযুক্ত প্রদেশ।)



শ্রাবস্তীতে মিগার নামক শ্রেণীর পূর্ণ বর্কল নামে বিবাহ যোগ্য একটি পুত্র ছিল। তাহার অগ্র কুলমর্যাদায় ও পদমর্যাদায় তাহার সম অবস্থাপন্ন লোকের কত্যা অধেষণার্থে ব্রাহ্মণ দূতদ্বিগকে প্রেরণ করিল। তাহার শ্রাবস্তীতে সেইরূপ কোন কুমারীর সন্ধান না পাইয়া অবশেষে সাক্ষাতে উপস্থিত হইল। সেইদিন বিশাখা পঞ্চমত সখী পরিবৃত্তা হইয়া নক্ষত্র ক্রীড়া মানসে এক বৃহৎ পুষ্পবিলী পাড়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন। উক্ত ব্রাহ্মণ দূতেরা নগবাভ্যন্তরে মনোমত পাত্রী না দেখিয়া নগরের বহির্দ্বারে অবস্থান করিতেছে এমন সময় হঠাৎ মূলধানে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বিশাখার সখীরা সিক্ত হইবার আশঙ্কায় ক্ষতপদে বিশ্রাম শালায় প্রবেশ করিল। দূতেরা তাহাদেব মধ্যে কাহাকেও মনোমত দেখিতে পাইল না। এদিকে বিশাখা বৃষ্টি-জলে সিক্ত হওয়া সত্ত্বেও মন্থব গতিতে আসিয়া বিশ্রাম-শালা প্রবেশ করিলেন। দূতেরা তাহাকে দেখিয়া ভাবিল—“রূপবতী হইলে এইরূপই হয়।” এই স্থির করিয়া তাহারা তাঁহাব বাক্য মাধুর্য্য মণ্ডিত কি না জ্ঞাত হইবার মানসে জিজ্ঞাসা করিল—

“না, তোমার বড় প্রবীণাব মত বোধ হইতেছে।”

“কিরূপে জানিলেন?”

“তোমার সখীরা বৃষ্টি জলে সিক্ত হইবার আশঙ্কায় ক্ষতপদে আসিয়া বিশ্রাম শালায় প্রবেশ করিল, কিন্তু তুমি বৃষ্টির মত ধীর পদ বিক্ষেপে আসিতেছ। কাপড় যে সিক্ত হইয়া বাইতেছে তৎপ্রতি তোমাব দৃষ্টি নাই। হস্তী কিম্বা অথ তাড়া করিলেও কি এরূপ কবিরে?”

“তাঁত, কাপড় আমাব পক্ষে দুলভ নহে। কাপড় অল্পশে পাওয়া যায় মত ঘরেই আমি জন্মিয়াছি। বহুকা জ্বালোক জ্বলব বলসীব মত। যদি হস্ত কিম্বা পদ ভয় হয়, তবে তাহাকে সকলে স্পর্শ করে। তজ্জন্তু আমি আশ্বে আশ্বে আসিতেছি।”

“ব্রাহ্মণ দূতেরা বিশাখার এইরূপ নম্র ব্যবহার ও সাব গর্ভ কথা শুনিয়া ভাবিল—“ইহার জ্ঞায় কুমারী রত্ন সারা ভারতে পাওয়া বাইবে না। এই মেয়েটি রূপে যেমন অতুলনীয় তাহার ছন্দদৃষ্টিও তেমন অনন্তসাধারণ।” এই স্থির করিয়া তাঁহার উপর কুলের মালা নিক্ষেপ করিল।

বিশাখা তখন ভাবিলেন—“আমি পূর্বে কাহারও অধীন ছিলাম না এখন কিন্তু অধীন হইয়া পড়িলাম।” —এইরূপ ভাবিয়া ছুতলে বলিয়া পড়িলেন।

বথাসময় তিনি সখিগণ পরিবৃত্তা হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সেই

দুতরাও তাঁহার সঙ্গেই ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর গৃহে উপস্থিত হইল। ধনঞ্জয় জিজ্ঞাসা করিলেন—

“আপনাদের বাড়ী কোথায়?”

“আমাদের বাড়ী শ্রাবস্তীতে। আমরা মিগার শ্রেষ্ঠীর কণ্ঠচাষী। আমাদের শ্রেষ্ঠী আপনার বরষা ঘেরে আছে জনিরা আমাদিগকে আপনার নিকট প্রবেশ করিয়াছেন।”

“আপনাদের শ্রেষ্ঠী আমার চেয়ে নির্ধন হইলেও কুলে শীলে সমান। সকল দিকে সম সম পাওয়া যায় না। অতএব আমি সমস্ত আছি বলিয়া আপনাদের শ্রেষ্ঠীকে সংবাদ প্রেরণ করুন।”

দুতরা শ্রাবস্তীকে প্রত্যাগমন করিয়া মিগার শ্রেষ্ঠীকে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিল। সংবাদ শ্রবণে শ্রেষ্ঠী অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীকে লিখিল—  
“আমি অবিলম্বে ঘেরে আনিতে চাহি, অতএব আপনার কর্তব্য সম্পাদন করুন।”

ধনঞ্জয় পত্রোত্তরে জানাইলেন—“কর্তব্য সম্পাদনে আমার বিলম্ব হইবে না, আপনি প্রস্তুত হউন।”

মিগার শ্রেষ্ঠী কোশল-রাজের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—“দেব, আমার একটি রাজনৈতিক কার্য আছে। আপনার সেবক পূর্ণবর্ষনের জন্য ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর কত্ৰা আনয়ন করিব। সন্মুখেতে বাইতে আমার অন্নমতি প্রদান করুন।”

“শ্রেষ্ঠী, বড় ভাল কাজ করিয়াছ। বরষাজী হইয়া আমাকেও কি বাইতে হইবে?”

“দেব, আমার কি সেইরূপ সৌভাগ্য হইবে?”

“শ্রেষ্ঠী, তুমি নিশ্চিত হও, আমিও বরষাজী হইয়া গমন করিব।”

নির্দিষ্ট দিনে মিগার শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে কোশল-রাজও বরষাজী বেশে সাক্ষেত নগরে গমন করিলেন।

ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী কোশল-রাজ বরষাজীর সঙ্গে আসিতেছেন জনিরা তাঁহাকে রাজোচিত অভ্যর্থনা করতঃ স্বীয় প্রাসাদে লইয়া গেলেন এবং সকলের বখাযোগ্য সংকার করিলেন।

একদিন রাজা ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীকে বলিলেন—“তুমি দীর্ঘদিন আমাদের ব্যয় নির্বাহ করিতে পারিবে না। অতএব আমাদের ঘেরে লইয়া যাত্রা করিবার দিন নির্দিষ্ট করিয়া দাও।”

ধনঞ্জয় বলিলেন “এখন বর্ষা ঋতু সমাগত, কাজেই বর্ষা চানি মাস এখানে থাকিতে হইবে। আপনাদের সমস্ত ব্যয়ভার আমি বহন করিতে পাবিব। বর্ষান্তে শুভদিনে আপনারা যাত্রা করিবেন।”

সেই হইতে সাক্ষেত নগর মহা উৎসবক্ষেত্রে পরিণত হইল। ত্রয়ো তিন-মাস অতিবাহিত হইল তবুও ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী কছা বিশাখার মহালতা প্রসাদন নির্মাণ সমাপ্ত করিতে পাবিলেন না। কর্মচারীরা আসিয়া বলিল—“শ্রেষ্ঠী, কোন ব্যবস্থা অভাব হইতেছে না, কিন্তু জালানী কাঠে সঙ্কুলান হইতেছে না।”

“হুতী, অশ্ব ও গোশালা ভাদ্রিয়া কার্য সম্পাদন কর।”

তদ্বারা কোন প্রকারে অর্কমাস অতিবাহিত হইলে কর্মচারীরা আসিয়া পুনরায় বলিল—“প্রভু জালানী কাঠে কুলাইতেছে না।”

“এখন আব শুক কাঠ কোথায়ও পাওয়া যাইবে না। সিদ্ধকে অনেক মোটা কাপড় আছে, তাহা রশি মত করিয়া তৈল সিদ্ধ কব এবং তদ্বারা জালানী কাঠের কার্য সম্পাদন কর।”

এইরূপ পাক কবিত্তে করিতে চানিমাস অতিবাহিত হইল। চানি মাসে মহালতা প্রসাদন ও নির্মাণ শেষ হইল। শ্রেষ্ঠী ‘কল্যাই যেরূপে খণ্ডব বাড়ী প্রবেশ কবিব,’—এই স্থিতি কবিত্তা বিশাখাকে খণ্ডব গৃহের কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন। মিগাব শ্রেষ্ঠী গৃহান্তর হইতে পিতা পুত্রী বাক্যলাপ শুনিতে লাগিল। ধনঞ্জয় বিশাখাকে বলিলেন,—

“মা, খণ্ডব গৃহে বাস করিতে হইলে (১) ঘরের অগ্নি বাহিব করিবে না। (২) বাহিরেব অগ্নি ঘরে প্রবেশ করাইবে না। (৩) দিলে দিবে। (৪) না দিলে দিবে না। (৫) দিলেও দিবে। (৬) না দিলেও দিবে। (৭) স্বপ্নে বসিবে। (৮) স্বপ্নে যাইবে। অগ্নি সেবা কবিবে এবং (১০) গৃহ দেবতাকে নমস্কার কবিবে।” এই দশবিধ উপদেশ প্রদান করিলেন।

ধনঞ্জয় পরদিন রাজা ও বনবাসীরা সম্মুখে আটজন সত্ত্বান্ত লোককে বলিলেন—“খণ্ডব বাড়ীতে যদি আমার মেয়ে কোন অশ্রদ্ধা আচরণ করে, তবে আপনাবা তাহার প্রতিকার কবিবেন।”

ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী বিশাখাকে নয়কোটি স্বর্ণমুদ্রা মূল্যেব মহালতা প্রসাদন, হান চূর্ণের ব্যয় নির্বাহার্থ চুরার একট পূর্ণ অশ্রদ্ধা সামগ্রী, পঞ্চশত দাসী, একশত অশ্বখান, বহু গাভী এবং আরও অশ্রদ্ধা বহু মূল্য গৃহস্থানীর সরঞ্জাম দিয়া খণ্ডব বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন।

বিশাখা যেই দিন খন্ডর বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন সেই রাতে একটি অজ্ঞানের অস্বী শব্দক প্রসব করিল। সেই সংবাদ শ্রবণে তিনি দাসীসহ তৈল প্রদীপ হস্তে অশ্রুশালার বাইরা অস্বী ও শব্দকের সেবা শুক্রবা করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

মিগার শ্রেষ্ঠী সপ্তাহ পর্যন্ত পুত্রের বিবাহ কার্য মহানমারোহের সহিত সম্পাদন করিল। স্বেতবন বিহারে ভগবান বুদ্ধ বাস করিলেও তাঁহার কথা শ্রবণমাত্র না করিয়া বিবাহেব সপ্তম দিনে নয় সন্ন্যাসীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া গৃহে উপবেশন করাইল এবং বিশাখাকে তাহার গুরু অরহতদিগকে বন্দনা কবিবার লজ্জ আয়ত্ত্ব করিল।

বিশাখা স্বপ্নেরেব আহ্বানে আসিয়া উলদ সন্ন্যাসীদিগকে অবলোকন করিয়া বলিলেন, “এইরূপ নির্লজ্জেরা কিরূপ অহমত হইতে পারে? এরূপ নির্লজ্জদের সম্মুখে আমার স্বপ্ন কেন আমার আহ্বান করিলেন?” এই বলিয়া “ছিঃ! ছিঃ!” কবজঃ প্রস্থান করিলেন।

উলদ সন্ন্যাসীরা বিশাখার এরূপ ব্যবহার দর্শনে মিগার শ্রেষ্ঠীকে নিন্দা করিয়া বলিল—“শ্রেষ্ঠী, তুমি আব কোথায়ও খুঁজি মেয়ে পাও নাই? জন্মণ গোঁতমের শিষ্যা এই অপরা মেয়েকে কেন তবে ঢুকাইয়াছ? তাহাকে অবিলম্বে ঘর হইতে তাড়াইয়া দাও।”

শ্রেষ্ঠী চিন্তা করিল—“ইহাদের উত্তেজনায় আমি পুত্র-বধূকে তাড়াইয়া দিতে পারি না। কারণ, আমার পুত্র-বধূ সাধারণ লোকের মেয়ে নহে।” এই স্থির করিয়া সন্ন্যাসীদিগকে বলিল—“আচার্য্য, আমার পুত্রবধূ এখনও নিতান্ত বালিকা, অজ্ঞতা বশতঃ এরূপ বলিয়াছে। অতএব আপনাদ্বা নীরব থাকিলে ক্ষম্য হইব।” এই বলিয়া তাহাদিগকে বিদায় করতঃ পর্য্যটকে বসিয়া মিঠার খাইতে লাগিল। বিশাখা পরিবেশন করিতে লাগিলেন। এমন সময় জনৈক ভিক্ষার্থী স্থবির সেই স্থানে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হইলেন। শ্রেষ্ঠী স্থবিরকে দেখিয়াও অধোমুখী হইয়া খাইতে লাগিল। তদর্শনে বিশাখা স্থবিরকে বলিলেন—“ভক্ত, কিছু পাইবেন না, প্রস্থান করুন। আমার স্বপ্ন ‘পূর্ণাৰ্ণ’ খাইতেছেন।”

শ্রেষ্ঠী তাহার গুরু উলদ সন্ন্যাসীরা তাহাকে উত্তেজিত করিলেও সহ্য করিয়াছিল কিন্তু এবার আর সহ্য করিতে না পারিয়া সক্রোধে বলিল—“এই মিঠার এখন হইতে কেনিরা দাও এক ইহাকেও আমার বাড়ী হইতে বাহির

কবিতা দাঁও। আজ মঙ্গল দিবসে পুত্রবধূ হইয়াও আমাকে সে অন্তি বাদক বলিতেছে।”

সেই সময় সেই স্থানে বাহারা উপস্থিত ছিল সকলেই বিশাখার অধীনস্থ সেবক; কাজেই কেহ তাহাকে বহিষ্কৃত কবা দূবে থাকুক মুখেও বাহিব হইয়া বাইবার কথা বলিতে সাহসী হইল না। বিশাখা শব্দের কথায় মর্ম্মাহত হইয়া বিনীত ভাবে বলিলেন—

“বাবা, আমাকে জলের ঘাট হইতে কুড়াইয়া আনেন নাই, আমার জীবন্ত মাতাপিতা হইতেই আমাকে আনিয়াছেন। আপনি বাহিব হইয়া বাইতে বলিলেও আমি ঘরের বাহির হইব না। এই জন্যই আমার মাতাপিতা আটজন সম্ভ্রান্ত লোককে আমার দোষাদোষের প্রতিকার করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া আমাব দোষাদোষ বিচার করুন।”

নিগাষ শ্রেণী তাঁহার কথা শুনি সন্তুষ্ট হইলেন কবিতা সেই আটজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিল—“এই বালিকা আমাকে তাহাদের বিবাহের সপ্তম দিবসে মাহলিক অন্নচর্চন সমাধা না হইতেই অন্তি বাদক বলিয়াছে।”

“মা, একথা কি সত্য?”

“বাবা, বোধ হয় আমাব শব্দের অন্তি পদার্থ বাইতে অভিল্যব হইয়াছেন। আমি কিন্তু সেই অর্থে ঐ শব্দ ব্যবহার করি নাই।—সেই দিন ভিক্ষার্থী জনৈক স্ববিব গৃহবাসে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হইলে ইনি মিষ্ট পায়সান্ন আহ্বারে রত ছিলেন। স্ববিবকে দেখিয়াও না দেখার ভান করিয়া অধোমুখী হইয়া ঝাইতে ছিলেন। এইজন্য আমি স্ববিবকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলাম, “জন্তু, কিছুই পাইবেন না, আমার শব্দ ইহজীবনে কোন পুণ্যকার্য সম্পাদন করিতেছেন না, পুরাণা—অতীত জন্মে কৃত পুণ্য প্রভাবে প্রাপ্ত বাঙাই ঝাইতেছেন।”

“মহাশয়, ইহাতে আমাদের মেরেরত কোন দোষ দেখিতেছি না। মেরে সত্য কথাই বলিয়াছে, আপনি জুড় হইতেছেন কেন?”

“আজ্ঞা, মানিয়া লইলাম ইহাতে তাহার কোন দোষ হয় নাই। এই বালিকা যেই দিন আমাব ঘরে উপস্থিত হয়, সেই দিনই আমার ছেলেকে অগ্রাহ্য করিয়া নিজের ইচ্ছামত স্থানে গিয়াছিল।”

“মা, তাহা কি সত্য?”

“বাবা, আমি কাহাকেও অগ্রাহ্য করিয়া ইচ্ছামত স্থানে বাই নাই। সেই-দিন এই গৃহে একটি অসী প্রসব করিয়াছিল, তাহার সেবাসুশ্রী না করিয়া

নিশ্চেষ্টে থাকা অস্বস্তিত মনে করিলাম, তাই প্রদীপ হস্তে দাসীদিগের সঙ্গে বাইরা প্রস্থতা অবীর ও শাকের খুন্সী করিয়াছিলাম।

“মহাশয়, আমাদের মেয়ে আপনাদের গৃহে দাসীদেরও অকর্তব্য কর্ম সম্পাদন করিয়াছে। ইহাতে আপনি কি দোষ দেখিতে পাইলেন?”

“আচ্ছা, মানিয়া নইলাম, ইহাতেও তাহার দোষ হয় নাই। ইহার পিতা তাহাকে এখানে প্রেরণের দিনে ‘ঘরের আঙ্গন বাহির করিও না’—বলিয়া উপদেশ দিয়াছে। আমরা প্রতিবেশীদিগকে অগ্নি না দিয়া থাকিতে পারিব কি?”

“মা, তাহা সত্য কি?”

“বাবা, আমার পিতা এই অগ্নি উপলক্ষ করিয়া উপদেশ দেন নাই। গৃহাভ্যন্তরে স্বপ্নাদি স্ত্রীলোকের অনেক গোপনীয় কথা থাকে, তাহা দাস-দাসীদিগের নিকট প্রকাশ করিতেই নিষেধ করিয়াছেন। কোন গোপনীয় কথা প্রকাশ পাইলে কলহ বৃদ্ধি হয়। এই অজ্ঞই আমার পিতা ঐক্লপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।”

“ইহার পিতা ‘বাহিরের অগ্নি ঘরে না আনিতে’ বলিয়াছে।

ঘরের অগ্নি নির্বাপিত হইলে বাহির হইতে অগ্নি না আনিয়া আমরা গািব কি?”

“মা, তাহা সত্য কি?”

“বাবা, আমার পিতা এই অগ্নির কথা বলেন নাই। দাস দাসীরা বাহা বলে, তাহা ঘরের কাহাকেও বলিতে নিষেধ করিয়াছেন।”

“যে দেয় তাহাকে দিবে” এই কথার অর্থ কি?”

“যে ধার করিয়া পরিশোধ করে, তাহাকে দিবে ইহাই ঐ কথার অর্থ।”

“‘বাহারা না দেয় তাহাদিগকে দিবে না’ এই কথার অর্থ কি?”

“বাহারা ধার নিয়া পরিশোধ করে না, তাহাদিগকে দিবে না; ইহাই ঐ কথার অর্থ।”

“‘দিলে কিবা না দিলেও দিবে’ এই কথার অর্থ কি?”

“দরিদ্র বা জ্ঞাতি বন্ধু উপস্থিত হইলে তাহাদের প্রতিদান দিবার সামর্থ্য থাকিলে বা না থাকিলেও তাহাদিগকে দিবে, ইহাই ঐ কথার অর্থ।”

“‘স্বপ্নে বসিবে’ এই কথার অর্থ কি?”

“যেখানে স্বপ্ন স্বপ্ন ওষধ সর্বদা গমনাগমন করেন সেই স্থানে না বসিয়া

যেখানে তাঁহারা গমনাগমন করেন না সেই স্থানে বসিতে হইবে' ইহাই কথার অর্থ ।”

“‘স্বপ্নে থাইবে’ এই কথার অর্থ কি ?”

“স্বপ্ন, স্বপ্ন ও স্বামী প্রভৃতি শুক্লজনেব আগে না থাইয়া তাঁহাদিগকে পরিবেশন পূর্বক সকলেব খাদ্য সম্বন্ধীয় তত্ত্বাবধান কবিয়া পবে ভোজন কবিবে, ইহাই ঐ কথার অর্থ ।”

“‘স্বপ্নে শয়ন কবিবে’ ইহাব অর্থ কি ?”

‘স্বপ্ন, স্বপ্ন ও স্বামীব পূর্বে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ কবিবে না । তাঁহাদের অবশ্য করণীয় সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাদের শয়নের পর শয়ন কবিবে, ইহাই ঐ কথার অর্থ ।”

“‘অগ্নি পরিচর্যা কবিবে’ ইহাব অর্থ কি ?”

“স্বপ্ন, স্বপ্ন ও স্বামীকে অগ্নির দ্বারা মনে কবিত্তে হইবে, এই অর্থে ই ঐ কথা ব্যবহাৰ কবিয়াছেন ।”

“‘গৃহ দেবতা নমস্কার কবিবে’ ইহার অর্থ কি ?”

“আমাব পিতা ইহাও এই অর্থে বলিয়াছেন যে, গৃহবাসে থাকিতে হইলে গৃহদ্বারে উপস্থিত প্রব্রজিতকে যবে খাদ্য ভোজ্য থাকিলে তাহা হইতে কিয়দংশ দান দিয়া থাইবে ।”

তখন সেই আটজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সিগাব শ্রেষ্ঠকে বলিলেন—

“শ্রেষ্ঠ, প্রব্রজিতকে দান কবা দোষ হয় আপনাব ইচ্ছা নহে ।”

সে এই কথাব কোন সম্ভব দিতে না পারিয়া অশোবদন হইয়া বলিয়া রহিল । পুনরায় তাঁহারা জিজ্ঞাসা কবিলেন,—“আমাদের মেরেব কি আব কোন দোষ আছে ?”

“নাই, মহাশয় ।”

“কেন তাহাকে বিনা কারণে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত কবিত্তে আদেশ দিয়াছেন ?”

তখন বিশাখা বলিলেন—“প্রথমেই আমাব স্বপ্নবের কথায় প্রস্থান কবা অকৰ্ত্তব্য । আমি আসিবার দিন আমাব দোষগুণ বিচার কবিস্থার জন্য আমাব পিতা আমাকে আপনাদের হস্তে সমর্পণ কবিস্থাছিলেন । এখন আমাব চলিয়া যাওয়া উচিত । এই বলিয়া দাস দাসীদিগকে বখাদি সজ্জিত কবিত্তে আদেশ দিলেন ।

তদ্ব্রবণে মিগার শ্রেণী ঐ ভহলোকদিগকে সঙ্গে করিয়া বিশাখার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল,—“মা, আমি না আনিয়াই ঐরূপ বলিয়াছি, অতএব আমাকে ক্ষমা কর।”

“বাবা, বাহা কন্মার বোগা তাহা আমি কন্মা করিয়াছি। কিন্তু আমি বুদ্ধশাসনে অচল প্রকার প্রতিষ্ঠিত কুলেব কন্মা। ভিক্স-সম্ব বিনা আমি বাস করিতেপারিব না। যদি আমার ইচ্ছামত ভিক্স-সম্বের সেবা করিতে পারি, তবে থাকিতে পারিব।”

“মা, বধাকৃতি তোমার প্রশমদের সেবা কর।”

বিশাখা পরদিন বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্স-সম্বকে নিমন্ত্রণ করাইয়া গৃহে আনিয়া উপবেশন করাইলেন। ভগবান বুদ্ধ মিগাব শ্রেণীর বাড়ীতে গিয়াছেন, এই সংবাদ শ্রবণে নয় সন্ন্যাসীরাও শ্রেণীর বাড়ীতে উপস্থিত হইল। বিশাখা সমস্ত খাদ্য দ্রব্যের ব্যবস্থা করিয়া বলিলেন—“আমার স্বস্তর আসিয়া বুদ্ধকে পরিবেশন করুক।”

সে নয় সন্ন্যাসীদের আদেশানুযায়ী বলিল—“আমার পুত্রবধূই বুদ্ধকে পরিবেশন করুক।”

বিশাখা নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্য স্বহস্তে পরিবেশন করিলেন এবং তাঁহাদের ভোজন সমাপ্ত হইলে পুনরায় সংবাদ দিলেন—“আমাব স্বস্তর আসিয়া বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করুক।”

মিগাব শ্রেণী ভাবিল, “এখনও না গেলে অভদ্রতার পরিচয় দেওয়া হয়।” এই স্থিতি করিয়া বাইতে উত্তত হইয়াছে এমন সময় নয় সন্ন্যাসীনা বলিল, “প্রথম সৌভাগ্যের ধর্ম একান্ত জনিতে হইলে বনিকার অন্তরালে থাকিয়া শ্রবণ করিবে।”

এই বলিয়া তাহারা পূর্বেই বাইয়া বনিকার দ্বারা একটি স্থান বিদ্রিয়া দিল। মিগার শ্রেণী বাইয়া বনিকার অন্তরালে উপবেশন করিল।

তথাগত বলিলেন—“তুমি বনিকার বাহিরে থাক কিংবা পরদেশে বা পরপর্কতে অথবা চক্রবালের অন্ত্র গ্রাস্তে যে কোন স্থানে থাক না কেন, আমি তোমাকে আমাব শব্দ শুনাইতে সমর্থ হইব।” এই বলিয়া ধর্ম দেশনা করিলেন। দেশনাবসানে শ্রেণী সোভাপন্ন হইয়া বনিকা উত্তোলন পূর্বক ভগবানের পদে প্রণতঃ হইয়া বিশাখাকে বলিল,—অর্হ্য হইতে “আদি তোমাকে দাড়াইতে স্থাপন করিলাম।” সেইদিন হইতে বিশাখাব নাম হইল, মিগার-মাতা।



বিশাখা একদিন মহালতা প্রসাদন দাসীর হস্তে দিয়া জেতবন বিহারে ধর্ম প্রবণ করিতে লাগিলেন। ধর্ম-দেশনা সমাপ্ত হইলে ভগবানকে বন্দনা করিয়া স্বীয় গৃহে প্রস্থান করিলেন। দাসী ভুলবশতঃ মহালতা প্রসাদন ফেলিয়া গিয়াছিল। তাহার স্মরণ হওয়ায় সে পুনরায় জেতবন বিহারে প্রসাদন আনিবার জন্ত যাইতে লাগিল। বিশাখা জিজ্ঞাসা করিলেন—“তুমি কোথায় বাসিয়া আসিয়াছ?”

“আর্য্য, গন্ধকুটি পরিবেশে বাসিয়া আসিয়াছি।”

“বাইরা লইয়া আস। তাহা সেখানে রাখায় আমার পাণ হইয়াছে, অতএব বিক্রয় করিয়া আমি শান্তি ভোগ করিব। সেখানে থাকিলে তাহা আর্য্য ভিক্ষু-সঙ্ঘেব বিয় দায়ক হইবে।”

পরদিবস ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ বুদ্ধ বিশাখার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ঘরে ভিক্ষু-সঙ্ঘের অস্ত্র সর্বদা বসিবার আসন প্রস্তুত থাকিত। ভগবান ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ আসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহাদেব আহার সমাপ্ত হইলে বিশাখা উক্ত প্রসাদন ভগবানের পদ-সমীপে স্থাপন করিয়া বলিলেন,—“ভক্তে, এই মহামূল্য প্রসাদন আপনাকে প্রদান করিলাম।” ভগবান বলিলেন,—

“অলঙ্কার প্ররঞ্জিতেরা গ্রহণ করিতে পারে না।”

“ভক্তে, তাহা আমি অবগত আছি। ইহার মূল্য বাবা আপনার বাসবোধ্য গন্ধকুটি নির্মাণ কবিব।”

ভগবান সম্মত হইলেন। বিশাখা সেই প্রসাদনের মূল্য স্বরূপ নয় কোটি স্বর্ণ মুদ্রা ব্যয় করিয়া নগরের পূর্বপার্শ্বে সহস্র একোষ্ঠী বৃক্ষ বিহার ও গন্ধকুটি প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেই হইতে বিশাখার গৃহে পূর্বাঙ্কে কাষায় বস্ত্র সঞ্চালিত বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। অনাথ পিণ্ডের গৃহের দ্বার তাঁহার গৃহেও সর্বদা অর্হাধ্য প্রস্তুত থাকিত। তিনি প্রত্যহ পূর্বাঙ্কে ভিক্ষুদিগকে খাদ্য ভোজ্য দান করিয়া অপরাহ্নে ঔষধ ও অষ্টবিধ পানীয় হস্তে বিহারে যাইয়া ধর্ম প্রবণ করিতেন। তাঁহার জীবিতাবস্থায় তাঁহার বিশেষত্বজন গুণ, চারিগত পৌত্র অষ্ট সহস্র প্রপৌত্র বিভ্রম্যন ছিল। এত বড় পরিবার তখন ভারতে কাহারও ছিল না।

## শ্যামাবতী ও কুজোত্তর

কৌশাবতী\* উদয়ন\*\* নামে পরাক্রমশালী একজন রাজা ছিলেন। সেই নগরে সৌভাগ্য সম্পন্ন, উদার চরিত্র, আন্তিক, দানশীল এবং ধর্মপরায়ণ কুজুট, ঘোষিত এবং প্রাচ্যবিক নামে তিন জন শ্রেষ্ঠী বাস করিতেন। তাঁহারা পবন্যর বন্ধুত্বাশ্রিতে আবদ্ধ ছিলেন এবং সর্বদা পঞ্চশত তাপসেব পবিত্রার্থ্য করিতেন। তাপসেরা চাবিমাশ তাঁহাদেব নিকট বাস করিয়া আট মাস হিমালয় পর্বতে বাস করিতেন। তখন ভগবান বুদ্ধ প্রাবর্ত্তীয় জেতবন বিহাৰে বাস করিতেছিলেন। এই তাপসেবা 'জগতে বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন' এই সংবাদ শ্রবণে তাঁহার নিকট বাইবার কন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। তাঁহারা কৌশাবতীতে উপস্থিত হইয়া শ্রেষ্ঠীত্রয়কে এই সংবাদ প্রদান করিয়া অবিলম্বে প্রাবর্ত্তী বাইবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। শ্রেষ্ঠীবা বলিলেন—

\* কৌশম্ জেলা এলাহাবাদ।

\*\* গোঁড়ম বুদ্ধের সমসাময়িক ভারতবর্ষে যে কয়টি স্বাধীন রাজ্য ছিল, তন্মধ্যে অবন্তী রাজ্যই প্রধান। অবন্তী দেশের রাজ্যের নাম চণ্ড প্রদ্যোত। রাজধানী উজ্জয়িনী নগরে। সেই সময় বৎস দেশেও উদয়ন (উদয়ন) নামে অপর এক নরপতি ছিলেন। যমুনা নদীর তীরস্থ কৌশাবতী নগরে তাঁহার রাজধানী সংস্থাপিত ছিল। মহাকবি কালিদাসেব অমর ভূমিকার মেঘদূতের একস্থানে উদয়ন ও প্রদ্যোত নহকে লিখিত আছে,—

“প্রদ্যোতন্য প্রিয়দ্রুহিতরং বৎসরাজোহ্ম জাণু

হৈমং তালজয়বনমভূদয় তসৈব রাজঃ।

অথোদ্বাভাঃ কিল নলগিরিঃ শুভমুংপাট্যদশাণ্ড

ইত্যাগন্ত নৈরময়তি জনো যত্র বন্ধনভিঃ।”

অনুবাদ।—কথিত আছে, এই স্থান হইতেই বৎসরাজ (উদয়ন) প্রদ্যোতের প্রিয়দ্রুহিতাকে (বহুলদত্তা বা বাসবদত্তাকে) অপহরণ করিয়াছিলেন, এই স্থানেই সেই রাজা [প্রদ্যোতেব] হস্তী (নালগিবি হস্তী) বন্ধন-সত্ত্বে উৎপাটিত করিয়া উল্লাসিত হইয়াছিলেন,—ইত্যাদি কথার উল্লেখ করিয়া অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ অভ্যাগত বন্ধুবর্গের চিত্তরঞ্জন করিতেন।

“তাহা হইলে আমরাও আপনাদের সঙ্গে বাইব ।”

“আমরা এখনই বাইতেছি । ইচ্ছা হইলে তোমরা গবে আসিও ।”

তাঁহাবা বখাসময় শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ কবিলেন এবং অচিবেই অরহন্ত ফল লাভ কবিলেন ।

শ্রেণীরাও প্রত্যেকে গৃকণত অম্বুর সহ শকটাবোহণে শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হইয়া ক্ষেতবন বিহারে গমন করিলেন এবং ভগবান বুদ্ধকে অভিবাৎসল্য করিয়া উপবেশন করিলেন । ভগবান তাঁহাদিগকে অবস্থাভাব্য ধর্মোপদেশ প্রদান করিলেন । তদব্রবণে তাঁহাবা স্রোতাগতি ফল লাভ কবিত্তা অর্জ্যমাস পর্যন্ত পালাক্রমে ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ বুদ্ধকে নানা প্রকার ঋণ দান কবিত্তা তাঁহাকে কৌশাধীতে বাইবার ভ্রম অম্বুরোধ করিলেন । ভগবান বুদ্ধ বলিলেন—“আমি নিষ্কল স্থানেই বাস করি ।” তাঁহারা বলিলেন—“ভদ্রে, তাহা আমরা অবগত আছি । আমরা সংবাদ বাহক প্রেরণ করিব ; অতএব আপনি অম্বুরোধ করিত্তা আগমন কবিত্তেন ।” এই বলিত্তা ভগবানকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করতঃ কৌশাধীতে প্রত্যাবর্তন করিত্তা স্ব স্ব উভানে বিহাব প্রেতিষ্ঠা করিলেন । বোহিত শ্রেণী নির্মিত্ত বিহার বোহিতারাম, কুহুট শ্রেণী নির্মিত্ত বিহাব কুহুটাবাম এবং প্রাবারিক শ্রেণী নির্মিত্ত বিহার প্রাবারিকারাম নামে অভিহিত হইল । তাঁহারা বিহার প্রেত্ত করিত্তা ভগবানের নিকট দূত পাঠাইয়া সংবাদ দিলেন—“ভগবন, আমাদের প্রেতি অম্বুরুপ্পা কবিত্তা কৌশাধীতে আগমন করুন ।”

ভগবান বখাসময় ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ কৌশাধীতে বাজা করিলেন । পথের মধ্যে মাগন্ধির ব্রাহ্মণের অরহন্ত লাভের হেতু অবগত হইয়া, কুরুদেশের ‘কম্বাসন্দন’ নামক গ্রামে গমন করিলেন । তখন মাগন্ধির ব্রাহ্মণ সাবাবাজি গ্রামের বাহিরে অগ্নিপূজা করিত্তা প্রাতেই গ্রামাভ্যন্তরে প্রবেশ কবিত্তেছিল । ভগবান গ্রামে ভিক্ষার প্রবেশ কবিত্তার সময় রাত্তায় তাহাকে দর্শন দিলেন । সে দর্শন বুদ্ধকে দেখিত্তা ভাবিল—“আমি অনেকদিন পর্যন্ত আমার কন্তার ভ্রাতা রূপবান প্রব্রজিত্ত যুবক অম্বরণ করিত্তেছি, কিন্তু রূপবান পুরুষ পাইলেও প্রব্রজিত্ত পাইতেছি না । ইনি রূপবান এবং প্রব্রজিত্ত, ততরাং তাঁহাকেই আমার কন্তা সন্তানান করিব ।”

এই ব্রাহ্মণের পূর্বপুরুষ প্রব্রজিত্ত ছিল, তত্বেতু প্রব্রজিত্ত দেখিত্তা তাহাব মন অভিহিত হইল । সে তাড়াতাড়ি ঘবে বাইয়া ব্রাহ্মণীকে বলিল—

“প্রিয়ে, আমি এইরূপ রূপবান প্রব্রজিত্ত কখনও দেখি নাই । গবীরের

প্রভায় চতুর্দিক আলোকিত করিয়া এক তরুণ প্রব্রজিত আমাদের গ্রামে আসিয়াছেন ; তিনিই আমাদের তনয়ার উপযুক্ত পাত্র। অতএব তাঁহাকে আমাদের মেয়ে সম্প্রদান করিব। শীঘ্র মেয়েকে বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করিয়া লইয়া আস।”

এদিকে ভগবান তাহাবা আসিবার পূর্বেই সেই স্থানে পদ-চিহ্ন স্থাপন করিয়া নগরান্তান্তরে প্রবেশ করিলেন। ব্রাহ্মণ তাহার স্ত্রী ও কন্যাকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া সেখানে ভগবানের দর্শন পাইল না। তখন সে ব্রাহ্মণীকে সজোরে বলিল—“তোমার বিলম্ব হেতুই প্রব্রজিতের দেখা পাইলাম না।” সে এদিক সেদিক অন্বেষণ করিতে করিতে হঠাৎ বুকের পদ-চিহ্ন দেখিতে পাইল। তখন নহর্বে ব্রাহ্মণীকে বলিল,—“এইটাই তাঁহার পদ-চিহ্ন ; এখানেই তাঁহার সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল। বোধ হয় তিনি এইদিনেই গিয়াছেন।”

ব্রাহ্মণী পদ-চিহ্ন দেখিয়া চিন্তা করিল—“এই মুখ ব্রাহ্মণ স্বীয় গ্রামে অর্থও বৃষ্টিতে পাবে না।” এই স্থির করিয়া পরিহাস পূর্বক ব্রাহ্মণকে বলিল “দেখিতেছি তোমার কাণ্ডজ্ঞান নাই, এইরূপ ব্যক্তিকেই কন্যা সম্প্রদান করিবে বলিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়াছ। কামুক, হিংস্রক ও মূঢ়ের পদ-চিহ্ন এইরূপ নহে। জগতে তুষা বিহীন সর্বত্র বুকের ব্যতীত এরূপ পদ-চিহ্ন অস্ত্রের হইতেই পারে না। যে কামুক তাহার পারেব তশা মাটিতে লাগে না, যে হিংস্রক তাহার পদ পচাও দিকে টান থাকে, যে মূঢ় তাহার পদ-চিহ্ন আঁকা-বাঁকা হয়। এই পদ-চিহ্ন তুষা হীন পুরুষেরই হইবে।

ব্রাহ্মণী এত কথা বলা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ সেই কথার কর্ণপাত না করিয়া বলিল—“ভূমি বড় মুখরা।” তাহাবা উত্তরের ভরক বিতর্ক সমাপ্ত না হইতেই ভগবান ভিক্ষা সমাপন পূর্বক আহারান্তে ব্রাহ্মণের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। ব্রাহ্মণ ভগবানকে, দেখিয়া ব্রাহ্মণীকে বলিল—“ইনিই সেই পুরুষ।”

ব্রাহ্মণ বড় আনন্দের সহিত বুকের সম্মুখ বাইরা বলিল—“হে প্রব্রজিত, আমি প্রাতঃকাল হইতেই আপনাকে অবেষণ করিতেছি। এই জন্মদীপে আমার কন্যার মত স্নহরী স্ত্রীলোক নাই, আপনার জায় স্বরূপ পুরুষও নাই। আমার কন্যা আপনাকে সম্প্রদান করিতেছি, অতএব তাহাকে গ্রহণ করুন।”

তজ্জু বশে ভগবান বলিলেন—“ব্রাহ্মণ, আমি কামবলা বিশাখদা, উত্তম রূপ-যৌবনবতী, স্ত্রীবিদ্যা এবং আমার প্রসূক করিবাব জন্ত আসিয়া আমার সম্মুখে

স্থিত দেবকন্ডাও কামনা করি নাই। ইহাকে আমি কিরূপে গ্রহণ করিতে পারি ?

“মাঝ-কন্ডা তুচ্ছ, বতি ও বাগকে দেখিয়া কামভোগে আমার অভিল্য হয় নাই, মূত্র পুরীষে পবিত্র জোয়াব কন্ডা মাগদ্বীয়াকে ত আমি পদেও স্পর্শ করিতে চাহি না।”

তখন ব্রাহ্মণ তনয়া মাগদ্বীয়া ভাবিল—“ইচ্ছা না থাকিলে ইচ্ছা নাই বলাই কর্তব্য। কিন্তু তাহা না বলিয়া আমার শরীর ‘মূত্র বিষ্ঠার পরিপূর্ণ, পদেও স্পর্শ করি না’—এই কথা বলিয়া আমার অপমান করিল কেন? যদি কোন দিন আমি উচ্চপদ প্রাপ্ত হই, তবে ইহাব প্রতিশোধ লইব।” এই সকল কবিতা সে প্রতিহিংসায় জলিয়া রহিল।

ভগবান তাহাব দিকে ক্রক্ষেপও না কবিতা ব্রাহ্মণকে উপদেশ প্রদান করিলেন। তচ্ছবণে ব্রাহ্মণ দম্পতী অনাগামী কল প্রাপ্ত হইয়া তনয়া মাগদ্বীয়াকে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চুল মাগদ্বী ব্রাহ্মণের উপব রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া প্রত্যাগমন পূর্বক অচিরে অরহস্য ফল লাভ করিল।

কৌশাধীরাঙ্গ উদয়ন মাগদ্বীয়াব রূপে মোহিত হইয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন এবং পঞ্চশত সখী সহ একটি স্ত্রময়ী প্রাসাদে বাস করিতে দিলেন।

ভগবানও ধর্ম প্রচার করিতে করিতে বধাসময় কৌশাধীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রেষ্ঠীরা তাঁহার আগমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে নাদরে অভ্যর্থনা কবিলেন এবং তাঁহাকে বন্দনা ও কুশল প্রস্রান্তর বলিলেন—

“ভস্মে এই তিনটি বিহার আমরা আপনাব উদ্দেশ্যে নির্মাণ কবিতাহি। চতুর্দিক হইতে আগত অনাগত ভিক্ষু-সঙ্ঘের উপকারের জন্ত এই বিহারত্রয় অল্পগ্রহ করিয়া গ্রহণ করুন।” ভগবান সন্মতি প্রকাশ করিলেন।

মাগদ্বীয়া বুকের আগমন সংবাদ পাইয়া ভাবিল, এইবার আমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিব। তখন সে কয়েকজন ধৃতকে উৎকোচ প্রদানে বশীভূত কবিতা বুদ্ধ ও ভিক্ষু-সঙ্ঘকে নিত্য ভিবৎসব করিবার জন্ত নিয়োজিত কবিল। তাহার প্রত্যহ বুদ্ধ ও ভিক্ষুদিগকে নগরে ভিক্ষার্থ প্রবেশ করিবার সময় নানাবিধ কটুক্তি করিতে লাগিল। এইরূপ ব্যবহারে মনোহত হইয়া আত্মদান আনন্দ একদিন ভগবানকে বলিলেন—“ভস্মে, এখানে বাস করা উচিত হইবে না। লোকেরা অনর্থক সঙ্গ বুদ্ধকে তিরস্কার করিতেছে। চলুন, আমরা অন্য দেশে প্রস্থান করি।”

“আনন্দ, তথাগত অষ্টবিধ লৌকিক ধর্ম\* কল্পিত হন না, এই ভিন্নস্বাদ-ধ্বনি সন্তোষের অধিক থাকিবে না। ভিন্নস্বাদ তাহাদের উপরেই পতিত হইবে, ডুমি নিশ্চিন্ত থাক।”

শ্রেষ্ঠীরা সসন্ম বুদ্ধকে একমাস দান দিয়া পরে নগববাসীকে দান দিবার অবসর প্রদান করিলেন।

রাজা উদয়নের তিনজন রানী ছিলেন। তাহাদের নাম শ্রামাবতী, মাগদ্বীরা ও বহুলদত্তা বা বাসবদত্তা। মাগদ্বীরা মধ্যমা ছিল। বাসব দত্তা\*\* রাজা চণ্ড প্রত্যোত্তের এবং শ্রামাবতী\*\*\* ভদ্রবতী শ্রেষ্ঠীর তনয়া ছিলেন। রাজা অন্য দুই রানী অপেক্ষা শ্রামাবতীর প্রতি অধিক অহরহ কল্পিত ছিলেন। শ্রামাবতীর কুলোত্তরা নামে একজন পরিচারিকা ছিল। একদিন ভগবান বুদ্ধ বাজ-মালাকরের বাড়ীতে

\* লাভ, জলাভ, বশ, অবশ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ এবং দুঃখ।

\*\* মহাকবি ভাস বৎসবাজ উদয়ন কর্তৃক অবস্তীরাজ চণ্ড প্রত্যোত্তের কন্যা বহুলদত্তাব ( বাসবদত্তার ) অপহরণ কৃতান্ত ও বৌশাখীর মহাসচিব বৌগন্ধরায়ণ কর্তৃক উদয়নের কাব্যমুক্তি কথা অবলম্বন করিয়া সংকৃত ভাবায় প্রতিজ্ঞা বৌগন্ধরায়ণ” নামক একখানি চারি অঙ্ক নাটিকা রচনা করিয়াছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ কয়েক চত্র উদ্ধৃত হইল।

“সম হৃদ-খুর ভিন্নঃ মার্গরোগুং নরেন্দ্রাঃ

মুহূর্ত তট বিলয়াং ভূত্যা-ভূতা বহুতি।

নচ মম পরিতোষো বসমাং বৎসবাজঃ

প্রণমতি গুণশালী কৃষ্ণ-জান-দৃষ্টঃ ॥”

অনুবাদ। [ চণ্ড প্রত্যোত্ত বলিতেছেন ] আমার অপের খুরাংখিষ্ট পঞ্চ-বৌকগা সকল নরপালই ভূত্যাভাবে স্বমুহূর্তে ধারণ করেন, কিন্তু বহু শুশোপেত বৎসবাজ ( উদয়ন ) হস্তী গ্রহণ শিক্ষাজ্ঞানে দৃষ্ট হইয়া আমার নিকট প্রণত নহেন, ইহাই আমার অপরিতোষের কারণ।

\*\*\* শ্রামাবতীর অনুরূপ কাহিনী লইয়া মহাকবি ভাস “বদ্র-বাসবদত্তম্” নামে অপর একটি পঞ্চাঙ্ক নাটক রচনা করিয়াছিলেন। এই নাটকে শ্রামাবতীকে পদ্মাবতী নামে উল্লেখ করা হইয়াছে, এবং তিনি ভদ্রবতী শ্রেষ্ঠী দ্বিহিতা স্বলে মগধরাজ দর্শকের ভগিনী নামে অভিহিতা হইয়াছেন। ঘটনাটি ধর্মপদার্থকথায় এবং বদ্রবাসদত্তম্ এ প্রায় একরূপ।

উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় শ্রামাবতীর পরিচারিকা কুজোত্তরা আট টাকাব পুশ্ণ নিবাব জন্ত সেখানে উপস্থিত হইল। মালিকার তাহাকে বলিল—

“না উত্তবে, অত্ন তোমাকে পুশ্ণ দিবার অবসব আমার নাই। আমি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সম্মকে পরিবেশন করিতেছি, তুমিও পবিবেশন কার্যে সাহায্য কর। এইরূপ কবিলে ভবিষ্যতে পরিচাবিকার কার্য হইতে মুক্তি লাভে সমর্থ হইবে।”

সে পবিবেশনে সাহায্য কবিত্তে লাগিল। বুদ্ধ আহায়াস্তে ধর্ম্য দেখনা করিলেন। কুজোত্তরা ধর্ম্য শ্রবণ করিয়া শ্রোতাপত্তি কল লাভ কবিল। সে প্রত্যহ চাবি টাকার পুশ্ণ ক্রয় কবিত এবং অবশিষ্ট টাকা অপহরণ কবিত। সেই দিন কিন্তু আট টাকার পুশ্ণ নইয়া শ্রামাবতীর নিকট উপত্তিত হইল। শ্রামাবতী অধিক পুশ্ণ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

“উত্তবে, দেখিতেছি তুমি অত্ন দিন অপেক্ষা অধিক ফুল আনিয়াছ। বাজা আমার প্রতি আবও অধিক অত্নবস্ত হইয়া ফুলেব জন্ত পূর্বাপেক্ষা কি অর্থ অধিক দিয়াছেন?”

“না, মহারানি; আমি পূর্বে আপনাব প্রমুখ অর্থেব অর্ধেকাংশ অপহরণ করিয়া অবশিষ্টাংশ দিয়া ফুল ক্রয় করিয়া আনিতাম, অত্ন কিন্তু সম্পূর্ণ টাকার ফুল আনিয়াছি। অত্ন আমি বুদ্ধেব নিবট ধর্ম্য শ্রবণ করিয়া অমৃতবেব সন্ধান পাইয়াছি, তজ্জতু আপনাকে প্রবঞ্চনা করিলাম না।”

শ্রামাবতী ভাবিলেন—“বাহাব উপদেশে লোকেব এইরূপ অলৌকিক পরিবর্তন সাবিত হয়, না আনি, তিনি কতই মহান এবং তাহাব উপদেশই বা কতই স্বদয়গ্রাহী”—এই দ্বিব করিয়া তিনি কুজোত্তরাকে ভগবানেব নিকট বাহা ভনিয়াছে, তাহা তাঁহাকে বলিতে অম্মরোধ কবিলেন। কুজোত্তরাও ভগবানেব কথিত নিয়মে তাঁহাকে ধর্ম্যোপদেশ প্রদান করিল। তচ্ছবশে শ্রামাবতী পঞ্চমত সহচরী সহ শ্রোতাপত্তি কল লাভ করিলেন।

সেই হইতে কুজোত্তরা পরিচর্যাব কার্য হইতে মুক্ত হইয়া ভগবানেব নিকট ধর্ম্য শ্রবণ কবিয়া তাহা পুনঃ শ্রামাবতীকে গুনাহিতে আদিষ্ট হইল।

বাজা উদয়ন ভিন্ন ধর্ম্যাবলম্বী ছিলেন। তজ্জতু শ্রামাবতী ও তাঁহার পঞ্চমত সহচরী বুদ্ধেব নিকট গমন করিয়া ধর্ম্য শ্রবণে কিবা তাঁহার দর্শন লাভে বঞ্চিত ছিলেন। তাঁহারা ভগবান বুদ্ধ বেই পার্বেব রাজ্য দিয়া গমনাগমন করেন সেই পার্শ্বস্থিত গৃহেব প্রাচীবে ছিত্র করিয়া ভগবানকে দর্শন কবিয়া নয়নের

তৃপ্তি সাধন করিতেন। মধ্যমা রানী মাগদীয়া—যে ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক অবজ্ঞাত হইয়া জলিয়া রহিয়াছিল সে একদিন শ্রামাবতীর প্রাসাদে উপস্থিত হইল। সে এদিক-সেদিক দেখিতে দেখিতে হঠাৎ তাহার দৃষ্টি উক্ত ছিত্রের উপর নিপতিত হইল। তখন শ্রামাবতীকে জিজ্ঞাসা করিল—“ভয়, এই ছিত্র কিসের?”

“এই ছিত্র দিয়া আমি ভগবান বুদ্ধকে দর্শন করিয়া থাকি।”

তজ্জবশে মাগদীয়া মৌনাবলম্বন পূর্বক স্বীয় প্রাসাদে ফিবিয়া আনিয়া সতীনের জালা নিবারণ ও বুদ্ধের চূর্ণায় রটানোব জন্য এক অমোঘ শব্দ প্রস্তুত করিল।

একদিন রাজা উদয়ন মাগদীয়ার প্রাসাদে উপস্থিত হইলে সে শ্রামাবতীর অনেক প্রকার কুৎসা প্রচার করিয়া বলিল—

“মহারাজ যেই শ্রামাবতীকে আপনি দেখ-মন সমর্পণ করিয়াছেন, সে কিন্তু তাহার উপপত্তির সঙ্গে প্রেমালোপ করিবার নিমিত্ত স্বীয় প্রাসাদের প্রাচীরে একটি মন্দির করিয়াছে। আমি তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া যখন তাহাকে ঐ মন্দিরে জিজ্ঞাসা করিলাম তখন সে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। আমার কথার বিশ্বাস না হইলে আপনি স্বয়ং যাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।”

তজ্জবশে রাজা বিস্মিত হইলেন। মাগদীয়া বুঝিল, তাহার কার্য সিন্ধু হইয়াছে। সে আবণ্ড ডাকিল, আজ শ্রামাবতীর সর্বনাশ করিলাম; এখন বহুলমত্তাব পালা। যদি পারি একদিন না একদিন তাহাবণ্ড অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া আমি একাকী-ই রাজ্যের স্বয়ং সিংহাসনে আধিপত্য করিব।

পরদিন রাজা শ্রামাবতীর প্রাসাদে গমনান্তর নির্দিষ্ট স্থানে বস্তু দেখিতে পাইলেন। তিনি শ্রামাবতীকে ছিত্রের কাব্য জিজ্ঞাসা করিলে, শ্রামাবতী অকম্পিত বর্থে বলিলেন—“আমি ভগবান বুদ্ধকে দর্শনার্থ এই ছিত্র করিয়াছি। আমি অহরোখ করিতেছি, আপনিও সেই মহাপুরুষকে দর্শন করিয়া মানব জীবনের চরিতার্থতা সম্পাদন করুন।”

রাজা শ্রামাবতীর স্পষ্টবাদিতা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং বুদ্ধকে নিত্য দর্শন করিবার জন্য প্রাচীরে একটি বাতায়ন প্রস্তুত করিয়া দিলেন।

এই সংবাদ শ্রবণে মাগদীয়া বিস্মিত হইয়া পেল। সে আর একদিন আটটি জীবিত বক্স হুজুট আনিয়া বাজাকে বলিল—

“মহারাজ, শ্রামাবতী বুদ্ধটের মাস বড় ভাল রত্ন করিতে জানে।



তাঁহাকে এই আঁটি কুঁট হত্যা করিয়া আপনার ভ্রাতৃ ব্রহ্ম কবিত্তে আদেশ প্রদান করুন।’

রাজা সম্মত হইলেন। শ্রামাবতী শ্রোতাগণ আঁটি আঁটিল। তিনি কুঁট হত্যা করা দূরে থাকুক হস্তে স্পর্শও না করিয়া কিয়দূর পাঠাইয়া দিলেন। তদ্বর্ণনে মগধীরা রাজাকে পুনরায় বলিল—

‘মহারাজ, এই কুঁটগুলি হত্যা করিয়া অমণ গোষ্ঠকে দান দিবার জন্য শ্রামাবতীকে আদেশ প্রদান করুন।’

রাজা ভীত হইয়া কুঁটগুলি শ্রামাবতীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং হত্যা পূর্বক ব্রহ্ম করিয়া ভগবানকে দান দিতে আদেশ প্রদান করিলেন। হত্যা কুঁটগুলি শ্রামাবতীর নিকট লইয়া বাইবার সময় মগধীরা সেইগুলি হত্যা করাইয়া মৃত অবস্থায় পাঠাইয়া দিল। শ্রামাবতী কুঁটগুলি মৃত দেখিয়া ব্রহ্ম করতঃ ভগবানের নিকট প্রেরণ করিলেন। তখন মগধীরা এই প্রসঙ্গ লইয়া অনেক একান্তে শ্রামাবতীকে রাজার বিরোধ ভাঙন করিতে চেষ্টা করিল ; কিন্তু তাহার আশা সফল হইল না।

রাজা উৎসন্ন এক এক সপ্তাহ এক এক রাণীর প্রাসাদে বাস করিতেন। মগধীয়ার দুইটি বড়বয়স্ক ব্যক্তি হইল, তবুও সে শ্রামাবতীকে রাজার কোশালকে বেগিতে অত্যন্ত একটি বড়বয়স্ক করিতে উচ্চ হইল। সে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিল,—‘শ্রামাবতী যে রাজার প্রাণ নাশে উচ্চ, তাহা সপ্রমাণ করিব। প্রমাণিত করিতে পারিলে রাজা তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত না করিয়া ছাড়িবেন না।’ এই সঙ্কল্প করিয়া সে একটি বৃক্ষ সর্প-শাবক সংগ্রহ করিয়া রাখিল। রাজা যেই দিন শ্রামাবতীর প্রাসাদে গমন করিবেন, সেই দিন সর্পশাবকটি রাজার হস্তীকায় বঁধাভাঙ্গুরে ঢুকাইয়া দিয়া শ্রামাবতীর প্রাসাদে পাঠাইয়া দিল। রাজা শ্রামাবতীর গমন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলে মগধীরাও অত্যন্ত দণ্ড করিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। সে বঁধাটি হাতে লইয়া তাৎক্ষণিক করিবার ভান করিয়া আবরণটি খুলিয়া দেখিয়া মাত্র সর্পশাবক বাহির হইয়া গেল। তদ্বর্ণনে সে বঁধাটি ছুঁতলে নিষ্পেষ করিয়া শ্রামাবতীকে কর্কশ স্বরে বলিল,—‘যে দুষ্ট, তুমি এই কি করিয়াছিস?’ রাজাও সর্পশাবক দর্শনে প্রজ্বলিত বাণ বনের তায় জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি রাগ বিবেক বৃদ্ধি রহিত হইয়া সহচরীগণ সহ শ্রামাবতীকে আহ্বান করাইলেন। শ্রামাবতী রাজাকে রাগান্বিত দেখিয়া সহচরীসঙ্গে বলিলেন—‘রাজা আমরা সকলকে

হত্যা করিবার জন্তই আশ্রান কবিতেন। অতএব তোমরা সকলে তাঁহাকে মৈত্রীচিন্তে প্রাবিত কর।”

‘সকল বখাসময় নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন। তখন তাহাদিগকে ক্রমান্বয়ে দণ্ডায়মান করাইয়া বিবাক্ত তীর ও ধনু হস্তে বাজা উপস্থিত হইলেন। শ্রামাবতী প্রমুখা সকলে মৈত্রীচিন্তে রাজাকে প্রাবিত কবিতা অবস্থান কবিত্তে লাগিলেন। তাহাদের মৈত্রী-প্রভাবে রাজা তীর নিক্ষেপ করিতে সামর্থ্যহীন হইয়া পড়িলেন। তাহার মুখ দিয়া লান্না পড়িতে লাগিল, শবীর ঘর্ষাজ হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল, তিনি নিক্রিয় হইয়া দাঁড়াইয়া বহিলেন। তদধর্শনে শ্রামাবতী বলিলেন—

“মহারাজ, আপনি কি ক্লান্ত হইয়াছেন?”

“হ্যা, দেবি, আমি ষড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। তুমি আমাকে রক্ষা কর।”

“তাহা হইলে তীর ভূমির মিকে করুন।”

রাজা ভজ্ঞপ করিলেন। শ্রামাবতী ‘রাজার হস্ত হইতে তীর খলিত হটুক’ এই কথা বলা মাঝেই তীব্র ভূতলে পড়িয়া গেল। রাজা এই ব্যাপার দর্শনে ভীত হইয়া গেলেন এবং আন কবতঃ সিন্ধু কেশে ও সিন্ধু বস্ত্রে শ্রামাবতীর নিকট আসিয়া করজোড়ে বলিলেন—“দেবি, আমি বিচ্ছেদকারীর বৃহকে পড়িয়া চিন্তা না করিয়া এই অপকার্য্য কবিতাছি, অতএব আমাকে ক্ষমা কর। আমি তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম।”

“মহারাজ, আমি ক্ষমা করিলাম। কিন্তু আপনি আমার শরণ গ্রহণ না করিয়া বৃক্ষের শরণই গ্রহণ করুন। আমিও আপনায় শরণ গ্রহণ করিলাম।”

“দেবি, অস্ত্র হইতে তুমি তোমার অভিপ্রায়ান্বহারী ভগবান বৃক্ষকে দান দাও এবং সারাহে বিহারে বাইরা ধর্ম শ্রবণ কর। আমি তোমাকে এই নব বরিতে অশ্রমতি প্রদান করিলাম।”

মাগধীয়া কোন প্রকারেই শ্রামাবতীকে রাজার বিরাগ ভাঙন করিতে না পারিয়া আর একদিন রাজাকে বলিল—

“মহারাজ, চন্দ্র, উজ্জান ভ্রমণে গমন করি।”

রাজা তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন। সে রাজার সম্মতি লাভ করিয়া তাহার পিছুব্যকে আশ্রান করিয়া বলিল—

“আমরা উজ্জান ভ্রমণে গমন করিলে সহচরীগণ সহ শ্রামাবতীকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া আশ্রান লাগাইয়া দিবেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে রাজাদেশ পালন কবিতেন বলিবেন।”

তাহার পিতৃব্য চুল মাগদীয় তাহার আদেশ পালন করিল। সেই দিন শ্রামাবতী ও তাহাব সহচরীবা পূর্বদ্বারে কৃত উপপীড়ক কর্ষের প্রভাবে সমাপত্তি লাভে অসমর্থ হইলেন। তাহাবা সকলেই দম্ব হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

তাহাদের প্রেরীরা রাজাকে এই সংবাদ প্রদান করিল। এই অসম সাহসিক কার্য মাগদীরা ব্যতীত যে আর কেহ কবিত্তে পাবে না, তাহা স্থিতে বাজাব বিলম্ব হইল না। তখন তিনি মাগদীয়াকে আহ্বান করাইয়া সন্মুখে বলিলেন—

“প্রিয়ে, তুমি ভাল কার্যই করিয়াছ। তুমি আমার সর্বদা হত্যার জন্য উৎসুক শ্রামাবতীকে সহচরীকৃত সহ বিনাশ করার আমি তোমার প্রতি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমাকে পুরস্কৃত করিব, অতএব তোমার জাতিদিগকেও আহ্বান কর।”

সে বাজার কথার সন্তুষ্ট হইয়া অজাতিদিগকেও জাতি পরিচয় দিয়া আহ্বান করিল। তাহাবা সকলে একত্র হইলে রাজা প্রদর্শনের মধ্যে একটি বৃহৎ গর্ভ খনন করাইয়া সকলকে স্রীবস্ত্রাবহার মাটি চাপা দিলেন এবং উপশ্রিতাঙ্গে লাঙ্গল দ্বারা কর্ষণ করাইলেন। তাহাতে তাহার সকলে বৃত্তাস্থে পতিত হইল। মাগদীয়ার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করাইয়া তপ্ত কটাহে ভাজাইলেন। সে মর্দকৃত বস্ত্রণা ভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল।

### উত্তরা

রাজগৃহে স্মরন শ্রেষ্ঠীর পূর্ণ নামক একজন সেবক ছিল। তাহার পরিবারের মধ্যে তাহাব স্ত্রী এবং একমাত্র কন্যা উত্তরা ব্যতীত আর কেহ ছিল না। একদিন রাজগৃহে সপ্তাহব্যাপী নক্ষত্রজীভা উৎসব আরম্ভ হইল। স্মরন শ্রেষ্ঠী সেবক পূর্ণকে বলিল—“আমাব পরিবারের সকলে নক্ষত্রজীভা-উৎসবে যোগদান করিতে বাইতেছে, তুমিও বাইবে, না শ্রমসাধ্য কার্য করিবে?”

“প্রভু, নক্ষত্রজীভার আমোদ উপভোগ করা ধনবানদের কাজ। আমার গৃহে কল্যাণ যবাও পাক করিবার চাউলও নাই, কাজেই আমার মত দরিদ্র-লোকের আমোদ উপভোগ করা শোভা পায় না। বলীবর্দ্ধ পাইলে আমি জমি কর্ষণ কবিত্তে বাইব।”

“তাহা হইলে তুমি বলীবর্দ্ধ নইয়া বাইয়া তাহাই কর।”

সে বলিষ্ঠ বলদ ও লাথল নইয়া কৃষিক্ষেত্রে বাইবাব সময় তাহার পত্নীকে বলিল—“আজ সকলেই নক্ষত্রক্রীড়ার আমোদ উপভোগ করিতে বাইতেছে, কিন্তু আমি দ্বিভ্রতা নিবন্ধন কৃষিক্ষেত্রে কার্য্য করিবার চিন্তা বাইতেছি। অতঃপর আমার জন্ত অধিক অন্ন পাক করিয়া নইয়া আসিও।”

পূর্ণ কৃষিক্ষেত্রে বাইয়া ভূমি কর্ষণ করিতেছে, এমন সময় শারীপুত্র স্থবির তাহার নিকটবর্তী একটি কোণের আড়ালে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সে তাঁহাকে দর্শনান্তর আসিয়া দস্তখান কাঠ ও মুখ প্রক্ষালনের জল হাঁকিয়া প্রদান করিল। শারীপুত্র মুখ প্রক্ষালন করিয়া নগরের দিকে ভিক্ষার্থে গমন করিতে লাগিলেন। পূর্ণের পত্নী স্বামীর জন্ত আহাৰ্য্য লইয়া সেই রাস্তা দিয়া আসিবার সময় শারীপুত্রের সম্মুখীন হইল। তাঁহাকে দেখিয়া সে ভাবিল—

“বেই সময় আমার নিকট দানীর দ্রব্য থাকে সেই সময় আৰ্য্যের দেখা পাই না, বেই সময় আৰ্য্যের দেখা পাই সেই সময় দানীর দ্রব্য থাকে না। অতঃপর আৰ্য্য ও আমায় সম্মুখ উপস্থিত, আমার নিকটও দানীর সামগ্রী বর্তমান আছে। আৰ্য্য আমার উপকার কবিবেন কি?”—এই স্থির করিয়া সে অন্নপাত্ৰ নামাইয়া তাঁহাকে বলিয়া পূৰ্ব্বক বলিল—“ভগ্নে, এই আহাৰ্য্য উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট তাহা মনে না করিয়া গ্রহণ করতঃ সেবিকার মদন সাধন করুন।”

সে স্থবিরের ভিক্ষাপাত্রে অন্ন প্রদান করিতে লাগিল। অর্ধেক অন্ন দেওয়া হইলে স্থবির আর না দিবার জন্ত হস্তদ্বারা পাত্ৰমুখ আচ্ছাদিত করিলেন। তদ্বর্ণনে সে বলিল—“ভগ্নে, একজনের আহাৰ্য্য দুই অংশ করিতে পারি না। আপনার সেবিকার ইহলোকেব হিত সাধন না করিয়া পরলোকের হিত সাধন করুন। সমস্ত আহাৰ্য্যই প্রদান কবিল।” এই বলিয়া সমস্ত আহাৰ্য্য তাহার পাত্রে প্রদান করিয়া প্রার্থনা করিল—“ভগ্নে, এই পুণ্যের কলে আপনি বেই ধর্ম্ম অবগত হইয়াছেন, আমিও যেন সেই ধর্ম্ম অবগত হইতে পারি।” স্থবির ‘তাহাই হটক’ বলিয়া অন্নমোদন পূর্বক জল হস্ত ছাড়ে বলিয়া আহাৰ্য্য-কৃত্য সমাপন করিলেন।

সে গৃহে ফিরিয়া গিয়া চাউল সংগ্রহ করিয়া পুনঃ ভাত পাক করিল। এদিকে পূর্ণ অর্ধ কর্তব্য প্রমাণ ভূমি কর্ষণ করতঃ দ্বার কাতব হইয়া গরু দুইটি ছাডিয়া দিল এবং একটি বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া রাস্তার দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার পত্নী পুনঃ আহাৰ্য্য লইয়া আসিবার সময় ভাবিল,—“আমার স্বামী দ্বার কাতব হইয়া বোধ হয় আমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। দিনব্যয় হস্তদ্বারা তিনি যদি

আমায় প্রহাণ করেন, তাহা হইলে অস্ত্র আমায় কৃত্ত গুণ্য বিকল হইবে। বিলম্বের কারণ আমি তাঁহাকে প্রথমেই বলিয়া ফেলিব।” এইরূপ লক্ষ্য করিয়া বামীব নিকটবর্তী হইবাই সে বলিতে লাগিল—“বামি, আগুনাব জন্ত প্রোতই আহাৰ্য্য নইয়া আসিতেছি এমন সময় আৰ্য্য শাবীপুত্র স্ববিবেক লাক্ষ্যে গাইয়া তাঁহাকে আগুনাব জন্ত আহত আহাৰ্য্য দান দিয়াছিল। এবং গৃহে বাইরা পুনবার ভাত পাক করিয়া নইয়া আসিতেছি, এই জন্তই বিলম্ব হইল। অস্ত্র একদিনের জন্ত চিত্ত প্রসন্ন করুন।”

পূর্ণ প্রসন্ন হইয়া বলিল—“প্রিয়ে, তুমি অতি উত্তম কাজ করিয়াছ। আমিও অস্ত্র প্রোতে তাঁহাকে বৃত্তকাঠ এবং মুখ প্রাকালনের জল দিয়াছিলাম।” এই বলিয়া আহাৰ্য্যকৃত্ত লক্ষ্যারন করিল। বিলম্বে আহাৰ্য্য কবার তাহার মেহ স্নান হইয়া পড়িল। তখন পত্নী ক্রোড়ে মতক বাঁধিয়া ধন কবিল এবং অবিলম্বে পাচ নিম্নাভিকৃত্ত হইয়া পড়িল।

ইত্যবসরে তাহার কর্ণিত জন্মি বুলিকণ। পর্যন্ত সময়ই বস্ত্রবর্ণে গণিত হইয়া গেল। সে জাগ্রত হইয়া তদধর্মে পত্নীকে সান্ধর্থে বলিল—“প্রিয়ে, আমায় কর্ণিত হান সময়ই অর্পণ দ্যায় বোধ হইতেছে। বোধ হয়, আমি অতি বিলম্বে আহাৰ্য্য করার আমায় দৃষ্টি বিষয় উপস্থিত হইয়াছে।”

“বামি, আমায়ও তক্ষণ বোধ হইতেছে।”

তখন সে কর্ণিত হানে বাইরা দেখিল, সেখানে মুক্তিকা নাই, সময়ই বস্ত্রবর্ণে স্বর্ণকণিকা। সে ভাবিল—“আজই আৰ্য্য শাবীপুত্রকে প্রদত্ত দানের ফল পাইলাম, কিন্তু এত স্বর্ণকণিকা আমি নিতে পাবিব না।” সে বাইরা দ্বাভাকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিল। দ্বাভা জিজ্ঞাসা করিলেন—“তুমি কে?”

“দেব, আমি স্বয়ং প্রেমের সেবক পূর্ণ।

“তুমি অস্ত্র কি করিয়াছে?”

“আমি আজ প্রোতে আৰ্য্য শাবীপুত্রকে বৃত্তকাঠ ও মুখ প্রাকালনের জল দিয়াছিলাম এবং আমায় পত্নী আমায় জন্ত আহত বাস্তবায়নী তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিল।”

দ্বাভা ভাবিলেন, “আৰ্য্য শাবীপুত্রকে প্রদত্ত দানের ফল আজই পাওয়া গেল।” এই ভাবিয়া তাহাকে বলিলেন, “তাহা হইলে আমায় কি করিতে হইবে?”

“স্বহায়া, পকটাদি প্রেরণ করিয়া স্বর্ণকণিকা আনয়ন করুন।”

রাজা জনৈকগুলি শকট প্রেরণ করিলেন। বাজকর্ণচাবীরা ‘এই স্বর্ণ রাশির অধিকারী রাজা’—এইরূপ চিন্তা করিয়া বাহা নইল তাহা যুক্তিকার পরিণত হইতে লাগিল। তাহাবা এই সংবাদ বাজাকে জ্ঞাপন করিল। তক্ষুবর্ণে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—“তোমরা কিরূপ চিন্তা করিয়া স্বর্ণ লইয়াছিলে?”

“এই স্বর্ণবাণিব অধিকারী রাজা এই চিন্তা করিয়াই আমরা লইতেছিলাম।”

“আমিত তাহার অধিকারী হইতে পাবি না। পূর্নই তাহার প্রভুত্ব অধিকারী। সে-ই ঐ শবের মালীক এইরূপ ভাবিয়া লও।”

তাহাবা তক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে সমস্ত স্বর্ণে পরিণত হইয়া গেল। কণ্ঠ-চারীরা সমস্তই আনিয়া রাজ-প্রাসাদে ত্যুপ করিল। রাজা নগবানীদিগকে লমবেত করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“এতগুলি স্বর্ণ অল্প কাহাবও নিকট কি আছে?”

“নাই, মহাবাজ।”

“এখন পূর্ণকে কোন পদ প্রদান করা উচিত?”

“মহারাজ, তাহাকে শ্রেষ্ঠী-পদ দেওয়াই কর্তব্য।”

রাজা পূর্ণকে শ্রেষ্ঠী-পদ প্রদান করিলেন। তখন সে রাজাকে বলিল—“দেখ, আমি এতদিন পরেই স্বর্ণই ছিলাম। এখন আমাকে বাসস্থান নির্বাচিত করিয়া দিন।”

“ঐ যে বিদ্যুত মাঠ সম্মুখে পরিণত হইয়া রহিয়াছে, সেই স্থানই তুমি পরিষ্কার করিয়া গৃহ প্রস্তুত কর।”

পূর্ণ তথায় অচিরেই স্মরমা প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া ফেলিল। গৃহ প্রবেশ ও শ্রেষ্ঠীপদ প্রাপ্তি উপলক্ষে সম্ভাট ব্যাপী বৃদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘকে নানা সামগ্রী দান করিল। বৃদ্ধ তাহাদিগকে দান-শীল-স্বর্গ কথা, কাম ভোগের অপকারিতা এবং গৃহবাস ত্যাগের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ধর্মোপদেশ প্রদান করিলেন। তক্ষুবর্ণে পূর্ণ, তাহার পত্নী এবং কন্যা উত্তরা তিনজনই শ্রোতাশক্তি ফল লাভ করিল।

একসময় রাজগৃহের হুম্ন শ্রেষ্ঠী—পূর্ণের পূর্ক মনিব তাহার নিকট সংবাদ পাঠাইল,—“তোমার তনয় উত্তরাকে আমার পুত্রের সত্ত্ব প্রদান কর।”

পূর্ণ ভাবিল, “হুম্ন শ্রেষ্ঠী ভিন্ন ধর্মাবলম্বী”, তাহাব ছেলের সত্ত্ব আমার কন্যা দিব না বলিলে তিনি বলিলেন, ‘আমাব আশ্রয়ে থাকিয়াই তুমি আত্ম অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়াছ। তোমার দ্রুহিতা আমার ছেলেকে দিতেই হইবে’।

কাজেই আমাকে বলিতে হইবে, ‘আমার ঘেরে জিব্বের আশ্রয় বিনা থাকিতে পারে না, আপনি ভিন্ন ধর্মাবলম্বী, তাই আমাব কন্ডা আপনার ছেলের অন্ত দিতে পারিতেছি না।’ এই ভাবিয়া সে সংবাদ দিল—‘আপনি ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হওয়ায় আমার কন্ডা আপনার ছেলের অন্ত দিতে পারি না। আমাব ঘেরে জিব্বের আশ্রয় ব্যতীত থাকিতে পাবিবে না।’

পূর্ণকে অনেক সম্ভাষ লোকেবা বলিলেন,—‘তুমি হুমন শ্রেষ্ঠত্ব সঙ্গে বজ্জব বজ্জাব রাখ। ঘেরে না দেওয়া ঠিক হইবে না।’ পূর্ণ তাঁহাদের অত্যাচার অগ্রাহ্য করিতে না পাবিয়া অগত্যা আশাটী পূর্ণিমা দিবসে হুমন শ্রেষ্ঠত্ব পূর্ণকে তাহার কন্ডা উত্তরাকে সম্প্রদান করিল।

উত্তরা স্বামী-গৃহে বাওয়া অবধি ভিক্ষু বা ভিক্ষুনীদের নিকট বাইরা ধর্ম শুনিবাব বা দান দিবাব অচমতি পাইল না। বর্ধাবাসের সার্দ্ধ দুই মাস অতীত হইলে সে পরিচাবিকাকে জিজ্ঞাসা করিল—‘এখন বর্ধাবাস শেষ হইবাব আর কয়দিন অবশিষ্ট আছে?’

‘আর্য, আর অর্দ্ধমাস মাত্র অবশিষ্ট আছে।’

তখন উত্তরা পিতার নিকট সংবাদ দিল—‘বাবা, আমাকে একগ কায়াগারে নিক্ষেপ না কবিয়া চিহ্নিত কবিয়া পরের দাসী বৃত্তিতে নিয়োজিত কবিলে ভাল করিতেন। একগ মিথাদৃষ্টি সম্পন্ন লোকের হস্তে আমাকে সম্প্রদান করা আপনার উচিত হয় নাই। এখানে আসিয়াছি অবধি ভিক্ষু দর্শন কবিয়া পুণ্যকর্ম কবিবাব সৌভাগ্য আমার হইতেছে না।’

তজ্জবধে তাহার পিতা পূর্ণ শ্রেষ্ঠ তাহার দুগ্ধে অভিভূত হইয়া পঞ্চদশ সহস্র টাকা সহ সংবাদ দিল—

‘সেই নগরে স্রীমা নামে দ্বপ যৌবন সম্পন্ন বিলাসবতী গণিকা বাস করে। তাহাকে দৈনিক সহস্র টাকা হিসাবে পঞ্চদশ দিনের অন্ত পঞ্চদশ সহস্র টাকা দিয়া স্বামীব পরিচর্য্যা নিয়োগ কর এবং স্বয়ং পুণ্য কাণ্ডারুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও।’

উত্তরা স্রীমাকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিল—‘সবি, তুমি দৈনিক সহস্র টাকা হিসাবে পঞ্চকালের অন্ত এই পঞ্চদশ সহস্র টাকা লইয়া আমার স্বামীর স্নোবঞ্চন কর।’ সে তাহাতে সন্মত হইল। উত্তরা তাহাকে সঙ্গে কবিয়া স্বামীব নিকট উপস্থিত হইলে সে জিজ্ঞাসা করিল,—‘ব্যাপার কি?’

‘বামি, আমার এই সখী আপনাকে অর্দ্ধমাস পরিচর্য্যা করিবে। আমি এই সময়ের মধ্যে দান কার্যে প্রবৃত্ত এবং ধর্ম প্রবণ কবিত্তে ইচ্ছা করি।’

সে স্বন্দরী গণিকা দেখিয়া আনন্দের সহিত সখ্যতা প্রদান করিল।

উত্তরা অহুমতি পাইয়া বুদ্ধ প্রযুক্ত তিসু-সঙ্ককে অর্ধমানের জন্ত নিমন্ত্রণ কবিল। বুদ্ধ প্রত্যহ তাহার দান উপভোগ কবিত্তে লাগিলেন। উত্তরা স্বয়ং রন্ধন শালায় থাকিয়া দাসীদের দ্বারা সমস্ত প্রস্তুত করাইতে লাগিল। তাহার স্বামী আখিনী পূর্ণিমার পূর্ব দিবসে বাতায়নের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া উত্তরাকে পাক ঘরে বস্বাক্ষর কলেবরে ছাটিকা লিপ্ত এবং মলিন বস্ত্র পরিহিতা দেখিয়া ভাবিল, “এই মূৰ্খ এমন ঐশ্বর্য পূর্ণ বিলাস সামগ্রী উপভোগ না করিয়া ভ্রমণকন্দের সেবার আশ্বিন্যোগ করিয়াছে।” এই ভাবিয়া ব্যঙ্গ হাস্য করিল। সেই স্থানে স্থিত শ্রীমা এই ব্যাপার দর্শনে ভাবিল, “বোধ হয়, উত্তরার সঙ্গে এই শ্রেষ্ঠা পুণ্ডের গুপ্ত প্রণয় আছে।”

গণিকা শ্রীমা অর্ধমাগ যাজ শ্রেষ্ঠপুণ্ডের সঙ্গে বাস করিয়া সে যে বাহিরের লোক এবং এই ঘরের সবে তাহার কোন সম্পর্ক নাই তাহা তুলিয়া গেল। সে নিজকে গৃহকর্ত্রী মনে করিয়া উত্তরার বিনাশ সাধনেব জন্ত ভাড়াভাড়া প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিয়া পাকশালায় ঢুকিয়া উত্তরার দ্বত উত্তরার মণ্ডকে নিশ্চেষ্ট করিল। উত্তরা তাহাকে আনিতে দেখিয়া ভাবিগাছিল, “আমার এই সখী আমাব মহত্বপকার সাধন করিয়াছে। আমাব সখীর গুণের পরিশীলনা নাই। সে না থাকিলে আমি কখনও এই পুণ্যকার্য্যচর্চান করিবার অবসর পাইতাম না। যদি তাহার প্রতি আমাব অনুমান কোথও থাকে, তবে উত্তর দ্বত দ্বারা আমি দম্ব হইব, আর যদি না থাকে তবে এই দ্বত আমার দম্ব করিতে সমর্থ না হউক।” এইরূপে উত্তরা শ্রীমাকে মৈত্রী দ্বারা প্রাদিত করিল।

তাহার মৈত্রী প্রভাবে উত্তর দ্বত তাহার কিছুই অনিষ্ট করিতে সমর্থ হইল না। তাহা তাহার নিকট স্থবাসিত দ্বিত্ব তৈলেব স্নায় বোধ হইল। তদ্বর্ণনে শ্রীমা পুনরায় চামচ পূর্ণ করিয়া তপ্ত দ্বত লইয়া আনিতেছে এমন সময় উত্তরার দাসীরা তাহাকে পরিত্রুত করিয়া বলিল—

“বে গোডামুখি, তুই কবিত্তেছিলি কি? আমাদের গৃহকর্ত্রীর প্রতি তোর এ কেমন ব্যবহার?” এই বলিয়া তাহাকে প্রহার করিতে করিতে ভূতলে ফেলিয়া দিল। উত্তরা বারবার বাবা দিগাও তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়া রাখিতে পারিল না। তখনই শ্রীমার চৈতন্ত্রাদয় হইল।

তখন সে ভাবিল “বাস্তবিক আমিই এই গৃহের কেহই নহি। আমি আমার উপপতি—উত্তরার স্বামী শ্রেষ্ঠপুণ্ডের ব্যঙ্গহাস্তে এমন হুকার্দ কেন কবিলাম।



উত্তরা আমার এমন হিতৈষী যে তাহার প্রতি নিরর্থক অমাহুতিক দুর্ব্যাহার করিলেও সে আমার প্রতি অত্যাচার না করিতে তাহার দাসীদিগকে কত অনুনয় বিনয় করিল। আমি যদি এমন স্থীলাব নিকট ক্ষমা প্রার্থনা না করি, তবে আমার মস্তক বিদীর্ণ হইয়া যাইবে।” এই সিদ্ধান্ত কবিতা সে উত্তরার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া বলিল—“আর্য্য, আমাকে ক্ষমা কর।”

“আমি জীবিত পিতার তনয়। আমার পিতা ক্ষমা করিলে আমিও ক্ষমা করিব।”

“আচ্ছা, তোমার পিতা পূর্ণ শ্রেণীর কাছেও ক্ষমা চাহিব।”

“পূর্ণ আমার জন্মদাতা পিতা মাতা। যিনি আমার জন্মক্ষয়কর কার্য্যে নিবৃত্ত করিয়াছেন, আমার সেই পিতা ক্ষমা করিলেই আমি ক্ষমা করিব।”

“তোমার সেই পিতা কে?”

“ভগবান বুদ্ধ।”

“তাঁহার সম্বন্ধে আমার কোন পরিচয় নাই।”

“আমি-ই পরিচয় করিয়া দিব। তিনি আগামী কল্যা ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ এখানে আগমন করিবেন। তখন তুমি তোমার অবস্থাহুযায়ী সংস্কার সম্মানের সহিত ক্ষমা প্রার্থনা করিও।”

সে তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া পঞ্চমত পবিচারিকা দ্বাৰা উত্তর খাত ভোজ্য সম্পাদন করিল এবং বখাসময়ে উত্তরার গৃহে উপস্থিত হইল। কিন্তু সে বহুদৈ দান দিতে সাহস না করার উত্তরা তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিল। বুদ্ধের আহ্বান কৃত সমাপন হইলে সে পরিচারিকাগণ সহ তাঁহার পদপ্রান্তে নিপতিত হইল। বুদ্ধ বলিলেন—

“তুমি কি অপরাধ করিয়াছ?”

সে সমস্ত কৃতান্ত বর্ণনা করিল। বুদ্ধ উত্তরাকে বিজ্ঞাসা করিলেন—“উত্তরে, ত্রিমা বাহা বলিতেছে তাহা কি সত্য?”

“ভক্ত, সবই সত্য। আমার এই সখী আমার মস্তকে উত্তপ্ত ঘৃত নিক্ষেপ করিয়াছিল।”

“তখন তুমি কি চিন্তা করিয়াছিলে?”

“আমি চিন্তা করিয়াছিলাম, ‘এই পৃথিবীর চেয়ে আমার এই সখীর উপকার অধিক। আমি তাহারদ্বারাই দান দিবার এবং ধর্ম্ম শ্রবণ করিবার অবসর পাইয়াছি। যদি তাহার প্রতি আমার অহুমান্য ক্রোধের সন্ধ্যা হয়, তবে

আমি দৃষ্ট হইব আর যদি কোষের সকার না হয়, তবে দৃষ্ট হইব না।’ এই ভাবিয়া তাহাকে মৈত্রীচিন্তে প্রাবিত করিয়াছিলাম।”

বৃদ্ধ উত্তরাকে সাধুবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন—

“অক্ৰোধ দ্বারা ক্রোধকে, সাযুজ্য দ্বারা অনাযুকে, দান দ্বারা কুপণকে এবং সত্য দ্বারা মিথ্যাকে জয় করিবে।”

এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া স্ত্রীমা প্রভৃতি পঞ্চশত স্ত্রীলোক শ্রোতাশক্তি ফল লাভ করিল।

### সুভদ্রা

আশৈশব উগ্গ নগরবাসী উগ্গ নামক শ্রেষ্ঠী-পুত্র অনাথশিশু শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে বন্ধুত্বস্থজে আবদ্ধ ছিল। তাহার উভয়ে জৈনক আচার্যের নিকট শিক্ষালাভ করিবার সময় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, তাহাদের নিকট পুত্র কত্তা জন্মদান করিলে বাহার মেয়ে হইবে সে অস্ত্রের পুত্রকে কত্তা সম্প্রদান করিবে। তাহার উভয়ে বখানময় স্ব স্ব নগরে শ্রেষ্ঠী-পদ লাভ করিয়া পুত্র কত্তার জনক হইল।

একদিন উগ্গ শ্রেষ্ঠী বাণিজ্যোপলক্ষে পঞ্চশত শকট সহ আবর্তীতে উপস্থিত হইল। অনাথশিশুও কত্তা সুভদ্রাকে আদেশ দিলেন, আমার বন্ধু উগ্গ শ্রেষ্ঠী বতদিন আমার গৃহে অবস্থান করিবে ততদিন তুমি তাহার পরিচর্যা করিবে। সে পিতৃব্যাক্যে মানসে সন্মত হইয়া প্রত্যহ বহুতে উগ্গ শ্রেষ্ঠীর পরিচর্যা করিতে লাগিল। উগ্গ শ্রেষ্ঠী তাহার ব্যবহারে পরম প্রীতি লাভ করিল।

এক সময় উগ্গ শ্রেষ্ঠী কথা প্রসঙ্গে অনাথ শিশুকে বাল্যকালের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া দিচ্চা সুভদ্রাকে তাহার গৃহের জন্ত প্রার্থনা করিল।

উগ্গ শ্রেষ্ঠী ভিন্নধর্মাবলম্বী লোক। এই হেতু অনাথশিশুও বিবেচনা করিয়া এই প্রস্তাবের উত্তর দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন। একদিন অনাথশিশুও ভগবানের নিকট বাইরা এই প্রণদ উত্থাপন করিলে তিনি উগ্গ শ্রেষ্ঠীর ভবিষ্যৎ অবস্থা দেখিয়া তাহাতে সন্মতি প্রকাশ করিলেন। অনাথ শিশুও ভগবানের সন্মতি জ্ঞাত হইয়া অসুখ্যতি প্রদান করিলেন।

অতঃপর অনাথশিশুও উগ্গ শ্রেষ্ঠীকে তাহার সন্মতি জ্ঞাপন করিয়া শুভদিন নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। নির্দিষ্ট দিনে ববদাতীরা আসিয়া উপস্থিত হইল। বিশাখার বিবাহে ধনজয় শ্রেষ্ঠী যেরূপ যশোবশু করিয়া অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন,

অনাখণ্ডিত ও তত্ত্ব করিলেন। বাহার দিন অনাখণ্ডিত হুত্বকে ডাকিয়া  
খনকর শ্রেষ্ঠের দ্বারা দশটি উপদেশ \* প্রদান করিলেন। বস্তুর গুণে তাহার দ্বারা  
অজ্ঞায় বিচার করিবার জন্য বরণক্ষীর আটজন সম্ভ্রান্ত লোককে নিয়োজিত  
করিলেন। বিদ্যার দিন বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সম্মকে দ্বাদশ ভোজ্যাঙ্গি নানা সামগ্রী  
দান করিলেন। বিশাখার দ্বারা হুত্বকে দাস-দাসী ও রত্নভরণাদি নানাবিধ  
বহুমূল্য সামগ্রী প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন।

বরবাণীবী বখাসমর উগ্গ নগরে উপস্থিত হইলে তথাকার বহু লোক  
তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিল। হুত্বা বস্তুর গুণে উপস্থিত হইবার পর তাহাকে  
অনেকে অনেক সামগ্রী উপঢৌকন প্রদান করিল। সেও তাহাদিগকে নানা  
জব্য উপহার প্রদান করিয়া সকলের প্রীতি ভাজন হইল। বিবাহের দিন তাহার  
বস্তুর উল্লস সন্ন্যাসীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া হুত্বাকে সৎকার দিল, ‘আমার  
গুরুবর্গকে বন্দনা করিয়া দাও।’ হুত্বা তাহাদিগকে নহু দেখিয়া লজ্জাবশতঃ  
আসিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। উগ্গ শ্রেষ্ঠ বারদাব আহ্বান করা সত্ত্বেও  
পূজবধু হুত্বা তাহার কথায় কর্ণপাত না করার সে কোণভরে বলিল—“ইহাকে  
আমার বর হইতে বাহির করিয়া দাও।” এই বলিয়া সেই আটজন তত্ত্বলোককে  
ডাকিয়া সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিল। তাহার সমস্ত কথা শুনিয়া হুত্বা নির্দোষ  
বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। তখন উগ্গশ্রেষ্ঠ তাহার পত্নীকে বলিল—  
“পূজবধু আমাদের গুরুকে নিলজ্জ বলিয়া বন্দনা করিতেছে না।”, শ্রেষ্ঠ-পত্নী  
হুত্বাকে আহ্বান করিয়া বলিল,—“আমাদের গুরু নিলজ্জ, তোমার গুরু ভ্রমণ  
কিরূপ বল দেখি। তোমারও তাহাদের প্রণামের পক্ষমুখ দেখিতেছি।”

হুত্বা বলিল—

“আমার ভ্রমণের ইচ্ছা ও মন শান্ত, তাহাদের গমন ও দাঁড়ান শান্ত,  
তাঁহাদের চক্ষুদৃষ্টি নিরুদ্ধিকে অবস্থিত এবং তাঁহারা মিতভাবী।

“আমার ভ্রমণের কারিক কর্ম গবিল, বাচনিক কর্ম অনাবিল এবং মানসিক  
কর্ম অবিভক্ত।

“আমার ভ্রমণের অত্যন্তর ও বাহির যৌত শব্দের দ্বারা নির্দল।

“জগৎ লাভের দ্বারা বৃষ্ট, অলাভের দ্বারা শ্রিয়মান; আমার ভ্রমণের কিস্ত  
লাভালাভে কল্পিত নহেন।

“ভগ্ন প্রাণসায় হুটে এবং নিদ্রায় স্রিয়মান, আমার অশ্রুপেরাকিন্ত নিদ্রা প্রাণসায় বিচলিত হন না।

“ভগ্ন বশেষ ছাড়া হুটে, অশ্রুপের ছাড়া হুঁত, আমার অশ্রুপেরা কিন্তু বশেষে কণ্ঠিত হন না।

“ভগ্ন হুঁতে স্বীত এবং হুঁতে স্রিয়মান, আমার অশ্রুপেরা কিন্তু হুঁতে হুঁতে কণ্ঠিত নহেন।”

হুঁতরা এইরূপে অশ্রুপের গুণকীর্তন করিয়া স্বশ্রুকে সন্তুষ্ট করিল। শ্রেষ্ঠ-পত্নী বলিল—“তোমার অশ্রুপকে আমাদিগকেও দেখাইতে পারিবে কি?”

“মা, নিশ্চয় পারিবে।”

“তাহা হইলে আমরা বাহাতে অশ্রুপকে দেখিতে পাই, তেমন উপায় কর।”

হুঁতরা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘের দ্বারা দানীয় সামগ্রী সঞ্চিত রাখিয়া তাঁহাদের নিকট নিমন্ত্রণ প্রেরণ করিল। ভগবান পঞ্চমত অরহন্ত ভিক্ষু-সঙ্ঘ গহ নির্দিষ্ট সময়ে উগ্গ নগরে বাত্মা করিলেন। উগ্গশ্রেষ্ঠ পরিজনসহ হুঁতদের নির্দেশ মত ভগবানের পঞ্চপানে তাকহিয়া রহিল। ভগবান বশাসময় উগ্গনগরে উপস্থিত হইলেন। তখন তাহার তাঁহাকে দর্শনে প্রসন্ন হইয়া পুষ্প মালাদি দ্বারা পূজা করিল এবং সপ্তাহ পর্যন্ত অনেক দানীয় সামগ্রী দান করিল।

ভগবান তাহার অভাবাহারী ধর্মোপদেশ প্রদান করিলেন। তাহা শুনিয়া উগ্গশ্রেষ্ঠীয় এবং চতুরাশীতি সহস্র প্রাণীর ধর্মাববোধ হইল।

ভগবান হুঁতদের প্রতি অহংগ্রহ করিয়া সেইস্থানে অহংগ্রহ অবিরকে বাস করিবার আদেশ দিয়া প্রাবর্তীতে প্রস্থান করিলেন। তদবধি উগ্গ নগরবাসীরা সর্ব্বদা প্রতি অহংগ্রহ হইল।

### ভগবান-হুঁত

ভগবান বুদ্ধ এক সময় আলবী \* রাষ্ট্রে গমন করিয়াছিলেন। একদিন তিনি ধর্ম অশ্রুপের নিমিত্ত উপস্থিত জনতাকে বলিলেন—

“জীবনের নিশ্চয়তা নাই, মৃত্যু নিশ্চিত, আমাকে স্মরণেই হইবে, মৃত্যু পর্যন্তই আমার জীবন, জীবন অনিশ্চিত, মৃত্যু নিশ্চিত। এইরূপে মরণ-মতি ভাবনা কব। বাহা বা মৃত্যু চিন্তা করে না, তাহার শেবকালে—মৃত্যুকালে মরণ

\* বর্তমান নাম অবল, জিলা কানপুর।

দেখিলে লোকে বেরূপ ভয়ে সন্ত্রস্ত হইল, সেইরূপ ভীষণ দার্তনাদ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ কবে। বাহাবা মৃত্যু চিন্তা করে, তাহার সপক্ষে দূর হইতে দেখিয়া লোকে যেমন দণ্ড দ্বারা বিভাতিত করে তেমন মৃত্যুকালে নির্ভীক হইয়া প্রাণত্যাগ করে। তদন্তে ভোমাদেব সকলেরই মরণ-স্মৃতি ভাবনা কবা উচিত।”

এই ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়াও সকলে স্ব স্ব প্রমাদকর কার্যেই বশ হইল। কেবল মাত্র এক বোডশী তাঁতিব মেয়ে ভাবিল—“অহো, বুদ্ধের উপদেশ কেমন আশ্চর্যজনক। আমি সর্বদা মৃত্যু চিন্তা করিব।” এই সঙ্কল্প করিয়া সে সেই দিন হইতে মরণ-স্মৃতি ভাবনার নিবিষ্ট হইল। ভগবান আলবীতে যথারূপে অবস্থান করিয়া শ্রাবণীতে প্রস্থান করিলেন। সেই তাঁতির মেয়ে তদবধি তিন বৎসর পর্যন্ত মরণ-স্মৃতি ভাবনা কবিল।

ভগবান বুদ্ধ একদিন প্রভাত্যে সময়ে ভগবতের প্রার্থনাদেব অবস্থা অবলোকন করিবার সময় সেই তাঁতির মেয়ে তাঁহাব জ্ঞান জ্ঞানভাষ্যে নিশ্চিত হইল। তদ্রূপে তিনি ভাবিলেন—“আমার উপদেশ শ্রবণ করিয়াছে পর্যন্ত এই হুমারী তিন বৎসর যাবৎ মরণ-স্মৃতি ভাবনা করিতেছে। এখন যদি আমি বাইরা তাহাকে চারিটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, তবে সে প্রশ্ন সমূহের সহজব প্রদান করিবে। আমিও তাহাকে সাধুবাদ দিয়া ধর্মোপদেশ প্রদান করিব। তজ্জ্বল্যে সে শ্রোতাগতি বল লাভ করিবে এবং উপস্থিত শ্রোতৃবর্গও উপকৃত হইবে।” এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি পঞ্চমত জিন্দু সমভিব্যাহারে শ্রাবণী হইতে আলবী রাজ্যের অগ্গালব বিহারে উপস্থিত হইলেন। আলবীবাসীরা তাঁহাব আগমন সংবাদে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল।

সেই তাঁতির মেয়েও এই সংবাদ শ্রবণে চিন্তা করিল, ‘দীর্ঘ দিন পরে আমার পিতা, পরিজ্ঞাতা, আচার্য এবং পূর্ণচন্দ্র সদৃশ মহাসৌভাগ্য বুদ্ধ আসিয়াছেন। তিন বৎসর পূর্বে তাঁহার স্বর্ণকাস্তি দেহ দেখিরাছিলাম, এখন আবার তাঁহাকে দেখিতে এবং তাঁহার মনোমুগ্ধকর উপদেশাবলী শ্রবণ কবিতে পারিব।’

তাঁহাব পিতা কর্ণশালার বাইবার সময় তাহাকে বলিল, ‘মা, একজন লোকের কাপড় অগ্নি বুনিয়া দিবার ক্ষমতা অগ্নির পারিশ্রমিক নহিরাছি। সেই কাপড় বয়ন প্রায় শেষ হইয়াছে, মাত্র এক বিদগ্ধি অবশিষ্ট আছে। তাহা অগ্নি বয়ন করিয়া শেষ করিতে হইবে। তুমি হতাশলি ‘জানা’ দিয়া নীচ তাঁতশালার আস।’

পিতার আদেশ শ্রবণে সে চিন্তা করিল—“আমি অগ্নি বুদ্ধের দর্শন শুনিতে

ইচ্ছা করিয়াছি। কিন্তু পিতা স্বভাবলি 'তানা' দিতে আদেশ দিয়া গেলেন। এখন আমার কি ক'বা উচিত? ধর্ম্ম স্নানিতে বাইব, না 'তানা' দিব।" আবার চিন্তা করিল—“যদি আমি পিতার আদেশ পালন না করি তবে তিনি আমার প্রহাৰ করিতে পাবেন, অতএব আমি আগে পিতার আদেশ পালন করিয়া পরে ধর্ম্ম স্নানিতে বাইব।” এই স্থিতি কবিতা সে 'তানা' দিতে লাগিল।

আলীবাবারীয়া ভগবানকে আহাৰ করাইয়া ধর্ম্ম শ্রবণ কবিত্তে উপবেশন কবিল। ভগবান ভাবিলেন, “আমি বাহার ক্ষত ত্রিঃ৭৭ যোজন দূবে আগমন কবিত্তা, সে এখনও অবসর পাইল না। সে আসিলেই তবে ধর্ম্ম দেশনা আরম্ভ করিব।” এই ভাবিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। এই অবস্থায় স্নগতে এমন কেহ নাই, যে তাঁহাকে কিছু বলিতে সাহসী হয়। কিছুক্ষণ পবে সেই বালিকা 'তানা' বলিয়ার পুত্রিরা পিতাব নিকট বাইবান সময় সেই সভামণ্ডপে উপস্থিত হইল। ভগবান তখন গ্রীবা উর্দ্ধমিবে করিয়া তাহাব দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিলেন। বালিকা বুকিল, ভগবান তাহার আগমন প্রত্যাশাই নীচবে বসিয়া রহিয়াছেন। সে তাহার কাপড় বুনিবাব সামগ্রী একস্থানে রাখিয়া বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইল। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

“কুমারি, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?”

“ভস্মে, তাহা আমি জানি না।”

“কোথায় বাইবে?”

“ভস্মে, তাহাও আমি জানি না।”

“জান না?”

“ভস্মে, জানি না।”

“জান?”

“ভস্মে, জানি না।”

ভগবান এইরূপে তাহাকে চারিটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কবিলেন। উপস্থিত জনতা বালিকার উত্তর শুনিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। তাহারা বলিতে লাগিল—“দেখ, হীন জাতিব মেয়ে বুদ্ধের সঙ্গে বাহা মূখে আসিতেছে তাহাই বলিতেছে। তাহাকে বুদ্ধ যখন জিজ্ঞাসা করিলেন—‘কোথা হইতে আসিতেছ?’ সে কি ‘পিতৃগৃহ হইতে আসিতেছি’ বলিতে পাবিল না?’ কোথায় বাইতেছ’ জিজ্ঞাসিত হইয়া ‘তাতশালায় বাইতেছি’ বলিতে, পারিল না?’

ভগবান তাহাদিগকে নীরব করিয়া বালিকাকে বলিলেন—“কুমারি, ‘কোথা

হইতে আগিতেছ' জিজ্ঞাসিত হইয়া তুমি কেন 'জানি না' বলিয়া উত্তর দিলে ?"

"ভক্ত, আমি যে পিতৃসুহৃৎ হইতে আগিতেছি, তাহা আপনি অবগত আছেন। আপনার প্রশ্নের অর্থ হইতেছে, আমি কোথা হইতে আসিয়া এখানে ভ্রম গ্রহণ করিয়াছি। তৎকর্ত্ত আমি বলিলাম—'জানি না'।"

"কোথায় বাইতেছ' জিজ্ঞাসিত হইয়া কেন 'জানি না' বলিলে ?"

"ভক্ত, আমি যে কাপড় বুনবার সামগ্রী লইয়া তাঁতশালায় বাইতেছি তাহা আপনি জ্ঞাত আছেন। আপনার প্রশ্নের অর্থ হইতেছে, এখান হইতে যত্ন পর আমি কোথায় বাইব। তাহা আমার জ্ঞাত না থাকায় আমি বলিয়াছি, 'জানি না'।"

"'জান না' জিজ্ঞাসিত হইয়া 'জানি' বলিলে কেন ?"

"ভক্ত, আমার যে যত্ন হইবে আমি তাহা জানি। এইজন্ত বলিয়াছি, 'জানি'।"

"কেন 'জান' জিজ্ঞাসিত হইয়া 'জানি না' বলিলে ?"

"ভক্ত, আমার যে যত্ন হইবে আমি তাহা জানি বটে কিন্তু রাজি কিবা দিবসেব কোন সময় যে যত্ন হইবে তাহাত জানি না। এই হেতু বলিয়াছি 'জানি না'।"

ভগবান তাহার বথার্থ উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে সাধুবাদ প্রদান করিলেন এবং উপস্থিত জনতাকে বলিলেন,—“তোমরা কেবল উপহাসই করিতে পার। এই বালিকা যে উদ্দেশ্যে সেইরূপ বলিল তাহা বুঝিবার শক্তি তোমাদের নাই। বাহাদের জ্ঞানচক্ষু আছে তাহারাই চক্ষুমান, বাহাদের জ্ঞানচক্ষু নাই তাহার প্রকৃত অন্ধ।"

উপদেশ সমাপ্ত হইলে বালিকা শোভাপত্তি ফল লাভ করিল এবং ভগবানের ধর্ম দেশনাও সার্থক হইল।

অতঃপর বালিকা বস্ত্রবয়নের সামগ্রী হস্তে পিতার কর্মশালায় উপস্থিত হইল। তখন তাহার পিতা উপবিষ্টাবস্থায় নিদ্রা বাইতেছিল। বালিকা তাঁতে কাপড় বয়ন করিতে লাগিল। তাহার পিতাও হঠাৎ জাগ্রত হইয়া অসাবধান হইয়া যেই কার্য আরম্ভ করিল, অমনি তাঁতের 'মাক্' বালিকার বক্ষে পড়িয়া বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। সে তৎক্ষণাৎই যত্নসূত্রে পতিত হইল।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

### যক্ষ দমন

#### আলবক

শ্রাবস্তী হইতে ত্রিশং যোজন ব্যবধানে হিয়ানর পর্বতের পাদদেশে আনবী বাণ্য অবস্থিত ছিল। এতদিন সেই বাণ্যের রাজা যুগুয়া বরিবার মানসে সৈন্ত লামন্ত লইয়া বনে প্রবেশ করিলেন। তিনি সকলকে বলিলেন—“দাহার পাখু” দিরা যুগ পলারন করিবে সে যুগুয়ার নিপুণ নহে বলিয়া ধারণা করিব।” দৈবযোগে সেইদিন বাণ্যর পাখু দিয়াই একটি যুগ পলারন করিল। বাণ্য লক্ষিত হইয়া বেগে ভীষ লইয়া যুগের পশাচ্চাবন করিলেন এবং তিন যোজন অভিক্রম করিয়া যুগ বধ করিলেন। মাংসের প্রয়োজন না থাকিলেও সহচরদের বিখান উৎপাদনের নিমিত্ত তিনি যুগটি দুই খণ্ড করিয়া যুগ মহ নগরের বহির্ভাগে অবস্থিত নিবিড় ছায়া সমাহুল একটি জগ্ৰোধ বৃক্ষ-মূলে শ্রান্তি অপনোদনের নিমিত্ত উপস্থিত হইলেন। সেই বৃক্ষ-মূলে আলবক নামে নরতুক এক বক্ষ বাস করিত। সেই বক্ষ মধ্যাহ্নে প্রাণীরা সেই বৃক্ষ নিম্ন ছায়ায় বিশ্রাম করিতে আসিলে ভাষণ করিয়া ভীষন বাণন করিত। সেইদিন সে রাজাকে দেখিয়া ভাষণ করিতে উপস্থিত হইল। বাণ্য অনন্তোগায় হইয়া বলিলেন—“আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমি প্রতিদিন তোমার ভক্ত একটি মন্তু ও এক পাখ অন্ন প্রেরণ করিব।” বক্ষ বলিল—“তুমি রাষ্ট্রব্যর্থে মন্তু হইয়া ফুলিয়া বাইবে। কিন্তু যে এই বৃক্ষ-মূলে উপস্থিত হয় নাই কিবা উপস্থিত হইবার আদেশ পাও নাই, আমার তাহাকে ভক্ষণ করিবার বিধান নাই। যদি আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিই তাহা হইলে অন্ন কি খাইয়া জীবন বাণন করিব?” রাজা বলিলেন—“সেইদিন আমি তোমার ভক্ষ্য মন্তু না পাঠাইব, সেইদিন আমাকে স্বমিরা ভক্ষণ করিবার ভক্ত আদেশ দিলাম।” তচ্ছবশে বক্ষ বাণ্যকে মুক্তি প্রদান করিল। রাজা মুক্তি লাভ করিয়া নগরান্তিমুখে প্রস্থান করিলেন। তাহার সৈন্যের নগরের বহির্দেশে স্বস্তাবারে অবস্থান করিতেছিল। তাহার রাজাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল। তিনি তাহাদের নিকট কিছু প্রকাশ না করিয়া নগরে প্রত্যাগমন করিয়া নগর-রক্ষকের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন।



নগর-রক্ষক জিজ্ঞাসা করিল—

“মহারাজ, আপনি কি সময় নির্দিষ্ট করিয়া আসিয়াছেন?”

“না, সময় নির্দিষ্ট কবিয়া আসি নাই।”

“বাহা হইবাব হইবে, আপনি নিশ্চিত থাকুন। আমি তাহাব যে কোন প্রতিকার করিব।”

নগর-রক্ষক কাবাগাবে বাইরা বাহারা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত তাহাদিগকে সম্বোধন কবিয়া বলিল,—“যে প্রাণদান চাও সে বাহিব হইয়া আস।” তাহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন কবিয়া যে বাহিব হইল তাহাকে স্নানাহার কবাইয়া বলিল—“এই অন্নগুলি বন্ধকে দিয়া আস।” সে সন্ন লইয়া বৃক্ষ মূলে উপস্থিত হওয়া মাত্রই বন্ধ তাহাকে পদ্মনালেব স্নান চর্চন কবিয়া বাইরা কেলিল। বন্ধেব হস্তগত হইলে মাতৃবের দেহ নবনীত পিণ্ডের স্নান কোমল হইয়া যায়। দুয় হইতে পথিকেবা তাহার এই দশা বিপর্যয় দেখিয়া ভীত জন্তু হইয়া য় য় আত্মীয় স্বজনের নিকট উক্ত ঘটনা প্রকাশ কবিয়া কেলিল। রাজা অপবোধীকে স্নেহেব আহ্বার্যরূপে প্রেরণ করেন এই সংবাদ বখন প্রচাব হইয়া পড়িল, তখন চোবেবা চৌধ্য হইতে বিবত হইল। পুৰাতন অপবোধীদিগকে বন্ধ ভক্ষণ কবিয়া কেনার এবং নূতন অপবোধীবও অভাব হওয়ার কারাগার অপবোধী শূন্য হইয়া গেল। এই সংবাদ নগর-রক্ষক রাজাকে জ্ঞাপন করিল। রাজা মূল্যবান সামগ্রী স্নানার কেলিয়া রাখিতে আদেশ দিলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন, এইগুলি যে গ্রহণ কবিবে তাহাকে বন্ধের আহ্বার্যরূপে প্রেরণ করিব। মন্ত্রেরা রাজার আচরণে এতই সন্তুষ্ট হইয়াছিল যে, কেহই বাতায় পরিত্যক্ত দ্রব্য স্পর্শও করিল না। তিনি অপবোধী না পাইয়া মন্ত্রীদিগকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। মহারাজ বলিল,—“প্রত্যেক বংশ হইতে এক একজন বৃদ্ধকে—যে অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে সেমন লোককে পাঠাইব।”

রাজা বলিলেন—“তেমন কাজ করা উচিত হইবে না। সেরূপ করিলে কেহ বলিবে, ‘আমার পিতাকে লইয়া গেল,’ কেহ বলিবে, ‘আমার পিতামহকে লইয়া গেল।’ এরূপ বলিয়া সকলে বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে।”

“তাহা হইলে উত্তানশায়ী ছেলে পাঠাইব। সেরূপ ছেলের প্রতি ‘আমার মাতা’, ‘আমাব পিতা’—বলিয়া কাহারও স্নেহ নাই।”

এই প্রস্তাবে রাজা সন্তুষ্ট হইলেন। মহারাজ তদ্রূপ করিতে নাগিল। তদর্শনে কুল ললনাবা য় য় উত্তানশায়ী সন্তান সন্ততির জীবন রক্ষার্থ এবং গর্ভবতীরা

ভাবী ছেলেমেয়ের জীবন রক্ষার্থে অল্প দেশে পলায়ন করিল। যখন তাহাদের ছেলে মেয়ে বড় হইল তখন তাহারা কিবিয়া আসিল। এরূপে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইল।

একদিন মন্ত্রীরা সমস্ত নগরে অহুসস্থান করিয়া একটি ছেলেও না পাইয়া রাজাকে বলিল—

‘মহারাজ, আপনার অস্তঃপুত্র স্ব রাজকুমার ব্যতীত নগরে আর কোন উত্তরাধিকারী ছেলে পাওয়া গেল না।’

‘আমার পুত্র যেমন আমার স্নেহের পাত্র, তেমন সকলের ছেলেই সকলের মেহপাত্র। কিন্তু জগতে স্বীয় প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম আর কেহই নহে। অতএব রাজকুমারকেও দিয়া আমার প্রাণ বক্ষা কর।’

কুমার আলবকের জননী কুমারকে রান করাইয়া শরীবে গন্ধ-মাল্য লেপন পূর্বক কোমরবন্ধে আবৃত কবচঃ কোলে করিয়া উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় রাজ-কর্মচারীরা রাজাদেশে রাণীর অঙ্গ হইতে নবনীত সদৃশ অকোমল কুমারকে ছিনাইয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

কালরাত্রি প্রভাত প্রায় হইল। সেই দিন অমাবস্তা। বকশায়র বৃদ্ধ দিব্যনেত্রে আলবী রাজ্যেব ভাবী উত্তরাধিকারীরর হৃদয় বিদ্যাবক দৃষ্ট দর্শনে করুণায় বিগলিত হইয়া স্বর্ঘ্যোদয়েব এই পূর্বেই সেই নরমাংস লোলুপ জগত্ত্যাগ বন্ধের আবাসে উপস্থিত হইলেন। অলক্ষণ পবে আলবক বক্ষ আসিয়া বলিল—

‘হে শ্রমণ, বাহিরে আস।’

বুদ্ধ বাহিরে গেলেন।

এইভাবে সে বুদ্ধকে তিনবার বাহিরে আসিতে এবং তিনবার ভিতরে বাইতে আদেশ করিল। বুদ্ধ তাহার আদেশ পালন করিলেন। সে পুনরায় বলিল—

‘হে শ্রমণ, বাহিরে আস।’

বুদ্ধ বলিলেন—‘আমি আর বাহিরে আসিব না। তোমার বাহা ইচ্ছা হয় তাহা করিতে পার।’

‘হে শ্রমণ, আমি তোমাকে গ্রন্থ জিজ্ঞাসা করিব। যদি আমার প্রশ্নের সন্তুস্তর দিতে না পার, তবে তোমার চিত্ত বিক্লিষ্ট করিব, কিবা বক্ষ বিদীর্ণ কবিব, অথবা পায়ে ধরিয়া তুলিয়া গঙ্গার অপন্ন পায়ে নিক্ষেপ কবিব।’

‘হে বক্ষ, দেব-মার-ব্রহ্মলোকের মধ্যে আমি এমন কাহাকেও দেখিতে

পাইতেছি না, যে আশাব চিত্ত ..। এখন তোমার বাহা অভিক্রটি হয়, তাহা জিজ্ঞাসা কবিত্তে পার।”

আলবক বন্ধ জিজ্ঞাসা করিল—

“ইহলোকে মানবের শ্রেষ্ঠ ধন কি? কি কাজ করিলে সুখ পাওয়া যায়? সংসারে সর্বাপেক্ষা মিষ্টতম কি? কোন্ জীবনইবা শ্রেষ্ঠ জীবন বলিয়া অভিহিত?”

“বিশ্বাসই মানবের শ্রেষ্ঠতম ধন। ধর্মাচারপন্থেই সুখ পাওয়া যায়। সত্য বাক্যই অগতে মিষ্ট হইতে মিষ্টতম। জ্ঞানীর জীবনই সংসারে শ্রেষ্ঠ জীবন বলিয়া অভিহিত।”

“কিঙ্গণ সংসার-স্রোত অভিক্রম করিতে পাবা যায়? কিঙ্গণে সংসার-সাগর পার হইতে পারা যায়? দুঃখের হস্ত হইতে কিঙ্গণে নিস্তার পাওয়া যায়? কিঙ্গণেই বা পবিত্র হওয়া যায়?

“বিশ্বাস-বলে ভব-স্রোত এবং অপ্রবাদের দ্বারা সংসারঅর্গব পাব হইতে পারা যায়। বীর্য প্রভাবে দুঃখ অভিক্রম কবিত্তে পারে। প্রজ্ঞাধারা পবিত্র হইয়া।”

“কিঙ্গণে প্রজ্ঞা ও ধন লাভ কবিত্তে পারে? কিঙ্গণে প্রশংসা প্রাপ্ত হওয়া যায়? কিসের দ্বারা মিত্র লাভ হয়? কিঙ্গণেই বা মৃত্যুর পর শোক কবিত্তে হয় না?”

“বুদ্ধের বাক্য যে শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ ও পাঠ করে সেই ব্যক্তি প্রজ্ঞা, সেই ব্যক্তি আলস্য বিহীন সেই ব্যক্তি ধন, সেই ব্যক্তি সত্যবাদী সেই ব্যক্তি প্রশংসা এবং সেই ব্যক্তি দাতা সেই ব্যক্তি মিত্র লাভ কবিত্তে পারে। সেই গৃহস্থ ব্যক্তি সত্য-ধর্ম-ধৈর্য ও ত্যাগশীল সেই ব্যক্তিকে মৃত্যুর পর শোক কবিত্তে হয় না।

“সত্য-ধর্ম-ধৈর্য ও ত্যাগ ইত্যাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম অস্ত্র কোন ধর্ম আছে কিনা অস্ত্র শ্রবণ ব্রাহ্মণের নিকট জিজ্ঞাসা কবিত্তে দেখ।”

“অস্ত্র শ্রবণ ব্রাহ্মণের নিকট জিজ্ঞাসা কবিত্তে কোন প্রয়োজন নাই। কিসের দ্বারা আমার হিত সাধিত হইবে তাহা আমি অস্ত্র জানিলাম।

“ভগবান বুদ্ধ আমার মঙ্গলের নিমিত্তই আলবী দেশে আগমন কবিত্তেছেন। কিঙ্গণে পরলোকে মঙ্গল হয় তাহাও আমি অস্ত্র জানিলাম।

“বুদ্ধের ও তাঁহার সঙ্ঘের পূজা করিতে করিতে এবং বুদ্ধ-ধর্মের গুণ গান করিতে করিতে আমি প্রাণ হইতে প্রাণান্তরে, নগর হইতে নগরান্তরে ভ্রমণ

করিব।”

বুদ্ধের উপদেশ, রাজি প্রভাত এবং সাধুবাদ ধ্যান শেষ হইতে না হইতেই রাজকর্ষচারীরা রাজকুমারকে বন্ধ ভবনে লইয়া উপস্থিত হইল। তাহারা পদস্পন্ন বলিতে লাগিল,—“এইরূপ ‘সাধু’ শব্দের ধ্যানি বুদ্ধের উপস্থিতি স্থানে ব্যতীত অল্প শোনা যায় না। এখানে বুদ্ধ আসিয়াছেন কি?” এইরূপ বলিতে বলিতেই বুদ্ধের জ্যোতিঃ দর্শনে তাহাদের সম্মুখে দূর হইল। অতঃপর তাহারা লাহসে নির্ভব করিয়া পূর্বের দ্বার বাহিরে না থাকিয়া গৃহান্তরে ঢুকিয়া দেখিল,—বুদ্ধ বন্ধ-ভবনে বসিয়া আছেন এবং বন্ধ কৃতান্তলি হইয়া পাড়াইয়া রহিয়াছে। তখন তাহারা বন্ধকে বলিল,—“হে বন্ধরাজ, এই কুমারকে তোমার আহ্বানের নিমিত্ত আনিয়াছি; তাহাকে তোমার বাহ্য অভিরুচি হয় তাহাই কর।”

বন্ধ তদ্রূপে বিশেষতঃ বুদ্ধের সম্মুখে এইরূপ বলার বিশেষভাবে লজ্জিত হইল। সে কুমারকে উত্তর হস্তে লইয়া বুদ্ধকে অর্পণ করিয়া বলিল, “ভগ্নে, এই কুমার আমার জন্ম প্রেরিত চইয়াছে, ইহাকে আমি আপনাকে প্রদান করিলাম, বেহেতু, বুদ্ধেরা পরম হিতৈষী। এই বালককে তাহার হিতমুখর জন্ম দয়া করিয়া গ্রহণ করুন।

“চক্ষুমান শতপ্রকার শুভ-লক্ষ্য লাহিত ও সর্বাদ পরিপূর্ণ এই বালককে প্রসন্ন চিত্তে আপনাকে প্রদান করিলাম। জগতের হিতার্থে গ্রহণ করুন।”

বুদ্ধ কুমারকে গ্রহণ করিলেন। অতঃপর কুমারও বন্ধকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—

“হে বন্ধ, এই কুমার দীর্ঘায়ু লাভ করুক এবং ভূমিও পরম স্বখে সুখী হও।”

বন্ধ বলিল—

“ভগবন্, আপনি ব্যাধিহীন হইয়া জগতের হিতের নিমিত্ত অবস্থান করুন। এই কুমার বুদ্ধ-বর্ধ ও সজ্জের শরণে গমন করিতেছে।”

বুদ্ধ কুমারকে রাজ কর্ষচারীদিগকে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, “এই বালক এখন তোমাদিগকে পোষণ করিবার জন্য প্রদান করিলাম, সে বড় হইলে আমাকে প্রত্যর্পণ করিও।”

এইরূপে বালকটি রাজকর্ষচারীর হস্ত হইতে বন্ধের হস্তে, বন্ধের হস্ত হইতে বুদ্ধের হস্তে এবং বুদ্ধের হস্ত হইতে পুনবার রাজকর্ষচারীর হস্তে অর্পিত হওয়া তাহার নাম হইল—হস্তান্তরক। কর্ষচারীরা বালকটিকে লইয়া রাজবাড়ীতে

কিবিয়া আসিল এবং বাহার অঙ্ক হইতে ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছিল সেই পুত্রশোক কাতরা রাণীর অঙ্কে বালককে প্রদান করিল।

বালকটি বড় হইলে তাহার মাতা-পিতা বুদ্ধের অমুকুপায় তাহার জীবন লাভ হওযাতে তাহাকে বুদ্ধ ও ভিক্ষু-সঙ্ঘের সেবার জন্য নিয়োজিত কবিলেন। সে পরে অনাগামী ঋণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পঞ্চশত পারিষদ পরিবৃত্ত হইয়া আজীবন ভিক্ষু-সঙ্ঘের সেবা করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিল। বুদ্ধ তাহাকে উপাসকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিলেন।

### সুচিলোম

গয়ায় সুচিলোম ও ধরলোম নামে দুইটি বক্ষ বাস করিত। বুদ্ধ একদিন রাজগৃহ হইতে তাহাদের আবাসস্থানে উপস্থিত হইলেন। অল্পকণ পবে বক্ষ হয় আলিয়া তাহাদের শিলালনে উপবিষ্ট বুদ্ধকে দেখিতে পাইয়া ধরলোম সুচিলোমকে বলিল, “ভাই, বাইয়া দেখ এযাত্তি কে?”

সুচিলোম বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল,—“অমণ, আমি তোমাকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। তুমি সত্ত্বের দিতে পাবিলে ভালই, নচেৎ তোমাব পদ ধরিয়া তোমাকে গঙ্গার পরপারে নিক্ষেপ করিব, অথবা তোমাব হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া ফেলিব।”

তজ্জবণে বুদ্ধ বলিলেন,—“আমি দেব-মান-জ্ঞানলোকের মধ্যে এমন কাহাকেও দেখিতেছি না, যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিবে বা পারে ধরিয়া গঙ্গাব পরপারে নিক্ষেপ করিবে। তোমাব বাহা ইচ্ছা হয় জিজ্ঞাসা কর, আমি উত্তর প্রদান কবিব।”

বক্ষ জিজ্ঞাসা করিল—

“কামাদি রিপু, ধৈর্য, স্বপা, অর্থ ও ভয় এই সবের মূল কি এবং কোথা হইতেই বা উৎপন্ন হয়? কাক যেমন শিশুদিগকে বিরক্ত করে তেমন বেই সন্দেহে মানবেব মন বিবর্ত্ত হয় সেই সন্দেহ কোথা হইতে জন্মে?”

“কামাদি রিপু, ধৈর্য, ভয়, স্বপা ও স্বর্থের মূল হইতেছে দেহ। দেহ হইতেই তাহার উৎপন্ন হয়। কাক যেমন শিশুদিগকে বিরক্ত করে, তেমন দেহ হইতে উৎপন্ন সংশয়ই মানবেব মন বিবর্ত্ত করে।

“এই সবের একমাত্র কারণ, ভ্রম। বটবৃক্ষ-মূলে উৎপন্ন মানুলতার ছায় ইহার দেহ হইতে উৎপন্ন হয়। ভ্রমাই কামস্বর্থের সহিত জড়িত আছে।

“যেই ব্যক্তি পাপ বিনাশ করিতে পারে সেই ব্যক্তিই পাপ কোথা হইতে উৎপন্ন হয় তাহা বলিতে পারে। হে বক্ষ, যে এই ভব-সমুদ্র পার হইয়াছে, সে আর এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিবে না।”

ভগবানের এই উত্তর ও উপদেশ শুনিয়া বক্ষ সম্ভাব লাভ করতঃ অনেক প্রকারে সম্মান প্রদর্শন করিল।

---

## সংশ্লিষ্ট পশ্চিম দেবদত্তের বিজ্ঞোহ

কৌশাধীতে \* অবস্থান করিবার সময় দেবদত্তের দুর্ভাগ্যবাহ সঙ্কট হইল। তিনি একদিন নিম্নে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, আমি কাহাকে প্রসন্ন করিতে পারিলে আমার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অকস্মাৎ কুমার অজ্ঞাতশত্রুর কথা তাঁহার স্মরণপথে উদ্ভূত হইল। তখন তিনি আনন্দে অধীর হইয়া আবার ভাবিলেন, অজ্ঞাতশত্রুকে বোডন বৎসর বয়সে বেরূপ উদ্ধৃত ও তেজস্বী দেখিতেছি তাঁহাকে কোন প্রকারে আমার বেশে আনিতে পারিলে আমার সর্বত্র কার্যে পবিত্র হইতে বিলম্ব হইবে না।

কয়েকদিন পরে দেবদত্ত স্বীয় ব্যবহার্য্য সামগ্রী বথাস্থানে রাখিয়া বাজগৃহের দিকে যাত্রা করিলেন। বথাস্থান বাজগৃহে উপস্থিত হইয়া কুমার অজ্ঞাতশত্রুকে বিস্মিত করিয়া স্বীয় বেশে আনিবার মানসে লৌকিক যোগশক্তি প্রভাবে ভিক্ষু-বেশের পরিবর্তে কুমার-বেশ গ্রহণ করিলেন এবং সর্গ মেথলা ধারণ করিয়া আকাশপথে আসিয়া অজ্ঞাতশত্রুর অঙ্গে নিপতিত হইলেন। তদ্বর্ণনে কুমার অজ্ঞাতশত্রু আতঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয়, আপনি কে?”

“কুমার, আমাকে দেখিয়া ভীত হইতেছেন কি?”

“হা, ভীত হইতেছি; আপনি কে বলুন।”

“আমি দেবদত্ত।”

“ভগ্নে, আপনি যদি সত্যই আর্থ্য দেবদত্ত হইয়া থাকেন, তবে স্বীয় বেশ ধারণ করুন।”

তখন দেবদত্ত কুমার-বেশ পরিবর্তন করিয়া ভিক্ষু-বেশ ধারণ করিলেন এবং কুমারের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। অজ্ঞাতশত্রু দেবদত্তের এই প্রকার অলৌকিক শক্তি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। সেইদিন হইতে তিনি সপারিষদ পঞ্চমত রথারোহণে প্রত্যহ দুইবার দেবদত্তের বাসস্থানে গমনাগমন এবং পঞ্চমত ব্যক্তির উপযোগী বাস্তব প্রেরণ করিতে লাগিলেন।

তদ্বর্ণনে কতিপয় ভিক্ষু ভগবান বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে উক্ত সংবাদ নিবেদন করিলেন। তদ্বর্ণনে বুদ্ধ বলিলেন—

---

\* বর্তমান নাম কোমস, জেলা এলাহাবাদ।

“ভিক্ষুগণ, তোমরা দেবদত্তের ছায় লাভ-সন্মান-প্রতিপত্তি কামনা করিও না। যেইদিন হইতে কুমার অজ্ঞাতশত্রু প্রত্যহ দুইবার তাহার দর্শন-মানসে গমনাগমন করিতেছে এবং পঞ্চশত লোকের উপযোগী বাস্তব প্রেরণ করিতেছে, সেইদিন হইতে দেবদত্তের পুণ্য সঙ্ঘের অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে কর।

ভিক্ষুগণ, অতিশয় ক্রুদ্ধ কুহুরের নাসিকার পিত্ত নিষ্ক্ষেপ করিলে কুতুব যেমন অধিকতর ক্রুদ্ধ হয়, তেমনই লাভ-সন্মান-প্রতিপত্তি দেবদত্তের বিনাশের নিমিত্তই উৎপন্ন হইয়াছে।

ভিক্ষুগণ, দেবদত্তের লাভ-সন্মান তাহার আত্মনাশের নিমিত্তই উৎপন্ন হইয়াছে।

“বেমন কদলী-বৃক্ষ বেণু, ( বাঁশ ), নল (বাকুবা) এবং অশ্বতরী আত্মবিনাশের নিমিত্ত ফল প্রসব কবে, দেবদত্তেরও তেমন আত্মনাশের নিমিত্ত লাভ-সন্মান উৎপন্ন হইয়াছে।”

এক সময় ভগবান বুদ্ধ বৃহৎ সভা মণ্ডপে ধর্মোপদেশ প্রদান করিতেছিলেন। সেই সভায় রাজা বিবিশাব সহ সম্রাট নাগরিকবর্গও উপস্থিত ছিলেন। সকলে ধর্মোপদেশ শ্রবণান্তর প্রস্থান বিবিবাব উভোগ করিতেছেন এমন সময় অনস্মাৎ দেবদত্ত দণ্ডায়মান হইয়া ভগবানকে কৃতান্তলিপুটে বলিতে লাগিলেন—

“ভগ্নে, আপনি এখন জবাতীর্ণ হইয়া বার্কক্যে উপনীত হইয়াছেন। এখন আপনার নিশ্চিতমনে কাল অতিবাহিত কবিবার সময় উপস্থিত। অতএব আপনি ভিক্ষু-সম্ম পরিচালনার ভার আমাকে অর্পণ করুন।”

“দেবদত্ত, প্রয়োজন নাই, এইরূপ হুভিপ্রায় মনে পোষণ কবিও না।”

দেবদত্ত বারবার তাঁহার বক্তব্য জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। বুদ্ধ তাঁহার অতিশয় ব্যাকুলতা দেখিয়া পুনরায় বলিলেন—

“দেবদত্ত, শারীপুত্র ও মৌদগল্যাদেনের ছায় আমার সর্বপ্রধান শিষ্য হয়েও আমি ভিক্ষু-সম্ম পরিচালনার অধিকার দিতে পারি না, তোমার ছায় নিগ্ধবৎ ( থুথু সদৃশ ) নগণ্য ব্যক্তিকে কিরূপে দিতে পারি ?”

বুদ্ধের বাক্য শুনিয়া দেবদত্ত ক্রোধে অধীর হইয়া ভাবিলেন,—“যেই সভায় রাজা সহ সম্রাট নাগরিকবর্গ উপস্থিত আছেন, তেমন প্রকাশ্য স্থানে বুদ্ধ আমাকে যুগিত নিগ্ধবৎ বলিয়া অপদৃষ্ট করিলেন, আর শারীপুত্র ও মৌদগল্যাদেনের গোঁরব বৃদ্ধি সহায়তা করিলেন।” এইরূপ ভাবিয়া সদন্ত সভাস্থল ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তদর্শনে ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষু-সম্মকে সহোদন বলিয়া



আদেশ দিলেন—

“ভিক্ষুগণ, সত্ত্ব রাজগৃহে দেবদত্তের প্রকাশনীর কর্তব্য করুক। এখন দেবদত্তের স্বভাবের গবিবর্জন সাক্ষিত হইয়াছে। সে কার-বাক্য-মনে বাহা আচরণ করিবে এই-হইতে তাহার কৃতকর্মের জন্য সে-ই দায়ী হইবে। তজ্জন্ত বুদ্ধ কিম্বা ভিক্ষু-সত্ত্ব দায়ী নহেন, এই কথা রাজগৃহে ঘোষণা কর।”

এদিকে দেবদত্ত নিজকে বুদ্ধের অনিষ্টসাধনে অসমর্থ ভাবিয়া রাজশক্তির সাহায্য গ্রহণ মানসে তাঁহার প্রতি অহুবক্ত কুমার অজাতশত্রুর নিকট উপস্থিত হইয়া কোশলজ্ঞান বিস্তার পূর্বক বলিলেন—“যুবরাজ, মহত্ত্বের পনমায় বড়ই অল্প; এখন মহত্ত্ব পূর্বকালেব দ্বায় দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারে না। আপনি যদি রাজ্যস্বর্গ উপভোগ করিতে চাহেন, তবে আপনার পিতা বিষমাবকে নিহত করিয়া রাজ-সিংহাসন অধিকার করুন। আমিও বুদ্ধকে হত্যা করিয়া নিশ্চিন্তভাবে বুদ্ধের দ্বায় মান-সন্ধান লাভের সঙ্কল্প করিবাছি।” কুটিল দেবদত্তের স্নানোদ্ধকব বাণী সবল অথচ অপরিণামদর্শী যুবক অজাতশত্রু হিতাবহ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তিনি এই হইতে পিতৃহত্যার স্বেযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। একদিন যথাস্থানে একমাত্র গ্রহণী অন্তঃপুর দ্বাৰ রক্ষায় নিয়োজিত আছে, এমন সময় অজাতশত্রু তাঁর অস্ত্র বস্ত্রাবৃত করিয়া স্মৃতিত পদে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে উত্তত হইলেন। তাঁহাকে অসময়ে স্প্রপ্রপজিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে উত্তত দেখিয়া গ্রহণী পতিবোধ কবিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

“কুমার, আপনি কেন অসময়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে উত্তত হইয়াছেন?”

অজাতশত্রু ইতত্ততঃ করিয়া বলিলেন—

“আমি স্বহস্তে পিতৃ হত্যা করিতে চাই।

“কে আপনাকে এই স্মৃতিত কার্যে প্ররোচনা দিয়াছে?”

“আর্য্য দেবদত্ত।”

তখন গ্রহণী কুমারকে সঙ্গে কবিয়া রাজ্য বিধিলাবেব নিকট উপস্থিত হইল এবং সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন কবিল। তখন বিষমাব সম্মুখে অজাতশত্রুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

“বৎস, তোমার বিরুদ্ধে গ্রহণী বেই গুরুতব অভিযোগ উপস্থিত কবিল, তাহা কি সত্য?”

“হাঁ, সত্য।”

“তুমি আমাকে কেন হত্যা করিতে চাও?”

“আপনি জীবিত থাকিতে আমি সিংহাসন লাভ করিতে পারিব না, এই

হেতু আপনাকে নিহত করিয়া আমি সিংহাসন লাভের পথ নিষ্কটক করিতে চাই।”

“বৎস, এই জরাজীর্ণ বৃদ্ধ পিতাকে হত্যা করিয়া কেন হস্ত কণ্ঠিত করিবে ? তুমিই ত সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। অতঃপর আমি তোমাকে রাজ্যভাব অর্পণ করিলাম। আশীর্বাদ করি, তুমি রাজ্যের এবং প্রকৃতিগুণেব হিত সাধন করিয়া সাক্ষ্যমণ্ডিত হও। তোমার বশ-সৌরভ দেশ দেশান্তরে বিস্তৃত হউক।”

অজাতশত্রু এখন মনঃবের অধীশ্বর। একদিন দেবদত্ত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

“মহারাজ, আমার উপদেশ পালন করিয়া আপনার মনঃস্থায়ী সাক্ষ্য লাভ করিয়াছে, কিন্তু আমি এখনও বুকে হত্যা করিতে পারি নাই। যে কোন প্রকারে তাঁহাকে হত্যা করিয়া আমার বৃদ্ধ হস্ত চাই। মহারাজের নিকট আমার নিবেদন,—মহারাজ অচ্যুত করিয়া বুকে হত্যা করিবার জন্য আমাকে ৩২ জন তীরন্দাজ প্রদান করুন।”

রাজ সিংহাসনেব অধিকারের জন্য অজাতশত্রু তাঁহার সহোদর কিম্বা বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণের প্রাণ সংহারে উত্তম হইরাছিলেন এবং বিধিগত ভ্রাতার অভ্যুদয়, শীলবান ও বিমল আশ্রয়কার নিমিত্ত ভিক্ষুরূপে বুকের শব্দাংশ হইরা-ছিলেন।\* অজাতশত্রু নাদরে দেবদত্তের প্রভাবে সন্তুষ্ট হইলেন। একদিন দেবদত্ত জনৈক তীরন্দাজকে আদেশ করিলেন, গৃহে, ভ্রমণ গৌতম গৃহকূট পর্বতে\* অবস্থান করিতেছেন। তুমি তীর নিক্ষেপে তাঁহাকে নিহত করিয়া অমুক রাস্তা দিয়া প্রত্যাবর্তন কর।

বেই রাস্তা দিয়া তীরন্দাজকে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ দিলেন, সেই রাস্তায় অজাতশত্রু তীরন্দাজকে আদেশ দিলেন, এই রাস্তা দিয়া জনৈক তীরন্দাজ আগমন করিবে, তুমি তাহাকে হত্যা করিয়া অমুক রাস্তা দিয়া

\* খেরগাখট্ট কথা। [এ সময়ে অঃ দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর লিখিয়াছেন, অজাতশত্রু ধর্মাক্রান্ত বশস্ত দেবদত্তের মায়ার বৃদ্ধ ও তাঁহার উত্তেজনার উত্তেজিত হইয়া বুকের প্রতি শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইবার লোক ছিলেন না। তাঁহার সিংহাসন লাভ ও রাজত্বের পক্ষে কটক বন্ধন তাঁহার ভ্রাতাগণ বুকের আশ্রয়ে প্রাণ রক্ষা করিতেছেন ইহাই বুকের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষের প্রকৃত কারণ বলিয়া অনুমিত হয়।]—বৌদ্ধগ্রন্থ কোষ ; † বর্তমান রাম কৃষ্ণগিরি—জেনা পাটনা।



প্রত্যাবর্তন কর। এই নিয়মে একদলে চারিজন, একদলে আটজন এবং অন্য দলে ১৬ জন ভীরন্দাজ প্রবেশ করিলেন।

প্রথম ভীরন্দাজ যথাসময় মাংসপাত্র হস্তে বুদ্ধের বাসস্থানে উপস্থিত হইল বটে কিন্তু তাঁহার উপবাসী নিক্ষেপ কবিত্তে সমর্থ হইল না, বরং তাঁহার শরণ গ্রহণ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল — “ভিক্ষু, অজ্ঞানতা বশতঃ আমি বেই গুরুতর কার্য সাধনোদ্দেশ্যে এখানে আসিয়া অপরাধ করিয়াছি, তজ্জন্য অমৃতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা কবিত্তেছি। করুণা পরবশ হইয়া এই অধমকে ক্ষমা করুন।” করুণাময় বুদ্ধ তাহাকে ক্ষমা কবিত্তা দেবদত্তের অনির্দিষ্ট রাক্ষা দিয়া প্রত্যাবর্তন করিতে উপদেশ দিলেন। অপব ভীরন্দাজেবা পূর্বোক্ত ভীরন্দাজ আগিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া বুদ্ধের বাসস্থানে উপস্থিত হইল এবং তাহারাত্ত বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণে পবিত্র হইয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ কবিত্তঃ অন্ত বাস্তা দিয়া প্রত্যাবর্তন করিল। এই নিয়মে ৩২ জন ভীরন্দাজই বুদ্ধের শরণাগত হইল।

প্রথমাগত ভীরন্দাজ দেবদত্তের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, “মহাশয়, আমি ভগবান বুদ্ধকে হত্যা করিতে পারিলাম না, কেননা তাঁহার জ্ঞান অলৌকিক শক্তিশালী মহাপুরুষকে হত্যা করা আমাব কাজ নহে।”

“বাহা হউক, তুমি হত্যা করিতে না পারিলেও আমি বহুশেষেই তাঁহার প্রাণ বিনাশকরিব।”

একদিন ভগবান বুদ্ধ গৃধ্রকূট পর্বতের ছায়ায় পাদচারণ করিতেছেন, এমন সময় দেবদত্ত ধীরপদ বিক্ষেপে পর্বত শিখরে আবোহণ করিয়া একটি বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড তাঁহাকে লক্ষ্য কবিত্তা নিক্ষেপ করিলেন। দৈব প্রভাবে দুইটি পর্বত শৃঙ্গ আসিয়া শিলাখণ্ডের গতিরোধ কবিল। কিন্তু উভয় পর্বত শৃঙ্গের সম্মুখে উৎপন্ন প্রস্তর কণিকা বৃন্তের চরণোপরি নিপতিত হইল। তাহাতে তাঁহার পদাস্পৃষ্ট\* নিম্পিষ্ট হইয়া শোণিত নির্গত হইতে লাগিল।

ভিক্ষুরা এই কদম্ব ভেদী সংবাদে ভয়-বিহ্বল হইয়া বিহারের চতুর্দিকে উচ্চ-শব্দে আবৃত্তি কবিত্তে করিতে পাহারা দিয়া পাদচারণ কবিত্ত লাগিলেন। ভগবান বুদ্ধ তাঁহাদের উচ্চশব্দ শুনিয়া আনন্দকে জিজ্ঞাসা কবিলেন — “আনন্দ, এরূপ উচ্চশব্দে কাহারো আবৃত্তি কবিত্তেছে?” আনন্দ সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন কবিলেন। তখন বুদ্ধ ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিতে আনন্দকে আদেশ প্রদান কবিলেন। আনন্দ আদেশ পালন কবিলেন। ভিক্ষুরা ভগবানের নিকট আসিয়া

\* অঙ্গুষ্ঠের পিসি পাদে, মম পাদাশ সঙ্ঘরা। — ধোয়াপদান,

উপবেশন করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন,—“ভিক্ষুগণ, অস্ত্রের আক্রমণে কখনও যুদ্ধের জীবন-নাশ হইতেই পারে না। বুদ্ধ বধাসময় স্বাভাবিক নিয়মেই পরিনির্বাণ লাভ করেন।”

তাঁহার পদাশ্রুত প্রস্তরাঘাতে নিশ্চিষ্ট হওয়ার ভীত বেদনা উপস্থিত হইলেও তিনি নিরুদ্বেগে সজ্জ করিতে লাগিলেন। আনন্দ সত্ত্বাটি চারিভীজ কবিতা বিস্তারিত করিয়া দিলেন। ভগবান স্মৃতি সংযুক্ত হইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে সিংহাসন গ্রাস শয়ন করিলেন। অসমতল পার্শ্বত্যাগ পথ দিয়া এই দুর্ভারোহ পর্বত শিখরে ভগবানকে দর্শন কামনার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের আরোহণ ও অবতরণ করিতে ক্লেশ হইতেছে দেখিয়া ভিক্ষুরা তাঁহাকে শিবিকার করিয়া মদক্ষুণ্ণ যুগদ্বারে লইয়া গেলেন।\* ভগবান এইস্থানে কিছুকাল অবস্থানের পথ জীবকাস্রবনে গমনের অভিনাভ প্রকাশ করিলেন। ভিক্ষুরা তাঁহাকে তথায় লইয়া গেলেন। জীবক\*\* এই মর্মভঙ্গ সংবাদ শ্রবণ করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া ব্রণে তীক্ষ্ণ চৈবজ্যের প্রলেপ প্রয়োগ করলেন এবং বলিলেন, ভগ্নে, আমি ঐশ্বাভ্যন্তরে জনৈক লোকের চিকিৎসা কার্য সমাধা করিয়া পুনরায় নির্দিষ্ট সময়ে আসিব। আমি না আসা পর্যন্ত ঔষধের প্রলেপ এইভাবে থাকুক। এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি নির্দিষ্ট সময়ে অসিবার পূর্বেই নগরবার বন্ধ হইয়া যাওয়ার ভগবানের নিকট উপস্থিত হইতে পারিলেন না। বধাসময় ভগবানের নিকট বাইতে না পারায় সারা রাত্রি তিনি উদ্বেগে অতিবাহিত করিলেন এবং অতি প্রত্যুষে আশ্রবনে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভগ্নে, আপনায় পরীয়ে কি দাহ উপস্থিত হইয়াছে?” ভগবান বলিলেন—“জীবক, বিনি রোগ-শোক হীন হইয়াছেন এবং বিহার সমস্ত বন্ধন নিখিল হইয়াছে, তাঁহার নিকট দাহ উপস্থিত হইতে পারে না।” জীবকের একবার ঔষধ প্রয়োগেই ভগবানের ক্ষত আরোগ্য হইয়া গেল।

---

\* সংযুক্ত নিকায়।

\*\*সম্রাট পকাসনী, \*\*সম্রাটগৃহে পতিতা নারী সালবতীর গর্ভে এবং বিধিগার-তনয় অভয়কুমারের ঔরবে জীবকেব জন্ম হয়। তিনি তক্ষশীলার বাইরা বিশ্ব-বিখ্যাত চিকিৎসক আত্মপ্রেম নিবট চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া রাজা বিধিগারও ভগবান বুদ্ধের গৌরবপ্রদ চিকিৎসক পদ লাভ করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিহারই জীবকাস্রবন নামে অভিহিত।

সেই সময় রাজগৃহে রাজা অজাতশত্রুব নালগিরি নামে একটি নরহস্তা হৃদ্যন্ত হস্তী ছিল। অজাতশত্রুব সমুদ্রতীরে একদিন দেবদত্ত হস্তীশালায় বাইরা হস্তী বক্ষকে আদেশ করিলেন—“ওহে, প্রথম গৌতম বধন এই রাস্তা দিয়া ভিক্ষা-চর্যায় বহির্গত হইবেন, তখন তুমি হস্তীটিকে অহিষেক সেবন কবাইরা শৃঙ্খল মুক্ত করিয়া দিবে।”\*

পরদিন পূর্বাঞ্জে ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষা-সম্ব পরিবৃত্ত হইয়া রাজগৃহে ভিক্ষাচর্যায় প্রবেশ কবিলেন। তিনি ক্রমাবধি ভিক্ষা কবিত্তে কবিত্তে দেবদত্তের নির্দিষ্ট রাস্তায় উপনীত হইলেন। তখন হস্তীরক্ষক ভগবান বুদ্ধের অভিমুখে হস্তীটি ছাড়িয়া দিল। হস্তী বুদ্ধকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া শুও উর্দ্ধদিকে করিয়া ক্রতবেগে কর্ণ সঞ্চালন করিত্তে করিত্তে তাহার দিকে ধাবিত হইল। ভিক্ষুরা তদর্শনে ভয় বিহ্বল হইয়া বুদ্ধকে বলিলেন,—“ভক্ত, নরহস্তা উন্নত হস্তী ক্রতপদে আসিতেছে! ভক্ত, পশ্চাদ্বর্তন করুন! ভক্ত, পশ্চাদ্বর্তন করুন!।”

সেই সময় লোকদের মধ্যে কেহ কেহ প্রাসাদেব উপব, কেহ কেহ গৃহের ছাদের উপর এবং কেহ বা বুদ্ধের উপর আরোহণ কবিরাছিল। তন্মধ্যে প্রহা-হীন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা বলিতে লাগিল,—অন্ত প্রথম গৌতম হস্তী দ্বারা নিহত হইবেন।” কিন্তু বাহারা প্রহাবান এবং বুদ্ধেব প্রতি অচরিত্ত তাহারা বলিতে লাগিল—“অন্ত কবীবাক্স বুদ্ধনাগেব সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হইবে বটে কিন্তু বুদ্ধ-নাগেব নিকট করীরাষ্ট্র নিশ্চয়ই পরাভূত হইবে।”

হৃদ্যন্ত নালগিরি বুদ্ধের সমীপবর্তী হইলে তিনি তাহাকে মৈত্রী দ্বারা প্রাবিত করিলেন। তখন করীরাষ্ট্র শুও অবনত করিয়া বুদ্ধেব সমীপে বাইরা নিশ্চল হইয়া বহিল। বুদ্ধ তাহার শিরোপরে দক্ষিণহস্ত স্থাপন করিয়া করুণাসিক্ত স্বরে বলিলেন,—“হে কুশ্বব, বুদ্ধ-নাগকে উৎপীড়ন করিও না। উৎপীড়ন করিলে বড় দুঃখ ভোগ করতে হইবে। যে বুদ্ধ-নাগকে পীড়ন করে সে মৃত্যুর পর দুর্গতিতে গমন করে। তুমি প্রমত্ত হইও না; কারণ প্রমত্ত ব্যক্তি স্বর্গে গমন করিতে পারে না। তুমি বাহাতে স্বর্গে গমন করিতে পার তেমন কাজ কর।”

তখন হস্তী শুও দ্বাবা বুদ্ধেব চরণ-রেণু গ্রহণ করিয়া স্বীয় মস্তকে বিকীর্ণ করিল এবং হস্তীশালায় গমনান্তর নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। সেইদিন হইতে এই হৃদ্যন্ত হস্তীটি একেবাবে শান্ত-শিষ্ট হইয়া গেল। লোকে তাহার অবস্থা দেখিরা বলিতে লাগিল,—“কেহ দণ্ড, অঙ্কশ, কেহ কেহ বা কবায় দ্বারা হস্তী দমন

করে, কিন্তু বিনাশে বিনাশে মহাবি বুদ্ধ এই দুর্ভাগ্য হস্তকে দমন করিলেন।\*

সেই দিন হইতে দেবদত্তের লাভ, সম্মান, প্রতিপত্তি হ্রাস পাইতে লাগিল এবং বুদ্ধের বাড়িতে লাগিল।

দেবদত্ত আর একদিন তাঁহার অন্তঃসার কোকানিক, কটমোর তিত্তক ও ঋণ-দেবীয় গুণ সমূহ দত্তের নিকট বাইরা বলিলেন,—“আস, বহুগণ, আমরা প্রথম গৌতমের সন্ধ্যা মধ্যে ভেদ উপস্থিত করি। আমরা তাঁহার নিকট পাঁচটি বিষয় প্রার্থনা করিব। তাহা এই—(১) ভিক্ষু আত্মজীবন অরণ্যে বাস করুক, যে গ্রামে বাস করিবে সে দোষী হইবে। (২) ভিক্ষু আত্মজীবন ভিকালক অরণ্যে জীবন বাপন করুক, যে নিম্নশ্রেণী বাইবে সে দোষী হইবে। (৩) ভিক্ষু আত্মজীবন পাণ্ডুল (পবিত্র) চীষর দ্বারা করুক, যে দানীর চীষর ব্যবহার করিবে সে দোষী হইবে। (৪) ভিক্ষু আত্মজীবন বুদ্ধ-মূলে বাস করুক, যে আচ্ছাদিত স্থানে বাস করিবে সে দোষী হইবে। (৫) ভিক্ষু আত্মজীবন মন্ত-মাংস আহার না করুক; যে আহার করিবে সে দোষী হইবে।” প্রথম গৌতম ইহাতে কখনও সন্দেহ হইবেন না। কয়েকট আমরা এই পাঁচটি বিষয় দ্বারা লোকদিগকে আমাদের প্রতি আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইব।”

দেবদত্ত নাচর ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বন্দনা করতঃ এক পার্শ্বে উপবেশন করিয়া বলিলেন, “ভগ্নে, (১) ‘ভিক্ষু আত্মজীবন অরণ্যে বাস করুক, যে গ্রামে বাস করিবে সে দোষী হইবে।’ এই নিয়ম স্থাপন করুন। ... .।”

বুদ্ধ বলিলেন, “দেবদত্ত, এইরূপ নিয়ম স্থাপনের কোন প্রয়োজন নাই। আমি তোমার প্রার্থিত প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় নিয়ম সম্বন্ধে ভিক্ষুদিগকে ইচ্ছা-ব্যাখ্যা চলিতে আদেশ দিয়াছি। চতুর্থ নিয়ম সম্বন্ধে পূর্বেই আদেশ দিয়াছি যে, তাহার দ্বারা গ্রাম ও হেমন্ত ঋতুর আত্মজীবন বুদ্ধ-মূলে বাস করুক। প্রথম নিয়ম সম্বন্ধে দৃষ্ট, প্রত্য এবং পরিপূর্ণিত\* মন্ত মাংস আহার না করিবার জ্ঞান আমি পূর্বেই আদেশ দিয়াছি।”

বুদ্ধ তাঁহার প্রার্থনার সন্দেহ না হওয়ায় তিনি সন্তুষ্ট হইয়া সপারিষদ দ্বারা প্রস্তাব করিলেন এবং জনসাধারণকে জ্ঞাপন করিলেন,—“আমরা প্রথম গৌতমের নিকট পাঁচটি নিয়ম বিধিবদ্ধ করিতে প্রার্থনা করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি সন্দেহ

\* স্বীয় উদ্দেশ্যে হত্যা করিতে দেখিলে, তদনন্তর অথবা সন্দেহ হইলে মন্ত মাংস আহার করিতে পারে না।—বসিষ্ট নিকায়ে।

হইলেন না। অতএব আমরা তাঁহার নিকট হইতে পৃথক ভাবে উক্ত পঞ্চবিধ নিয়ম প্রতিপালন করিব।”

এই সংবাদ ভিক্ষুরা ভগবান বুদ্ধকে নিবেদন করিলেন। তখন তিনি দেবদত্তকে আহ্বান করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—“দেবদত্ত, তুমি কি সন্ধ্যের মধ্যে ভেদ উপস্থিত কবিতে সক্ষম করিয়াছ?” “ভক্তে, তাহাই আমার কামনা।” “দেবদত্ত, যনে ঐরূপ সঙ্কল্প পোষণ কবিও না সন্ধ্য ভেদ করা বড় গুরুতর অপরাধ যে প্রীতি ভাবাপন্ন সন্ধ্যের মধ্যে বিবোধ উপস্থিত করে তাহার বড় পাণ হয়। সেই পাপের ফল তাহাকে কল্পান্ত পর্য্যন্ত ভোগ কবিতে হয়। দেবদত্ত, আমি তোমাকে পুনরায় বলিতেছি তুমি এই দুষ্কার্য্য হইতে বিরত হও।”

একদিন আনন্দ রাজগৃহে ভিক্ষাচর্যা করিবার সময় দেবদত্ত আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—“বন্ধু আনন্দ, অত্ৰ হইতে আমি বুদ্ধ ও ভিক্ষু-সঙ্ঘ হইতে পৃথকভাবে সন্ধ্যের অবশ্য করণীয় উপোসথ কর্ষ সম্পাদন করিব।” আনন্দ ভিক্ষাচর্যা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া বুদ্ধের নিকট দেবদত্তের মনোভাব নিবেদন করিলেন। তখন বুদ্ধ বলিলেন,—“সংব্যক্তি দ্বাৰা সংকাজ করা সহজ, কিন্তু অসংব্যক্তি দ্বাৰা সংকাজ করা সহজ নহে। পাপীষ্ঠের দ্বাৰা দুষ্কার্য্য করা সহজ, কিন্তু আৰ্য্য ব্যক্তি দ্বাৰা পাপকর্ম্ম করা সহজ নহে।”

সেই দিন উপোসথ। ভিক্ষু-সঙ্ঘ উপোসথাগারে সম্মিলিত। তখন দেবদত্ত আসন ত্যাগ করিয়া ‘হুম্ম-শলাকা’\* হস্তে বলিলেন,—বন্ধুগণ, আমি ভ্রমণ গৌতমের নিকট উপস্থিত হইয়া পাঁচটি নিয়মে বিধিবদ্ধ করিতে নিবেদন করিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন নাই। আমরা সেই পাঁচটি নিয়ম প্রতিপালন করিতে সক্ষম করিয়াছি। ইহায় সেই পাঁচটি নিয়ম মনোমত হয় তিনি শলাকা গ্রহণ করুক।” তখন সেই স্থানে বুদ্ধি দেশীয় পঞ্চগত নূতন প্রব্রজিত ভিক্ষু উপস্থিত ছিল। তাহারা প্রকৃত বিষয় না জানিয়াই বলিয়া উঠিল,—“ইহাই প্রকৃত ধর্ম্ম, ইহাই প্রকৃত বিনয় এবং ইহাই প্রকৃত গুরু উপদেশ।”—এইরূপ বলিয়া তাহারা দেবদত্তের পক্ষে ভোট প্রদান করিল। দেবদত্ত সঙ্ঘভেদ করিয়া তাহাদিগকে লইয়া গরানীর্ধ পর্বতে প্রস্থান করিলেন। একদিন শারীপুত্র ও মৌদগল্যায়ন ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বন্দনা করিয়া এক পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। শারীপুত্র

\* বর্তমানকালে ভোট লইবার জন্য যেমন Ballot প্রচলিত হইয়াছে পূর্বে তেমন ‘মত’ জানিবার জন্য হুম্ম-শলাকা প্রচলিত।

বুদ্ধকে নিবেদন করিলেন—“ভগ্নে, দেবদত্ত সঙ্ঘভেদ করিয়া পঞ্চশত ভিক্ষু সহ গয়াশীর্ষ পর্বতে চলিয়া গিয়াছে।” বুদ্ধ বলিলেন,—“শারীপুত্র, সেই নব প্রজ্জিতদের প্রতি কি তোমাদের করুণারসিকার হয় না? তাহারা বিনষ্ট হইবার পূর্বেই তাহাদের নিকট কি তোমাদের বাগ্মা উক্তি নহে?”

একদিন দেবদত্ত গয়াশীর্ষ পর্বতে তাঁহাব পারিষদ সঙ্ঘলীকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিতেছেন, এমন সময় শারীপুত্র ও মৌদগল্যানন সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া দেবদত্ত তাঁহার অচরদিগকে সত্বোধন করিয়া বলিলেন—“দেখ, ভিক্ষুগণ, আমার প্রবর্তিত ধর্ম কেমন স্বদয়প্রাপ্ত, বাহাবা শ্রমণ গৌতমের প্রধান শিষ্য বলিয়া পরিচিত তাঁহারাও আমার ধর্ম গ্রহণের নিমিত্ত এদিকে আসিতেছেন।”

তখন কৌকালিক দেবদত্তকে বলিল,—“বুদ্ধ দেবদত্ত, শারীপুত্র ও মৌদগল্যাননকে বিশ্বাস কবিত্তে নাই। তাহারা বড় শঠ, হুস্তিপ্রার্থেই তাহারা এখানে আসিতেছে।”

“বুদ্ধ, তাহা হইতেই পারে না, কেননা, তাঁহারা আমার মত অহুমোদন করেন।”

দেবদত্ত শারীপুত্রকে তাঁহাব সঙ্গে একাঙ্গনে বসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বলিলেন,—“বুদ্ধ শারীপুত্র, এখানেই— আমার সঙ্গেই উপবেশন করুন।” শারীপুত্র অনমত হইয়া স্বতন্ত্র আসনে উপবেশন করিলেন। মৌদগল্যানন ও অন্য একটি আসনে উপবেশন করিলেন। দেবদত্ত অধিব রাতি পর্যন্ত তাঁহার অচরদিগকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিয়া অবশেষে শারীপুত্রকে বলিলেন,—“বুদ্ধ শারীপুত্র, এখন ভিক্ষু-সঙ্ঘ আলম্র ও প্রমাদ বর্জিত; অতএব আপনি তাহাদিগকে ধর্মোপদেশ দানে পরিতৃপ্ত করুন। অধিক সময় উপবিষ্ট থাকায় আমার পৃষ্ঠদেশ বেদনা করিতেছে, আমি এতটু বিশ্রাম করি।” শারীপুত্র তাঁহার প্রতাবে সম্মতি প্রদান করিলেন।

তখন দেবদত্ত সঙ্ঘাটি চারিভাঁজ করিয়া দিস্তারিত করতঃ দক্ষিণ পাখে গমন করিলেন। স্মৃতি সম্প্রসক্ত রহিত হওয়ার তিনি মুহূর্ত্তমধ্যেই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। শারীপুত্র আদেশ প্রতিহার্য (আশ্চর্যজনক ব্যাখ্যা) এবং অনুশাসনীয় প্রতিহার্য, তথা মৌদগল্যানন স্বক্তি প্রতিহার্য (বিশ্বকর বোগ শক্তি) দ্বারা ভিক্ষুদিগকে ধর্মোপদেশ দান এবং অন্তশাসন করিলেন। তজ্জবণে সেই



বুদ্ধদেবের ভিক্ষুদের বিরজ বিমল অন্তঃদৃষ্টি উৎপন্ন হইল। তখন শারীপুত্র তাহাদিগকে বলিলেন,—“বদ্ধগণ, বাহাদেব নিকট ভগবানের মত অল্পমোদিত হয়, তাহা বা আমাদেব সঙ্গে আসিতে পার।” পরশত ভিক্ষু তাঁহাদের অল্পসংখ্য বলিলেন। তাহারা তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া বাস্তগৃহেব বেগুন বিহাদের দিকে প্রস্থান করিলেন। তদ্বর্ণনে কোকালিক দেবদত্তকে প্রবুদ্ধ করিয়া বলিল,—“বদ্ধ দেবদত্ত, আমি পূর্বেই আপনাকে শারীপুত্র ও বোধিসত্ত্বাদিককে বিশ্বাস করিতে বাধ্য করিয়াছিলাম। তাহারা চবতিপ্রায়েই এখানে আনিয়াছিল। আপনার পারিষদ লইয়া তাহারা প্রস্থান করিয়াছে।”

তদুত্তরে তখনই দেবদত্ত শোণিত বমন করিলেন।

অনেক দিন অতীত হইয়া গিয়াছে। ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহ হইতে প্রাবর্তী হইয়া ক্ষেতবন বিহারে অবস্থান করিতেছেন। এ দিকে দেবদত্ত লাভ, সম্মান, প্রতিপত্তি, সহচর সমতাই হারাইয়া দুঃস্বপ্নাশ্রয় গীড়াকান্ত হইয়া ভীষণ বন্ধনাভোগ করিতে লাগিলেন। পূর্বকৃত অপবাদেব নিমিত্ত তাহার অল্পশোচনা উপস্থিত হইল। ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া ক্রমা প্রার্থনা করিবার জন্য তাঁহার মন অস্থির হইয়া উঠিল। রোগাক্রান্ত হইবাব নয়মান পরে একদিন অচ্যুত বর্গকে বলিলেন,—“আমি এই নয়মান ভগবানের অনর্থ ভাবনা করিয়াছি; কিন্তু তাঁহার মনে আমার সহক্ষে কোন পাপ চিন্তা নাই; অশীতি মহাস্থবিষও আমাদেব সহক্ষে কোন বিষেব ভাব পোষণ করেন না। আমি স্বকৃত কর্মের বলেই এখন অসহায় হইলাম। ভগবান নিজে, মহাস্থবিষগণ, জাতিশ্রেষ্ঠ রাহুলস্থবিষ, শাক্যরাজগণ সকলেই আনাকে বর্জন করিয়াছেন। ভগবান বাহাতে আমাকে ক্ষমা করেন, এখন গিয়া তাহার উপায় দেখি।” বদ্ধগণ, আমি ভগবানকে দর্শন করিতে চাই; তোমরা আমাকে তাঁহার চরণ-প্রান্তে লইয়া যাও।\*

“আপনি যখন স্বস্থ-সবল ছিলেন তখন ভগবানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া দিন অতিবাহিত করতঃ এখন উদ্বান-শক্তি রহিত হওয়ায় তাঁহার দর্শন কামনা করিতেছেন। কোন্ পোতা সূত্র আমরা আপনাকে তাঁহার নিকট লইয়া বাইব।

“তোমরা আমাকে বিনাশের পথে নিও না। আমি তাঁহার সঙ্গে বিবদ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিলেও তিনি আনাকে বিষেব-চক্ষে দেখেন না।

“তিনি এমন করুণাময় যে, স্বীয় পুত্র রাহুলকে যেই চক্ষে অবলোকন করেন,

যাতক দেবদত্ত (আমি), দম্ভ অম্বুলিনালা এবং নরহস্তা ধনপাল (নালগিরি) হস্তীকেও সেই চক্রে অবলোকন করেন।

“আমায় তাঁহার নিকট নইয়া যাও, আমি তাঁহাকে দর্শন করিতে না পারিলে আমার স্বপ্নকার উপশম হইবে না।”

এই ভাবে অম্বুলিনালাকে বাব্বার অন্তর কবিত্তে লাগিলেন। তাহার তাঁহার কাতরোক্ত উপেক্ষা করিতে না পারিয়া অবশেষে তাঁহাকে নকোপরি স্থাপন করিয়া ভগবানকে দর্শন করাইবার মানসে বাজা করিল। তাহার উহা বহন করিয়া প্রত্যহ রাজিকালে বাইতে লাগিল। এইরূপে কিছুদিন পরে তিনি কোশল রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। স্ববির আনন্দ ভগবানকে সংবাদ দিলেন, “দেবদত্ত নাকি আপনার নিকট কমা পাইবার আশায় আসিতেছেন।” বুধ বলিলেন, “আনন্দ, দেবদত্ত আমার দর্শন লাভ কবিত্তে পারিবে না।” অতঃপর দেবদত্ত শ্রাবস্তী নগরে উপস্থিত হইলে আবার আনন্দ বুধকে একথা জানাইলেন। তিনি পূর্বে বাহা বলিয়াছিলেন, এবারও তাহাই বলিলেন। দেবদত্ত বহন ক্ষেতবনের পুষ্করিণীর সমীপে উপনীত হইলেন, তখন তাঁহার পাগের ফল ভোগ করিবার সময় আসিল। তাঁহার শরীবে দাঁহ জন্মিল, স্থান করিয়া জলপান কবিত্তেন এই অভিপ্রায়ে তিনি বলিলেন, “বন্ধুগণ, মঞ্চ অবতারণ কব, আমি জলপান করিব।” অম্বুলিনালা তাঁহার আদেশ পালন করিয়া মঞ্চস্থানা অবতারণ করিল \*। এই অবসরে দেবদত্ত মঞ্চ হইতে ভূতলে অবতরণ কবিত্তা উপবেশন কবিত্তেছেন এমন সময় তাঁহাকে পৃথিবী গ্রাস কবিত্তে লাগিল।† যখন হতবাহি

\* জাতকট্ট কথা।

† এই ঘটনা বাঁহা বা বিশ্বাস না করেন তাঁহাদের অবগতিব জ্ঞাত আধুনিক বাণেশ সত্য ঘটনাটি লিপিবদ্ধ হইল,—“আজবীর মারোস্তারের নংলীয়াবাসের নিকটবর্ত্তি অজ্জুনপুবা গ্রামে একটি অদ্ভুত ও অশ্রুত ঘটনা ঘটমাছে। প্রকাশ যে, একটি বৃষের চারিদিকের প্রায় ১২৫০ বর্গ গজ পরিমিত স্থান হুইজন লোক সহ হঠাৎ ভূগর্ভে প্রবেশ করে। উহাদের একজন বৃষে স্থান করিতেছিল এবং অপর ব্যক্তি ক্ষেত্রে জল সেচন করিতেছিল। একটি শিশু বাবুল গাছে দোলায় ঘুমাইতেছিল। ঐ গাছটি সহ শিশুটিও ভূগর্ভে প্রবেশ করে। একটি বৃহৎ গহবর ভিন্ন ঐ স্থানে অপর কোনও চিহ্ন নাই। কাটন হইতে দল নির্গমন হইতেছে। জিলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ ইন্সপেক্টরগণ ঐ স্থান পরিদর্শন করেন

(চোখানাছি) পর্য্যন্ত ভূপ্রবেশিত হইতেছে তখন তিনি আশ্চর্য্যে বলিয়া উঠিলেন—

“সুগত পুরুষোত্তম দেবের প্রদান,  
পুষ্য-চিহ্ন দেহে বাঁধ শতক প্রদান,  
সর্বদর্শী, নরদম্য সার্বভৌম ভগবান,  
সইস্ত শরণ তাঁর সদি দেহ, প্রাণ”\*

দেবদত্তের করুণকর্ত্ত নিঃসৃত এই বাণী শেব হওরা নাজাই তিনি সশরীরে অবীচি নরকে গিয়া পতিত হইলেন। তিনি অস্তিম সময়ে বুদ্ধের শরণ গ্রহণ কবিবেন তাহা ভগবান বুদ্ধ পূর্বেই দিব্যনেত্রে দেখিতে পাইয়া তাহাকে প্রব্রজিত করিয়াছিলেন। তিনি যদি প্রব্রজ্যা গ্রহণ না করিয়া গৃহবাগে থাকিতেন তবে আবণ্ড ওরুত্তর অপরাধের স্তম্ভান কবিতেন এবং ভবিষ্যতের জন্ত মুক্তির হেতুও সঞ্চয় করিতে পারিতেন না। প্রব্রজিত হইয়া ওরুত্তর অপরাধ কবিলেও ভবিষ্যতেব জন্ত মুক্তিব হেতু সঞ্চয় করিতে পারিবেন জানিগাই ভগবান তাহাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করিয়াছিলেন।

দেবদত্ত এই হইতে লক্ষ কল্প পবে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কবিবেন এবং ‘জম্বীশ্বর’ নামক প্রত্যেক বুদ্ধ হইয়া নির্বাণ লাভ কবিবেন।

---

এবং মাটি খুঁড়িয়া বহন্য উৎখাটন করিতে ও মৃত দেহ উদ্ধার করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু একমাত্র শিশুর মৃত দেহ ভিন্ন আব কিছুই পাওয়া যায় নাই।  
ঐ গহ্বরটি খুঁড়িবাব সঙ্গে সঙ্গেই পুনরায় তাহা ভরিয়া বাইতেছে।”

—বান্দ্যবাজার পত্রিকা, ২৪ শে কাশ্বন ১৩৪১ সাল।

\* জ্ঞান দার অত্বাদি।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

### মহাপরিনির্বাণ

ভগবান বুদ্ধ এসময় রাজগৃহের \* গুরুত পর্বতে অবস্থান কবিতেছিলেন । সেই সময় মগধ-রাজ অজাতশত্রু বুদ্ধিবাচ্য \*\* আক্রমণ করিতে সঙ্কল্প করিয়া চিন্তা করিলেন, “আমি এই সমুদ্ভিশালী ও প্রভাবশালী বুদ্ধিবাচ্য আক্রমণ কবিয়া বুদ্ধি জ্ঞাতির বিনাশ সাধন কবিব ।”

একদিন তিনি তাঁহার প্রধান মন্ত্রী বর্ষকাক্র ব্রাহ্মণকে বলিলেন, “মন্ত্রী, ভগবান বুদ্ধের নিকট গমন করুন এবং আমার অভিবাদন নিবেদন কবিয়া আমার পক্ষ হইয়া বলুন, ‘তত্তে, রাজা অজাতশত্রু বুদ্ধিবাচ্য আক্রমণ কবিয়া বুদ্ধি জ্ঞাতির বিনাশ সাধন কবিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন ।’ তদুত্তবে তিনি বাহা বলিবেন তাহা উত্তমরূপে অবগত হইয়া আসিরা আমাকে বলিবেন । ভগবান অসত্য কথা বলেন না ।”\*\*\*

মন্ত্রী বর্ষকাক্র বর্ষকাক্রের রথারোহণে গুরুত পর্বতাভিমুখে বাজা কবিলেন । পর্বতের পাদস্থানে রথ হইতে অবতরণ কবিলেন এবং পদব্রজে ভগবানেব নিকট

\* খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বাজা বিহিলার এইস্থানে প্রথম রাজধানী স্থাপন করেন । ইহার বর্তমান নাম বাজগিষ ।

\*\* বর্তমান মজ্জকরপুর ও চম্পাবন জিলা ।

\*\*\* মগধ ও বুদ্ধিদেব রাজ্য-সীমান্তে গদার সন্নিকটে একটি ধনি ছিল । ঐ ধনির উৎপন্ন দ্রব্য সমান দুই অংশে বিভক্ত করিয়া এক অংশ অজাতশত্রু ও অপরংশ বুদ্ধিবাজগণ পাইবেন এইরূপ উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তি হয় । প্রথম দুই একবাব এই চুক্তি অতসারে বুদ্ধিবাজগণ বণি হইতে উৎপন্ন দ্রব্য বিভক্ত করিয়া লন কিন্তু পরে অজাতশত্রুর অহুগস্থিতির সুযোগ লইয়া সমস্তই নিজেরা আত্মসাৎ করিয়া বলেন । এই কারণে অজাতশত্রু বুদ্ধিদেব উপর বড় ক্রুদ্ধ হন । তিনি চিন্তা করিলেন, ‘অজাতশত্রু শাসিত রাজ্যেব সঙ্গে যুদ্ধ করা সহজ নহে । বেননা, তাহাদের আক্রমণ ব্যর্থ হয় না । কোন একজন বিজ্ঞানোক্তেব সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কাজ করিলে ভাল হইবে’—এইরূপ স্থির করিয়া বুদ্ধেব নিকট মন্ত্রী বর্ষকাক্রকে প্রেরণ করিয়াছিলেন ।—সুমঙ্গল বিলাসিন ।

উপস্থিত হইয়া কুশল প্রস্রান্তর একপাশে উপবেশন পূর্বক ভগবানকে রাজ্য অজ্ঞাতশত্রু বস্তব্য নিবেদন করিলেন। 'সেই সময় আনন্দ ভগবানেব পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে ব্যঞ্জন কবিত্তেছিলেন। ভগবান তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

“আনন্দ, (১) তুমি কি শুনিয়াছ যে বুদ্ধিগণ এক হৃদয় হইয়া সভাতে সম্মিলিত হয় এবং সর্বদা সভা কবিত্তা থাকে ?”

“হাঁ, ভগ্নে, আমি তদ্রূপ শুনিয়াছি।”

“আনন্দ, যতদিন পর্য্যন্ত বুদ্ধিরা অভিন্ন হৃদয়ে সভার মিলিত হইবে এবং সর্বদা সভা করিবে ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদেব বুদ্ধি ব্যতীত হানিব সম্ভাবনা নাই।

“আনন্দ, (২) বুদ্ধিরা সকলেই একমত হইয়া একসঙ্গে \* সভাতে উপস্থিত হয়, একসঙ্গে সভা ত্যাগ কবে এবং এক মতে সাধারণ কর্তব্য কার্য সম্পাদন করে, এই কথা কি তুমি শুনিয়াছ ?”

“হাঁ, ভগ্নে, আমি তদ্রূপ শ্রবণ কবিত্তাছি।”

“আনন্দ, যতদিন তাহারা এইরূপ কবিবে ততদিন তাহাদেব বুদ্ধি ব্যতীত হানির সম্ভাবনা নাই।

“আনন্দ, (৩) বুদ্ধিরা অবিহিত বিধি ব্যবস্থাপন করে না, বিহিত বিধি ব্যবস্থার উচ্ছেদ করে না এবং যথাবিহিত বিধি ব্যবস্থাসারে প্রাচীন বিধি ব্যবস্থা সমূহ \*\* পালন কবে কি ?”

\* বুদ্ধিরা এমন কর্তব্যাপরায়ণ এবং লক্ষ্যবদ্ধ জাতি ছিল যে জরুরি সভার অধিবেশনের সময় ভেদিকবিনি কবিলে আহায়ে রত প্রসাধনে রত, বস্ত্র পরিধানের রত, অর্ধে ভোজন হইয়াছে এমন সময়, প্রসাধন অর্ধেক সমাপ্ত হইয়াছে এমন সময় বস্ত্র পরিধান সমাপ্ত হয় নাই এমন সময়ও সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া সকলে পবামর্শ করিয়া কর্তব্য কার্য সমাধা করিত।

\*\* বুদ্ধিরা আইন লঙ্ঘনকারীকে প্রথমেই শাস্তি প্রদান করিত না। প্রাচীন বুদ্ধি ব্যবস্থাপক গ্রন্থে লিখিত আছে, “অপরোধী লইয়া আসিলে ‘ইহাকে শাস্তি দাও’—এইরূপ না বলিয়া প্রথম অবন্তন বিচারকের নিকট তাহাকে সমর্পণ কবিত্তে হয়। তিনি বিচার করিয়া দোষী না হইলে মুক্তি প্রদান কবেন, দোষী হইলে তাঁহার উচ্চপদস্থ বিচারকের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি ও তদ্রূপ তাঁহার উচ্চপদস্থ বিচারকের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি সেনা নায়কেব নিকট,

হাঁ, ভগ্নে, আমি তজ্ঞপ্ত প্রকাশ করিরাছি।”

“আনন্দ, বতদিন তাহারা ঐক্য ভাবে চলিবে, ততদিন তাহাদের হৃদি ব্যতীত হানির সম্ভাবনা নাই।

“আনন্দ, (৩) বুজিরা তাহাদের বুদ্ধির প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাহাদের উপদেশ পালন করে, এই কথা কি তুমি অনিয়াছ ?”

“হাঁ, ভগ্নে, আমি তজ্ঞপ্ত অনিয়াছি।”

“আনন্দ, বতদিন তাহারা ঐক্য করিবে, ততদিন তাহাদের হৃদি ব্যতীত হানি হইবে না।

“আনন্দ, (৪) বুজিরা কুলবধু ও কুলকুমারীদের প্রতি ব্যবহার করে না, এই কথা কি তুমি অনিয়াছ ?”

“হাঁ, ভগ্নে, আমি তজ্ঞপ্ত অনিয়াছি।”

“আনন্দ, বতদিন তাহারা ঐক্য করিবে, ততদিন তাহাদের হৃদি ব্যতীত হানি হইবে না।

“আনন্দ, (৫) বুজিদের অত্যন্তের এবং বহিঃপ্রাণে বত দেবদান (চৈতন্য) আছে তাহারা সেই সমস্তের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং সেই সমস্ত দানে পূর্ণ প্রদত্ত রাজস্ব আশ্রয় করে না, এই কথা কি তুমি অনিয়াছ ?”

“হাঁ, ভগ্নে, তাহারা আশ্রয় করে না বলিয়া অনিয়াছি।”

“আনন্দ, বতদিন তাহারা ঐক্য করিবে, ততদিন তাহাদের হৃদি ব্যতীত হানির সম্ভাবনা নাই।

“আনন্দ, (৬) বুজি রাজ্যে অরহতগণের দমন, আবরণ ও ভরণ পোষণের ঐক্য ব্যবস্থা আছে যে, অত্র স্থানের অরহতগণ সে দেশে আগমন করে ও ভ্রমণের অরহতগণ সে রাজ্যে অনাগলে বাস করে, তাহা কি তুমি অনিয়াছ ?

“হাঁ, ভগ্নে অনিয়াছি।”

“আনন্দ, বতদিন তাহারা ঐক্য করিবে ততদিন তাহাদের হৃদি ব্যতীত হানির সম্ভাবনা নাই।”

সেনা নায়ক উপরোক্ত (রাষ্ট্রপতির) নিকট এবং উপরোক্ত রাজ্যে নিবৃত্ত প্রেরণ করেন। তিনি বিচার করিয়া অপরোধী না হইলে বুজির আদেশ দেন, শোণী হইলে ব্যবস্থাপক পৃথক পাঠ করিয়া যোগ্যে ‘এই অংশ’ এই দমন শাস্তি দিতে হয়—ঐক্য লিখা আছে তাহা পাঠ করিয়া অরহতগণ শাস্তি বিধান করেন।”

অতঃপর ভগবান বর্ষকার ব্রাহ্মণকে বলিলেন—“ব্রাহ্মণ, একসময় আমি বৈশালীর সাবল্লভ চৈত্রে অবস্থান কবিবার সময় এই সপ্তবিধ পরিহানি নিবাবক ধর্ম সম্বন্ধে বুদ্ধিদিগকে উপদেশ দিয়াছিলাম। যতদিন এই সপ্তবিধ পরিহানি নিবাবক ধর্ম বুদ্ধিদেবে প্রতিপালিত হইবে, যতদিন তাহা বা এই সব নীতি উপদেশ প্রদান কবিবে, ততদিন তাহাদের বুদ্ধি ব্যতীত হানির সম্ভাবনা নাই।”

তখন বর্ষকার ব্রাহ্মণ ভগবানকে বলিলেন—“গৌতম, এই পরিহানি নিবাবক সপ্ত নিয়মেব মধ্যে একটি নিয়ম প্রতিপালন করিলেই সমস্ত বুদ্ধি রাজ্যের উন্নতির আশা করা যায় ও তাহাদের হানিব আশঙ্কা নাই এবং যখন অপরিহানিজনক লাভটি নিয়মই বুদ্ধিবাজ্যে প্রতিপালিত হইতেছে, তখন মগধ-রাজ অজাতশত্রু দ্বারা বুদ্ধিদেহ কখনও পরাভূত হইবে না। যত্নে কোশলে বা উৎকোচ প্রদানে তাহাদের গৃহবিচ্ছেদ না ঘটাইয়া মগধ-রাজ বুদ্ধে বুদ্ধিগণকে পবাসিত করিতে পারিবেন না।

“গৌতম, এখন আমি প্রস্থান করিব। আমবা সর্বদাই কার্যে ব্যাপৃত থাকি। উপস্থিত করণীয় বহু কার্য আছে।”

“ব্রাহ্মণ, তোমার বাহা উচিত বোধ হয় তাহাই কব।”

বর্ষকার বুদ্ধের উপদেশ অভিনন্দন ও অঙ্গুমোদন কবিত্তা প্রদান করিলেন।\*

ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলে ভগবান আনন্দকে বলিলেন—

\* বর্ষকার রাজা অজাতশত্রুর নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভগবান কিরূপ বলিলেন?” ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন, “ভগবান বাহা বলিলেন তাহাতে বুদ্ধিলান বুদ্ধিগণকে উৎকোচ প্রদান বা যত্নে কোশল ব্যতীত অথ কোন প্রকায়েই পরাজয় করিতে পারা বাইবে না।” রাজা বলিলেন “উৎকোচ প্রদান করিতে গেলে আমার অনেক ধনক্ষয় হইবে। অতএব যত্নে কোশলে গৃহবিচ্ছেদ করিত্তা দেওয়াই সঙ্গত। এখন কিরূপ কবিবেন?”

“মহারাজ, তাহা হইলে আপনি সভ্যগণের মধ্যে বুদ্ধিদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করুন। তখন আমি বলিব, ‘মহারাজ, ওসব অনর্থক কথাই প্রয়োজন কি? তাহার (প্রজাতন্ত্রবাজ্যের সদস্তেরা) কৃষি বাণিজ্যাদি দ্বারা নিরাপদে জীবন যাপন কবিত্তেছে, তাহাদের অনিষ্ট করিত্তা লাভ কি?’ এই বলিয়া আমি প্রস্থান কবিব। তখন আপনি সভ্যসমূহকে বলিবেন, ‘এই ব্রাহ্মণ বুদ্ধিদেব বিরুদ্ধে কোন কথা উত্থাপন করিলেই বাধা প্রদান করেন।’ সেই দিনই আমি বুদ্ধিদের নিকট উপঢৌকন প্রেরণ করিব, তাহাও আপনি বাঞ্ছনীয় করিত্তা আমার

“আনন্দ, বড় ভিক্ষু রাজগৃহের অভ্যন্তরে বাস করে সকলকে সভ্যমণ্ডপে সমবেত করে।

আনন্দ সকলকে সমবেত করিয়া ভগবানকে সংবাদ প্রদান করিলেন। ভগবান বধাসময় সভ্যমণ্ডপে গমন করিয়া আসনে উপবেশন করিলেন। অতঃপর ভিক্ষুদিগকে বলিলেন, “হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের নিকট সপ্তবিধ অশ্লি

উপর দোষারোপ করতঃ শাস্তি স্বরূপ আমাকে বন্ধনাদি না করিয়া আমার মন্তক মুণ্ডন পূর্বক রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিবার আদেশ দিবেন। তখন আমি বলিব, ‘আমি আপনার নগরের প্রাকার ও পরিধাদি নির্মাণ করাইয়াছি। প্রাচীরের কোন্ কোন্ স্থান ছর্বল এবং পরিখার কোন্ কোন্ স্থান অগভীর তাহাও অবগত আছি। অতএব আমি শীঘ্রই এই অশমনের প্রতিশোধ লইব।’ এই কথা শুনিয়া আপনি আমাকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিয়া দিবেন।”

রাজা অজাতশত্রু তাঁহার উপদেশানুযায়ী সমস্তই করিলেন। বৃত্তিবা বর্ধকারের বিভাগের সংবাদ পাইয়া বলিল, ‘ব্রাহ্মণ বড় শঠ, তাহাকে গঙ্গা নদী পার হইতে দিও না।’ তখন কেহ কেহ বলিল, ‘আমাদের পক্ষ হইয়া দুই একটি কথা বলাতেই তাঁহার এইরূপ দুর্দশা হইয়াছে’। এই কথা শুনিয়া বৃত্তিবা বর্ধকার ব্রাহ্মণকে গঙ্গা পার হইয়া বৈশালীতে প্রবেশ করিতে দিল। তাঁহাকে তাহার জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করিলেন। তদুদ্বয়ে বৃত্তিবা বলিয়া উঠিল, ‘সামান্য কারণে গুরুতর দণ্ড প্রদান গ্রাহনীয় হইবে না। আপনি সেই স্থানে কোন্ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন?’ ‘আমি প্রধান মন্ত্রী ছিলাম।’ ‘এখানেও আপনাকে সেই পদ প্রদান করিলাম।’ তিনি স্মৃতিচারণ করিয়া বলিয়া তাঁহার নিকট রাজগৃহের রাজনীতি শিক্ষা করিতে লাগিলেন। বর্ধকার স্বীয় পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কয়েকদিন পরে অনেক লিচ্ছবীকে নির্জনে লইয়া বাইরা বলিলেন, ‘অগ্নি কর্ষণ করিতেছ কি?’ ‘ঈ! কর্ষণ করিতেছি।’ ‘তুইটি বলদ দ্বারা কি?’ ‘ঈ! তুইটি বলদ দ্বারা।’—এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন। তাহাকে অল্প ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ‘মন্ত্রী কি বলিলেন?’ বাহা বাহা কথা হইয়াছিল সে তদসম্বন্ধে বলিল। তদুদ্বয়ে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, ‘ভূমি আমাকে দিখান না করিয়া সত্য গোপন করিতেছ।’ এই বলিয়া সে তাহার প্রতি অনন্তই হইল। ব্রাহ্মণ আব একদিন অল্প একজন লিচ্ছবীকে নির্জনে নিয়া বলিলেন, ‘কি গুরুতরী দিয়া ভাত খাইয়াছ?’ এই বলিয়া প্রস্থান করিল। এই তৃতীয় ব্যক্তির নিকট ও আব এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তরে দিখান না করিয়া অনন্তই হইল।



হানিকর ধর্মের ব্যাখ্যা কবিব। তোমরা উত্তমরূপে শ্রবণ কর।” ভিক্ষুরা সানন্দে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। ভগবান বলিলেন—

“ভিক্ষুগণ, (১) যতদিন ভিক্ষুরা সর্বদা একস্থানে সম্মিলিত হইবে, ততদিন তাহাদের বুদ্ধি ব্যতীত হানিব সম্ভাবনা নাই, (২) যতদিন ভিক্ষুবা একসঙ্গে উপবেশন করিবে, একসঙ্গে গাশ্রোখান করিবে এবং একসঙ্গে সজ্জের অবশ্য করণীয় কার্য সমাধা করিবে ততদিন তাহাদের বুদ্ধি ব্যতীত হানির সম্ভাবনা নাই, (৩) যতদিন অপ্রজ্ঞাপ্ত (অবিহিত) বিষয় প্রজ্ঞাপ্ত না করিবে, প্রজ্ঞাপ্ত বিষয়েব উচ্ছেদ না করিবে এবং প্রজ্ঞাপ্ত নিকাশদ (বিহিত ভিক্ষু-নিয়ম অমুসাং চলিবে; (৪) যেই পর্যন্ত তাহারা বজ্জ (ধর্মাত্মসঙ্গী), চিব প্রব্রজিত, সজ্জ-পিতা, সজ্জ-নায়েক ও শ্রবির ভিক্ষুদের সংকার, গোঁবব, পূজা করিবে এবং তাঁহাদের আদেশ পালন করিবে; (৫) যতদিন তাহারা তৃষ্ণাব বশীভূত না হইবে, (৬) যতদিন তাহারা অরণ্যে বাস করিতে ইচ্ছা করিবে, (৭) যতদিন তাহারা মনে করিবে, অনাগত ব্রহ্মচারী শীলবান ভিক্ষুরা এখানে আগমন করুক এবং উপস্থিত ব্রহ্মচারীবা স্বখে অবস্থান করুক ততদিন তাহাদের বুদ্ধি ব্যতীত হানি হইবে না।

আর একদিন জনৈক লিচ্ছবীকে নির্জনে নিয়া বলিলেন, ‘তুমি কি বড় গরীব?’ ‘আপনাকে কে বলিল?’ ‘অমুক লিচ্ছবী।’ অল্প ব্যক্তিকে নির্জনে নিয়া বলিলেন, ‘তুমি না-কি বড় ভীক?’ ‘কে বলিল?’ ‘অমুক লিচ্ছবী।’ বর্ষকায় ব্রাহ্মণ এইরূপে অল্প দ্বার অকথিত কথা অল্পকে বলিয়া তিন বৎসরের মধ্যে লিচ্ছবী আত্মিকে গৃহ কলহে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন কবিতা দিলেন। এমন অবস্থা হইল যে, দুই জন এক বাস্তা দিয়া গমনাগমন ও কবিল ‘না। অবস্থা পরীক্ষা কবিবার উদ্দেশ্যে বর্ষকায় একদিন সকলকে সম্মিলিত হইবার জন্ত ভরি বাস্ত করাইলেন। পঞ্চ শ্রবণে সাধারণ লিচ্ছবীবা বলিল, ‘সম্ভ্রান্ত খনী লোকেরা সমবেত হউক।’ এই বলিয়া কেহ সভার উপস্থিত হইল না। তখন বর্ষকায় ব্রাহ্মণ অজ্ঞাতশত্রুকে লিচ্ছবী রাজ্য আক্রমণ করিতে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। অজ্ঞাতশত্রু সৈন্য রণভেদে নিনাদিত কবিবা অভিবানী করিলেন। বৈশালী-বাসিনীরা এই সংবাদ শ্রবণে সকলকে একত্র হইবার জন্ত ভেঁটি পঞ্চ কবিতা ঘোষণা কবিল, ‘চল, বাইরা অজ্ঞাতশত্রুকে গদা পাব হইবার সময় বাধা প্রদান কবি।’ সাধারণ লোকেরা বলিল ‘বড়লোকেবা গমন করুক।’ এই বলিয়া কেহ গমন করিল না। পুনরায় ভেরিধ্বনি কবিতা বলিল, ‘নগবে প্রবেশ কবিতে দিও না, নগর দ্বার বন্ধ কব’ তজ্জ্বলণেও কেহ গমন কবিল না। রাজা অজ্ঞাতশত্রু উদ্ভ্রান্ত

“ভিক্ষুগণ, বতদিন এই সপ্তবিধ অপরিহানিকর ধর্ম ভিক্ষুরা পালন করিবে এবং বতদিন এই অপরিহানিকর ধর্মে ভিক্ষুদিগকে প্রতিষ্ঠিত দেখা বাইবে ততদিন ভিক্ষুদের বুদ্ধি ব্যতীত হানির সম্ভাবনা নাই।

“ভিক্ষুগণ, অপর সপ্তবিধ অপরিহানিকর ধর্ম সম্বন্ধে বলিতেছি, তোমরা মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর।

“ভিক্ষুগণ, (১) ভিক্ষুবা বতদিন কাজে ( সাবাদিন চীবর সেলাই আদি ) রত না থাকিবে ততদিন তাহাদের বুদ্ধি ব্যতীত হানির সম্ভাবনা নাই ; (২) বতদিন ভিক্ষুরা নর-নারী সম্বন্ধীয় আলোচনায় সময় অতিবাহিত না করিবে, (৩) বতদিন নিদ্রায় কাল অতিবাহিত না করিবে, (৪) বতদিন জন-সদ প্রিয় না হইবে, (৫) বতদিন পাণেচ্ছার বশীভূত না হইবে, (৬) বতদিন কুসংসর্গে বাস না করিবে, (৭) বতদিন বোগ সাধনার বিষয় না হইবে, ততদিন তাহাদের বুদ্ধি ব্যতীত হানির সম্ভাবনা নাই।

“ভিক্ষুগণ, অপর সপ্তবিধ অপরিহানিকর ধর্ম সম্বন্ধে বলিতেছি—(১) বতদিন ভিক্ষুরা প্রজ্ঞাবান হইবে, (২) পাপ কার্যে লজ্জাশীল হইবে; (৩) পাপ কার্যে ভয়শীল হইবে, (৪) বহুশ্রত হইবে, (৫) উন্মোগী (বীর্ঘ্যবান) হইবে, (৬) স্মৃতিমান (উপস্থিত স্মৃতি) হইবে; (৭) প্রজ্ঞাবান হইবে, ততদিন তাহাদের বুদ্ধি ব্যতীত হানির সম্ভাবনা নাই।

“ভিক্ষুগণ, অপর সপ্তবিধ অপরিহানিকর ধর্ম সম্বন্ধে বলিতেছি—(১) বতদিন ভিক্ষুরা স্মৃতি সন্মোধ্যাদ ভাবনা করিবে, (২) বতদিন ধর্ম বিচয় সন্মোধ্যাদ, (৩) বীর্ঘ্য সন্মোধ্যাদ, (৪) স্মৃতি সন্মোধ্যাদ, (৫) প্রেক্ষি (প্রণাস্তি) সন্মোধ্যাদ, (৬) সমাদি সন্মোধ্যাদ, (৭) উপেক্ষ সন্মোধ্যাদ ভাবনা করিবে, ততদিন তাহাদের বুদ্ধি ব্যতীত হানির সম্ভাবনা নাই।

“ভিক্ষুগণ, অপর সপ্তবিধ অপরিহানিকর ধর্ম সম্বন্ধে বলিতেছি—(১) বতদিন ভিক্ষু অনিত্য সংজ্ঞা ভাবনা করিবে, (২) অনাস্ত সংজ্ঞা, (৩) অনন্ত সংজ্ঞা, (৪) আদীনব (দুস্পরিণাম) সংজ্ঞা, (৫) প্রহাণ (ত্যাগ) সংজ্ঞা, (৬) বিভাগ সংজ্ঞা, (৭) নিরোধ সংজ্ঞা ভাবনা করিবে, ততদিন তাহাদের বুদ্ধি ব্যতীত হানির সম্ভাবনা নাই।

“ভিক্ষুগণ, অপর সপ্তবিধ অপরিহানিকর ধর্ম সম্বন্ধে বলিতেছি,—(১) বতদিন

যার দিগ নগরে প্রবেশ করতঃ সকলের সর্বনাশ সাধন বহিরা প্রস্থান করিলেন।

[ এই ঘটনা খৃঃ পূঃ ৫৯০ অব্দে সাধিত হইয়াছিল। ]

ভিক্ষু সন্ন্যাসাবীৰ গুরুভাতা) প্রতি গুপ্ত ও প্রকটভাবে মৈত্রীপূর্ণ কার্যিক কৰ্ম উপস্থিত করিবে, (২) মৈত্রীপূর্ণ বাচনিক কৰ্ম উপস্থিত করিবে; (৩) মৈত্রীপূর্ণ মানসিক কৰ্ম উপস্থিত করিবে; (৪) যতদিন ভিক্ষুরা ধৰ্ম্মানুসারে প্রাপ্ত জীব্যেব মধ্যে অন্ততঃ আহার্যও ভিক্ষুদিগকে বিভাগ করিয়া পরিভোগ করিবে, (৫) যতদিন ভিক্ষু শীল সম্পন্ন হইয়া সন্ন্যাসচারীদের সঙ্গে গোপনে বা প্রকাশে বাস করিবে, (৬) যতদিন পর্যন্ত ভিক্ষু আৰ্য্য (উত্তম) নৈৰ্ঘানিক (উত্তীর্ণকাবেক) সম্যকরূপে হুঃখ কর কারক দৃষ্টি প্রামাণ্য যুক্ত হইয়া সন্ন্যাসচারীদের সঙ্গে গুপ্তভাবে বা প্রকটভাবে বাস করিবে, ততদিন তাহাদের বুদ্ধি ব্যতীত হানির সম্ভাবনা নাই।’

রাজগৃহেব গৃহকৃত পৰ্বতে বাস কবিবাব সময় ভগবান এইরূপে অনেক ধৰ্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলেন,—এইরূপ নীল, এইরূপ সমাধি এবং এইরূপ প্রজ্ঞা। শীল পবিত্রাবিত সমাধি মহাকলমায়ক—মহা অনুশংসদায়ক। প্রজ্ঞা পবিত্রাবিত চিত্ত সম্যক প্রকায়ে আশ্রয় সমূহ (কামাশ্রয়, তবাস্রয়, দৃষ্ট্যশ্রয় এবং অবিজ্ঞাশ্রয়) হইতে যুক্ত হয়।

ভগবান রাজগৃহে যথাক্রিটি বিহাব করত. আনন্দকে বলিলেন,—“চল আনন্দ, আত্মলট্টিকার গমন করি।” আনন্দ সম্মত হইলেন।

ভগবান অনেক ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ আত্মলট্টিকার \* গমন করিয়া বাজাগায়ে বাস কবিত্তে লাগিলেন। সেখানেও তিনি ভিক্ষুদিগকে অনেক ধৰ্ম্মোপদেশ প্রদান করিলেন। তিনি সেখানে কতিপয় দিবস বাসের পর আনন্দকে বলিলেন,—“চল, আনন্দ, নালন্দায় গমন করি। আনন্দ সম্মত হইলেন।

ভগবান ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ নালন্দায় \*\*\* গমন কবিয়া প্রাচীনারিক আত্মকাননে বিহার করিতে লাগিলেন। তখন শাবীপুত্র\*\*\* ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া অভিবাদন পূর্বক বলিলেন—

\* বর্তমান সিলাব ( ৭ ), জেলা পাটনা।

\*\* ইহার বর্তমান নাম বরগাঁও। বাজগিবি কুণ্ডের ( বাজগৃহের ) ৭ মাইল উত্তরে এবং নালন্দা ষ্টেশনের এক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

\*\*\* বিক্রমপূর্ব ৪২৭ অব্দের কার্তিকী পূর্ণিমায় শাবীপুত্র নালক গ্রামে পরি-নির্বাণ লাভ কবিয়াছিলেন। মৌর্যসাম্রাজ্যের তীহার ১৫ দিন পরে কৃষ্ণপক্ষেব পঞ্চ-দশীতে কালশিলার পবিনির্বাণ লাভ কবেন। ভগবান বুদ্ধ ৪২৩ বিক্রম পূর্বাব্দে

“ভগ্নে, আমি আপনার প্রতি এতই অশ্রুত বে, সখাধি ( পরম জ্ঞান )  
সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন বা ব্রাহ্মণ আপনার অপেক্ষা বিজ্ঞতর ব্যক্তি কৃতকালে কেহ  
কখনও ছিলেন না, ভবিষ্যতে কেহ কখনও হইবেন না এবং বর্তমান কালেও  
অপর কেহ নাই।”

“শারীপুত্র, তুমি উদার (বড়) সাহসিক বাণী প্রকাশ করিলে। একাংগ  
সিংহনাগ করিয়া বলিলে ‘আমি এতই অশ্রুত বে ।’ শারীপুত্র,  
অতীতে যেইসব সম্যক্ সম্বন্ধ ছিলেন, তুমি কি তাঁহাদিগকে স্বীয় চিন্তাবাণা  
অবগত হইয়াছ, সেই ভগবানদের নীশ, প্রজ্ঞা এইরূপ ছিল, তাঁহারা এইরূপে  
বিহার্য কবিতেন এবং এইরূপ বিমুক্তি পরায়ণ ছিলেন ?”

“না, ভগ্নে।”

“শারীপুত্র, ভবিষ্যতে বাহ্যবা সম্যক্ সখাধি লাভ করিবেন তুমি কি তাঁহা-  
দিগকে স্বীয় চিন্তা দ্বারা অবগত হইয়াছ। ?”

“না, ভগ্নে।”

“শারীপুত্র, এখন আমি অরহত সম্যক্ সম্বন্ধ বর্তমান আছি। তুমি কি  
আমাকে স্বীয় চিন্তা দ্বারা অবগত হইয়াছ। ?”

“না, ভগ্নে।”

“শারীপুত্র, এখন তোমান অতীত অনাগত এবং বর্তমান সম্যক্ সম্বন্ধদের  
সম্বন্ধে চেতন-পরিজ্ঞান ( পরচিন্তাজ্ঞান ) নাই তখন তুমি কেন উদার ও সিংহনাগ  
সদৃশ দুঃসাহসিক বাক্য বলিলে ?”

“ভগ্নে, অতীত, অনাগত এবং বর্তমান সম্যক্ সম্বন্ধদের জ্ঞানের ইচ্ছা করি  
নাই সত্য, কিন্তু সকলের ধর্মের অমর ( পবনপ্রাক্কম ) আমি অবগত আছি।  
যেমন, কোন রাজ্যব নীশান্ত দুর্গের নৃত্তি ত্রিভি আছে, নৃত্ত প্রকার ও তৌদ্রণ আছে  
এবং একটি মাত্র দ্বার আছে, দ্বারে মেঘাবী, বিচক্ষণ ও জ্ঞানবান দৌদারিদ  
আছে। সৌবারিক অজ্ঞাত লোককে দুর্গে প্রবেশ করিতে দেয় না ও পরিচিত  
লোককে প্রবেশ করিতে দেয়। সেই সৌবারিক দুর্গেই চতুর্দিকে অসংশয়  
কবিতা এরূপ দেখিতে না পাও যে, প্রাক্কম-সম্বন্ধে বা অরহত কেন স্বাভাবিক  
বিষয় থাকিতে পারে যদ্বারা সূত্র বিভাল পর্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে। কিন্তু সে  
জ্ঞানে যে, বিভাল অপেক্ষা বৃহৎ চক্ৰ অত্যন্ত গমন বা নির্গমন প্রবেশ ইত্যে

শেষবাব নালন্দায় উপস্থিত হন। কাভেই এখানে শারীপুত্রের উৎপন্ন প্রশংসা  
বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে। -- বুৎসনা।

একমাত্র ঋষি ঋষিই উহা কবিত্তে হয়। সেইরূপ ভক্ত, আমি ধর্ম্মধর্ম্ম অবগত আছি, ‘অতীতে যেই সকল অবহত সম্যক্ সম্বন্ধ ছিলেন, তাঁহারা সকলে চিত্তের উপক্লেণ ( মল ) প্রজ্ঞাধারা দ্বর্ভল কবিত্তা পঞ্চনীবরণ\* ত্যাগ করতঃ চতুর্বিধ স্বভূ-পস্থানে চিত্ত স্প্রতিষ্ঠিত কবিত্তা সপ্তবিধ বোধ্যক্ বধার্থভাবে ভাবনা পূর্বক সর্ব শ্রেষ্ঠ ( অতত্তর ) সম্যক্ সধোধি ( পরমজ্ঞান ) লাভ কবিত্তাছেন ( জ্ঞাত হইয়া-ছেন )। অনাগতে ঋষিারা সম্যক্ সধোধি লাভ করিবেন তাঁহাবাও সেইরূপে পরম জ্ঞান লাভ কবিত্তাছেন এবং বর্ত্তমানে যিনি অবহত সম্যক্ সম্বন্ধ আছেন তিনিও সেইরূপে পরম জ্ঞান লাভ কবিত্তাছেন।”

নালন্দার প্রাবাসিক আশ্রমকাননে বিহার করিবাব সময় ভগবান ভিক্শুদিগকে এইভাবে নানাপ্রকার ধর্মোপদেশ প্রদান করিলেন।

ভগবান নালন্দার বখাভিক্টি বিহার কবিত্তা আনন্দকে বলিলেন, “চল, আনন্দ, পাটলি গ্রামে \*\* গমন করি।” আনন্দ সম্মত হইলেন।

ভগবান বখানময় ভিক্শু-সম্মত সহ পাটলিগ্রামে উপস্থিত হইলেন। উপাসকেরা এই সংবাদ শ্রবণান্তর ভগবানের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে বন্দনা করতঃ এক পাৰ্বে উপবেশন কবিত্তা নিবেদন করিল, “ভক্ত, আমাদের আবাসখাগার \*\*\* ( বাসগৃহ ) গ্রহণ করুন।” ভগবান মৌনাবলম্বনে সম্মতি

\* কাম, হিংসা, আলস্য, অহঙ্কার ও মদ্মেহ।

\*\* খ্রঃ পূর্ব ৫ম শতাব্দীতে মগধ-রাজ কালীশোক পাটলি গ্রামে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ইহাব বর্ত্তমান নাম পাটনা।

\*\*\* ভগবান কখন পাটলি গ্রামে উপস্থিত হইলেন? শ্রাবস্তীতে ধর্ম্ম সেনাপতি শাবীপুত্রের দেহাশ্রিত উপর তুপ প্রতিষ্ঠা করাইয়া সেস্থান হইতে রাজগৃহে গমন করতঃ যৌগল্যারনেব দেহাশ্রিত উপর তুপ স্থাপন করাইলেন। তৎপর সেই স্থান হইতে আশ্রমট্টিকার উপস্থিত হইলেন। অশ্রিত ভ্রমণ কবিত্তে করিতে সেই সেই স্থানে এক এক রাজি বাস কবিত্তা লোকের প্রতি অতুগ্রহ প্রদর্শন কবিত্তা ক্রমে পাটলি গ্রামে উপস্থিত হইলেন। পাটলি গ্রামে মগধ-বাজ অজাত-শত্রু ও লিচ্ছবীদের কর্ষচারীবা সময় সময় আগিয়া গৃহস্থদিগকে ধর হইতে বহিষ্কৃত কবিত্তা দিয়া তাহাদের গৃহে বাস, অর্দ্ধমাস বাস করিত্ত। এই অজ্ঞ পাটলি গ্রাম বাসীরা উৎপীড়িত হইয়া ভাবিল, ‘আমরা একটি বাস গৃহ নির্মাণ কবিত্তা, রাজ কর্ষচারীরা আসিলে আমরা এই স্থানে বাস করিতে পারিব।’ এই সঙ্কল্প কবিত্তা তাহাবা নগরের মধ্যস্থলে বৃহৎ বাস গৃহ নির্মাণ করিল। তাহার নামই

জানাইলেন। তাহারাই ভগবানকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করিয়া আবসখাগারে প্রস্থান করিল। ভগবান ও ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ সাহায্যে তথায় বাইরা মধ্যান্ত পূর্ণ হারা আশ্রয় করিয়া পূর্বাভিমুখী হইয়া উপবেশন করিলেন। অতঃপর উপাসক-দ্বিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

“গৃহপতিগণ, দুঃখীলের পাঁচটি বিষয় পনিণামে অন্তত ফল প্রদান করে। সেই পাঁচটি এই—

‘(১) দুঃখীল, দুর্কার্যে বদ্ধ ব্যক্তি আলস্য বশতঃ মহা দারিদ্র্যে নিপতিত হয়, (২) তাহার অপবশ প্রচারিত হয়, (৩) সে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি বা ভ্রমণ-ব্রাহ্মণের যে কোন সভায় উদ্বিগ্ন ও অপ্রতিভ ভাবে প্রবেশ করে, (৪) অজ্ঞানাবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, (৫) মৃত্যুর পর নবকে জন্মগ্রহণ করে।’

ভগবান উপাসকদ্বিগকে অধিক রাজি পর্বাস্ত ধর্মোপদেশ দ্বাণা আপ্যায়িত করিয়া অবশেষে বলিলেন, “গৃহপতিগণ, এখন রাজি অধিক হইয়াছে, তোমাদের বাহা উচিত বোধ হয়, তাহা কর।” তাহাবা ভগবানকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। অনন্তর ভগবান শূদ্রাণ্যবে প্রবেশ করিলেন।

সেই সময় সুনীথ ও বর্ষকায় নামে মগধ-রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীস্বর পাটলি গ্রামে বুদ্ধিদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্ত দুর্গ নির্মাণ করিতেছিলেন। ভগবান প্রত্যুত্ব সময়ে আনন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আনন্দ, পাটলি গ্রামে কে দুর্গ নির্মাণ করিতেছে?”

“জ্ঞে, মগধের মহামন্ত্রী সুনীথ ও বর্ষকায় বুদ্ধিদিগেব আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত দুর্গ নির্মাণ করিতেছেন।”

“আনন্দ, মগধের মন্ত্রীবা বেন জয়জিৎস দেবতাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াই বুদ্ধিদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত দুর্গ প্রতিষ্ঠা করিতেছে। আমি মানব চক্ষুর অগোচর বিস্তৃত দিব্যনেত্রে দেখিতে পাইলাম, অনেক লক্ষ দেবতা এই পাটলি গ্রামে আসিরা বাস্তু ( ঘর, নিবাস ) গ্রহণ করিতেছে। বেই প্রদেশে মহাশক্তিশালী দেবতা বাসস্থান গ্রহণ করে, সেই স্থানে মহাক্ষমতাসালী রাজা ও রাজমন্ত্রীসের চিত্ত রমিত হয়। বেই প্রদেশে মধ্যম শ্রেণীর দেবতার বাস স্থান গ্রহণ করে, সেই স্থানে মধ্যম শ্রেণীর রাজা ও রাজমন্ত্রীসের চিত্ত রমিত হয়। বেই

‘আবসখাগার’। ভগবান বেইদিন পাটলি গ্রামে উপস্থিত হইলেন সেইদিনই এই গৃহ নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হয়।—উদ্যানচূট কথা।

প্রদেশে নিম্ন শ্রেণীর দেবতার বাস স্থান গ্রহণ কবে, সেই স্থানে নিম্ন শ্রেণীর রাজা ও রাজমন্ত্রীদেব চিত্ত রমিত হয়।

“আনন্দ, ভবিষ্যতে এই পাটলি গ্রাম সমস্ত মহানগর ও বারিজ্যস্থানের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হইবে, কিন্তু অগ্নি, জল ও অস্ত্রবিধ দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।”

সেই সময় যগধের মহামন্ত্রী সুনীধ ও বর্ষকার ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া কুশল প্রশ্নান্তর উপবেশন করিয়া নিবেদন করিলেন,—“গৌতম, আপনি ভিক্ষু সঙ্ঘ সহ অস্ত্র আমাদের গৃহে ভোজন করুন।” ভগবান যোনাবলস্বনে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

তখন সুনীধ ও বর্ষকার ভগবানের সম্মতি অবগত হইয়া তাঁহাদের বাসস্থানে প্রত্যাবর্তন করতঃ নানাবিধ ঋদ্ধ ভোজ্য প্রস্তুত করাইলেন। ভগবান যথাসময় পাত্র চীঘ লইয়া ভিক্ষু-সঙ্ঘ সমভিব্যাহারে মন্ত্রীদেব আবাসে গমন পূর্বক উপবেশন করিলেন। তাঁহারা বৃদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘকে সহিতে ঋদ্ধ-ভোজ্য পবিবেশন করিলেন। ভগবানেব আহাবেব পব তাঁহারা উভয়ে নিম্ন আসনে একপাশে উপবেশন করিলেন। ভগবান তাঁহাদের দান অন্নমোদন করিয়া বলিলেন, “যেই স্থানে পণ্ডিত ব্যক্তি শীলবান, সংযমী ব্রহ্মচারীকে ভোজন প্রদান করিয়া বাস কবায়, সেই স্থানে অবস্থিত দেবতার দানার্থ আকাজ্ঞা করিয়া থাকে, তাহারা পুঞ্জিত হইয়া পুন্ডা করে, সম্মানিত হইয়া সম্মান প্রদর্শন করে। তাহারা ঔরস পুত্রের দ্বারা দাতাকে অল্পকৃপা কবে। দেবারুগৃহীত ব্যক্তির সর্বদা মদল লাভিত হয়।” ভগবান এই উপদেশ দ্বারা মন্ত্রীদেব দান অন্নমোদন করিয়া গ্রহণ করিলেন।

মন্ত্রীদেব ভগবানের অন্নস্বয়ং করিতে করিতে ভাবিলেন, “আমি শ্রমণ গৌতম যেই দ্বাব দিয়া বহির্গত হইবেন, তাহা গৌতম-দ্বাব এবং যেই তীর্থ (ঘাট) দিয়া গঙ্গা নদী পার হইবেন, তাহা গৌতম-তীর্থ নামে অভিহিত কবিব।” সেই হইতে ভগবান যেই দ্বার দিয়া নগর হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, সেই দ্বার ‘গৌতম-দ্বার’ এবং যেই তীর্থ দিয়া গঙ্গা পার হইয়াছিলেন, তাহা গৌতম-তীর্থ নামে অভিহিত হইল।

ভগবান নদী পার হইয়া আনন্দকে বলিলেন, “জন, আনন্দ, কোটিগ্রামে গমন করি।” আনন্দ সম্মত হইলেন। তখন ভগবান ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ কোটিগ্রামে উপস্থিত হইয়া অবস্থান কবিতে লাগিলেন। ভগবান ভিক্ষুদিগকে একদিন বলিলেন—

“ভিক্ষুগণ, চতুর্দিক আর্ধ্যসত্য জ্ঞাত না হওয়ার আশি ও তোমরা দীর্ঘকাল

সংসারে বারম্বার অনর্থকরণ করিয়াছি সেই আর্থ্যসত্য চারিটি কি-কি? দুঃখ আর্থ্যসত্য, দুঃখ সমৃদ্ধ আর্থ্যসত্য, দুঃখ নিরোধ আর্থ্যসত্য এবং দুঃখ নিরোধ গামিনী প্রতিপদা আর্থ্যসত্য আমি এই চতুর্থার্থ্যসত্য অবগত হওয়ার আমার ভব-ভৃগু বৎস হইয়া গিয়াছে, পুনর্জন্মের হেতু বিনাশ পাইয়াছে, আর পুনর্জন্মের সম্ভাবনা নাই।”

ভগবান কোটিগ্রামে ভিক্ষুদিগকে এইরূপে ধর্মোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন।

ভগবান কোটিগ্রামে ইচ্ছানুযায়ী বিহার করিয়া আনন্দকে বলিলেন, “চল, আনন্দ, নাদিকায় \* গমন কবি।” আনন্দ সন্মত হইলেন। ততঃপর ভগবান ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ নাদিকায় গমন করিয়া গিঞ্জকাবসথে ( ইটক গ্রামাদে ) বিহার করিতে লাগিলেন। সেখানেও তিনি ভিক্ষুদিগকে উক্ত নিয়মে ধর্মোপদেশ প্রদান করিলেন।

ভগবান নাদিকা হইতে ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ বৈশালীতে \*\* গমন করিয়া আত্মপালী-উদানে বিহার করিতে লাগিলেন। সেখানে তিনি ভিক্ষুদিগকে সন্ধান পূর্বক বলিলেন—

“ভিক্ষুগণ, শ্রুতি এবং সম্প্রজাত ( আপনার কর্তব্য বিষয়ে জাগ্রত থাক। ) সহ বিহার কর , ইহাই আমার অন্তশাসন। ”

পতিভা নারী আত্মপালী ভগবান বৈশালীতে উপস্থিত হইয়া তাহার আশ্রয়-কাননে বিহার করিতেছেন শুনিয়া হৃৎকম্পিত অববাহিত বথারোহণে আশ্রয়কাননে উপস্থিত হইল এবং ভগবানকে বন্দনা কবিয়া একপাশে উপবেশন করিল। ভগবান তাহাকে উপদেশ দানে আগ্রহান্বিত কবিলেন। সে ভগবানকে নিবেদন করিল—

“ভগ্নে, আগনি ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ আগাদী কল্যেব চক্স আনাং নিমজ্জণ গ্রহণ করুন। ”

\* নাদিকা-জাতক-নভিকা-অভিকা-রভিকা=রভী, বাহাব নামে বর্তমান রভী পরগণা হইয়াছে , জেলা নল্লফরপুর।

\*\* এই রাজ্যটি বর্তমান বিহারের উত্তরাংশে ভিরহত বিভাগে অবস্থিত ছিল নল্লফরপুর জেলার হাজিপুর মহকুমার ২৩ নাইল উত্তরে কোলহ্যা নামক পল্লীতে প্রাচীন বৈশালী নগরীর ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত আছে।



ভগবান মৌনাবলম্বনে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। আত্মপালী তাহা অবগত হইয়া তাঁহাকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ কবিয়া প্রস্থান করিল।

বৈশালীর লিচ্ছবীরা ভগবানের আগমন সংবাদ শ্রবণ কবিয়া তাঁহাকে দর্শন মানসে সুসজ্জিত বথায়োহণে বৈশালী হইতে যাত্রা করিল। তাহাদের মধ্যে কেহ নীলবর্ণ, নীলবর্ণ দেহ, নীলবস্ত্র ও নীল অলঙ্কারে ভূষিত, কেহ বা পীতবর্ণ, পীতবর্ণ দেহ, পীতবস্ত্র ও পীত অলঙ্কারে ভূষিত, কেহ বা লোহিতবর্ণ, লোহিতবর্ণ দেহ, লোহিতবস্ত্র ও লোহিত অলঙ্কারে ভূষিত, কেহ বা শ্বেতবর্ণ, শ্বেতবর্ণ দেহ, শ্বেতবস্ত্র ও শ্বেত অলঙ্কারে ভূষিত ছিল। পতিতা আত্মপালী পথের মধ্যে তক্ষণ লিচ্ছবীদের বথের অঙ্গের সঙ্গে অঙ্গ, চক্রেয় সঙ্গে চক্র এবং যুগ্মেব সঙ্গে যুগ্ম সন্মিলন করিয়া অভিনির্দান ভবে বাইতে লাগিল। তখন লিচ্ছবী যুবকেরা বিজ্ঞাসা করিল—

“বে আত্মপালি, তুমি কেন আমাদের যানের অঙ্গের সহিত তোমার যানের অঙ্গ, চক্রেয় সঙ্গে চক্র এবং যুগ্মেব সঙ্গে যুগ্ম সন্মিলন করিয়া অশ্বযান চালনা কবিয়া বাইতেছ ?”

“আর্য্যপুত্রগণ, আমি আগামী কল্যেয় জন্ত ভগবান বুদ্ধকে ভিক্ষু-সম্মত সহ নিমন্ত্রণ কবিয়াছি।”

“আত্মপালি, এই নিমন্ত্রণ তুমি আমাদেরকে দাও, আমরা তোমাকে লক্ষ মুদ্রা প্রদান কবিব।”

“আর্য্যপুত্রগণ, তোমরা যদি সমস্ত বৈশালী এবং তাহার নিকটবর্তী স্থান সকলও আমাদেরকে প্রদান কব, তথাপি এইরূপ গৌরবেব নিমন্ত্রণ আমি তোমাদিগকে ছাড়িবা দিব না।”

তচ্ছবণে লিচ্ছবী যুবকেরা অস্থূলি স্ফোটন করিয়া বলিল, ‘অহো! আত্মপালীও আমাদেরকে পরাজিত করিল। আমরা ইহা দ্বারা প্রবঞ্চিত হইলাম।’

অনন্তর তাহারা আত্মপালীর আত্মকাননে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইল। ভগবান তাহাদিগকে দেখিয়া ভিক্ষুদিগকে বলিলেন, “বে সকল ভিক্ষুগণ ত্রয়সিংগ দেবগণকে অবলোকন কর নাই, তাহারা এই বুদ্ধিগণকে \* দর্শন কর। বুদ্ধিগণেব সহিত ত্রয়সিংগ দেবগণের সাদৃশ্য অবলোকন কর।”

লিচ্ছবীরা ভগবানকে বলিল, “ভগ্নে, ভিক্ষু-সম্মত সহ আপনি আগামী কল্যেয় জন্ত আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।”

\* বুদ্ধিগণেব অপর নাম লিচ্ছবী।

‘নিষ্কলিঙ্গ, আমি আগামী কল্যেৰ জন্ত আত্মশালীৰ নিমন্ত্ৰণ স্বীকার কৰিছাছি।’

তদুপৰি তাহাৰা অশ্বলি স্কাটন কৰিবা বনিত্তে লাগিল, “অহো। আত্মশালী আমাদিগকে জয় কৰিল। আমাৰা আত্মশালী কৰ্ত্ত্বক পৰাজিত হইলাম।”

তাহাৰা ভগবানেৰ উপদেশে আপ্যায়িত হইয়া তাহাকে বন্দনা ও প্ৰদক্ষিণ কৰিবা প্ৰস্থান কৰিল।

আত্মশালী দ্বাৰিশেষে ঋতু ভোজ্য প্ৰস্তুত কৰিবা ভগবানকে আসিবার জন্ত সৎকাৰ প্ৰেৰণ কৰিল। ভগবান বৰ্ণাসময় ভিক্ষু-সম্মত সহ আত্মশালীৰ গৃহে উপস্থিত হইলেন। আত্মশালী বহুতে তাহাদিগকে ঋতু ভোজ্য পৰিবেশন কৰিল। তাহাদেৰ আহাৰ সমাপ্ত হইলে সে একপাৰ্শ্বে উপবেশন কৰিবা ভগবানকে নিবেদন কৰিল,—“ভগ্নে, আমাৰ আত্ম কানন বৃদ্ধ প্ৰেমুৰ ভিক্ষু-সম্মতকে দান কৰিলাম। অতঃপৰ কৰিবা গ্ৰহণ কৰুন।”\*

ভগবান সন্ততি জ্ঞাপন কৰিবা তাহাকে উপদেশ দানে আপ্যায়িত কৰতঃ প্ৰস্থান কৰিলেন।

তিনি বৈশালীতে অবস্থান কৰিবার সময়ও ভিক্ষুদিগকে নানাবিধ ধৰ্মোপদেশ প্ৰদান কৰিলেন।

ভগবান ভিক্ষু-সম্মত সহ আত্মশালীৰ উত্তান হইতে বেলুৰ গ্ৰামে গমন কৰিবা বাস কৰিতে লাগিলেন। একদিন ভিক্ষুদিগকে লেখন কৰিবা বলিলেন—  
“ভিক্ষুগণ, তোমরা সকলে বৈশালীৰ চতুঃপাশ্ৰ্ৱৰ্ত্তী পৰিচিত স্থানে বৰ্ণা দাপন

---

\* এই পতিতা রমণী যোবনে সৰ্ব্বক বুজকে দান দিয়া ভিক্ষুণী হইয়াছিলেন। বুজের পরিনিৰ্বাণের পর তিনি অনেক দিন জীবিভা ছিলেন। তিনি বারুক্যে উপনীত হইয়া ১২টি পাখা দ্বাৰা দেহেৰ অসারতা বৰ্ণনা কৰিরাছিলেন। যচনা কৌশলে এবং কবিত্তে সেই পাখা গুলি কেমন কমলগ্ৰাহী তাহা প্ৰদৰ্শনেৰ নিমিত্ত এই স্থানে দুইটি পাখা উদ্ধৃত হইল। প্ৰাচীন যুগে একজন পতিতা নারী কতদূৰ হুশিক্ষিতা হইরাছিলেন, এই পাখা দুইটি পাঠ কৰিবা অনেকেই বিস্মিত হইবেন। ভগবান এক সময় তাহাকে বলিরাছিলেন ‘জয়া একদিন আসিবে’। যখন সত্যই তাহাকে জয়া আক্ৰমণ কৰিরাছিল তখন তাহা তিনি পাখাৰ বৰ্ণনা কৰিরাছেন।

কর। আমি এই বেলুণ গ্রামে বর্ষা বাপন কবিব।” \*

বর্ষাভ্যন্তরে ভগবান মাঝামাঝি গীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। তিনি বেদনার মবণাপন্ন হইয়াছিলেন। তৎকালে তিনি স্তুতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত থাকিয়া প্রসন্নভাবে সহ্য করিতে লাগিলেন। একদিন তাঁহার মনে হইল, “আমার সেবক ও ভিক্ষু-সঙ্ঘকে না জানাইয়া পরিনির্ভীশ গমন করা আমার উচিত হইবে না। আমি বীর্য্যেব দ্বারা এই ব্যাধিকে দমন করিয়া জীবন সংস্কার রক্ষা করতঃ বিহার করিব।” তিনি বীর্য্যবলে এই মারাত্মক ব্যাধি দমন করিয়া জীবনীশক্তি রক্ষা করতঃ বিহার করিতে লাগিলেন।

একদিন ভগবান রোগ হইতে সত্ত্বা মুক্ত হইয়া বিহারের পশ্চাৎভাগে ছারার উপবেশন করিলেন। তখন আনন্দ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন—

“ভগ্নে, এখন আপনাকে স্বস্থ দেখিতেছি। আপনাকে রোগহীন দেখিতেছি! আপনাব বোগের সময় আমাব দেহ জড়সর হইয়া গিয়াছিল; আপনি রোগগ্রস্ত হওয়ায় আমার ধর্মবিষয় চর্চা করিতে ইচ্ছা হয় নাই। তবে আমাব দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ভগবান ভিক্ষু-সঙ্ঘকে কিছু উপদেশ না দিয়া পরিনির্ভীশ হইবেন না।”

“আনন্দ, ভিক্ষু-সঙ্ঘ আমার নিকট আর কি প্রত্যাশা করে? আমি-ত গোপন রাখিয়া কোন উপদেশ প্রদান করি নাই। ধর্ম সঘর্ষে আমার কোন আচার্য্য মুষ্টি (রহস্য) নাই।

“আনন্দ, বাহ্যে এইরূপ মনে হয়, ‘আমি-ই ভিক্ষু-সঙ্ঘ পরিচালন কবিব’ অথবা এরূপ মনে কবে যে, ‘এই যমুলা আমাবই শাসনে থাকিবে’ সে-ই ভিক্ষু-সঙ্ঘের প্রত্যক্ষ কিছু করে। কিন্তু তথাগত সেইরূপ কোন চিন্তা করেন না।

“আনন্দ, তথাগত ভিক্ষু-সঙ্ঘের প্রত্যক্ষ আব কি করিবেন? আমি এখন

কালকা ভয়বয়সদিসা বেল্লিতগ্গা মম মুদ্ধজা অহ,  
তে জবায় সাণবাক সদিলা সচ্চবাদি বচনং অনগ্রংগথা।

কাননশ্রিং বনসজ্জাগ্রিনী কোকিলা’ব মধুরং নিকৃজিতং  
তং জরায় বলিতং তহিঁ তহিঁ সচ্চবাদি বচনং অনগ্রংগথা।

—থেরীগাথা।

\* ভগবান বুদ্ধের অভিব্যক্তি বর্ষা বেলুণ গ্রামে বাপিত হয়।

জবাজীর্ণ বুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। আমার বয়স অশীতি বৎসর হইয়াছে।

“আনন্দ, জীর্ণ শরট যেমন সংস্কার করিলে অতি বস্ত্র চলিতে পারে আমার শরীরও তদ্রূপ করিলে চলিতে পারে।

“আনন্দ, বেই সময় তথাগত সমস্ত নিমিত্ত মনে না করিয়া কোন কোন বেদনা নিবোধেব জন্ম অনিমিত্ত চিত্ত সমাধি ( একাগ্রতা ) প্রাপ্ত হইয়া বিহরণ করেন সেই সময় তথাগতের দেহ স্নান থাকে।

“আনন্দ, আত্মদীপ ( নিজে নিজের মার্গ প্রদর্শক, দীপক ), আত্মশরণ ( স্বাবলম্বী ), অনন্তশরণ ( নাপ্রাবলম্বী ), হৃদ্যদীপ, হৃদ্যশরণ এবং অনন্য-শরণ হইয়া বিহরণ কর।”

ভগবান পূর্বাঙ্কে বৈশালীতে ভিক্ষা সমাধান করিয়া আহাৰাশ্বে আনন্দকে বলিলেন,—“আনন্দ, আসন লইয়া আস। অস্ত্র দিবা বিহাবের নিমিত্ত চাপাল চৈত্রে গমন করিব।”

আনন্দ আসন হস্তে ভগবানের অঙ্গসংরক্ষণ করিলেন। ভগবান চাপাল চৈত্রে উগস্থিত হইয়া আসন গ্রহণ করিলেন। আনন্দও তাঁহার পাশে আসন গ্রহণ করিলেন। তখন ভগবান আনন্দকে বলিলেন,—

“আনন্দ, বৈশালী বড় রমণীয় স্থান, উদয়ন চৈত্রে, গৌতমকে চৈত্রে, নগ্ধবর্ক চৈত্রে, বহুপ্রবৃক চৈত্রে, নারদ চৈত্রে এবং চাপাল চৈত্রে বড় রমণীয় স্থান।

“আনন্দ, রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্বত, কপিলবস্ততে ত্রয়োদারাম, রাজগৃহে চোষ প্রপাত, বৈভার পর্বত পাশ্বে কালশিলা, নীতবনে সর্প শৌভিক পত্তার, তপো-দাব্যম, বেলবনে কলমক নিবাণ, জীবকাম্রবন এবং মন্দবুজি মৃগদাব্য\* বড় রমণীয় স্থান।

“আনন্দ, আমি পূর্বেই বলিয়া দিয়াছি, সমস্ত প্রিয় বস্তু হইতে বিচ্ছেদ অনিবার্য। অচিরে তথাগত পরিনির্বাণ লাভ করিবেন। আজ হইতে তিনমাস পবে তথাগত পবিনির্বাণগিত হইবেন।† চপ, আনন্দ মহাবনের কুটাগার শালায় গমন করি।”

\* এই স্থানের নাম মৃগদাব ছিল। অজাতশত্রুর মাতা অজাতশত্রু শিশুহত্যা হইবে জ্ঞাত হইয়া এই স্থানে গর্ভপাতের নিমিত্ত কুক্ষি ( উদর ) মর্দন করাইয়া ছিলেন। তজ্জন্তু পরে এই স্থানের নাম মন্দবুজি মৃগদাব হয়।

† মাঘী পূর্ণিমা দিবসে ভগবান এই কথা বলিয়াছিলেন। এই হেতু মাঘী পূর্ণিমা বৌদ্ধদের পক্ষে পবন পবিত্র।

ভগবান আনন্দকে সঙ্গে করিয়া মহাবনের কুটাগারশালায় উপস্থিত হইয়া আনন্দকে বলিলেন—

“আনন্দ, বৈশালীতে যত ভিক্ষু অবস্থান করে, সকলকে উপস্থান শালায় (সভামণ্ডপে) একত্র হইতে বল।” আনন্দ আদেশ পালন করিলেন।

ভগবান উপস্থান শালায় বাইরা উপবেশন পূর্বক উপস্থিত ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

“ভিক্ষুগণ, আমি পূর্বে সেই সব উপদেশ প্রদান করিয়াছি, তাহা উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়া পূর্ণরূপে আচরণ কর, সেই বিবর গভীর চিন্তা কর, তৎসমুদয় সর্বত্র প্রচার কর, যেন এই ব্রহ্মচর্য্য চিরস্থায়ী হয় এবং চিরদিন বিজ্ঞান থাকে। তরুণ করিলে তাহা দ্বারা বহু লোকের হিত স্থব সাধিত হইবে। দেব ও মনুষ্যগণের প্রয়োজন নিরূপ হইবে, তাহাদের হিত-স্থব সাধিত হইবে। সেই উপদেশগুলি এই—(১) চতুর্বিধ হৃত্যুপস্থান, (২) চতুর্বিধ সম্যক প্রদান, (৩) চতুর্বিধ ঋদ্ধিশাদ, (৪) পঞ্চেন্দ্রিয়, (৫) পঞ্চ বল, (৬) সপ্ত বোধ্যদ (৭) আধ্যাত্মিকমার্গ।

“ভিক্ষুগণ, সংস্কার (কৃতবস্তু) বিনাশ, গোল (বয় ধন্য), অভ্যস্তিত ভাবে সম্পাদন কব। অচির তথাগতের পরিনির্বাণ হইবে। অস্ত্র হইতে তিনমাস পরে আমি পরিনির্বাণিত হইব।”

ভগবান পূর্বাঙ্কে বৈশালীতে ভিক্ষা করিয়া আহায়াস্তে গজদৃষ্টিতে বৈশালী অবলোকন করিয়া আনন্দকে বলিলেন, “আনন্দ, তথাগতের এই অন্তিম বৈশালী দর্শন। চল, আনন্দ, ভগ্নগ্রামে গমন করি।”

ভগবান ক্রমান্বয়ে ভগ্নগ্রাম, অথগ্রাম, ভবুগ্রাম পর্য্যটন করিয়া অবশেষে ভোগ নগরে উপস্থিত হইলেন।

ভগবান ভিক্ষু-সম্মুহ সহ ভোগ নগরে উপস্থিত হইয়া আনন্দ চৈতন্য বিহার করিতে লাগিলেন। এই স্থানে তিনি ভিক্ষুদিগকে বলিলেন,—“ভিক্ষুগণ, চারিটি মহাপ্রদেশ সম্বন্ধে তোমাদিগকে উপদেশ প্রদান করিব, মনোবোগের সহিত প্রবণ কর।

“ভিক্ষুগণ, (১) যদি কোন ভিক্ষু বলে, ‘বদ্ধ, আমি ভগবানের নিকট এইরূপ ভূনিয়াছি, তাহার নিকট হইতে এইরূপ গ্রহণ করিয়াছি, ‘ধর্ম্ম এইরূপ, বিনয় এইরূপ এবং শাস্ত্রের উপদেশ এইরূপ’। ভিক্ষুগণ, তোমরা তাহার বাক্য অহমোদন বিদ্যা অগ্রাহ্য না করিয়া গদ-ব্যক্তনের সহিত তাহার বাক্যগুলি যথাযথ গ্রহণ করিয়া হস্ত-ছাচে চালিয়া বিনয়ের সহিত মিলাইয়া দেখিবে। যদি তাহা স্তম্ভের

সহিত তুলনা করিয়া এবং বিনয়ের সহিত মিলাইয়া দেখিতে পাও, অতঃপূর্ব বিনয়ের সহিত মিলিতেছে না, তাহা হইলে বিশ্বাস করিও, ইহা বুদ্ধের বাক্য নহে; এই ভিক্ষু অজ্ঞতা বশতঃ কদৰ্শ করিতেছে। তখন তাহার বাক্য অগ্রাহ্য করিবে। যদি তাহা স্মরের সঙ্গে মিলে এবং বিনয়ের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়, তবে বিশ্বাস করিও, অবশ্যই ইহা বুদ্ধের বাক্য, এই ভিক্ষুবথার্থরূপে উপদেশের মর্ম আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে। ভিক্ষুগণ, এই প্রথম মহাপ্রদেশ সাবধানে মনে গ্রহণ কর।

“ভিক্ষুগণ, (২) যদি কোন ভিক্ষু এইরূপ বলে—‘বদ্ধ, অমুক আবাসে স্থবির গ্রন্থ ভিক্ষু-সঙ্ঘ অবস্থান করিতেছেন। আমি তাঁহাদের নিকট গুনিয়াছি, তাঁহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছি, ধর্ম এইরূপ, বিনয় এইরূপ এবং শাস্তার শাসন এইরূপ’ .. তবে বিশ্বাস করিও, অবশ্যই ইহা ভগবানের বাক্য, এই ভিক্ষু-সঙ্ঘ বথার্থভাবে মর্ম বুঝিতে সমর্থ হইয়াছে। ভিক্ষুগণ, ইহা দ্বিতীয় মহাপ্রদেশ বলিয়া গ্রহণ কর।

“ভিক্ষুগণ, (৩) . ভিক্ষু এইরূপ বলে, ‘বদ্ধ, অমুক আবাসে অনেক বহুশ্রুত, আগমজ্ঞ, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতৃকাধর স্থবির ভিক্ষু বাস করেন। আমি ইহা সেই স্থবিরের নিকট হইতে গুনিয়া গ্রহণ করিয়াছি, ইহা ধর্ম,’ ... ।

“ভিক্ষুগণ, (৪) যদি কোন ভিক্ষু এইরূপ বলে, ‘বদ্ধ অমুক আবাসে একজন বহুশ্রুত . . . স্থবির ভিক্ষু বাস করেন। আমি ইহা তাঁহার নিকট গুনিয়া গ্রহণ করিয়াছি, ‘ধর্ম এইরূপ বিনয় এইরূপ।’ . . . ভিক্ষুগণ, এই চতুর্থ মহাপ্রদেশ ধারণ কর।

“ভিক্ষুগণ এই চতুর্থ মহাপ্রদেশ উত্তমরূপে হৃদয়ে ধারণ কর।”

ভগবান এই ভোগ নগরে অবস্থান করিবার সময় ভিক্ষুদিগকে এইরূপে নানা-বিধ ধর্মোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর যতদিন ইচ্ছা ভোগ নগরে বিহার করিয়া ভগবান আনন্দকে বলিলেন, “চল, আনন্দ, আমরা পাবা নগরে গমন করি।” আনন্দ সম্মতি প্রকাশ করিলে ভগবান ভিক্ষু-সঙ্ঘ সমভিব্যাহারে পাবা নগরে গমন করিলেন।

ভগবান ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ বথাসময় পাবার \* উপস্থিত হইয়া চন্দ নামক স্বর্ণকার

\* পজরোনিব সমীপে অবস্থিত বর্তমান পশু উর গ্রাম (পাবাপুর)। ইহা গোয়ালপুরের ৪০ মাইল উত্তর পূর্বে ও গওক নদীর ১২ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

পুত্রের আশ্রয় কাননে বাস করিতে লাগিলেন। চন্দ্র এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইল এবং কন্যার কন্যাজ্ঞা এক পাশে উপবেশন করিল। ভগবান তাহাকে ধর্মোপদেশ দানে পবিত্র করিলেন। চন্দ্র ভগবানকে নিবেদন করিল,—“ভগ্নে, আপনি ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ আগামী কল্য আমার বাড়ীতে আহাৰ গ্রহণ করুন।” ভগবান মৌনাবলম্বনে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। বাস্তি অবসানে চন্দ্র নানাবিধ খাদ্য ভোজ্য ও অনেক শূকর মর্দব \* প্রস্তুত করিয়া ভগবানকে আসিবার জন্ত সংবাদ প্রেরণ করিল। ভগবান ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ বথাসময়ে চন্দ্রের বাসভবনে গমন করিয়া উপবেশন করিলেন। চন্দ্র বহুতে পরিবেশন করিল। আহাৰান্তে ভগবান চন্দ্রকে ধর্মোপদেশ দানে পরিতৃপ্ত কবতঃ প্রস্থান করিলেন।

স্বর্গকার পুত্র চন্দ্রের অন্ন ভোজনেব পব ভগবানের রক্তমাংসায় ও তীব্র বেদনা উপস্থিত হইল। রোগ এমন প্রবল হইল যে তাহার ভীষনেব আশা রহিল না। এই কঠিন বোগেব সময়ও ভগবান স্মৃতিমান ও সন্তোষিত ভাবে ছিলেন, কোন কাতর উক্তি করেন নাই। তখন ভগবান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—“চল, আনন্দ, কুশীনারা \*\* গমন করি।” আনন্দ সম্মতি প্রকাশ করিলে ভগবান ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দূর গমনেব পব এক বৃক্ষমূলে উপস্থিত হইয়া ভগবান আনন্দকে বলিলেন, “আনন্দ, আমাব সন্ধ্যাটি চাবিভাজ করিয়া বিতারিত কর। আমি বড় ক্লান্ত হইয়াছি, বিশ্রাম করিব।” আনন্দ সন্ধ্যাটি বিতারিত করিয়া দিলে ভগবান উপবেশন করিলেন। সেই সন্ধ্যা আলাড় কাল্যামের শিষ্য পুঙ্কস নামক যজ্ঞপুত্র কুশীনারা \*\*\* হইতে পাঁচ নগরে গমন করিতেছিল সে ভগবানকে তক্ষমূলে উপবিষ্ট দেখিয়া তাহার নিকট আগমন করতঃ অভিবাদন করিয়া এক পাশে উপবেশন করিল। অনন্তর সে ভগবানকে

\* নাতি তরুণ নাতি বৃদ্ধ এক বৎসর বয়স্ক শূকরের মাংস। তাহা মুহু এবং নিম্ন। কেহ কেহ বলেন, নরম ( কোমল ) চাউল পঞ্চবিধ গোবসের ঘূসের দ্বারা প্রস্তুত খাদ্যেব নাম শূকর মর্দব। আবার কেহ কেহ বলেন, শূকর মর্দব এক প্রকাব স্নানয়ন বিশেষ। এই ব্যাখ্যান সম্বন্ধে ভৈরব্য শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। ভগবানের পরিনির্বাণ লাভ না হইবার উক্ত চন্দ্র তাহা প্রস্তুত করিয়াছিল।

\*\* ইহা গৌরবপুত্রের ২৭ মাইল পূর্বে অবস্থিত। বর্তমান নাম কস্তা।

\*\*\* পাঁচ হইতে কুশীনারা ৬ গব্যুতি ( ১৫ যোজন ) মাত্র। ভগবান যথার্থে দাজ্ঞা করিয়া স্বর্গান্তেব সময় কুশীনারার উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই পঞ্চটুকর মধ্যে পঞ্চবিংশতিবাব তাহাকে বিশ্রাম করিতে হইয়াছিল।—উদানার্ধকথা।

বলিল, “ভগ্নে, ধাঁহারা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা কি আশ্চর্য্য, কি অদ্ভুত শক্তির সহিত বিহার করেন। পূর্বে আলাড কালাম দীর্ঘ পথ ভ্রমণে রত হইয়া রাস্তা ভ্রাগান্তর সমীপে এক তরুণে বোত্বেয় সময় বিশ্রাম করিতেছিলেন। সেই সময় পঞ্চশত শব্দট প্রায় আলাড কালামকে স্পর্শ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। তখন একব্যক্তি সেই শব্দট সমূহ অহসরণ করিয়া আলাড কালামের নিকট উপস্থিত হইল এবং আলাড কালামকে সম্বোধন করিয়া বলিল, ‘মহাশয়, পঞ্চশত শব্দট এই স্থান দিয়া চলিয়া গেল, আপনি তাহা দেখিয়াছেন কি?’ ‘না, দেখি নাই।’ আপনি তাহার শব্দ শুনিয়াছেন কি?’ ‘না।’ ‘আপনি কি নিশ্চিত ছিলেন?’ ‘না।’ ‘আপনি কি জাগ্রত ছিলেন?’ ‘হাঁ।’ ‘তাহা হইলে আপনি সঙ্গত ও জাগ্রত ছিলেন এবং পঞ্চশত শব্দট আপনাকে প্রায় স্পর্শ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, আপনি তাহা দর্শন কিবা শব্দ শ্রবণ করেন নাই, অথচ আপনার চীবর ধূলি লিপ্ত হইয়াছে।’ ‘হাঁ, তাহা সত্য।’

তখন সেই ব্যক্তি ভাবিতে লাগিল, ‘কি অদ্ভুত শক্তির সহিত প্রব্রজিত ব্যক্তি বিহার করেন, যে সংজ্ঞাহীন ও জাগ্রতাবস্থার থাকিয়াও নিকট দিয়া পঞ্চশত শব্দট গমন করিলেও দর্শন কিবা তাহার শব্দ শ্রবণ করেন না।’ এই সিদ্ধান্ত করিয়া আলাড কালামের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া প্রস্থান করিল।”

“পুত্ৰস, তুমি নিম্নোক্ত দুইটি বিষয়ের মধ্যে কোনটি কঠোরতম মনে কর, প্রথম সজ্ঞান ও জাগ্রতাবস্থাতে অতি নিকট দিয়া পঞ্চশত শব্দট চলিয়া বাইতে না দেখা ও তাহার শব্দ শ্রবণ না করা, অল্পটি সজ্ঞান ও জাগ্রতাবস্থায় বৃষ্টিবর্ষণ হওয়া, বৃষ্টির জল কল কল শব্দে প্রবাহিত হওয়া, বিদ্যুৎ নিকাশিত হওয়া, বজ্রপাত হওয়া দর্শন না করা ও তাহার শব্দ শ্রবণ না করা?”

“ভগ্নে, ইহার সহিত তুলনায় পঞ্চশত বা শতসংখ্য শব্দটই বা কি? ইহাই কঠোরতম যে সজ্ঞান জাগ্রতাবস্থায় বৃষ্টিবর্ষণ হওয়া . . .।”

“পুত্ৰস, এক সময় আমি আত্মা নগরের ভূবাগবে বিহার করিতেছিলাম। তখন বৃষ্টিবর্ষণ হইয়াছিল, বৃষ্টির জল কল কল . . . ভূবাগবের সমীপে দুই কুবক লাভা ও চারিটি বলীবর্দ হত হইয়াছিল এবং আত্মা নগর হইতে বহু লোক আগিয়া সেই স্থানে হত কুবকলাভ্রম ও চারিটি বলীবর্দের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সময় আমি ভূবাগার হইতে বাহির হইয়া দ্বারের নিকটবর্তী উন্মুক্তস্থানে পাদচারণ করিতেছিলাম। তখন সেই জনতা হইতে একজন আমার নিকট আগিয়া আমাকে অভিবাৎসল্যের একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। তখন



আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘এখানে অত লোক একত্র হইয়াছে কেন?’ সে বলিল, ‘কিছু পূর্বে বৃষ্টি পড়িয়া জন কল কল রবে বহিতেছিল, বিদ্যায় দেখা বাহিতেছিল, বজ্রপাত হইতেছিল এবং ঢুই কৃষকব্রাতা ও চাষিগণ বনীবর্দ হত হইয়াছে। এই জন্ত এই স্থানে এত লোক একত্র হইয়াছে। তন্মতে, আপনি কোথায় ছিলেন?’ ‘আমি এখানেই ছিলাম।’ ‘ভ্রমে, আপনি কি এই সমস্ত দেখেন নাই?’ ‘না, আমি দেখি নাই।’ ‘ভ্রমে, আপনি কি শব্দ শ্রবণ করেন নাই?’ ‘না, আমি শব্দ শ্রবণ করি নাই।’ ‘ভ্রমে, আপনি কি নিদ্রিত ছিলেন?’ ‘না।’ ‘তখন কি আপনার নজর ছিল।’ ‘হঁ, নজর ছিল।’ ‘তাহা হইলে আপনি নজরাবৃত্ত ও জাগ্রত ছিলেন অথচ বৃষ্টি পড়িত হইয়াছে, জন কল কল রবে বহিতা গিয়াছে, বিদ্যায় ক্ষুরিত হইয়াছে ও বজ্রপাত হইয়াছে—এসকল দর্শন ও করেন নাই এবং তাহার শব্দও শ্রবণ করেন নাই।’ ‘হঁ, তাহা সত্য।’

‘পুঙ্খ, তজ্জ্বৰণে সেই ব্যক্তি ভাবিতে লাগিল, ‘কি আশ্চর্য, কি অদ্ভুত শক্তির সহিত প্রেরিত ব্যক্তিগণ বিহার করেন যে বৃষ্টি পড়িত হইল, কল কল রবে জন প্রবাহিত হইল, বিদ্যায় ক্ষুরিত হইল, বজ্রপাত হইল অথচ জাগ্রত ও নজর খাবিয়াও ইনি তাহা দর্শন কিম্বা তাহার শব্দ শ্রবণ করিলেন না!’ অনন্তর সে আনাকে অভিবাগন ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিল।’

ভগবানের এই ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া মন পুঙ্খ ভগবানকে বলিল, ‘প্রবল বাতাসে যেমন লোকে তুব উড়াইয়া দেয় আমি আড়াল কালামের মত তেমন উড়াইয়া দিলাম, ঝরস্রোত নদীতে যেমন তুব ডালাইয়া দেয় সেইরূপ আমি ডালাইয়া দিলাম। ... . ভ্রমে, আমি ধর্ম ও নজর সহ আপনাব শরণ গ্রহণ করিলাম। আমাকে অস্ত্র হইতে অস্ত্রলিঙ্গ শরণাগত উপাসক বলিয়া মনে করুন।’

ভগবান আনন্দকে বলিলেন, ‘আনন্দ, অস্ত্র রাজির অস্ত্র প্রহরে কুশীনারায় উপবর্তন \* মরুদের শালবনে বৃক্ষশাল তরুর মধ্যস্থলে শুধাগত পরিনির্বাণ লাভ করিবেন। আস, আনন্দ, ককুবা (ককুংসা) নদীতে গমন করি।’

ভগবান ভিক্র-সম্ব সহ ককুবা নদীতে গমন করিলেন। অনন্তর নদীতে অবগাহন ও স্নানপান করিয়া আত্র কাননে \*\* গমন করতঃ আত্মীয় চুলককে বলিলেন,—

‘চুলক, আমার স্ত্রী সন্তানটি চাষিভাজ করিয়া বিভাবিত কব। বড় লাস্য হইয়াছি, বিশ্রাম করিব।’

\* বর্তমান মাধা কুঁয়র, কন্যা—ভেলা গোরক্ষপুর।

\*\* সেই নদী তীরে অবস্থিত শালকানন।

চন্দ্রক টীবব বিস্তারিত করিয়া দিলেন। ভগবান পদ্মের উপর পদ স্থাপন করতঃ স্মৃতি সস্ত্রজ্ঞাত বৃদ্ধ হইয়া এবং উদ্যান সংস্থা মনে রাখিয়া দক্ষিণ পাশে সিংহ শয়নের আরা শয়ন করিলেন। আনন্দের চন্দ্রক ভগবানের পাশে উপবিষ্ট রহিলেন।

তখন ভগবান আনন্দকে সোধোন করিয়া বলিলেন,—“আনন্দ, যদি কেহ ধর্মকার গুণ চুন্দের অমৃততাপ উৎপাদন করিয়া বলে, ‘চন্দ্র, তোমার বড় ক্ষতি হইল, কেননা সর্বশেষ তোমার অন্ন গ্রহণ করিয়াই তথাগত পীড়িত হইয়া পরিনির্বাণ লাভ করিলেন’। আনন্দ, চুন্দের এইরূপ অমৃততাপ নিবারণ করিয়া বলিও, বদ্ধ, তুমি বহু লাভের অধিকারী হইলে; কেননা তথাগত সর্বশেষ তোমার অন্ন ভোজন করিয়াই পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। বদ্ধ চন্দ্র, আমি সাক্ষাৎ ভগবানের স্মৃতি শুনিয়াছি, ‘এই বিবিধ অন্ন সমফলদায়ক, সম বিপাক দায়ক; অন্ন সময়ে গ্রহণ অন্ন হইতে মহাফলপ্রসূ। সেই বিবিধ অন্ন এই,— (১) যেই অন্ন আহার করিয়া তথাগত অমৃতের সম্যক সোধোধি লাভ করিয়াছেন এবং (২) যেই অন্ন আহার করিয়া অহুপাধিশেষ পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছেন।’

“চল, আনন্দ, হিরণ্যবতী \* নদীর পরতীরে অবস্থিত কুশীনারা-উপবর্তনে \*\* মল্লদের শালবনে গমন করি।” আনন্দ সম্মতি প্রকাশ করিলেন। ভগবান বখাসময়ে তিস্ক-সজ্জ সহ শালবনে উপস্থিত হইয়া আনন্দকে বলিলেন—

“আনন্দ, এই বৃক্ষ শালতরুর মধ্যস্থলে উত্তর দীর্ঘ করিয়া মঞ্চ স্থাপন কর। আমি বড় ক্লান্ত হইয়াছি, শয়ন করিব।”

আনন্দ আদেশ পালন করিলেন। ভগবান উত্তরদীর্ঘ হইয়া দক্ষিণ পাশে—

\* ইহার বর্তমান নাম শোণ। কাহারও মতে গণ্ডক নদীর প্রাচীন নাম হিরণ্যবতী।

\*\* যেমন কলম নদীর তীর হইতে রাজ-মাতা-বিহার-বার দ্বিতীয়া স্তূপারামে বাইতে হয় তেমন হিরণ্যবতী নদীর তীর হইতে শালোত্তানে বাইতে হয়। দেবরূপ অমৃতদ্রাব্যপুত্রের স্তূপারাম তরুণ কুশীনাবা। যেমন স্তূপারাম হইতে দক্ষিণ দ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করিবার রাস্তা পূর্বদুর্গী হইয়া উত্তর দিকে গিয়াছে তেমন শালোত্তান হইতে শালপংক্তি ভেদ করিয়া পূর্বদুর্গী বাইয়া উত্তর দিকে বাইতে হয়। এই ভগ্ন তাহা উপবর্তন নামে অভিহিত হইয়াছে।

পবি সিংহের গ্ৰাণ শয়ন করিলেন। অনন্তর ভগবান আনন্দকে বলিলেন—

“আনন্দ, প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির এই চারিটি স্থান দর্শনীয় এবং সংবেগজনক (বৈরাগ্য প্রদ)। সেই চারিটি স্থান এই—(১) ‘এখানে তথাগত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন’ \* ; (২) ‘এই স্থানে তথাগত অমৃত্যু সম্যক সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়াছেন’ \*\* ; (৩) ‘এই স্থানে তথাগত অমৃত্যু (সর্বশ্রেষ্ঠ) ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়াছেন’ \*\*\* , (৪) ‘এই স্থানে তথাগত অমৃত্যুধর্মের নির্বাণ দাতৃ প্রাপ্ত হইয়াছেন’। \*\*\*\* এই চারিটি স্থান দর্শনীয় এবং সংবেগজনক।

“আনন্দ, ভবিষ্যতে প্রজ্ঞাবান ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক এবং উপাসিকারা আসিয়া বলিবে, ‘এইস্থানে তথাগত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন’, ... ।”

“ভক্তে, আমবা নারী জাতির প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিব ?”

“আনন্দ, দর্শন করিবে না।”

“দেখা হইলে কিরূপ ব্যবহার করিব ?”

“আলাপ করিবে না”

“আলাপ করিতে হইলে কিরূপ করিব ?”

“স্বস্তিযুক্ত (সাবধান) হইবে।”

“ভক্তে, আমবা তথাগতের শরীর পূজা (সংকাস) কিরূপে করিব ?”

“আনন্দ, তথাগতের শরীর পূজার নিমিত্ত তোমরা চিন্তাশ্রিত হইও না। তোমরা স্বীয় মঙ্গলের জন্য দৃঢ় নিষ্ঠ হও। স্বীয় মঙ্গলের জন্য নিযুক্ত হও। সন্দর্ভে অশ্রমাদী, উভোগী এবং আত্মসংযমী হইয়া বিচরণ কব। ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও গৃহপতির তথাগতের প্রতি অত্যন্ত অমৃত্যু, তাহারা তথাগতের শরীরের প্রতি উপযুক্ত প্রজ্ঞা প্রদর্শন করিবে।”

“ভক্তে, তথাগতের শরীর পূজা কিরূপ করা হইবে ?”

“আনন্দ, বাজ চক্রবর্তীর মত দেহের প্রতি বৈরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তথাগতের দেহের প্রতিও তরুণ ব্যবহার করিতে হয়।”

“ভক্তে, বাজচক্রবর্তীর দেহের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হয় ?”

“আনন্দ, রাজচক্রবর্তীর দেহ নূতন অব্যবহৃত বস্ত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া তৎপর সূত্ৰনিত কর্পাস দ্বারা বেষ্টন করে। এইরূপে সহস্রবার উত্তর বস্ত্রদ্বারা বেষ্টন কবে। তৎপর লৌহ তৈলদ্বারা তাহা স্থাপন কবে ও অপর লৌহ তৈলদ্বারা

\* লুণ্ঠিনী, \*\* বুদ্ধগয়া; \*\*\* সারনাথ, \*\*\*\* মাথা হুঁয়র।

দ্বারা তাঁহা আবৃত করে এবং সকল প্রকার গন্ধ সামগ্রীদ্বারা চিতা রচনা করে । এইরূপে রাজচক্রবর্তী'র দেহ দৃষ্ট কবির চারিটি রাজ পথের সংযোগ স্থলে রাজচক্রবর্তী'র স্তূপ প্রতিষ্ঠা করে ।”

এই কথা শুনিয়া আনন্দ বিহারে প্রবেশ কবলঃ কপিলীর্ধ ( প্রাচীরেব অগ্রভাগ ) অবলম্বনে দণ্ডায়মান হইয়া বোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—‘হায় । আমার করণীর এখনও সমাপ্ত হয় নাই, যিনি আমার পরম হিতৈষী এবং উপদেষ্টা তিনি পরিনির্বাণ গমন করিতেছেন ।”

ভগবান ভিক্ষুদিগকে দ্বিজাসা করিলেন,—‘ভিক্ষুগণ, আনন্দ এখন কোথায় ?’

‘ভক্তে, তিনি বিহারভ্যন্তরে দণ্ডায়মান হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন ।’

‘তাঁহাকে আমি আহ্বান করিতেছি বলিয়া বল ।”

ভিক্ষু আনন্দকে আহ্বান করিলে তিনি আশ্রিত উপস্থিত হইলেন । ভগবান তাঁহাকে বলিলেন, “আনন্দ, আর শোক করিও না, আর বিলাপ করিও না । আমি ত পূর্বেই তোমাকে বলিয়া দিয়াছি, ‘সমস্ত প্রিয় বস্তু হইতে বিচ্ছেদ হইতে হইবে ।’ বাহ্যিক উৎপত্তি আছে তাহার ধ্বংস অনিবার্য । তাহা ধ্বংস না হওয়া অসম্ভব । তুমি দীর্ঘকাল মৈত্রীচিন্তে তথাগতের সেবা করিয়াছ । তুমি পুণ্যবান, নির্ভাণ সাধনার উত্তমশীল হও । অচিবে মুক্তি লাভ কবিতে পারিবে ।’

“ভক্তে, এই ক্ষুদ্র নগর নগরে আপনি পরিনির্বাণ লাভ করিবেন না । চম্পা, \* বাজগৃহ, শ্রাবস্তী, \*\* সাকেত, \*\*\* কোশাধী \*\*\*\* অথবা বারানসীর জায় হ্রাসিক নগরে পরিনির্বাণ লাভ করুন । সেই সমস্ত দেশের মহাধনাঢ্য ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিরা ভগবানের পরম ভক্ত, তাহার ভগবানের দেহের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিবে ।”

“আনন্দ, ঐরূপ বলিও না । এই নগর ক্ষুদ্র নগর্য এইরূপ মনে করিও না । পূর্বে এই কুশীনাবা হর্দশন নামক রাজার কুশাবতী রাজধানী নামে খ্যাত ছিল । তুমি কুশীনারা নগরভ্যন্তরে বাইরা মল্লদিগকে সংবাহ দাঁও যে, বানিষ্ঠগণ, অস্ত রাজ্যের শেষ প্রহরে তথাগতের পরিনির্বাণ হইবে । প্রসন্ন হইয়া আগমন কর, যেন পশ্চাৎ অহুতাপ কবির বলিতে না হয়, ‘আমাদের গ্রামে তথাগতের পরিনির্বাণ হইল অথচ আমরা শেষ সময়ে তথাগতকে দর্শন করিতে

\* বর্তমান ভাগলপুর , \*\* বলরামপুর হইতে ১০ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত ।

বর্তমান নাম সফেট-মহট, জেলা গোঁড়া ,

\*\*\* বর্তমান অমোধ্যা, জেলা ভৈরবাবাদ , \*\*\*\* কোশনু, এলাহাবাদ ।

পারিলাম না।”

আনন্দ একাকী কুশীনারা নগরভ্রমণে গমন করিলেন। সেই সময় মল্লগণ কোন কার্যোপলক্ষে মল্লগায়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। আনন্দ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া মল্লগণকে সংবাদ দিলেন, ‘বাশিষ্ঠগণ, ... ..।’

তাহারা আনন্দের বাক্য শ্রবণান্তর শোকে অভিভূত হইয়া বক্ষে কবাবাত করিয়া ছিন্ন বুদ্ধের ভ্রায় ভূজলে পতিত হইয়া দক্ষিণে বামে পুটাইয়া ক্রন্দন করিয়া বলিতে লাগিল, ‘হায়, অতি শীঘ্র তথাগত পবিনির্বাণ প্রাপ্ত হইতেছেন। অতি শীঘ্র লোকনেত্র অন্তর্হিত হইতেছেন।’ মল্লবৃক, মল্লকন্যা ও মল্লবধুগণ সহ মল্লগণ ক্লিষ্ট, দুঃখিত ও শোকাক্ত হইয়া উপবর্তনস্থ শালবনে গমন করিল।

আনন্দ তাহাদিগকে দেখিয়া ভাবিলেন, যদি আমি কুশীনারাবাসী মল্লদিগকে এক এক জন করিয়া ভগবানকে বন্দনা কবিতবে অবসর প্রদান করি, তাহা হইলে মল্লগণ ভগবানকে বন্দনা না কবিতবেই এই রাজি প্রভাত হইয়া বাইবে। অতএব আমি কুশীনারার মল্লদিগের এক এক পরিবারকে একত্র করিয়া এক সঙ্গে ভগবানের বন্দনা করাইব এবং বলিব, ‘ভক্ত, অমুক নামক গল্প গপবিবারে ভগবানের চরণে অবনত শিরে বন্দনা করিতেছে।’ এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি কুশীনারার মল্লদেব এক এক পরিবারকে একত্র কবিতবে এক সঙ্গে ভগবানের বন্দনা করাইলেন।

আনন্দ এই প্রকারে প্রথম বামে (মধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত) কুশীনারার মল্লদেব দ্বারা ভগবানের বন্দনা শেষ কবিতাইলেন।

এই সময় কুশীনারার হুভঙ্গ নামক পরিব্রাজক বাস করিতেন। তিনি সেই রাত্রিতেই বুদ্ধের পরিনির্বাণ হইবে শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন, ‘আমি প্রাচীন আচার্য্য প্রাচাৰ্য্যদের নিকট অনিরাছি, অগতঃ কচিৎ অরহন্ত মন্যক সমুদ্র জয়গ্রহণ করেন। অতঃপরে শেষ প্রহরে তাহার নাকি পরিনির্বাণ লাভ হইবে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার একটি সন্দেহ আছে। আমি শ্রবণ গোঁড়মের প্রতি প্রকাশ্যপন্ন, তিনি-ই আমার সংশয় দূর করিতে সমর্থ হইবেন।’

অতঃপর পরিব্রাজক হুভঙ্গ শালবনে গমন করিয়া আনন্দকে বলিলেন, ‘বন্ধু আনন্দ, আমি প্রাচীন আচার্য্য প্রাচাৰ্য্যদের নিকট শ্রবণ করিয়াছি, ... .. আমি কি তাহার দর্শন লাভ করিতে পারিব?’

‘বন্ধু হুভঙ্গ, তথাগতকে আর বিবর্ত্ত করিও না, তিনি বড় ক্লান্ত হইয়াছেন।’

ভগবান হৃদয়ের সহিত আনন্দের কথোপকথন প্রবণ করিয়া আনন্দকে; বলিলেন, “আনন্দ, হৃদয়কে আমার নিকট আনিতে আর ব্যর্থ করিও না, তাহাকে আনিতে দাও। হৃদয় আমাকে বাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিবে তাহা কেবল সত্য জ্ঞাত হইবার ইচ্ছায় জিজ্ঞাসা করিবে, আমাকে ক্লেশ দিবার অভিপ্রায়ে করিবে না এবং জিজ্ঞাসিত হইয়া আমি বাহা বুঝাইয়া দিব সে তাহা শীঘ্র বুঝিতে সমর্থ হইবে।”

তখন আনন্দ হৃদয়কে বলিলেন, ‘বন্ধু হৃদয়, ভগবান তোমাকে বাহিবার অল্প অল্পমতি দিয়াছেন, তুমি বাহিতে পাব।’

হৃদয় ভগবানের নিকট গমন করিয়া দৃশ্য প্রভাত্তর জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘তোমোত্তম, বর্তমানে সংসারে গণাচার্য্য, বশদ্বী, প্রসিদ্ধ তীর্থঙ্কর, বহুব্যক্তি দ্বারা সম্মানিত পুণ্য কাশ্মপ, মকলি গৌশাম, অজিত কেশকল, পঞ্চ কাভ্যারন, সঙ্কর বেলাষ্টি পুত্র এবং নিগ্রহ নাথপুত্রাদি\* অনেক ভ্রমণ ব্রাহ্মণ বিচরমান আছেন। তাঁহারা সকলেই কি পয়স জাতব্য বিষয় অবগত হইরাছেন কিবা তাঁহারা সকলেই কি সেই বিষয় জ্ঞাত হইতে সক্ষম হন নাই, অথবা তাঁহাদের কোন কোন ব্যক্তি তাহা জ্ঞাত হইরাছেন এবং কোন কোন ব্যক্তি জ্ঞাত হইতে সক্ষম হন নাই?’

“হৃদয়, এই সব নিরর্থক প্রশ্ন ত্যাগ কর।” আমি তোমাকে উপদেশ প্রদান করিব, মনোবোগের সহিত প্রবণ কর, আমি বলিতেছি।”

“ভগবন, তাহাই হউক, আপনি বলুন।”

“হৃদয়, সেই ধর্ম বিনয়ে আর্থ্যাটিকমার্গ উপলব্ধ হয় না সেখানে প্রথম শ্রেণীর ভ্রমণও (স্রোতাশ্রম) উপলব্ধ হয় না; দ্বিতীয় শ্রেণীর ভ্রমণও (সকদাগামী) উপলব্ধ হয় না, তৃতীয় শ্রেণীর ভ্রমণও (অনাগামী) উপলব্ধ হয় না, চতুর্থ

\* বুদ্ধের অনেক দিন পূর্বে নিগ্রহ নাথপুত্র (মহাবীর স্বামী) কালকবলিত হইরাছিলেন। তাহার প্রমাণ ‘সামগাম হৃদয়।’ মজ্জিম নিকায়ের সামগাম সূত্রের বর্ণনামতে কপিলবস্তুর অন্তঃপাতী ‘সামগ্রামে’ অবস্থান কালে বুদ্ধ ‘অধুনা’ বা মাজ কয়েকদিন পূর্বে নিগ্রহ নাথপুত্র পাবার কালগত হইরাছেন এবং তাঁহার শিষ্যগণ দুইদলে (বেতাষব ও দিগম্বর) বিভক্ত হইয়া পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হইরাছেন—এই সংবাদ প্রাপ্ত হন। তৎক্ষণে এই স্থানে ‘নিগ্রহ নাথপুত্র বিচরমান আছেন’ এই কথাই উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক বোধ হইতেছে।

শ্রেণীর শ্রমণও (অরহত) উপলব্ধ হয় না। সেই ধর্ম বিনয়ে আধ্যাত্মিক-মার্গ উপলব্ধ হয়, সেখানে প্রথম শ্রেণীর শ্রমণও উপলব্ধ হয়; . . .। এই ধর্ম বিনয়ে আধ্যাত্মিক মার্গ উপলব্ধ হয়, এখানে প্রথম শ্রেণীর শ্রমণও উপলব্ধ হয় ...। অন্য জনশ্রুতিমূলক ধর্ম সকল শূন্যগর্ভ, তাহা শ্রমণ শূন্য। হুভঙ্গ,

যদি এই ধর্মে ভিক্ষু বর্ধার্করূপে বিহার করে তবে জগত অরহত শূন্য হইবে না।\*

তচ্ছবণে হুভঙ্গ বলিলেন, “ভিক্ষু, বড় আশ্চর্য্য। ভিক্ষু, বড় অদ্ভুত। আমি বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের শ্রমণ গ্রহণ কবিতাম। আমাকে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান কবন।”

“হুভঙ্গ, যদি কোন অন্য মহাবলবী পরিত্রাজক আমার শাসনে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রার্থী হয় তবে তাহাকে চারিমাস পরিবাস (পবীক্ষার্থ বাস) কবিত্তে হয়। চারি মাসের পর তাহাকে উপযুক্ত মনে করিলে ভিক্ষুরা প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান করে। তবে উপসম্পন্ন হইবার উপযুক্ততা বিষয়ে একব্যক্তিতে ও অপর ব্যক্তিতে অনেক প্রভেদ আছে তাহা আমি অবগত আছি।”

“ভিক্ষু, তক্ষণ হইল আমি চারিমাস কেন চারি বৎসর পরিবাস করিব। চারি বৎসর পাবে উপযুক্ত মনে করিলে ভিক্ষুরা আমাকে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান করিবেন।”

তখন ভগবান আনন্দকে বলিলেন, “আনন্দ, হুভঙ্গকে প্রব্রজ্যা প্রদান কব।”

আনন্দ হুভঙ্গকে বলিলেন, “বদ্ধ, তুমি বড় ভাগ্যবান, কেন না, তুমি বুদ্ধের সম্মুখেই শিষ্যত্বে অভিষিক্ত হইলে।”

হুভঙ্গ ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিলেন।\* উপসম্পদা লাভের পব হুভঙ্গ আত্ম সংযমে রত হইয়া অরহতফল লাভ করিলেন। তিনি-ই ভগবানের অষ্টম শাসক শিষ্য হইয়াছিলেন। †

\* ভগবান বুদ্ধ প্রথম প্রহরে মল্লদিগকে ধর্মোপদেশ\* প্রদান করিয়া মধ্যম প্রহরে হুভঙ্গকে প্রব্রজিত কবতঃ অষ্টম প্রহরে ভিক্কাগিকে উপদেশ প্রদান করিয়া অতি প্রভুবে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

† হুভঙ্গ বরং বলিতেছেন—

উপবত্তনে সালবনে পচ্ছিমে সয়নে ব্ধনি,

পর্যাব্ধেনি মহাবীরো হিতো কারণিকো জিনো।

অশ্লেষ ‘দানি পবজ্জা অশ্লেষ উপসম্পদা,

ভগবান আনন্দকে বলিলেন,—“আনন্দ, তোমাদেব এমনও মনে হইতে পারে, (১) ‘শান্তার প্রবচন বা প্রকৃষ্ট বাণী সমূহ অতীত হইয়াছে, অতএব আমাদের আর শান্তা নাই।’ কিন্তু আনন্দ, এইভাবে বিষয়টি দেখিলে চলিবে না। বেননা, যেই ধর্ম ও যেই বিনয় আমাদের দ্বারা উপদিষ্ট ও প্রস্তাপ্ত হইয়াছে তাহাই আমার অবর্তমানে তোমাদের শান্তা(২) এখন যেমন এক ভিক্ষু অত্র ভিক্ষুকে ‘আবুস’ বলিয়া সম্বোধন করে, আমার অবর্তমানে ঐরূপ সম্বোধন করিতে পারিবে না। প্রাচীনতর ভিক্ষু নবীনতর ভিক্ষুকে নাম ধরিয়া বা গোত্রের নাম ধরিয়া অথবা ‘আবুস’ বলিয়া সম্বোধন করিবে। নবীনতর ভিক্ষু প্রাচীনতর ভিক্ষুকে ‘ভক্ত’ বা ‘আরম্মা’ বলিয়া সম্বোধন করিবে। (৩) ভিক্ষু-সম্ম ইচ্ছা করিলে আমার অন্তর্জ্ঞানের পর ক্ষুদ্রাক্ষুদ্র শিক্ষাপদ সকল (ভিক্ষু নিয়ম) পরিত্যাগ করিতে পারিবে। (৪) আমার পরিনির্বাণের পব ছয় ভিক্ষুকে ব্রহ্মদণ্ড প্রদান করিবে।”

‘ভক্ত, ব্রহ্মদণ্ড কাহাকে বলে?’

‘আনন্দ, ছয় ভিক্ষুদিগকে দ্বাধা বলিতে চার তাহা বলুক কিং ভিক্ষুরা তাহাকে কিং বলিতে পারিবে না, ইহাই ব্রহ্মদণ্ড।’

অতঃপর ভগবান ভিক্ষুদিগকে বলিলেন,—‘ভিক্ষুগণ, যদি বুদ্ধ, ধর্ম, সম্ম বা মার্গ সম্বন্ধে কাহারও কোনও সন্দেহ থাকে তবে জিজ্ঞাসা করিতে পার। পরে অহুতাপ করিয়া বলিতে পারিবে না, ‘ভগবান বর্তমান থাকিতে জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহ দূর করি নাই।’”

ভগবান ভিক্ষু-সম্মকে ঐরূপ তিনবার বলিলেও সকলে নীরব রহিলেন। তখন ভগবান বলিলেন, “সংস্কার (কৃতদত্ত) ক্ষয়শীল (বিনাশশীল), অপ্ৰমাদেয় সহিত (আনন্ত না করিয়া) জীবনের চরম লক্ষ্য সম্পাদন কর।” \* ইহাই বুদ্ধের অন্তিম বাণী।

অজ্ঞেব পরিনির্বাণ সম্বন্ধে বিশদ্রুতম।

—খেরাপদান।

অহুবাদ। মহাকাব্যিক জিন (বুদ্ধ) কুশীনারায় উপবর্তনস্থ শালবনে অন্তিম শব্দ্য [আমাকে] প্রব্রজিত করিয়াছেন। অস্তই আমি বিশদ শ্রেষ্ঠেব (বুদ্ধের) সম্মুখে প্রব্রজ্য, উপসম্পদা এবং পরিনির্বাণ লাভ করিলাম।

\* হৃদয়ানি ভিক্ষুধেব আবিস্তর্যামি বো, বর দত্তা সম্ভার্য অশ্রমাদেন সম্পাদেধ।



অতঃপর ভগবান প্রথম ধ্যান প্রাপ্ত হইলেন। প্রথম ধ্যান হইতে উঠিয়া দ্বিতীয় ধ্যান প্রাপ্ত হইলেন। দ্বিতীয় ধ্যান হইতে উঠিয়া তৃতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান হইতে উঠিয়া চতুর্থ ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান হইতে উঠিয়া আকাশানন্তায়তন, বিজ্ঞানানন্তায়তন আকিঞ্চনায়তন, নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন এবং সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ সমাপত্তি প্রাপ্ত হইলেন। তখন আনন্দ অমরকৃতকে বিজ্ঞাসা কবিলেন, ‘ভগ্নে অমরকৃত, ভগবান কি পরিনির্বাণিত হইলেন?’

‘না, আবুস আনন্দ, ভগবান এখনও পরিনির্বাণিত হন নাই; তিনি সংজ্ঞাবেদয়িত নিবোধ সমাপত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন।’

অনন্তর ভগবান সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ সমাপত্তি (চতুর্থ ধ্যানের উপরিতম সমাপ্তি) হইতে উঠিয়া নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন প্রাপ্ত হইলেন। দ্বিতীয় ধ্যান হইতে উঠিয়া প্রথম ধ্যান প্রাপ্ত হইলেন। পুনরায় প্রথম ধ্যান হইতে উঠিয়া দ্বিতীয় ধ্যান প্রাপ্ত হইলেন। চতুর্থ ধ্যান হইতে উঠিবার সময়েই ভগবান পরিনির্বাণ লাভ করিলেন।

ভগবানের পরিনির্বাণের পর সেই স্থানে বেই সব অবীতবাগী (আলম্বিতপন্নয়ন ভিক্ষু বা ছিলেন তখন) কেহ বাহ প্রসারিত কবিতা কন্দন করিতে লাগিলেন, কেহ ছিন্ন তরুর শ্রায় ভূতনে পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া বলিতে লাগিলেন, ‘হায়! ভগবান অতিশীঘ্র পরিনির্বাণিত হইলেন। অতিশীঘ্র লোকনেত্র অস্তহিত হইলেন।’ বাহারা বীতবাগী (অনাসক্ত) তাহারা স্মৃতিমান হইয়া সন্ত্রস্তভাবে অবস্থান করিয়া বলিতে লাগিলেন, ‘সংস্কার অনিত্য।’

আত্মান অতরুণ উপস্থিত ভিক্ষুদিগকে বলিলেন, “বন্ধুগণ, শোক কিম্বা রোদন কবিবেন না। কারণ, ভগবান পূর্বেই বলিয়া গিয়াছেন, ‘সকল প্রিয় বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে।’”

আনন্দ ও অমরকৃত অবশিষ্ট রাতি ধর্মালোচনার অতিবাহিত কবিলেন। অতঃপর অমরকৃত আনন্দকে বলিলেন, “আনন্দ, কুশীনারার বাহিয়া মল্লগণকে সংবাদ দাও যে, হে বাশিষ্ঠগণ, ভগবান পরিনির্বাণিত হইয়াছেন, এখন তোমাদের যেকোন উচিত বোধ হয়, তাহা কর।”

আনন্দ মল্লদের মল্লপার্শ্বে বাহিয়া উপস্থিত মল্লদিগকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। তজ্জবনে সকলে হাহাকার করিয়া উঠিল। মল্লবাজ্যের রাষ্ট্র নেতাগণ কুশীনারাবাসী সকলকে আদেশ দিলেন, “তোমরা সকলে গন্ধ, মালা, এবং বাস্ত যজ্ঞাদি একত্রে সংগ্রহ কর।”

মহাগণ গন্ধ, মালা, বাঁহ্যবস্ত্র ও পঞ্চশত জোড়া নৃতন বস্ত্র লইয়া শীলবনে\* উপস্থিত হইল। তাহারা ভগবানের দেহ নৃত্য, গীত ও বাঁহ্য দ্বারা এবং মালা ও অঙ্গরূপ দ্বারা পূজা করিল এবং বস্ত্র দ্বারা চন্দ্রাতপ ও মণ্ডপ প্রস্তুত করিতে করিতে সেই দিন অতিবাহিত করিল। তাহাদের মনে হইল, “অজ্ঞ ভগবানের দেহ সংকার করিবার সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। কল্যাই সংকার করিব।” এইরূপে তাহারা আজ নয় কাল করিয়া ছয়দিন অতিবাহিত করিয়া অবশেষে ভাবিল, “আমরা ভগবানের দেহ নৃত্য-গীত-বাঁহ্যাদি সহযোগে শোভাবাদ্য করিয়া নগরের দক্ষিণ পাশ্বে দিয়া বহন করিয়া লইয়া গিয়া নগরের দক্ষিণে দাহ করিব।” এই স্থির করিয়া আটজন প্রধান লোক মন্তক বোঁত করতঃ নৃতন বস্ত্র পরিধান করিয়া ভগবানের দেহ উত্তোলন করিতে উদ্রুত হইল, কিন্তু তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তখন তাহারা অহরহরকে জিজ্ঞাসা করিল, “ভক্তে অহরহ, আমরা আট জন বলিষ্ঠ লোক ভগবানের দেহ উত্তোলন করিতে সমর্থ হইতেছি না কেন?”

“বাশিষ্ঠগণ, তোমাদের অভিপ্রায় এক প্রকার এবং দেবতাদের অভিপ্রায় অন্যরূপ হইয়াছে।”

“ভক্তে, দেবতাদের অভিপ্রায় কিরূপ?”

“তাহাদের ইচ্ছা নগরের পূর্বভাগস্থ মুহুটবন্ধন\*\* নামক মন্দিরের দেবস্থানে ভগবানের দেহ দাহ করা হয়।”

“ভক্তে, দেবতাদের অভিপ্রায়স্বাক্ষরী-ই কার্য হউক।”

অনন্তর দেবগণ ও কুশীনারাব মন্ত্রগণ স্বর্গীয় ও পার্থিব গন্ধ ও মালা এবং বাঁহ্য বস্ত্র বাদন, নৃত্য ও গীত দ্বারা ভগবানের দেহের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মাননা প্রকাশ করিয়া নগরের উত্তর ভাগ দিয়া বহন করিয়া, উত্তর দ্বার দিয়া নগরের মধ্যভাগে আননে করিয়া পূর্বদ্বার দিয়া বাহিবে লইয়া গেল এবং নগরের বহির্স্থ মুহুটবন্ধন নামক মন্দিরের দেবস্থানে লইয়া গিয়া তথায় স্থাপন করিল। তৎপর আনন্দকে জিজ্ঞাসা করিল, “ভক্তে আনন্দ, আমরা তথাগতের দেহের প্রতি কিরূপ ব্যবহাব প্রদর্শন করিব?”

\* বর্তমান মাথা কঁকর, কসড়া—জেনা গোবিন্দপুর।

\*\* বর্তমান রামাভাবতুপ, কসড়া—গোবিন্দপুর।

“রাজচক্রবর্তীর দেহের বেক্ষণ সংকার করা হয় তথাগতের দেহের সংকারও তদ্রূপ করিতে হইবে।”

“ভক্ত, রাজচক্রবর্তীর দেহের সংকার কিরূপে করে?”

“হে বাশিষ্ঠগণ, রাজচক্রবর্তী দেহ নূতন বস্ত্রে পরিবেষ্টন করে, তৎপর ধনিত কার্পাস দ্বারা তাহা বেষ্টন করে এবং পুনরায় নূতন বস্ত্র দ্বারা আবেষ্টন করে, এইরূপে সহস্রবার উভয় বস্ত্রদ্বারা আবেষ্টন করে। তৎপর লৌহ তৈল পায়ে তাহা স্नाপন করে ও অপর লৌহাশ্রয় দ্বারা তাহা আবৃত করে, তৎপর সকল প্রকার গন্ধ সামগ্রী দ্বারা চিত্তা রচনা কবিতা রাজচক্রবর্তীর দেহ দাহ করে। চারি রাজপথের সংযোগস্থলে রাজচক্রবর্তীর মূণ প্রতিষ্ঠা করে। বাশিষ্ঠগণ, রাজচক্রবর্তীর দেহ এইরূপে দ্বৈরূপে দাহ করা হয়। রাজচক্রবর্তীর দেহের বেই প্রকার ব্যবস্থা করা হয়, তথাগতের দেহেরও সেই প্রকার ব্যবস্থা কবিত্তে হয়, চারিটি রাজপথের সংযোগস্থলে তথাগতের মূণ প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।”

তখন বহুগণ তাহাদের অচ্যুতরূপকে কুশীনারায় সমস্ত ধূনিত কার্পাস ও নূতন বস্ত্র আনিয়ন করিতে আদেশ প্রদান করিল। বর্ধাসময় সমস্ত সামগ্রী আনিয়ন করা হইল। অতঃপর তাহার নূতন বস্ত্র ও ধূনিত কার্পাস দ্বারা সহস্র বার ভগবানের দেহ আবেষ্টন করিল। তৎপর লৌহময় তৈলাধারে তাহা স্नाপন করিয়া অপর এক লৌহ পাত্রে তাহা আবৃত করিল এবং স্নগন্ধ ত্রয়া দ্বারা চিত্তা রচনা করিয়া ভগবানের শরীর চিত্তাব উপর স্नाপন করিল।

সেই সময় মহাকাশে পবিত্র পঞ্চশত ভিক্ৰ সহ পাবা হইতে কুশীনারায় দিকে আসিতেছিলেন। তিনি এক বৃক্ষ ছায়ার বিস্তার করিতেছেন এমন সময় জনৈক আজীবক কুশীনারা হইতে মন্দারপুষ্প লইয়া পাবা নগরাভিমুখে যাইতেছিল। মহাকাশে তাহাকে দৃশ্য হইতে আসিতে দেখিয়া বিজ্ঞাসা করিলেন, “বন্ধু, তুমি কি আমাদের পাতার কোন সংবাদ অবগত আছ?”

“হ্যাঁ বন্ধু আমি অবগত আছি। আজ সপ্তাহ কাল হইল, তিনি পরিনির্বাণ লাভ কবিত্তেছেন। সেই স্থান হইতে আমি এই মন্দারপুষ্প লইয়া আসিতেছি।”

আজীবকের মুখে এই বার বিদায়ক সংবাদ শ্রবণ করিয়া ভিক্ৰবিক্রমের মধ্যে যাহা বা তখনও বীতরাগ হইতে পারেন নাই তাহা দৈব মধ্যে কেহ বাহতে মুখাবৃত করিয়া ক্রন্দন কবিত্তে লাগিলেন, কেহ বা ধরাশায়ী হইয়া গড়াগড়ি দিয়া বলিতে লাগিলেন, “অহো! ভগবান স্নগত অতিশীঘ্রই পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলেন, অতি অসময়ে অপ্রত্যাশিত কালের মধ্যেই লোক-লোচন অস্তিত

হইলেন।’ বাঁহারা বীতরাগ হইরাছিলেন তাঁহারা স্বতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইরা এই সংবাদ গ্রহণ করিলেন—‘সংস্কার যাত্রাই অনিত্য, স্তব্ধবাৎ ইহার স্থায়িত্ব কিরূপে সম্ভবপর।’ স্বভদ্র\* নামে ঝনৈক বৃদ্ধ বয়সে প্রব্রজিত ভিক্ষু সেই স্থানে উপবিষ্ট ছিল। সে শোকাকুল ভিক্ষুদ্বিগকে সম্বোধন করিয়া সাধনা প্রদানচ্ছলে বলিল, ‘ওহে বন্ধুগণ, তোমরা অকারণ শোক ও বিলাপ করিও না। ভগবানের পরিনির্বাণে আমরা মহাপ্রমত্তের শাসন হইতে মুক্ত হইবাছি, ইহা করা তোমাদের উচিত, ইহা করা তোমাদের অস্বচিত, ইত্যাদি বাক্যে আমরা জালাতন থাকিতাম, এখন আমরা বাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারিব এবং বাহা ইচ্ছা বিরুদ্ধে তাহা করিব না।’

মহাকাশপ ভিক্ষুদ্বিগকে বলিলেন, ‘ওহে বন্ধুগণ, তোমরা শোক ও বিলাপ করিও না। তোমরা কি জান না যে ভগবান পূর্বেই উপদেশ দিয়াছেন, ‘সকল প্রিয় এবং মনোজ্ঞ বস্তু হইতে নানা-ভাব, বিনা-ভাব ও অন্যথা-ভাব হইবেই। বাহা জাত, ভূত, কৃত এবং বিলোপনীয় তাহা অন্তর্হিত না হইরা পায় না।’

চারিজন প্রসিদ্ধ মন ভগবানের চিত্তায় অগ্নি সংযোগ করিল; কিন্তু অগ্নি জলিয়া উঠিল না। তখন কুশীনারার মনগণ অস্তরুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিল, ‘ভগ্নে অহরুদ্ধ, চিত্তা প্রজ্জলিত না হইবার কারণ কি?’

‘বাশিষ্ঠগণ, দেবতাদের অভিপ্রায় অস্তরুদ্ধ। মহাকাশপ স্ববির পঞ্চশত ভিক্ষু সহ পাঁচা নগর হইতে কুশীনারাভিমুখে আসিতেছেন। বেই পর্যন্ত তিনি আসিয়া ভগবানের চরণ বন্দনা শেষ না করিবেন সেই পর্যন্ত চিত্তা প্রজ্জলিত হইবে না।’

‘ভগ্নে, তাহা হইলে দেবতাদের অভিপ্রায়চর্যারী কার্যই হউক।’

মধ্যাহ্নময় মহাকাশপ স্ববির মন্ত্রদের মুহূর্ত্তবন্দন চৈত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং চিত্তা প্রদক্ষিণ করিয়া ভগবানের চরণে প্রণত হইলেন। পঞ্চশত ভিক্ষুরাও তদ্রূপ করিলেন। তাঁহাদের বন্দনা সমাপ্ত হইলে চিত্তা বহৎ জলিয়া উঠিল। ভগবানের দেহের চর্ম, মাংস, নাসা আদি সমস্তই ভস্মীভূত হইরা গেল কিন্তু অস্থিগুলি ভস্ম হইল না। যেমন প্রাণী স্তব্ধ তৈলের তন্ম বা মনী দেখা যায় না। তদ্রূপ ভগবানের দেহ দৃষ্টি হইবার সময়ও ভস্ম কিম্বা মনী দৃষ্টিগোচর

\* এই স্বভদ্র আত্মমা নিবানী এবং জাতিতে নাপিত ছিল। তাহার প্রজ্ঞা-চারিতা বৃদ্ধ কথাতুলি শ্রবণ করিয়াই ‘মহাকাশপ সম্বন্ধে স্থায়িত্বের স্তব্ধ মাহাত্ম্যের সপ্তপর্ণি ওহাভাবে প্রথম সঙ্গীতি আহ্বান বরিচাইলেন।

হইল না। দাহ কৃত্য সমাপ্ত হইয়া বাইবার পর অন্তরীক্ষ হইতে জলধারা পতিত হইয়া চিতায়াি নির্লীপিত হইল। গৃহিবীর অভ্যন্তরস্থ জল-ভাণ্ডার হইতে জল উঠিয়া ভগবানের চিতা নির্লীপিত করিল। কুশীনারার মল্লগণও নানাবিধ স্বগন্ধি জল দ্বাৰা চিতায়াি নির্লীপিত করিল।

কুশীনারার মল্লগণ ভগবানের অস্থিগুলি সপ্তাহ কাল মল্লগাণারে রাখিয়া তাহার চারিদিকে বাণের ঘেরা ও ধনুকেব প্রাকার রচনা করিয়া নানা প্রকার নৃত্য, গীত, বাজ, মালা ও গন্ধ লামপ্রী দ্বাৰা পূজা করিল।

মগধ-রাজ অজাতশত্রু ভগবানের পরিনির্লীপনের সংবাদ শুনিয়া কুশীনারার মল্লদের নিকট দূত পাঠাইয়া সংবাদ দিলেন, “ভগবান ক্ষত্রিয় ছিলেন, আমিও ক্ষত্রিয়; স্বতরাং ভগবানের দেহাবশেষে আমারও অধিকার আছে। আমি ভগবানের দেহাধির উপর সূপ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিব।”

ভিক্ষু বৈশালীর লিচ্ছবিগণ, কপিলবস্তুর শাক্যগণ, অল্পকল্পক দেশেব বুলিয়গণ রামগ্রামের কোলিয়গণ, বেঠবীশের ব্রাহ্মণগণ এবং পাবাব মল্লগণও দূত পাঠাইয়া ভগবানের দেহাবশেষ বাক্ষা করিলেন।

তখন কুশীনারার মল্লগণ বলিল, “ভগবান আমাদের দেশে পরিনির্লীপিত লাভ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার দেহাবশেষ কাহাকেও দিব না।”

ভিক্ষুগণে দ্রোণ নামক বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ সকলকে বলিলেন, “আপনারা আমার একটি কথা শ্রবণ করুন, আমাদের বুদ্ধ ক্রমাশীল ছিলেন; তাঁহার দেহাবশেষ লইয়া বিবাদ করা ভ্রামনগত হইবে না। আপনারা সকলে একমত হইয়া অস্থি সমূহ আট অংশে বিভাগ করুন এবং চতুর্দিকে সূপ প্রতিষ্ঠা করুন, কেননা অনেক লোক বুদ্ধের প্রতি প্রদানসম্মত।”

“তাঁহা হইলে আপনি-ই বুদ্ধের দেহাবশেষ আটভাগে বিভাগ করিয়া প্রদান করুন।”

তিনি আটভাগে বিভাগ করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, আপনারা সকলে কুস্তি ( অস্থি যে পাত্রবিশেষ রক্ষিত ছিল ) আমাকে প্রদান করুন। আমি আমি তাহার উপর সূপ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিব।” সকলে ব্রাহ্মণকে কুস্তি প্রদান করিল।

\* ইহা গোরক্ষপুরের পশ্চিমে, গগরা ও রাপ্তি নদীর মধ্যে অবস্থিত। ইহার বর্তমান নাম রামনগর।

অস্থি বণ্টন হইয়া বাইবার পর শিমলিবনের\* মৌর্যেরা ভগবানের দেহা-  
বশেষের জন্ত দৃত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু অস্থি না পাইয়া চিত্তা হইতে অদ্যার  
নইয়া বাইরা অস্তার তৃণ প্রতিষ্ঠা করিলেন।

রাজা অজাতশত্রু\*\* (১) রাজগৃহে ভগবানেব অস্থির উপর তৃণ প্রতিষ্ঠা  
করিলেন। তদ্রূপ (২) বৈশালীর লিচ্ছবিগণ, (৩) কপিলবস্তুর শাক্যগণ,  
(৪) অল্লকপ্পকের বুল্লিগণ, (৫) রামগ্রামের কোলিগণ, (৬) বেঠহীপের  
ব্রাহ্মণগণ (৭) পাবার মল্লগণ, (৮) কুশীনারার মল্লগণ, (৯) দ্রোণ ব্রাহ্মণ  
এবং (১০) শিমলিবনের মৌর্যগণ তৃণ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা কবিত্তে লাগিলেন।

\* ইহা গোরক্ষপুরের পূর্বে রাণ্ডি ও গওক নদীর মধ্যে অবস্থিত।

\*\* কুশীনারা হইতে রাজগৃহে পঞ্চবিংশতি বোজন। ইহার মধ্যে প্রথম  
রাজবর্ষ নির্ধাণ করাইয়া মল্লগণ মুহূর্তবন্ধন চৈত্যা হইতে মল্লপাভবন পর্যন্ত  
রাস্তার মধ্যে বেইরূপ আভরণের সহিত ধাতু পূজা করিয়াছিলেন তদ্রূপ পঞ্চবিংশতি  
বোজন রাস্তার মধ্যে পূজা করিতে করিতে লাভ বৎসর সাতমাস সাতদিনে  
মগধরাজের কর্তব্যকারীরা রাজগৃহে উপস্থিত হইলেন। অজাতশত্রু রাজগৃহে এই  
ধাতু নিধান করিয়া তৃণ প্রতিষ্ঠা করিলেন।

এইরূপে প্রত্যেক রাজ্যে তৃণ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর মহাকাশ্যপ স্তবির  
ভবিষ্যতে ধাতু সমূহের অন্ত্যায় দেখিয়া রাজা অজাতশত্রুকে বলিলেন, “মহারাজ,  
একটি ধাতু নিধান ( অস্থি ধাতু স্থাপনের রূপ ) প্রস্তুত করিতে হইবে।” রাজা  
সম্মত হইলেন।

পরে মহাকাশ্যপ পূর্নোক্ত রাজ্যসমূহ হইতে ঠাহাদের পূজা করিবার জন্ত  
সামান্যমাত্র ধাতু অবশিষ্ট রাখিয়া সমস্তই লইয়া আনিলেন। রামগ্রামে স্থিত  
ধাতু নাগরাজ কর্তৃক অধিকৃত হেতু কোন অন্তরায় না দেখিয়া অথবা সেই স্থানের  
দেহাবশেষ ভবিষ্যতে লঙ্কাধীশ মহাবিহারের মহাচৈত্যা স্থাপন করিবে এই হেতু  
সেই স্থানের ধাতু আনিলেন না। অবশিষ্ট সাতটি রাজ্য হইতে ধাতু লইয়া  
আনিয়া রাজগৃহের পূর্বদক্ষিণ ভাগে সকলের অজ্ঞাতনামে বুকাস্থি সমূহ স্থাপন  
করিয়া বৃহৎ চৈত্যা প্রতিষ্ঠা করিলেন। বুকাস্থি প্রতিষ্ঠার কথা গোপন রাখিয়া  
মহা লাবকদের চৈত্যা বলিয়া জনসমাজে প্রচার করিলেন। মহাকাশ্যপ স্তবির  
সেই চৈত্যাগর্ভে পাবাণ কলকে উৎকীর্ণ করাইয়া দিলেন, ভবিষ্যতে পিদদাস  
( পিরদলী—প্রিয়দলী ) নামক কুমার রাজহুজ্জ বারণ করিয়া অশোক নামে

এই প্রকারে আটটি শারীরিক তৃপ, একটি হৃদয় তৃপ এবং একটি অদ্বাব তৃপ-  
পূরাকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

“চক্ষুমান বুদ্ধের দেহাঙ্গি আট দ্রোণ হইয়াছিল। সাত দ্রোণ ভব বীপে এবং  
এক দ্রোণ রামগ্রামে নাগরাজ কর্তৃক পূজিত হইতেছে।

“একটি দম্ব দেবলোকে, একটি গান্ধার রাজ্যে, একটি কলিঙ্গরাজ্যে এবং আর  
একটি নাগরাজ কর্তৃক পূজিত হইতেছে।”

অভিহিত হইবেন। তিনি এই ষাটসমূহ ভারতের সর্বত্র স্থাপন করিবেন।”

এই প্রকারে ষাটু নিধান সমাপ্ত করিয়া বখাসময়ে মহাকাঞ্চপ পরিনির্বাণ  
প্রাপ্ত হইলেন। রাজা অজাতশত্রু কর্ণাহ্বারা গতি লাভ করিলেন। সেই  
সময়ের লোকেরাও বখাসময় বৃত্তাকবে পতিত হইল।

পরে পিয়দাম (পিৎতলসী) নামক কুমার রাজত্ব প্রাপ্ত করতঃ অশোক  
নামে অভিষিক্ত হইয়া সেই স্থান হইতে ষাটু সমূহ লইয়া সমস্ত ভারতে ৮৪ সহস্র  
স্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন।

সমাপ্ত

## পরিশিষ্ট

### বৌদ্ধযুগের ভৌগোলিক বিবরণ

মধ্যদেশ—পূর্বে কোশিকী নদী, পশ্চিমে কুরুক্ষেত্র, উত্তরে হিমাচল পর্বতে এবং  
দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল পরিবৃত্ত স্থান।

কম্বল নিগম—কঁকজোল, জেলা সাঁওতাল পরগণা।

সেতকম্বল নিগম—হাজারীবাগ জেলার স্থান বিশেষ।

খুন ব্রাহ্মণ গ্রাম—স্থানেশ্বর, জেলা কর্ণাটক।

উসীরক্ক পর্বত—হয়িবারের নিকটবর্তী পর্বত।

কপিলবন্ধ—তিলোথাকোট, তোলিহবা (নেপাল তরাই) হইতে ২ মাইল  
উত্তরে অবস্থিত।

মুখিনীবন—কুম্বিন্দেই, নৌতনবা স্টেশন (B.N.W.R.) হইতে প্রায়  
৮ মাইল পশ্চিমে নেপাল তরাইতে অবস্থিত।

মহাবোধি—বোধগয়া, জেলা গয়া।

মুগন্ধর পর্বত—চতৌলী (?), জেলা গোরখপুর।

পাণ্ডব পর্বত—বহুগিরি বা রত্নকূট।

গুধকূট—উদয়গিরি।

বৈপুল—বিপুল গিরি।

বৈভার—বৈভারগিরি।

কবিগিরি—শোণ গিরি, জেলা পাটনা।

কুশিগতন - সারনাথ (B.N.W.R.) জেলা বেণারস।

উকবেলা—বোধগয়া, জেলা গয়া।

উত্তরকুরু—মেকপর্বতের উত্তরাংশের অবস্থিত দীপবিশেষ।

গয়াশীর্ষ পর্বত ব্রহ্মবোনি, জেলা গয়া।

যষ্টিবনোত্তান—জাঠিহাব, পাটনা।

মধ্যদেশ—রাবী ও চনাব নদীর মধ্যবর্তী প্রদেশ।

সাগল—শিয়ালকেটি, পাঞ্জাব।

বহুগুহক স্তম্ভোদয় বৃক্ষ—রাভগিরি হ্রদ ও নালন্দার মধ্যস্থানে অবস্থিত  
সিলাবএ এই স্থান হইবে, পাটনা।



বৈশালী—বসারডের (জেলা মজফরপুর) প্রায় ২ মাইল উত্তরে অবস্থিত  
বর্তমান কোলহরা, সেখানে এখনও অশোক ত্ত্ব দণ্ডায়মান  
আছে।

সদাশ—সংকিশা বসন্তপুর, টেশন, মোটা (E.I.R.), ফরক্কাবাদ।

ভগদেশ—বেণারস, মির্জাপুর এবং এলাহাবাদ জেলাভূক্ত গদার  
দক্ষিণাংশেব কিয়দংশ।

সোরম্যে—সোরে, এটা।

কাণ্যকুজ—কণৌজ, ফরক্কাবাদ।

প্রাণ প্রতিষ্ঠান—এলাহাবাদ।

ভদ্রিয়া—মুদের।

অঙ্গদেশ—গদার দক্ষিণে অবস্থিত ভাগলপুর ও মুদের জেলা।

লাকেত—অযোধ্যা কৈলাবাদ।

অসুস্তরাস—মুদের ও ভাগলপুর জেলাভূক্ত গদার উত্তরাংশ।

কুশীনারা—কসরা, গৌরঙ্গপুর।

যখনরাণ্য—রুস-তুর্কিহান (?)।

কছোজ—কাফির হান (আফগানিহান) অথবা ইরান।

মলিকারাম তিনুকাটা—টাবে নাথ (সহেট মহট), বহরাইচ।

কোণলরাণ্য—যুক্ত প্রদেশের কৈলাবাদ, গোণ্ডা, বহরাইচ, স্বলতানপুর,  
বাদাই এবং বস্তী ও গৌরঙ্গপুর জেলাব কিয়দংশ।

চম্পা—চম্পা নগর, ভাগলপুর।

কীটগিরি—বেণারস হইতে অযোধ্যা (লাকেত) বাইবার পথে অবস্থিত  
বর্তমান কেরাকত (জোনপুর) বা তাহার পার্শ্ববর্তী কোন  
হান।

আলবী—অবল, কানপুর।

মল্লগুহা—কোমর এর নিকটবর্তী পভোনা, এলাহাবাদ।

দেবকোট সোড়—পভোনার কোন প্রাকৃতিক জলকুণ্ড।

সুন্দরেশ—হাজারীবাগ ও গাঁওতাল পরগণাব কিয়দংশ।

ভক্ষশিলা—শাহজীব চেরী, (টেশন ভক্ষিলা) রাওলগিড়ি।

শিবিরেশ—দাবী (বেলুচিহানের পার্শ্ববর্তী হান) বা শোরকোটের  
(পাজাব) পার্শ্ববর্তী হান।

অন্ধকবিশ্ব—রাজগিরি হুণ্ডের পার্শ্ববর্তী কোন গ্রাম।

অলক—গোদাবরীর উত্তরাংশে ঔরঙ্গাবাদ হইতে ২৮ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত  
পেটন, ঔরঙ্গাবাদ, ( হারঙ্গাবাদ রাজ্য )।

মহিষভী—ইম্পোর হইতে ৪০ মাইল দক্ষিণে নর্মদার উত্তর তীরে অবস্থিত  
মহেশ্বর বা মহেশ।

উজ্জয়িনী—উজ্জৈন, গোরালিয়র রাজ্য।

গোনক—ভূপালের অন্তর্গত দেশ বিশেষ।

বনসা-- বাঁসা, সাগর (?)।

কোশাধী—এলাহাবাদের প্রায় ৩০ মাইল পশ্চিমে যমুনার বাম পাশে  
অবস্থিত বর্তমান কোসম্।

আবভী—বলরামপুর হইতে ১০ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত বর্তমান মহেট-  
মহট্, গোণ্ডা।

পায়া—পজরোণা বা কসরা হইতে ১২ মাইল উত্তর পূর্বাংশে অবস্থিত  
পপউর গ্রাম।

পায়াণক চৈত্য—রাজগিরি হুণ্ড হইতে ৬ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত  
সম্ভবতঃ শিখর পর্বত।

অনাগরক—খানা ও সুরাট জেলা এবং তাহাব পার্শ্ববর্তী স্থান।

মিথিলা—( গঙ্গা, গণ্ডক, কোশি ও হিমালয়ের মধ্যবর্তী প্রদেশ )  
তিরহত।

মলদেশ—গৌরকপুর ও ছাপরা ( সাবণ ) জেলা।

বুজিরাজ্য—সম্পূর্ণ চম্পারণ ও মলঃকদপুর জেলা, ষাটভাদ্যর অধিকাংশ  
এবং ছাপরা জেলাস্বর্গত দিঘরাব মহী নদীর ( বাহা গণ্ডক নদীর  
পুরাণা খাত ; গণ্ডক নদী পালিতে মহী নদী নামে অভিহিত। )  
গঙ্গার সহিত প্রাচীন সংযোগ স্থলের সমস্ত অংশ।

কাশী রাজ্য—বেণারস, গাজিপুর ও মির্জাপুর জেলাস্বর্গত গঙ্গাব উত্তরাংশ,  
আজমগড়, দৌনপুর ও প্রতাপগড় জেলার অধিকাংশ এবং  
বালিয়া জেলা।

মগধ রাজ্য—পাটনা ও গয়া জেলা এবং হাজরিবাগের উত্তরাংশের  
কিছুদেশ।

পূর্বারাম—হরমন বা ( মহেট-মহট্ এর সন্ন্যাস ), গোণ্ডা।

জংলহার গিবি—চুণার পর্বত, মির্জাপুর।

উচ্চাল হালিপুর ও মজফপুর।

অমলটিকা—নিলাব (f), পাটনা।

মুন্ট বন্ধন চৈত্য—রায়াভার জুপ ( কসরা ), গোরক্ষপুর।

সহজাতি—ডিটা, এলাহাবাদ।

অহোগদা পর্বত—সত্তবতঃ হরিদ্রাবের নিকটবর্তী কোন পর্বত।

গাফার—পেশোয়াব।

মহিমগুপ্ত—মহেশ্বর ( ইন্দোর বাক্য, ) বিদ্যাচল ও লাভগুড়া পর্বত মালাব  
মধ্যবর্তী প্রদেশ।

বনবাস—উত্তর কানাডা, বোম্বাই।

অপরাস্ত—নর্মদাব মোহনা হইতে বোম্বাই পর্যন্ত বিস্তৃত পশ্চিমঘাট পর্বত  
মালাব পশ্চিম প্রান্ত।

বোনক—বালুহিক, সিরিরা, মিশব, য়ুনান প্রভৃতি।

ডাম্বলিঙ্গ—তমলুক, মেদিনীপুর।

নালন্দা—বয়গাঁও ( রাজগিরি কুণ্ডের ৭ মাইল উত্তরে অবস্থিত ),  
পাটনা। বর্তমান নামও নালন্দা।

পাটলিগ্রাম—পাটনা, ( খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীতে মগধরাজ কালাশোব  
সর্বপ্রথম এইস্থানে রাজধানী স্থাপন করেন )।

শিঙ্গলিখন—পিপরিয়া ( বামপুর বোয়ালিয়ার নিকটবর্তী ), টেলন নবকটিকাগড়  
( B N.W.R. ), চম্পারণ।

রায়গ্রাম—ইহা গোরক্ষপুরের পশ্চিমে গগরা ও রাশ্ত্রি নদীর মধ্যে অবস্থিত ;  
বর্তমান নাম রায় নগর।

অগ্গলপুর—কানপুর বা কতেপুর জেলাব কোন স্থান।

অনাপরাস্ত—থানা ও সুরাট জেলা।

অভুত্ব পর্বত—থানা ও সুরাট জেলাস্তপ্ত পর্বত।

অবস্তী মালবাব।

অশ্বক দেশ—দক্ষিণাপথে ঔরহাবাদের সমীপে গোদাবরী তীরে অবস্থিত  
পেটন।

উত্তর নগব—কানপুর জেলার কোন স্থান।

কল্লাসিক বনগও—গরা ও বেণাবসের মধ্যস্থলে অবস্থিত অবগ্যবিশেষ।

কালশিলা—রাজগিরি হুগুন্ড বৈভাবগিরির পার্শ্বে অবস্থিত ।

কুশাবতী—কুশীনারার প্রাচীন নাম ।

কোটগ্রাম—গঙ্গা ও কোলহুয়াব মধ্যবর্তী গ্রাম ।

তেলগুনালি—রাজগিরি হুগু হইতে উজ্জৈন এর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত  
গ্রাম ।

দক্ষিণগিরি—রাজগিরি কুণ্ডের নদীপবত্তী পর্বত বিশেষ ।

দক্ষিণাপথ—অরুপ্রদেশ ।

মল্লদেশ—গোবক্ষপুর ও সারন জেলার অধিকাংশ ।

মহাবন কুটীগারশালা—বধবা মল্লদেশপুর ।

বাহিরমাত্রি—বাহীক, শতরু ও বিশাশার মধ্যবর্তী প্রদেশ ।

বিদিশা—বেস নগর, ভিল্লা, ( গোয়ালিয়র রাজ্য ) ।

বেদিশাগিরি—সাক্ষি ।

সেতব্যা—শ্রাবতী ও কপিলবস্তুর মধ্যবর্তী দেশ ।

মল্লবতী নদী—মেদিনীপুর ও হাজাবী,বাগ জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত  
সিলই নদী ।

অনোমা নদী—ভূমী নদী ( ? ), গোবক্ষপুর ।

নৈরঞ্জরা নদী—নিলাজন নদী, গঙ্গা ।

অনবন্তজম্ব—মানস সরোবর ।

হিরণ্যবতী নদী—ইহাৰ বর্তমান নাম শেনি, কাহারও মতে গুড়ক নদের  
প্রাচীন নাম হিরণ্যবতী ।

অচিরাবতী নদী—রাশ্ত্রি নদী ।

গরুড় নদী—সরসু-সায়রা নদী ।

মহী নদী—গুড়ক নদী ।

কুনিকালী নদী—সম্ভবতঃ বর্তমান কর্ণনাশা নদী ।

## শকসূচী

অকাল	১১৫	অভ্যাজ	১২৫, ১৩০
অকালিক	৪৩	অপগর্ভ	১১৯, ১১৩
অক্রিয়াবাদী	৯৮, ৯৯, ১০২, ১১২	অপরিহারিকর ধর্ম	২১৬, ২১৭
অক্ষিহায়ক	৯৫	অবস্খী	১৬৯
অগ্নিগানব বিহার	১৮৮	অবিদ্যাক্রম	২১৩
অগ্নিশোভ	৪৪	অবিদ্যাধব	১১৪, ১৩৯
অজক	১৫০	অভয়	২০১, ১০৪
অজ্ঞদেশ	১৪৬	অভিধা	১০৭
অজিয়া	১৪২, ১৫৩	অর্জন	১২৯
অজুতরাপ	৩৯, ৪০, ১১৬	অশাখত	৩৮
অচিরাবতী	৫৯, ১১৬	অশোক	১৫৭
অজপাল নাট্যোথ	১	অশ্বঘোষ	৭২
অজ্ঞাতশত্রু	১৯৯, ২০০, ২০১, ২১১	অখমুটিক	১৪০
	২১৪, ২১৬, ২২৩, ২২৭	অসিতমেবল	১২৬, ১২৮
অজিত কেশকবল	২০৭	অম্বয়রাজ	৭৮
অষ্টক	১৪২, ১৫৩	অসীমর	২১০
অণুকোষ হারক	৯৫	অসুজি	৪, ১১
অক্রব	৩৩, ৩৬	অহিংসক	৪৭, ৪৮, ৫২
অনন্য শরণ	২২৭	অা	
অনশন ব্রত	৪	আকাশানন্তায়তন	২৪০
অনাগামী	১১৬	আকিঞ্চনায়তন	২৪০
অর্থাপন্ন	২৩, ৭৮	আচার্যমুষ্টি	২২৬
অজরক	২২, ২৬, ২৪০	আড়ার কালাম	২, ৩, ২৩০
অজুশর	৪৪	আতুমা	২৩১
অনোভুক্তবহ	১১৬	আত্মদীপ	২২৫
অন্তর্কর্ত্তী	৫৮, ৫৯, ৬০, ১২৩	আত্মের	২০৫
অস্তিম দেহধারী	১৭	অনিম্ন চৈতন্য	২২
অস্তিম উপদেশ	১০৩		

[illegible]

২৫৪

শব্দসূচী

গোপাল	১০, ২০৬	জীবন্ত গ্রাম	১১৭
গোপাল কুমার	১৪৬, ১৪৮	জুগুপসক	১১২
গোপাল পুত্র	৫১	জৈতবন	৮৬, ১২২, ১৫৬
গোপাল	২২		১৬০, ১৭০
গোপাল কুমার	২২৭	ত	
গোপাল চৈত	২২২	তক্ষশিলা	৪৭
গোপাল দাব	২২২	তিত্ত বক্ষিতা	১৫২
গোপাল তীর্থ		ত্রিবিজা	৫০
	২৬৭	ত্রিবেদ	১২২, ১৪৭
শ্রেণীর প্রশ্ন	২৪০	ভেল্লানালি	২০
চতুর্থ খ্যান	১১০, ১৩৮, ১৫২	ভূতীর খ্যান	১১০, ২০৭, ২৪৮
চতুর্বিধ আর্ঘ্যসত্য	২২২	খ	
চন্দ্রা	২৪৬	খল্ল কোষ্টিত	২১, ৩১, ৩৫
চাতুর্দশ্য	১২২, ১২৬	খোপাদান	২০৯
চাপাল চৈত	২২৭	ক	
চাবি প্রকাব বিয়	১০৯	দক্ষিণ গিরি	৪৫
চিদ্ভূট	১১৬	দণ্ডকারণ্য	১২
চুল	২২৯, ১০০, ২০২	দশবল	২০
চুলক	২০৭	দশবিধ উপদেশ	১৬২
চেতনা প্রবাহ	১২৭	দাসী পূজ	১০১, ১০০, ১০৪
চেতঃ পরিজ্ঞান	২১৭	দীর্ঘ তপস্বী	৮৭, ১০, ২৫
	২০৬	দুশ্লিলের পাঁচটি বিবরণ	২২১
ছন্দ শলাকা	১০৪	দৃষ্টান্ত	২১৮
ছন্দ প্রকার বদাচার	১০৫	দেবদত্ত	২৫, ২৬, ২১৮-২০২
ছন্দ প্রকার দুঃভাষ্য	১০৫	দেবদান	২১০
ছন্দ প্রকার দুঃকল	১০৫	দ্বিজিৎ মহাপুরুষ লক্ষণ	৭২
	১১০	দ্বাদশ নিদান	১
জগজ্ঞান	৬৮	দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রশ্ন	২০৭
জগু পরিব্রাজিকা	২০৩	খ	
জীবক	২০৬, ২২৭	ধনভর শ্রেষ্ঠা	১৫৮-১৬২, ১৮৫
জীবকান্দন			

শব্দকোষ		২৫৫
ধর্মোত্তেবালী	৪৭	পূর্ববর্জন ১৬০, ১৬১
ধর্মোত্তর	২১১, ৩১৮	পূর্ববর্জ্য হুতি ১১৪, ১৩৮
ধৃত্য	১২, ২১	পৌষস্নাত্তি ১২৮, ১২৯, ১৩০
ন		১০১, ১৪০, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮
নন্দ	৭২	প্রকাশনীয় কর্ম ২০০
নলের পুচিয়ল	১১১	প্রতিজ্ঞা যোগদ্বয়ায়ণ ১৭০
নালক গ্রাম	১৬৯, ২০৪, ২০৯	প্রতিভান ৬০
নালগিবি	১৮, ৮৭, ৯২, ৩৬৬	প্রতিগবিত ১৯
নালন্দা	৩৭, ১৪৪, ১৬৩, ৩৬৬	প্রত্যোদযক্তি ১৬২
নিগ্রন্থ নাথপুত্র	৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯১, ৯৪, ১৮, ২৩৭	প্রথম জেনীব প্রশ্ন ২০৭
নিষাধকূল	১২৬	প্রত্যোত্ত ২০, ১৬৯, ১৭০
নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন	২৪০	প্রসেনদি ৪২, ৭১, ১২৮
নৈবজ্ঞানা নদী	১৬৬	প্রসেন, ১৪৮, ১৬৮, ১৪২
জ্যোতিষায়া	৫৪	প্রাবাবিদ আত্রিকানন ৮৭
প		প্রিয়দর্শী ২৪৬
পকুধ কাত্যায়ন	২০৭	বহুত ১১
পক্কামস্তা	৩০, ১৪২	বঙ্গ ৪
পঞ্চ ভদ্রবর্গীয়	৩, ৮	বঙ্গপাণি ১৩২
পঞ্চনীবরণ	২২০	বঙ্গনা নদী ৪
পঞ্চব বাক্সা	২০৬	বর্ষ ব্যবস্থা ১২৮
পটভান	১৬৩	বর্ষকাব ২১১, ২১৪, ২১৬, ২২১
পদচিহ্ন	১৭১	বশিষ্ঠ ১৪১, ১৬০
পরিধানিকর ধর্ম	২১৪	বস্ত্রলক্ষ্য ১৬৯, ১৭০, ১৭৬
পাণ্ডব	৭২	বহুপুত্র জ্যোতিষ ১৮
পাঁচ গুণ বৎসর	৬৭	বাণপ্রস্থাবলম্বী ৪০
পাঁচটি কামনা	৮০	বামক ১৪২, ১৬০
শিঙ্গলি	১৪, ১৬, ১৬, ১৮	বামদেব ১৪২, ১৬০
পুষ্পোত্তম	২১০	বিচিবিৎসা ১০৭
পূরণ কাশ্মণ	২০৭	বিস্মৃতি স্মৃতি ৬১
পূর্ণজিহ্ব	০	



বিধিসার	৪০, ৭৮, ৮০, ৮২, ১৪৬,	মহাকবি ভাস	১৭০
	১৪৭, ১৪৮, ১৫৮, ১৫৯, ১৯০,	মহানাম	৪, ২০
	২০০, ২১০	মহাবোধি	৩
বিশ্বামিত্র	১৪২, ১৫০	মহালতা প্রসাদ	১৬২, ১৬৮
বৃকানন হামিল্টন	১৫৭	মহাবীর	৮৬, ২০৭
বেণুবন	১৩, ১৮, ৮৯, ১০৪, ২০৮	মহলি গোশাল	২০৭
বেণুকার কুল	১২৫	মহী	১১৬
বৈদ্যিক	১১২	মগিস্ত্রীয়া	১৭২, ১৭৩, ১৭৫, ১৭৬
বৈয়াক	১১১, ১১৫	নানক ব্রত	৫৬
বৈশালী	২৬, ৫৪, ৭৫, ১৮, ১৩১	মিগার মাতা	১৬৭
বৈষ্ণব	১২৪, ১২৫, ১২৭, ১৩০	মুক্ত বন্ধন	১৪১, ২৪০
বোধিসত্ত্ব	৮০	মৈত্রায়নী	৪৭, ৫১
ব্রহ্মদণ্ড	২৩৯	মোহেরা	২৪৪
ব্রহ্মবি	১২৬	য	
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল	১০৭	যবন	১২৩, ১৫০
ভ		যমদয়ি	১৪২
ভদ্রির	৪, ২৪, ২৬	যজ্ঞবন	৮০
ভদ্রিহা	১০১, ১০২	যুগ্ম শাস্তক	২৩৩
ভদ্রাকপিলানি	১৪, ১৭, ১৮	র	
ভবাস্রব	১১৪, ১৩৯, ২১৮	বজ্রপাদি	৫২, ৯৬
ভরদ্বাজ	১৪২, ১৫০,	ব্রথকার কুল	১২৫
ভৃগু	২৫, ১৪২, ১৫০	বামনক ভাণ্ডার কব	২১০
ঘ		বাহল	৭২, ২০৮
মগধেশ্বর পূর্ণবর্ধন	১৫৭	কল্পক, কবি	২, ৩
মণিকুণ্ডল	৩০	ক্লেশগারী	১৭
মঞ্জুসিংহ মৃগদাব	২০৩, ২২৭	ল	
মন্ত্রদেশ	১৪	লটিকিকা	১৩০
মন্দাকিনী	১১৬	শ	
মন্দাক পুষ্প	২৪২	শব্দ নবোদয় গুপ্ত	১৫৭
মরণ-স্বভি	১৮৭	শাক-বন	১৩১

নবমহা		২৫৭
শাতা	৪৪, ২০৯	২১৪
শিশুনাগ বংশ	৭৮	১০৬
জ্ঞানোদয়	৫৪, ৭২	২০৫
শুক্ল মর্দব	১২৪, ১২৫, ১২৭ ২৩০	২৪০
শ্রু	১০০, ১৪২	১৯৪
শৌনক ঋষি	১২২	১৫৯, ১৬১
জয়ধ্বজ	১২৯, ১৪১, ১৮০	১৪
জয়ধ্বজাঙ্গী	৬৫	২০০
জীয়া	১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫	১১৭, ১১৮, ১২১
জ্যোতিষ	৭৭	১০১
য		৮১
যজ্ঞিক	১০০, ১০৪	৪৫
যজ্ঞবিধ ধর্ম	৫৬	১৫১
জ		১১, ১৫১
জন্মপুত্র	৪৪	৮০
জন্মভেদ	২০৬	২০৫
জন্ম বেলষ্টিপুত্র	২০৭	১১৬
জন্ম পরিব্রাজক	১০	২২১
জনকুয়ার	১০৫	৮০
জন্ম-বাসনা	১১৬	৭
জগদগি গুহা	২৪২	২০৭, ২০৮, ২৫০
জগৎ মহাপুরুষ লক্ষণ	১৯	



